শব্দার্থে
আল কুরআনুল মজীদ
৭ম খণ্ড
অনুবাদক
মতিউর রহমান খান

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআন মজীদের বেশ কয়েকটি সরল অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশিত হয়েছে। এসব অনুবাদ ও তাফসীরের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা জানা অনেকাংশে সহজ হয়েছে। তবে যারা দ্বীনি মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করছেন অথবা ইংরেজী শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনের দা'য়ী হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছেন তাদের জন্য সরাসরি আরবী শব্দ বুঝে পবিত্র কোরআনের ভাবার্থ অনুধাবন করার মত তর্জমার অভাব রয়েছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে আজ হতে প্রায় ১৫ বছর পূর্বে পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমার কাজ শুরু করি। প্রায় ১৪ বছরের মেহনতের পর মহান আল্লাহ তৌফিক দিয়েছেন এ কাজ সম্পূর্ণ করার।

এ কাজে সব থেকে বেশী সহায়তা পেয়েছি আমার কর্মজীবনের শ্রদ্ধেয় সহকর্মী মোহাদ্দেস ও মোফাস্সেরগণের, যারা আল-আজহার, দামেস্ক, খার্তুম, পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়াশোনা করেছেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে যথাযোগ্য প্রতিফল দিন। যে সব তাফসীর ও তর্জমার সহযোগিতা নিয়েছি তার মধ্যে রয়েছেন মিশরের প্রখ্যাত মুফাস্সের মুফতী হাসানাইন মখলুফের কালিমাতুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাসীর, সাফাওয়াতুত্ তাফসীর, মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে আশরাফী, শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান ও শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমাদ ওসমানীর তাফসীর ও তর্জমায়ে কুরআন। মূলতঃ পবিত্র কোরআনের শাব্দিক তর্জমা করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি হযরত মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন সাহেবের উর্দূ শাব্দিক তর্জমা পড়ে। আমার এ তর্জমার মূল অবলম্বন তাঁর এই বিখ্যাত শাব্দিক তর্জমা। এছাড়া মক্কা শরীফের উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডঃ আব্দুল্লাহ আব্বাস নদভীর Vocabulary of the Holy Quran, মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মুহসীন খানের Interpretation of the meanings of the Noble Quran(এতে তাবারী, ইবনে কাসীর ও আল কুরতুবীর সার সংক্ষেপ রয়েছে। অধ্যাপক ইউসুফ আলীর The Quran. Translation and Commentry এ তর্জমার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক গ্রন্থ হিসেবেও কাজ করেছে। তবে শাব্দিক তর্জমা দ্বারা অনেক সময় পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলোর মূল বক্তব্য অনুধাবন সম্ভব নয়। তাই শব্দার্থের সাথে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ) এর তর্জমায়ে কুরআন হতে সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, বিষয়বস্তু, ভাবার্থ ও টিকা সংযোগ করেছি যাতে মর্মার্থ বুঝতে অসুবিধা না হয়।

শব্দার্থ থেকে ভাবার্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। যেমন - (১) কোন কোন শব্দের এক জায়গায় এক অর্থ, অন্য জায়গায় অন্য অর্থ করা হয়েছে। স্থান ও প্রসঙ্গ ভেদে অর্থের এ বিভিন্নতা হতে পারে। অনেক সময় ঐ শব্দের আগে বা পরে কিছু সহকারী শব্দ আসার কারণেও এ পরিবর্তন আসতে পারে। (২) কোন কোন আরবী শব্দের নীচে আদৌ কোন বাংলা অর্থ নেই। অনেক সময় এ ধরনের শব্দ, বাক্য গঠনের পূর্বে ব্যবহার করা হয়, এর কোন পৃথক অর্থ থাকে না। পুরা বাক্যের উপরই এর অর্থ প্রকাশ পায়। (৩) যে সব ক্ষেত্রে দুইটি আরবী শব্দ মিলে একটা বাংলা শব্দ হয়েছে, সেখানে আরবী শব্দ দুটোর নীচে মাঝখানে বাংলা প্রতিশব্দটি সেট করা হয়েছে। (৪) কোন কোন শব্দের নীচে বা আগে-পরে বাংলা শব্দ দেওয়ার পর বন্ধনীর মধ্যে আরও কিছু শব্দ যোগ করা হয়েছে, যাতে অর্থটি আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। (৫) পবিত্র কোরআনে আখিরাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে অতীত কাল ব্যবহার করা হয়েছে - এগুলো এমন, যেন ঘটনাটি ঘটেই গিয়েছে। এতে আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে আখিরাতে, ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কিছু কিছু বিষয়ে পবিত্র কোরআনে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার হলেও তর্জমায় ভবিষ্যত কাল (অর্থাৎ এমন ঘটবেই) ব্যবহার করা হয়েছে। মোট কথা হলো, পবিত্র কোরআনের অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে শব্দার্থের সাথে মর্মার্থ অবশ্যই পড়তে হবে। এছাড়া সূরার নামকরণ, শানে নুজুল, ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও বিষয় বস্তু পড়ার পর পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলো অর্থসহ অধ্যয়ন করতে হবে। এভাবে কমপক্ষে দু'-তিন পারা বুঝে পড়তে পারলে অন্যান্য অংশের অর্থ অনুধাবন করা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এর পরও গভীরভাবে কোরআন মজীদ অনুশীলনের জন্য কোন নির্ভরযোগ্য তাফসীরের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন। তবে পবিত্র কোরআন অনুশীলনের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল বাস্তব ময়দানে দ্বীনের দাওয়াত পেশ ও নিজের জীবনে তা বাস্তবায়ন করা। এভাবেই পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ তার অনুশীলনকারীর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন।

সর্বশেষে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের কাছে সীমাহীন শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমাকে এ কাজের তৌফিক দান করেছেন। এতে যা কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হয়েছে তার জন্য তাঁরই কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আর এ প্রচেষ্টাকে তিনি যেন আমার নাযাতের অসিলা বানান- এ দোয়াই করছি।

মতিউর রহমান খান
জেদ্দা

রবিউল আউওয়াল ১৪১৮ হিঃ
আগস্ট ১৯৯৭ইং
শ্রাবণ ১৪০৪ বাং

সূচী পত্র

সূরা আল-ফাতের

নামকরনঃ প্রথম আয়াতের 'ফাতের' শব্দটিকেই এ সূরার শিরোনামা বা নাম বানিয়ে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ শুধু এতটুকু যে, এ সেই সূরা যার কোন একটি আয়াতে 'ফাতের' ব্যবহৃত হয়েছে। এর আর একটা নাম 'আল-মালায়েকা'। এ শব্দটিও প্রথম আয়াতেই উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ কথা বলার ধরণ হতে স্বতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ সূরা সম্ভবতঃ মক্কী জীবনের মাঝামাঝিকালে নাযিল হয়েছিল। আর এ কালেরও যে অংশে বিরুদ্ধতা তীব্র ও প্রকট হয়ে উঠেছিল এবং নবী করীম (সঃ) -এর ইসলামী দাওআতকে ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে যত রকমের সম্ভব নিকৃষ্ট ধরণের চেষ্টা ও অপকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল.- তখনকার সময়ে নাযিল হওয়া সূরা।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কালামের এ অংশের বক্তব্য হচ্ছে নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদী দাওআতের বিরুদ্ধে তখনকার সময়ের মক্কাবাসী ও তাদের সরদারগণ যেরূপ আচরণ গ্রহণ করে নিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে উপদেশ দানের ভংগিতে তাদেরকে সাবধান ও তিরস্কার করা এবং শিক্ষাদানের ভংগিতে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাতে চেষ্টা করা। মূল কথা বা সার হল এই-হে অজ্ঞ লোকেরা! এ নবী তোমাদেরকে যে পথে আহবান জানাচ্ছে, সে পথে স্বয়ং তোমাদেরই কল্যাণ রয়েছে। সে জন্যে তোমাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়া, তার বিরুদ্ধে তোমাদের চালবাজি ও ষড়যন্ত্র করা এবং তাকে ব্যর্থ করে দিতে চেষ্টা করা আসলে তাঁর বিরুদ্ধে নয়-তোমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে কাজ করা। তাঁর কথা মেনে না নিলে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি হবে, তাঁর কিছুই এসে যাবে না। তিনি যা কিছু বলছেন তা চিন্তা করেই দেখ না! তাতে ভুল কি আছে? তিনি শিরকের প্রতিবাদ করেন; তোমরা নিজেরাই চোখ খুলে দেখ, এ দুনিয়ায় শিরকের কোন যুক্তিসংগত ভিত্তি আছে কি? তিনি তওহীদের দাওআত দেন; আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া তাঁর গুণ ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারের ধারক আর কেউ আছে কি কোথাও? তিনি তোমাদেরকে বলেন, তোমরা এ দুনিয়ায় দায়িত্বহীন নও। তোমাদের আল্লাহর নিকট তোমাদের নিজেদের যাবতীয় কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে এবং এ দুনিয়ার জীবনের পর আরো একটি জীবন আছে যেখানে প্রত্যেককে নিজের করা কাজের ফল ভোগ করতে হবে। এ বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করা এবং একে আশ্চর্যের ব্যাপার মনে করা কতখানি ভিত্তিহীন তা তোমরা নিজেরাই চিন্তা-ভাবনা করে দেখ। তোমাদের চোখ কি দেখতে পায় না এখানে রাতদিন সৃষ্টির পুনারাবৃত্তি ঘটছে?.... তাহলে তোমাদেরকে আবার সৃষ্টিকরা সেই আল্লাহর জন্যে অসম্ভব হবে কেন যিনি তোমাদেরকে সামান্য এক ফোঁটা পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?...... ভাল ও মন্দ একই রকমের পরিণতি আনে না। তোমাদের নিজেদের বুদ্ধি-জ্ঞান কি সে কথার সাক্ষ্য দেয় না!.. তা হলে যুক্তিসংগত ও বুদ্ধিসম্মত কথা কোনটি, তোমরাই বল?.... ভাল ও মন্দের পরিণাম কি তাহলে একই রকম হবে?.... আর তা কি শুধু মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হওয়া ও চিরতরে বিলীন হয়ে যাওয়া?... কিংবা ভালকে ভাল ফল ও মন্দকে মন্দ ফল দেয়া হবে? এখন এসব পুরোপুরি যুক্তিসংগত ও বাস্তব সত্যভিত্তিক কথাবার্তা যদি তোমরা মেনে না নাও, যদি 'মিথ্যা খোদা গণের- 'দাসত্ব ও বন্দেগী ত্যাগ না কর এবং নিজেদেরকে দায়িত্বহীন মনে করে দুনিয়ায় লাগামহীন উটের মতই জীবন-যাপন করতে চাও, তবে তাতে নবীর কি ক্ষতি হতে পারে? চরম বিপর্যয় তো আসবে তোমাদের নিজেদের জীবনে। নবীর দায়িত্ব হচ্ছে শুধু বুঝিয়ে দেয়া। আর তিনি সে দায়িত্ব তো পালন করেছেন।

কথার ধারাবাহিকতার মাঝে বার বার নবী করীম (সঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ আপনি যখন নসীহত করার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন, তখন গোমরাহীর পথে ধাবিত লোকদের হেদায়াত কবুল না করার কোন দায়িত্বই আপনার ওপর আসেনা। সে সংগে নবী করীম (সঃ)-কে এ কথাও বুঝানো হয়েছে যে, যারা মানতেই চায় না তাদের অবাঞ্ছনীয় আচরণে আপনার তো দুঃখ-ভারাক্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নেই তাদেরকে হেদায়াতের পথে আনবার চিন্তায় নিজেকে ক্ষয় করারও কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। বরং তার পরিবর্তে আপনি লক্ষ্য আরোপ করুন সেই লোকদের প্রতি যারা কথা শুনবার জন্যে প্রস্তুত। যারা ঈমান এনেছে, এ প্রসংগে তাদেরকেও বড় সুংসবাদ শুনানো হয়েছে, -যেন তাদের দিল মজবুত হয় এবং তারা যেন আল্লাহর ওয়াদাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে সত্যের পথে অবিচল হয়ে থাকে।

পাঁচ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী ফাতের সূরা (৩৫) পঁয়তাল্লিশ তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে (তিনি) স্রষ্টা আকাশ মণ্ডলির ও পৃথিবীর (তিনিই) নিয়োগকারী ফেরেশতাদেরকে

رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَ ثُلٰثَ وَ رُبٰعَ ط يَزِيْدُ فِى الْخَلْقِ

বাণী বাহক রূপে বিশিষ্ট (বহু) বাহু দুইটি ও তিনটি ও চারটি (করে) বাড়ীয়েদেন মধ্যে সৃষ্টি (কাঠামোর)

مَا يَشَآءُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ

যেমন তিনি ইচ্ছে করেন নিশ্চয় আল্লাহ উপর সব কিছুরই ক্ষমতাবান যাকিছু খুলেদেন আল্লাহ

لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ج وَ مَا يُمْسِكْ ۙ

লোকদের জন্যে হতে (তাঁর) অনুগ্রহ সেক্ষেত্রে নাই কোন রুদ্ধকারী তার এবং যা কিছু তিনি বন্ধ করেন -

فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ ط وَ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ٢

তখনও নাই কোনউন্মুক্তকারী (প্রেরণকারী) তার পরে তাঁর এবং তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়

রুকূঃ১

১. তা'রীফ আল্লাহরই জন্যে, যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং ফেরেশতাদেরকে পয়গাম বহনকারীরূপে নিয়োগকারী, (এমন ফেরেশতা) যাদের দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চারটি বাহু রয়েছে। তিনি তাঁর সৃষ্টি কাঠামো গঠনে যেমন চান বৃদ্ধি দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

২. আল্লাহ যে রহমতের দুয়ারই লোকদের জন্যে খুলে দেবেন তা রুদ্ধকারী কেউ নেই। আর যা তিনি বন্ধ করে দেবেন, আল্লাহর পরে তাকে খুলে দেবারও কেউ নেই। তিনি মহা ক্ষমতাশালী ও সুবিজ্ঞানী।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ؕ هَلْ مِنْ

হে | লোকেরা | তোমরা স্মরণ কর | অনুগ্রহের (কথা) | আল্লাহর | তোমাদের উপর | (আছে) কি | কোন

خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ ؕ لَآ اِلٰهَ

সৃষ্টিকর্তা | ব্যতীত | আল্লাহ | তোমাদের রিযিক দেয় (যে) | হতে | আকাশ | ও | পৃথিবী (হতে) | নাই | কোন ইলাহ

اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰى تُؤْفَكُوْنَ ۝٣ وَ اِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ

ছাড়া | তিনি | তা হলে কোথা হতে | তোমাদের ফিরান হচ্ছে | এবং | (হে নবী) যদি | তোমাকে তারা মিথ্যারোপ করে | নিশ্চয় তবে

كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ؕ وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٤

মিথ্যারোপ করা হয়েছে | রসূলদেরকে | পূর্বেও | তোমার | এবং | দিকে | আল্লাহরই | প্রত্যাবর্তিত হয় | (সব) বিষয়

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ

হে | লোকেরা | নিশ্চয় | ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য | সুতরাং না | তোমাদেরকে ধোকা দেয় (যেন) | জীবন

الدُّنْيَا ٝ وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝٥

দুনিয়ার | না এবং | তোমাদের ধোকা দেয় (যেন) | আল্লাহর ব্যাপারে | কোনবড় ধোকাবাজ (অর্থাৎ শয়তান)

---

৩. হে লোকেরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে সব অনুগ্রহ রয়েছে তা তোমরা স্মরণ রাখ। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে কি– যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রেয্ক দেয়?– তিনি ছাড়া মাবুদ আর কেউ নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে ধোকা খাচ্ছ?

৪. এখন যদি (হে নবী!) এই লোকেরা তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (তবে তা কোন নতুন কথা নয়), তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর সব ব্যাপারই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দিকেই ফিরে যাবে।

৫. হে লোকেরা! আল্লাহর ওয়াদা নিঃসন্দেহে সত্য। কাজেই দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। সেই বড় ধোঁকাবাজও যেন তোমাদেরকে আল্লাহর ব্যাপারে ধোঁকা দিতে না পারে।

إِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ

নিশ্চয় | শয়তান | তোমাদের জন্যে | শত্রু | সুতরাং তোমরা গ্রহণ কর | তাকে | শত্রুহিসেবে | মূলত | সে ডাকে | তার দলবলকে

لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ

তারা হয় যেন | অন্তর্ভুক্ত | অধিবাসীদের | দোজখের | যারা | কুফরী করবে | তাদের জন্যে (রয়েছে) | শাস্তি

شَدِيدٌ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ

কঠোর | আর | যারা | ঈমান আনবে | ও | কাজ করবে | নেকীসমূহের | তাদের জন্যে (রয়েছে) | ক্ষমা

وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ۖ

ও | প্রতিদান | বড় | তবে কি যে | চাকচিক্যময় করা হয়েছে | তারকাছে | মন্দ | তার কাজকে | তা অতঃপর সে মনে করে | উত্তমহিসেবে (সে কি হেদায়াত পাবে?)

فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۖ

প্রকৃত পক্ষে নিশ্চয় | আল্লাহ | গোমরাহ করেন | যাকে | ইচ্ছে করেন তিনি | এবং | সৎ পথে পরিচালিত করেন | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন

فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍ ۚ إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ

সুতরাং না | চলে যায় (অর্থাৎ কষ্ট পায় যেন) | তোমার প্রাণ | তাদের জন্যে | আক্ষেপ করে | নিশ্চয় | আল্লাহ | খুব অবহিত

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٨﴾

ঐ বিষয়ে যা | তারা তৈরী করছে

৬. আসলে শয়তানই তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরাও তাকে নিজেদের দুশমনই মনে কর। সে তো তার অনুসারীদেরকে নিজের পথে ডাকছে এ জন্যে, যেন এরা দোজখীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়।

৭. যে সব লোক কুফরী করবে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে। আর যারা ঈমান আনবে ও নেক্ আমল করবে তাদের জন্যে মাগফেরাত ও বড় প্রতিদান রয়েছে।

রুকুঃ২

৮. যে ব্যক্তির জন্যে তার খারাব আমলকে চাকচিক্যপূর্ণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে উহাকেই ভাল মনে করে (তার গোমরাহীর কোন শেষ আছে কি?), প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ যাকে চান গোমরাহীতে ডুবিয়ে দেন, আর যাকে চান হেদায়াতের পথ দেখান। কাজেই (হে নবী!) শুধু শুধুই এই লোকদের জন্যে চিন্তা ও দুঃখে যেন তোমার প্রাণ ক্ষয় হতে না থাকে। এরা যা কিছু করছে, আল্লাহ তা খুব ভাল জানেন।

শব্দ-৭/2

সَحَابًا	فَتُثِيْرُ	الرِّيٰحَ	اَرْسَلَ	الَّذِىْٓ	اللّٰهُ	وَ
মেঘমালা	অতঃপর (তা) উঠায়	বায়ুপ্রবাহ	প্রেরণ করেন	যিনি	আল্লাহ (তিনিই)	এবং

الْاَرْضَ	بِهِ	فَاَحْيَيْنَا	مَّيِّتٍ	بَلَدٍ	اِلٰى	فَسُقْنٰهُ
যমীনকে	তা দ্বারা	আমরা এভাবে সঞ্জীবিত করি	(যা ছিল) নির্জীব মৃত	ভূ-খন্ডের	দিকে	তা আমরা অতঃপর চালিয়ে দেই

يُرِيْدُ	كَانَ	مَنْ	النُّشُوْرُ ۝٩	كَذٰلِكَ	مَوْتِهَاؕ	بَعْدَ
চায়		যে	পুনরুত্থান	এরূপেই (হবে)	তার মৃত্যুর	পরে

الْكَلِمُ	يَصْعَدُ	اِلَيْهِ	جَمِيْعًاؕ	الْعِزَّةُ	فَلِلّٰهِ	الْعِزَّةَ
বাণী	আরোহণ করে	তাঁরই দিকে	সবই	ইয্যত- সম্মান	তবে (জেনে রাখুক) আল্লাহর জন্যে	ইয্যত-সম্মান

يَمْكُرُوْنَ	الَّذِيْنَ	وَ	يَرْفَعُهٗؕ	الصَّالِحُ	الْعَمَلُ	وَ	الطَّيِّبُ
ফন্দি আটে	যারা	এবং	তা উন্নীত করে	নেক ই	কাজ	এবং	পবিত্র

هُوَ	اُولٰٓئِكَ	مَكْرُ	وَ	شَدِيْدٌؕ	عَذَابٌ	لَهُمْ	السَّيِّاٰتِ
তা	তাদের	ফন্দি	এবং	কঠোর	শাস্তি	তাদের জন্যে (রয়েছে)	মন্দ (কাজের)

يَبُوْرُ ۝١٠
ব্যর্থ হবে

৯. তিনি তো আল্লাহই, যিনি বাতাসের প্রবাহ পাঠিয়ে থাকেন। পরে তা মেঘ চালিয়ে দেয়, পরে আমরা উহাকে এক উজাড় অঞ্চলের দিকে নিয়ে যাই এবং সেই যমীনকেই জীবন্ত করে তুলি যা মৃত পড়েছিল। মরে যাওয়া মানুষগুলির পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠাও ঠিক এরূপ ব্যাপারই হবে।

১০. যে ব্যক্তি ইয্যত চায় তার একথা জানা আবশ্যক যে, সমস্ত ইয্যত সর্বতোভাবে আল্লাহর। তাঁর নিকট যা উপরে উত্থিত হয় তা শুধু পবিত্র কথা। আর নেক্ আমলই উহাকে উপরে উত্থিত করে। তবে যারা বেহুদা চালবাজী করে, তাদের জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে এবং তাদের ধোঁকা-প্রতারণা আপনিই ধ্বংস হয়ে যাবে।

وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ

এবং | আল্লাহই | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | থেকে | মাটি | এরপর | থেকে | শুক্রবিন্দু | এর পর

جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا ؕ وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا

তোমাদেরকে বানিয়েছেন | জোড়া জোড়া | এবং | না | গর্ভধারণ করে | কোন | নারী | আর | না | প্রসব করে সে | এ ব্যতীত

بِعِلْمِهٖ ؕ وَ مَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّ لَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖۤ

তাঁর জানা থাকে | এবং | না | বয়স লাভ করে | কোন | বয়স্কলোক | আর | না | হ্রাসপায় | হতে | তার বয়স

اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿١١﴾ وَ مَا

এছাড়া | মধ্যে আছে | একটি কিতাবে (লিখিত) | নিশ্চয় | সেটা | জন্যে | আল্লাহর | (খুব) সহজ | এবং | না

يَسْتَوِى الْبَحْرٰنِ ۖۗ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهٗ

সমান হয় | দুই সমুদ্র | (যেমন) এটা | মিষ্ট | তৃষ্ণা নিবারক | সহজ পেয় | তার পানীয়

وَ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ؕ وَ مِنْ كُلٍّ تَاْكُلُوْنَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ

আর | ওটা | লোনা | তিক্ত | কিন্তু | থেকে | প্রত্যেকটা | তোমরা আহার কর | গোশত (মাছ) | তাজা | ও

تَسْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ۚ وَ تَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ

তোমরা বের কর | অলংকার(অর্থাৎ মনি মুক্তা) | তা তোমরা পরিধান কর | এবং | তোমরা দেখ | নৌকা গুলো | তার মধ্যে

مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٢﴾

পানিবিদীর্ণ করে চলে | তোমরা তালাশ করতে পার যেন | থেকে | তাঁর অনুগ্রহ | এবং | তোমরা যাতে | শোকর কর

১১. আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি হতে পয়দা করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে। অতঃপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়ে দেয়া হয়েছে (অর্থাৎ পুরুষ ও নারী)। কোন নারী গর্ভবতী হয় না, না সন্তান প্রসব করে – কিন্তু এ সব কিছুই আল্লাহর জানা মতেই হয়ে থাকে। কোন বয়স্ক ব্যক্তি বয়স লাভ করেনা, না কারো বয়সে কোন হ্রাস সাধিত হয়– কিন্তু এ সব কিছুই একটি কিতাবে লিখিত রয়েছে। আল্লাহর জন্যে ইহা খুবই সহজ কাজ।

১২. আর পানির দুটি ধারা সমান নয়; একটি মিষ্ট ও পিপাসা নিবারণকারী, পান করায় সুস্বাদু। আর অপর ধারা তীব্র লবণাক্ত; গলার ভিতর দেশের ছাল উঠিয়ে দেয়। কিন্তু এই উভয় ধারা হতে তোমরা টাটকা তাজা গোশত (মাছ) লাভ করে থাক, ব্যবহারের জন্য অলংকারের জিনিস বের করে আনো। আর এই পানিতেই– তোমরা দেখছ– নৌকাগুলি উহার বুক চিরে চলে যাচ্ছে,যেন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ কর এবং তাঁর শোকর আদায়কারী হও।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ يُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ

তিনি প্রবেশ করান — রাতকে — মধ্যে — দিনের — এবং — প্রবেশ করান — দিনকে — মধ্যে — রাতের

وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ

এবং — নিয়ন্ত্রিত করেছেন — সূর্যকে — ও — চন্দ্রকে — প্রত্যেকেই — (পরিভ্রমণ করে) দৌড়ায় — একটি সময়ের জন্যে — নির্দিষ্ট

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ؕ وَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ

তোমাদের সেই — আল্লাহই — তোমাদের রব — তাঁরই — সাম্রাজ্য — এবং — যাদেরকে — তোমরা ডাক

مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ۝١٣ اِنْ تَدْعُوْهُمْ

ছাড়া — তাঁকে — না — (তারা অধিকারী) ক্ষমতা রাখে — কোন — (তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুর) খেজুরের আটির পর্দা — যদি — তাদেরকে তোমরা ডাক

لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَ لَوْ سَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ؕ

না — তারা শুনতে পায় — ডাক — তোমাদের — আর — যদি — তারা শুনেও — না — তারা জওয়াব দিতে পারে — তোমাদেরকে

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ؕ وَ لَا يُنَبِّئُكَ

এবং — দিনে — কিয়ামতের — তারা অস্বীকার করবে — তোমাদের শিরককে — এবং — না — তোমাকে অবহিত করতে পারে কেউ

مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝١٤ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ

মত — সর্ববিষয়ে ওয়াকিবহালের — হে — লোকেরা — তোমরা — মুখাপেক্ষী — কাছে — আল্লাহর

---

১৩. তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করান। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি নিয়ন্ত্রিত ও অধীন বানিয়ে রেখেছেন। এই সব কিছুই একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। সেই আল্লাহই (যিনি এসব কাজ করছেন) তোমাদের রব। বাদশাহী তাঁরই; তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা কোন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুরও মালিক নয়।

১৪. তাদেরকে ডাকলে তারা তো তোমাদের দোআ শুনতে পায়না, শুনলেও তোমাদেরকে কোন জবাব দিতে পারে না। আর কেয়ামতের দিন উহারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে। প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে এমন নির্ভুল খবর– একজন ওয়াকিফহাল ছাড়া যা তোমাদেরকে আর কেউ দিতে পারেনা।

রুকু:৩

১৫. হে লোকেরা! তোমরাই আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

وَ اللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَ

কিন্তু / আল্লাহ (এমন যে) / তিনিই / অভাব মুক্ত / প্রশংসিত / যদি / তিনি ইচ্ছে করেন / তোমাদেরকে অপসারিত করতে পারেন / এবং

يَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٦﴾ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ﴿١٧﴾

আনতে পারেন (তোমাদের স্থানে) / সৃষ্টিকে / নতুন / আর / নয় / এটা / জন্যে / আল্লাহর / কোন কঠিন (কিছু)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَ اِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى

না এবং / বহন করবে / কোন বহনকারী / বোঝা / অন্যের / এবং / যদি / ডাকে / কোন বোঝাগ্রস্থ ব্যক্তি / দিকে

حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَّ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ

তার বোঝার (তা বইতে) / না / উঠান হবে / তার থেকে / (সামান্য) কিছুও / এবং / যদি / সে হয়ও / কোন নিকট আত্মীয়

اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ اَقَامُوا

(তাই হে নবী) কেবল মাত্র / তুমি সতর্ক কর / (তাদেরকে) যারা / ভয় করে / তাদের রবকে / না দেখা অবস্থায় / এবং / কায়েম করে

الصَّلٰوةَ ۗ وَ مَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَ اِلَى

নামাজ / এবং / যে / পবিত্র হয় / প্রকৃতপক্ষে / সে পবিত্র হয় / তার নিজের জন্যে / এবং / দিকে

اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿١٨﴾ وَ مَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَ الْبَصِيْرُ ﴿١٩﴾

আল্লাহরই / (তোমাদের হবে) প্রত্যাবর্তন / এবং না / সমান হয় / অন্ধ / ও / চক্ষুষ্মান

আর আল্লাহ তো সর্বাধিকারী ও প্রশংসিত।

১৬. তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে অপসারিত করে নতুন কোন সৃষ্টি তোমাদের স্থানে নিয়ে আসবেন;

১৭. এরূপ করা আল্লাহর জন্যে কিছু মাত্র কঠিন নয়।

১৮. কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। কোন বোঝা বহনকারী ব্যক্তি যদি নিজের বোঝা বহনের জন্যে ডাকে, তবে তার বোঝার এক সামান্য অংশও বহন করতে কেউ এগিয়ে আসবে না- সে নিকট আত্মীয়ই হোক না কেন। (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র সেই লোকদেরকেই সতর্ক করতে পার, যারা না দেখেই নিজেদের আল্লাহকে ভয় করে এবং নামায কায়েম করে। যে ব্যক্তিই পবিত্রতা গ্রহণ করে, নিজেরই কল্যাণের জন্যে করে। সকলকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

১৯. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হতে পারে না,

وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ۝٢٠ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُوْرُ ۝٢١

এবং না অন্ধকার সমূহ আর না আলো এবং না ছায়া আর না রৌদ্রতাপ

وَمَا يَسْتَوِي الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ

এবং না সমান হয় জীবিতসমূহ আর না মৃতসমূহ নিশ্চয় আল্লাহ শুনান

مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ ۝٢٢ اِنْ اَنْتَ

যাকে ইচ্ছে করেন তিনি আর না তুমি শুনাতে সমর্থ যে (আছে) মধ্যে কবরগুলোর নও তুমি

اِلَّا نَذِيْرٌ ۝٢٣ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ؕ وَاِنْ

এ ছাড়া একজন সতর্ককারী নিশ্চয় আমরা তোমাকে আমরা প্রেরণ করেছি সত্য সহকারে সুসংবাদদাতা রূপে ও সতর্ককারী হিসেবে এবং নাই

مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ۝٢٤ وَاِنْ يُّكَذِّبُوْكَ فَقَدْ

কোন (এমন) জাতি এ ছাড়া যে অতিক্রম করেছে তার মধ্যে কোন সতর্ককারী এবং যদি তোমাকে তারা মিথ্যারোপ করে তবে (নতুন কিছু নয়)

كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ

মিথ্যারোপ করেছে যারা (ছিল) পূর্বেও তাদের

২০. না অন্ধকার ও আলো সমান হতে পারে,

২১. সুশীতল ছায়া ও প্রখর রৌদ্রতাপ সমান হতে পারে না,

২২. আর না জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে। আল্লাহ যাকে চান শুনান; কিন্তু (হে নবী) তুমি সেই লোকদেরকে শুনাতে পারনা, যারা কবর-সমূহে দাফন হয়ে রয়েছে[১]।

২৩. তুমি তো শুধু একজন সাবধানকারী মাত্র।

২৪. আমরা তোমাকে প্রকৃত সত্য সহই পাঠিয়েছি, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে। কোন উম্মতই অতিবাহিত হয়নি যাদের নিকট কোন না কোন সতর্ককারী আসেনি। এখন –

২৫. এ লোকেরা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে এদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।

১. অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার মসীয়তের (ইচ্ছার) কথা তো স্বতন্ত্র। তিনি ইচ্ছা করলে পাথরকে শ্রবণ শক্তি দান করতে পারেন। কিন্তু যেসব লোকের বুকের মধ্যে বিবেক সম্পূর্ণরূপে মরে কবরস্থ হয়েছে, তাদের অন্তরের মধ্যে নিজের কথা প্রবেশ করাতে পারা এবং যারা কথা শুনতেই প্রস্তুত নয় তাদের বধির কানে সত্যের আওয়াজ শোনাতে পারা রসূলের সাধ্য নয়। তিনি তো মাত্র সেই সব লোকদেরকে শ্রবণ করাতে পারেন যারা যুক্তিসংগত কথায় কর্ণপাত করতে প্রস্তুত।

আরবি	অর্থ
جَآءَتْهُمْ	তাদের কাছে এসেছিল
رُسُلُهُمْ	তাদের রসূলগণ
بِالْبَيِّنٰتِ	স্পষ্ট প্রমাণাদী সহ
وَ	এবং
بِالزُّبُرِ	ছোট ছোট সহীফা সহ
وَ	ও
بِالْكِتٰبِ	গ্রন্থসহ
الْمُنِيْرِ ۝٢٥	উজ্জ্বল
ثُمَّ	এরপর
اَخَذْتُ	আমি ধরেছি
الَّذِيْنَ	(তাদেরকে) যারা
كَفَرُوْا	অমান্য করেছে
فَكَيْفَ	অতঃপর (দেখ) কেমন
كَانَ	ছিল
نَكِيْرِ ۝٢٦	আমার শাস্তি
اَلَمْ تَرَ	তুমি কি দেখ নাই
اَنَّ	যে
اللّٰهَ	আল্লাহ
اَنْزَلَ	বর্ষণ করেন
مِنَ	থেকে
السَّمَآءِ	আকাশ
مَآءً	পানি
فَاَخْرَجْنَا	আমরা অতঃপর বের করি
بِهٖ	তা দিয়ে
ثَمَرٰتٍ	ফল মূলসমূহ
مُّخْتَلِفًا	বিভিন্ন
اَلْوَانُهَا	তার রংসমূহ
وَ	এবং
مِنَ	মধ্যেও
الْجِبَالِ	পাহাড়সমূহের
جُدَدٌ	রেখাপথ (রয়েছে)
بِيْضٌ	সাদা
وَّ	ও
حُمْرٌ	লাল
مُّخْتَلِفٌ	বিভিন্ন
اَلْوَانُهَا	তার রংসমূহ
وَ	এবং
غَرَابِيْبُ	গাঢ়
سُوْدٌ ۝٢٧	কাল (রংও)
وَ	এবং
مِنَ	মধ্যে
النَّاسِ	লোকদের
وَ	ও
الدَّوَآبِّ	জীব জন্তুগুলোর
وَ	এবং
الْاَنْعَامِ	গৃহপালিত পশুদের (মধ্যেও রয়েছে)
مُخْتَلِفٌ	বিভিন্ন
اَلْوَانُهٗ	তার রংসমূহ
كَذٰلِكَ	এভাবে
اِنَّمَا	প্রকৃত পক্ষে
يَخْشَى	ভয় করে
اللّٰهَ	আল্লাহকে
مِنْ	মধ্য হতে
عِبَادِهِ	তাঁর বান্দাদের
الْعُلَمٰٓؤُا	জ্ঞানীগনই
اِنَّ	নিশ্চয়
اللّٰهَ	আল্লাহ
عَزِيْزٌ	পরাক্রমশালী
غَفُوْرٌ ۝٢٨	ক্ষমাশীল

তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ, সহীফা ও উজ্জ্বল হেদায়াত দানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল।

২৬. তখন যারা মানেনি তাদেরকে আমি ধরে ফেললাম। আর লক্ষ্য কর, আমার শাস্তি কতই না কঠোর ছিল।

রুকুঃ৪

২৭. তোমরা কি দেখনা আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করেন, পরে উহার সাহায্যে আমরা রকম-বেরকমের ফল বের করে আনি, যেগুলোর বর্ণ বিভিন্ন? পাহাড়েও সাদা, লাল, ও গাঢ় কালো রেখা পাওয়া যায়, যেগুলোর রংও নানা প্রকারের।

২৮. এমনিভাবে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও গৃহপালিত পশু গুলোর বর্ণও হয় বিভিন্ন প্রকারের। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল ইলম-সম্পন্ন লোকেরাই তাঁকে ভয় করে[২]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিশালী ও ক্ষমাকারী।

২ এর থেকে জানা গেল, মাত্র গ্রন্থ পাঠকারী বা কিতাবী বিদ্যায় বিদ্বানকে 'আলেম' বলা যায় না; বরং আলেম তিনি যিনি আল্লাহকে ভয় করেন।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا

নিশ্চয় | যারা | তেলাওয়াত করে | কিতাব | আল্লাহর | এবং | কায়েম করে | নামাজ | ও | খরচ করে

مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ

তা হতে যা | তাদেরকে আমরা রিয্ক দিয়েছি | গোপনে | ও | প্রকাশ্যে | তারাই আশা করতে পারে | (এমন) ব্যবসার | (যার) কক্ষণ না

تَبُوْرَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُوْرَهُمْ وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ط

লোকসান হবে | তাদের পূর্ণমাত্রায় (আল্লাহ) দেন যেন | তাদের প্রতিফল | এবং | তাদের বাড়িয়ে দেন | থেকে | তাঁর অনুগ্রহ

اِنَّهٗ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ مِنَ

তিনি নিশ্চয় | ক্ষমাশীল | গুণগ্রাহী | এবং (হে নবী) | যা | আমরা ওহী করেছি | তোমার প্রতি | অর্থাৎ

الْكِتٰبِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ط اِنَّ اللّٰهَ

কিতাব | তাই | সত্য | (তা) সত্যায়নকারীও | তার যা | পূর্বে (এসেছে) | তার | নিশ্চয় | আল্লাহ

بِعِبَادِهٖ لَخَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ

তার বান্দাদের সম্পর্কে | অবশ্যই খুব অবহিত | খুব দর্শন কারী | এরপর | আমরা উত্তরাধিকারী বানিয়েছি | কিতাবের | (তাদেরকে) যাদের

اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ج فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ج

আমরা পছন্দ করেছি | মধ্য হতে | আমাদের বান্দাদের | অতঃপর তাদের মধ্যে | (কেউ হয়েছে) যুলুমকারী | তার নিজের উপর

---

২৯. যেসব লোক আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায কায়েম করে, আর আমরা তাদেরকে যা কিছু রিয্ক দিয়েছি তা হতে প্রকাশ্যে ও গোপনে ব্যয় করে, তাঁরা নিশ্চয় এমন এক ব্যবসায়ের জন্য আশাবাদী যাতে কখনই লোকসান হবে না।

৩০. (এই ব্যবসায়ে তারা নিজেদের সবকিছু বিনিয়োগ করেছে এ উদ্দেশ্যে) যেন আল্লাহ তাদের প্রতিফল পূর্ণমাত্রায় তাদেরকে দেন এবং আরও অধিক নিজের অনুগ্রহ হতে তাদেরকে দান করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাকারী ও গুণগ্রাহী।

৩১. (হে নবী!) যে কিতাব আমরা তোমার প্রতি অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি তাই সত্য,- সেই কিতাবগুলোর সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে এসেছে, যা উহার পূর্বে এসেছিল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অবস্থা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে ওয়াকিফহাল এবং তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর দৃষ্টি রাখেন।

৩২. পরে আমরা এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি সেই লোকদেরকে যাদেরকে আমরা (এই উত্তরাধিকারী দানের জন্যে) আমাদের বান্দাদের মধ্যে হতে বাছাই করে নিয়েছি। এখন তাদের মধ্যে কেউ তো নিজের প্রতিই যুল্মকারী,

আরবি	অর্থ
وَ	আবার
مِنْهُمْ	তাদের মধ্য (রয়েছে)
مُّقْتَصِدٌ	(কেউ) মধ্যপন্থী
وَ	আবার
مِنْهُمْ	তাদের মধ্য (রয়েছে)
سَابِقٌ	(কেউ) অগ্রগামী
بِالْخَيْرٰتِ	কল্যাণ কর কাজ সমূহে
بِإِذْنِ	অনুমতি ক্রমে
اللّٰهِ	আল্লাহর
ذٰلِكَ	এটাই
هُوَ	সেই
الْفَضْلُ	অনুগ্রহ
الْكَبِيْرُ ﴿٣٢﴾	বড়
جَنّٰتُ	বেহেশত্সমূহ (রয়েছে)
عَدْنٍ	স্থায়ী
يَّدْخُلُوْنَهَا	তাতে তারা প্রবেশ করবে
يُحَلَّوْنَ	অলংকৃতকরা হবে (তাদের কে)
فِيْهَا	তার মধ্যে
مِنْ	দিয়ে
اَسَاوِرَ	কংকনসমূহ
مِنْ	দ্বারা (নির্মিত)
ذَهَبٍ	স্বর্ণের
وَّ	ও
لُؤْلُؤًا	মনি মুক্তার
وَ	এবং
لِبَاسُهُمْ	তাদের পোশাক (হবে)
فِيْهَا	তার মধ্যে
حَرِيْرٌ ﴿٣٣﴾	রেশমের
وَ	এবং
قَالُوا	তারা বলবে
الْحَمْدُ	সব প্রশংসা
لِلّٰهِ	আল্লাহরই জন্যে
الَّذِيْٓ	যিনি
اَذْهَبَ	দূর করেছেন
عَنَّا	আমাদের থেকে
الْحَزَنَ	দুশ্চিন্তা
اِنَّ	নিশ্চয়
رَبَّنَا	আমাদের রব
لَغَفُوْرٌ	অবশ্যই ক্ষমাশীল
شَكُوْرُ ﴿٣٤﴾	গুণগ্রাহী
الَّذِيْٓ	যিনি
اَحَلَّنَا	আমাদের জন্যে মনজুর করেছেন
دَارَ	ঘর
الْمُقَامَةِ	চিরন্তন
مِنْ فَضْلِهٖ	অনুগ্রহে তার
لَا	না
يَمَسُّنَا	আমাদের স্পর্শ করবে
فِيْهَا	তার মধ্যে
نَصَبٌ	কোনক্লেশ
وَّ	আর
لَا	না
يَمَسُّنَا	আমাদের স্পর্শ করবে
فِيْهَا	তার মধ্যে
لُغُوْبٌ ﴿٣٥﴾	কোনক্লান্তি

কেউ মধ্যম-পন্থী, আর কেউ আল্লাহর অনুমতিক্রমে নেক কাজসমূহে অগ্রসর। এটাই বড় অনুগ্রহ।

৩৩. চিরকালীন বেহেশত্ – যাতে এরা প্রবেশ করবে, সেখানে তাদেরকে স্বর্ণের কংকন এবং মণি-মুক্তায় সজ্জিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।

৩৪. আর তারা বলবেঃ শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়েছেন। আমাদের রব নিশ্চিতই ক্ষমাদানকারী এবং গুণগ্রাহী।

৩৫. যিনি আমাদেরকে নিজের অনুগ্রহে চিরন্তন বসবাসের জায়গায় এনে দিয়েছেন। এখন এখানে আমাদের না কোন কষ্ট হচ্ছে, আর না ক্লান্তি লাগছে।

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا
এবং যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে (রয়েছে) আগুন জাহান্নামের না

يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ
চূড়ান্ত করা হবে (মৃত্যু) তাদের উপর তারা মরবে যে আর না হালকা করা হবে তাদের থেকে কিছু

عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿۳۶﴾ وَ هُمْ يَصْطَرِخُوْنَ
তার শাস্তি এরূপে প্রতিফলদেই আমরা প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এবং তারা চিৎকার করে বলবে

فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ
তার মধ্যে হে আমাদের রব আমাদেরকে বের করুন আমরা কাজ করব নেকীর (তা হতে) ভিন্নতর যা

كُنَّا نَعْمَلُ ؕ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ
ছিলাম আমরা করতে (বলা হবে) নাই কি আমরা বয়স দান করেছি তোমাদের যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে তার মধ্যে কেউ শিক্ষা নিতে (চাইলে) এবং

جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ ؕ فَذُوْقُوْا فَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَّصِيْرٍ ﴿۳۷﴾
এসেছিল তোমাদের (কাছে) সতর্ককারী সুতরাং তোমরা স্বাদ নাও অতঃপর নাই যালিমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী

৩৬. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। না তাদের ব্যাপার চূড়ান্ত করা হবে যে মরে যাবে, আর না তাদের জন্যে জাহান্নামের আযাব কোনরূপ হ্রাস করা হবে। এ ভাবে আমরা কুফরীকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্রতিফল দান করে থাকি।

৩৭. সেখানে তারা চীৎকার করে বলবেঃ "হে আমাদের আল্লাহ আমাদেরকে এখান থেকে বের করে নাও– যেন আমরা নেক আমল করি, সেই আমল হতে ভিন্নতর যেমন পূর্বে করতে ছিলাম"। (তাদেরকে জবাব দেয়া হবেঃ) "আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করেনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারীও এসেছিল ! এখন স্বাদ গ্রহণ কর। এখানে যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ

নিশ্চয় | আল্লাহ | অবগত | গোপন রহস্যের | আসমানসমূহের | ও | পৃথিবীর | তিনি নিশ্চয় | খুব অবহিত

بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي

অবস্থা সম্পর্কে | অন্তরসমূহের | তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | তোমাদেরকে বানিয়েছেন | প্রতিনিধিহিসেবে | মধ্যে

الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

পৃথিবীর | যে অতঃপর | কুফরী করল | তার উপর তখন (পড়বে) | তার কুফরীর (শাস্তি) | এবং | না | বাড়াবে | কাফেরদেরকে

كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ

কুফরী | তাদের | কাছে | তাদের রবের | এ ছাড়া | ক্রোধ | আর | না | বৃদ্ধি করবে | কাফেরদেরকে

كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ

তাদের কুফরী | এ ছাড়া | ক্ষতি | বল | তোমরা (ভেবে) দেখেছ কি | তোমাদের শরীকদেরকে | যাদের

تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ

তোমরা ডেকে থাক | ছাড়া | আল্লাহকে | আমাকে দেখাও | কি | তারা সৃষ্টি করেছে | কিছু

الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ۚ

পৃথিবীতে | বা | তাদের জন্যে (আছে) | অংশীদারিত্ব | মধ্যে | আকাশমন্ডলির

রুকূঃ৫

৩৮. নিঃসন্দেহে আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীনের সব গোপন জিনিস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি তো বুকের গোপন রহস্য সম্পর্কেও জানেন।

৩৯. তিনিই তোমাদেরকে যমীনে খলিফা বানিয়েছেন। এখন যে ব্যক্তি কুফরী করে, তার কুফরীর শাস্তি তারই উপর বর্তিবে। কুফরী কাফেরদেরকে কেবলমাত্র এই উন্নতিই দান কর যে, তাদের আল্লাহর গযবের মাত্রা তাদের প্রতি অধিক বৃদ্ধি করে দেয়। কাফেরদের জন্যে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন উন্নতি নেই।

৪০. (হে নবী!) তাদেরকে বলঃ "তোমরা তোমাদের সেই শরীকদেরকে কখনও দেখেছ কি, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক ? আমাকে বল, তারা যমীনে কি পয়দা করেছে কিংবা আসমানসমূহে তাদের কি অংশীদারিত্ব রয়েছে?"

أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ

অথবা | তাদেরকে আমরা দিয়েছি | কোন কিতাব | অতঃপর তারা | (প্রতিষ্ঠিত) উপর | প্রমাণাদির | তা থেকে | বরং | না | ওয়াদা দেয়

الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ

যালেমরা | তাদের একে | অপরকে | এ ছাড়া | ধোকা | নিশ্চয় | আল্লাহ | ধরে রেখেছেন

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا

আসমান সমূহ | ও | যমীনকে | যেন (না) | টলেযায় (উভয়ে) | আর | যদি অবশ্য | টলে যায় (উভয়ে) | না | উভয়কে ধরে রাখতে পারবে

مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا

কেউ | তাঁর পরে | নিশ্চয় তিনি | হলেন | সহনশীল | ক্ষমাপরায়ণ | এবং | তারা কসম খায়

بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ

আল্লাহর (নামে) | দৃঢ় | তাদের কসমসমূহ | যদি অবশ্যই | আসে | তাদের কাছে | কোন সতর্ককারী | তারা হবে অবশ্যই | অধিকতর হেদায়াত প্রাপ্ত | চেয়েও

إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾

যে কোনটির | (অন্যান্য) জাতিগুলোর | অতঃপর যখন | আসল | তাদের কাছে | সতর্ককারী | না | তাদের বৃদ্ধি করেছে | এ ছাড়া | পলায়ন

(এ যদি তারা বলতে না পারে, তবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করঃ) "আমরা কি তাদেরকে কোন লেখা লিখে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে এরা (তাদের এই শিরকের পক্ষে) কোন পরিষ্কার সনদ রাখে?" না–এমন কিছুই নেই। বরং এই যালেমরা পরস্পরকে শুধু ধোঁকা দিয়েই চলেছে।

৪১. প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহই আসমান সমূহ ও যমীনকে টলে যাওয়া হতে ফিরিয়ে রেখেছেন। উহা যদি টলে যায়, তাহলে আল্লাহর পরে দ্বিতীয় কেউ উহাকে ধরে রাখবার নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ধৈর্যশীল এবং ক্ষমাকারী।

৪২. এই লোকেরা আল্লাহর নামে কড়া কড়া 'কসম' খেয়ে বলছিল যে, তাদের নিকট কোন সতর্ককারী যদি এসে থাকত, তাহলে এই লোকেরা অপর প্রত্যেক জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী হেদায়াত প্রাপ্ত হত। কিন্তু সতর্ককারী যখন তাদের নিকট এসে গেল, তখন তাদের আগমন সত্যদ্বীন হতে পলায়ন ছাড়া আর কোন জিনিস বৃদ্ধি করে দেয় নি।

৪৩. এরা পৃথিবীতে আরও বেশী অহংকার করতে লাগল, আর নিকৃষ্টতম চাল চালতে শুরু করল। অথচ খারাব চাল যারা চালে, তা তাদেরকেই ধ্বংস করে। এখন কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, অতীত জাতিগুলির প্রতি আল্লাহর যে রীতি ছিল তাদের সাথেও তাই প্রয়োগ করা হবে? এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আল্লাহর নিয়ম-নীতিতে কস্মিনকালেও কোন পরিবর্তন পাবেনা। আর আল্লাহর সুন্নতকে উহার জন্যে নির্দিষ্ট পথ হতে কোন শক্তিই ফিরাতে পারে তাও তোমরা দেখবে না!

৪৪. এরা যমীনে কখনো চলাফেরা করে দেখে নাই কি? তা হলে এদের পূর্বে যেসব লোক চলে গেছে এবং যারা এদের চাইতে অধিক শক্তিশালী ছিল তাদের যে পরিণতি হয়েছে তা তারা দেখতে পেত। কোন জিনিসই আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পারে না– না আসমান-সমূহে, না যমীনে। তিনি সব কিছুই জানেন ও সব জিনিসের উপর তিনি ক্ষমতা রাখেন।

وَلَوْ	يُؤَاخِذُ	اللّٰهُ	النَّاسَ	بِمَا	كَسَبُوْا	مَا	تَرَكَ	عَلٰى
যদি এবং	ধরতেন	আল্লাহ	লোকদেরকে	এ কারণে যা	তারা অর্জন করেছে	না	ছাড়তেন	উপর

ظَهْرِهَا	مِنْ	دَآبَّةٍ	وَّلٰكِنْ	يُّؤَخِّرُهُمْ	اِلٰٓى	اَجَلٍ
তার পৃষ্ঠের	কোন	চলমান প্রাণীকেই	কিন্তু	তাদের অবকাশ দিয়ে থাকেন তিনি	পর্যন্ত	একটা সময়

مُّسَمًّى ۚ	فَاِذَا	جَآءَ	اَجَلُهُمْ	فَاِنَّ	اللّٰهَ	كَانَ
নির্দিষ্ট	যখন অতঃপর	আসবে	তাদের সময়	নিশ্চয় তখন	আল্লাহ	হবেন

بِعِبَادِهٖ	بَصِيْرًا ﴿٤٥﴾
তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে	খুব দৃষ্টিমান (অর্থাৎ দেখে নিবেন)

৪৫. তাদের ক্রিয়া-কলাপের জন্যে তিনি যদি তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনে কোন প্রাণীকেই বেঁচে থাকতে দিতেন না। কিন্তু তিনি তাদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন। যখন তাদের সময় পূর্ণ হবে, তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দেখে নিবেন।

সূরা ইয়া-সীন

নামকরণঃ সূরাটির শুরুর দুটি অক্ষরকেই এর নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বর্ণনাভংগি চিন্তা-বিবেচনা করলে মনে হয়, এ সূরা নাযিল হওয়ার সময়-কাল হয় মক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ের শেষ ভাগ, অথবা এ একেবারে শেষ কালে নাযিল হওয়া সূরা সমূহের মধ্যে একটি।

বিষয়বস্তু ও আলোচনাঃ এসূরায় যা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হল হযরত মুহাম্মদ (সঃ- এর নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান না-আনা এবং তাঁর প্রতি যুল্ম ও ঠাট্টা-বিদ্রুপমূলক ব্যবহার করার দরুন কুরাইশ কাফেরদেরকে পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করা। এতে ভয় প্রদর্শনের সুরটি খুব বেশী সোচ্চার এবং জোরদার। কিন্তু বার বার ভয় প্রদর্শনের সংগে সংগে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিল দিয়ে মূল তত্ত্ব বুঝিয়ে দেয়ার পদ্ধতিও অবলম্বিত হয়েছে। এতে তিনটি বিষয়ের প্রমাণ পেশ করা হয়েছেঃ

তওহীদ সম্পর্কেঃ প্রাকৃতি নিদর্শনাদি ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে; পরকাল সম্পর্কেঃ প্রাকৃতিক নিদর্শনাদি, সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি এবং স্বয়ং মানুষের নিজের অস্তিত্বের সাহায্যে; হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নবুয়্যাত ও রেসালাতের সত্যতা সম্পর্কেঃ এ পর্যায়ে প্রমাণ হিসেবে বলা হয়েছে যে, তিনি রেসালাতের দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও গরজহীন ভাবেই সমস্ত শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করছেন। সে সংগে এ কথাও যে, তিনি যেসব বিষয়ে লোকদেরকে দাওআত দিচ্ছেন তা পরিপূর্ণ বিবেকসম্মত। তা কবুল করায় মানুষের নিজেরই কল্যাণ নিহিত।

এ প্রমাণের বলে তীব্র শাসনবাণী, তিরস্কার ও সাবধানকরনের কথাগুলি খুবই জোরদার করে বার বার বলা হয়েছে– যেন দিলের বদ্ধ দুয়ার খুলে যায় এবং যাদের মধ্যে সত্য কবুল করার যোগ্যতা সামান্য মাত্রও রয়েছে তারা যেন অবশ্য প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও তিবরানী প্রমুখ মুহাদ্দিস মা'কাল ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ يٰس قلب القران — ।"সূরা ইয়া-সীন কুরআনের দিল"। এ উপমাটি ঠিক তেমনি যেমন বলা হয়েছে, "সূরা ফাতেহা কুরআনের মা"। ফাতেহা সূরাকে 'কুরআনের মা' বলার তাৎপর্য এই যে, ওতে কুরআন মজীদের সমগ্র শিক্ষার সারকথা বিবৃত হয়েছে । অনুরূপভাবে সূরা ইয়া-সীন কুরআনের জীবন্ত ও প্রাণবন্ত দিল এ হিসেবে যে,এ সূরা কুরআনের দাওআতকে অতীব জোরালো ও বলিষ্ঠভাবে পেশ করে। এর প্রচন্ডতায় স্থবিরতা চূর্ণ হয় এবং প্রাণে গতিশীলতা সূচিত হয়।

হযরত মা'কাল ইব্নে ইয়াসার হতে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) বলেছেনঃ اقرؤا سورة يس على موتاكم -তোমাদের মুমূর্ষু লোকদের সামনে সূরা ইয়া-সীন পাঠ কর"। এর তাৎপর্য এই যে, মৃত্যুমুখে পতিত মুসলমানের মনে এর দরুন মৃত্যুকালে সমস্ত ইসলামী আকীদাই তাজা ও নতুন হয়ে ওঠে না, বিশেষ ভাবে তার সামনে পরকালের পুরা নকশাটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দুনিয়ার জীবন নিঃশেষ হওয়ার পর তাকে পরবর্তী কোন সব মনযিলের সম্মুখীন হতে হবে তা সে স্পষ্ট জানতে পারে। এ কল্যাণ দৃষ্টির পূর্ণতা বিধানের জন্যে আরবী বোঝে না এমন লোকদের সামনে মূল সূরা পাঠ করার সংগে সংগে তার তরজমাও পড়ে শুনানো আবশ্যক। এর সাহায্যেই নসীহত ও স্মরণ করে দেবার কাজটি পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে।

رُكُوْعَاتُهَا ٥ (٣٦) سُوْرَةُ يٰسٓ مَكِّيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٨٣

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী ইয়াসীন সূরা (৩৬) তিরাশি তার আয়াত সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

يٰسٓ ﴿١﴾ وَ الْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ﴿٢﴾ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣﴾ عَلٰى

ইয়া-সীন শপথ কুরআনের (যা) হিকমতপূর্ণ (বিজ্ঞানময়) তুমি নিশ্চয় অন্তর্ভুক্ত অবশ্যই রাসূলদের (তুমি প্রতিষ্ঠিত) উপর

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿٥﴾ لِتُنْذِرَ قَوْمًا

পথের সরল সঠিক (এই কোরআন) অবতীর্ণ করা পরাক্রমশালীর (পক্ষহতে) (যিনি) মেহেরবান সতর্ক কর তুমি যেন (এমন) জাতিকে

مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى

না সতর্ক করা হয়েছে তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে অতএব তারা গাফিল (হয়েআছে) নিশ্চয় উপযুক্ত হয়েছে (শাস্তির) বাণী উপর

اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٧﴾

তাদের অধিক অংশের সুতরাং তারা না ঈমান আনবে

রুকূঃ১

১. ইয়া-সীন।

২. বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ;

৩. তুমি নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন।

৪. নির্ভুল সঠিক পথের অনুসারী।

৫. (এই কুরআন) পরাক্রমশালী সর্বজয়ী ও মেহেরবান মহান সত্তার নাযিল করা কিতাব।

৬. যেন তুমি এমন এক জাতিকে সাবধান ও সতর্ক করতে পার যাদের বাপ-দাদাদেরকে সাবধান ও সতর্ক করা হয়নি এবং এ কারণেই তারা গাফলতের মধ্যে পড়ে রয়েছে।

৭. এদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে। এজন্যে তারা ঈমান আনে না[১]।

১. এখানে সেই সব লোকদের কথা বলা হয়েছে যারা নবী করীমের (সঃ) দাওআতের মুকাবেলায় যীদ ও হঠকারিতা সহ এ কথা একেবারে সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল যে- কোন মতেই তাঁর কথা শোনা হবে না। এই সব লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "ইহাদের অধিকাংশই আযাবের সিদ্ধান্তের উপযুক্ত হয়েছে", এজন্যে এরা ঈমান আনছে না।

إِنَّا جَعَلْنَا فِيٓ أَعْنَٰقِهِمْ أَغْلَٰلًا فَهِيَ إِلَى

নিশ্চয় আমরা | আমরা লাগিয়েছি | উপর | তাদের গলদেশ সমূহের | বেড়ীসমূহ | তা তাই | (রয়েছে) পর্যন্ত

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ⑧ وَجَعَلْنَا مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ

চিবুকগুলো (শৃংখলিত হয়ে) | তারা এজন্য | উর্ধমুখী (হয়ে আছে) | এবং | আমরা স্থাপন করেছি | সম্মুখে | তাদের

سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ

প্রাচীর | ও | পেছনে | তাদের | প্রাচীর | তাদেরকে আমরা এভাবে ঢেকে দিয়েছি | তারা অতএব

لَا يُبْصِرُونَ ⑨ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ

না | দেখতে পায় | এবং | সমান | তাদের উপর | তাদের তুমি সতর্ক কর কি | আর | নাই | তাদের সতর্ক কর তুমি

لَا يُؤْمِنُونَ ⑩

না | তারা ঈমান আনবে

---

৮. আমরা তাদেরকে গলায় বেড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, তাতে তারা থুত্‌নি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে রয়েছে। এজন্যে তারা মাথা তুলে দাঁড়ায়ে রয়েছে[২]।

৯. আমরা একটি প্রাচীর তাদের সামনে খাড়া করে দিয়েছি, আর একটি প্রাচীর তাদের পিছনে। আমরা তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি। এখন তারা কিছুই দেখতে পায় না[৩]।

১০. তুমি তাদেরকে ভয় দেখাও আর না-ই দেখাও, তাদের জন্যে সমান। তারা মানবে না।

---

২. 'তওক'– গল-শৃংখল অর্থাৎ– তাদের নিজেদের হঠকারিতা, সত্যকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে যা তাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। "থুথনি পর্যন্ত শৃংখলিত হয়ে" যাওয়া ও "মাথা তুলে দাঁড়িয়ে" থাকা অর্থ তারা "উদ্ধত গ্রীবা" হয়ে আছে যা অহংকার ও স্পর্ধার ফল ।

৩. এক প্রাচীর সামনে ও এক প্রাচীর পিছনে খাড়া করে দেয়ার অর্থ হচ্ছে –এই অহংকার ও হঠকারিতার স্বাভাবিক ফলে এরা অতীত ইতিহাস থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না ও ভবিষ্যতের পরিণাম সম্পর্কেও কখনও কোন চিন্তা করে না। এদের কুসংস্কার সব দিক থেকে এদেরকে এরূপভাবে ঢেকে ফেলেছে ও এদের বিভ্রান্তি এদের চোখের উপর এরূপ পর্দা ফেলে দিয়েছে যে, সেই সুস্পষ্ট ও উম্মুক্ত সত্যগুলিও তাদের দৃষ্টিতে পড়ে না যা প্রত্যেক সুস্থ্য-প্রকৃতি সংস্কারমুক্ত মানুষ সহজে দেখতে পায়।

আরবি	অর্থ
إِنَّمَا	প্রকৃতপক্ষে
تُنذِرُ	সতর্ক কর তুমি
مَنِ	(তাকে) যে
اتَّبَعَ	মেনে চলে
الذِّكْرَ	উপদেশ
وَ	ও
خَشِيَ	ভয় করে
الرَّحْمَٰنَ	দয়াময়কে
بِالْغَيْبِ ۚ	না দেখা অবস্থায়
فَبَشِّرْهُ	তাকে সুতরাং দাও সুসংবাদ
بِمَغْفِرَةٍ	ক্ষমার
وَّ	ও
أَجْرٍ	প্রতিফলের
كَرِيمٍ ⑪	সম্মানজনক
إِنَّا	নিশ্চয়
نَحْنُ	আমরা
نُحْيِ	জীবিতকরব (একদিন)
الْمَوْتَىٰ	মৃতদেরকে
وَ	এবং
نَكْتُبُ	আমরালিখে যাচ্ছি
مَا	যা
قَدَّمُوا	তারা আগে পাঠিয়েছে
وَ	ও
آثَارَهُمْ ط	তাদের কীর্তিসমূহ (যা পিছনে রেখেছে)
وَ	এবং
كُلَّ	প্রত্যেক
شَيْءٍ	জিনিষ
أَحْصَيْنَٰهُ	তা আমরা সংরক্ষিত করেছি
فِي	মধ্যে
إِمَامٍ	একটি কিতাবের
مُّبِينٍ ⑫	সুস্পষ্ট
وَ	এবং
اضْرِبْ	বর্ণনা কর
لَهُم	তাদের কাছে
مَّثَلًا	দৃষ্টান্ত
أَصْحَٰبَ	অধিবাসীদেরকে
الْقَرْيَةِ م	একটি জনপদের
إِذْ	যখন
جَاءَهَا	সেখানে এসেছিল
الْمُرْسَلُونَ ⑬	রসূলগণ
إِذْ	যখন
أَرْسَلْنَا	আমরা প্রেরণ করে ছিলাম
إِلَيْهِمُ	তাদের প্রতি
اثْنَيْنِ	দুজনকে
فَكَذَّبُوهُمَا	তখন উভয়কে তারা মিথ্যারোপ করল
فَعَزَّزْنَا	তখন আমরা সাহায্য করলাম
بِثَالِثٍ	তৃতীয় জনকে দিয়ে
فَقَالُوا	তারা অতঃপর বলল
إِنَّا	নিশ্চয় আমরা
إِلَيْكُم	তোমাদের প্রতি
مُّرْسَلُونَ ⑭	রসূল হিসেবে (প্রেরিত হয়েছি)

১১. তুমি তো সাবধান করতে পার সেই ব্যক্তিকে যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখা দয়াবান আল্লাহকে ভয় করে। তাকে ক্ষমা ও সম্মানজনক প্রতিফলের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

১২. আমরা নিশ্চিতই একদিন মৃতদেরকে জীবন্ত করব! তারা যেসব কাজ করেছে তা সবই আমরা লিখে যাচ্ছি। আর যা কিছু নিদর্শন তারা পিছনে রেখে যাচ্ছে তাও আমরা সুরক্ষিত করে রাখছি। প্রত্যেকটি জিনিসই আমরা একটি উম্মুক্ত কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি।

রুকূঃ২

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ তাদেরকে সেই জনবসতির কাহিনী শুনাও, যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল।

১৪. আমরা তাদের প্রতি দু'জন রসূল পাঠাই, তারা এই দু'জনকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পরে আমরা তৃতীয়জন সাহায্যের জন্যে পাঠালাম। তখন তাঁরা সকলেরই বললঃ "আমরা তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।

১৫. জনবসতির লোকেরা বললঃ "তোমরা তো কিছুই নও, আমাদের মতোই কয়জন মানুষ মাত্র। আর আল্লাহ দয়াময় কক্ষণই কোন জিনিস নাযিল করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছ"।

১৬. রসূলগণ বললঃ "আমাদের আল্লাহ জানেন আমরা নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রতি রসূল হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি।

১৭. এবং সুস্পষ্ট পয়গাম পৌছে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব নেই"।

১৮. বসতির লোকেরা বলতে লাগলঃ "আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করি। তোমরা বিরত না হলে আমরা তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাত করব এবং আমাদের নিকট তোমরা বড় মর্মান্তিক শাস্তি পাবে"।

১৯. রসূলগণ জবাব দিল ঃ "তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তো তোমাদের নিজেদের সংগে লেগে রয়েছে। এ সব কথা কি তোমরা এ জন্যে বলছ যে, তোমাদেরকে নসীহত করা হয়েছে? আসল কথা হল, তোমরা বড় সীমালংঘনকারী লোক"।

২০. ইতোমধ্যে শহরের উপকন্ঠ হতে এক ব্যক্তি দৌড়ে আসল,এবং বললঃ " হে আমার জাতির লোকেরা! রসূলগণের আনুগত্য কবুল কর,

اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٢١

তোমরা অনুসরণ কর | (তার) যে | না | তোমাদের কাছে চায় | কোন মুজুরী | এবং | তারা | সৎ পথপ্রাপ্ত

وَمَا لِيَ لَآ اَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝٢٢

আমার জন্যে কি এবং (যুক্তি আছে যে) | না আমি | ইবাদত করব | (তাঁর) যিনি | আমাকে সৃষ্টি করেছেন | ও | তাঁরই দিকে | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖٓ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا

গ্রহণ করব আমি কি | ছাড়া | তাঁকে | ইলাহ (অন্যকাউকে) | (অথচ) যদি | আমাকে চান | দয়াময় | কোন ক্ষতি করতে | না

تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ۝٢٣ اِنِّيْٓ اِذًا

কাজে আসবে | আমার জন্যে | তাদের সুপারিশ | কিছু মাত্র | আর | না | আমাকে তারা উদ্ধার করতে পারবে | নিশ্চয় আমি | তা হলে

لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٢٤ اِنِّيْٓ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُوْنِ ۝٢٥

অবশ্যই মধ্যে হব | বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট | নিশ্চয় আমি | আমি ঈমান এনেছি | তোমাদের রবের প্রতি | সুতরাং | আমাকে তোমরা শোন (ও মান)

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ؕ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝٢٦

(তাকে তারা হত্যা করল এবং তাকে) বলা হল | প্রবেশ কর | জান্নাতে | সে বলল | হায় আফসোস | আমার জাতি | (যদি) জানত

২১. মেনে চল সেই লোকেদেরকে যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিফল বা মজুরী চায় না এবং সঠিক পথে রয়েছে।

২২. আমি সেই সত্তার বন্দেগী করব না কেন যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার নিকট তোমাদের সকলকেই ফিরে যেতে হবে?

২৩. তাঁকে ছেড়ে আমি কি অন্যদেরকে মাবুদ বানিয়ে নেব?... অথচ করুণাময়(আল্লাহ)যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে না তাদের শাফায়াত আমার কোন কাজে আসতে পারে, আর না তারা আমাকে উদ্ধার করতে পারে।

২৪. আমি যদি তা করি তাহলে আমি সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ব।

২৫. আমি তো তোমাদের রবের প্রতি ঈমান এনেছি। তোমরাও আমার কথা মেনে নাও"।

২৬. (শেষ পর্যন্ত তারা সেই ব্যক্তিকে হত্যা করল আর) এ ব্যক্তিকে বলে দেয়া হল যে, 'দাখিল হও জান্নাতে'। সে বললঃ "হায়, আমার জাতি যদি জানতে পারত

بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَنزَلْنَا

যে কারণে, আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমার রব, ও, আমাকে করেছেন, অন্তর্ভূক্ত, সম্মানিতদের, এবং, না, আমরা অবতীর্ণ করেছি

عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا

উপর, তার জাতির, পরে, তার, কোন, সৈন্য, থেকে, আকাশ, আর, না, আমরা ছিলাম

مُنزِلِينَ ﴿٢٨﴾ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ

অবতীর্ণকারী, না, ছিল, এছাড়া, প্রচন্ড ধ্বণি, একটি মাত্র, তখন, তারা

خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهِم مِّن

নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল, হায়, পরিতাপ, উপর, বান্দাদের, না, তাদের কাছে এসেছে, (এমন) কোন

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا

রসূল, এব্যতীত যে, তারা ছিল, তার সাথে, ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, তারা দেখেনাই কি, কত, আমরা ধ্বংস করেছি (জাতিকে)

قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

তাদের পূর্বে, মধ্য হতে, জাতিসমূহের, যে, তারা, তাদের নিকট, না, ফিরে আসবে

২৭. আমার রব কোন্ জিনিসের বদৌলতে আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত লোকদের মধ্যে গন্য করেছেন!"

২৮. অতঃপর তার জাতির উপর আমরা আসমান হতে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠাইনি। সৈন্যবাহিনী পাঠাবার আমাদের কোন প্রয়োজন ছিল না।

২৯. শুধু একটি প্রচন্ড ধ্বনি হল, আর সহসা তারা সকলেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

৩০. আল্লাহ্‌র বান্দাদের অবস্থার জন্যে আফসোস ! তাদের নিকট যে রসূলই আসল, তারা তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপই করতে থাকল।

৩১. তারা কি দেখেনি, তাদের পূর্বে আমরা কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি, তার পর তারা তাদের নিকট ফিরে আসল না?

وَ اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ

এবং নাই কেউ (এমন) এছাড়া সকলকেই আমাদের কাছে উপস্থিত করা হবে এবং নিদর্শন (অন্যতম) তাদের জন্যে (রয়েছে) যমীন

الْمَيْتَةُ ۚ اَحْيَيْنٰهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

নিস্প্রাণ তাকে আমরা সঞ্জীবিত করি ও আমরা বের করি তা থেকে শস্যদানা অতঃপর তা থেকে

يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ جَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّ اَعْنَابٍ

তারা ভক্ষণ করে আমরা বানিয়েছি এবং তার মধ্যে বাগানসমূহ খেজুরের ও আংগুরের

وَّ فَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ

এবং আমরা প্রবাহিত করেছি তার মধ্যে ঝর্ণাসমূহ তারা খেতে পারে যেন তার ফলমূল

وَ مَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ؕ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾ سُبْحٰنَ الَّذِيْ

অথচ না তা সৃষ্টিকরেছে তাদের হাত গুলো তবুও কি না তারা শুকর করে (আল্লাহ) মহান পবিত্র যিনি

خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া সব কিছুকেই তাহতে যা উদগত করে যমীন এবং মধ্য হতে তাদের নিজেদের (মানবজাতিরও)

وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

এবং তাহতেও যা না (এখনও) তারা জানে

---

৩২. তাদের সকলকেই তো একদিন আমার সামনে উপস্থিত করা হবে!

রুকুঃ৩

৩৩. এই লোকদের জন্যে নিঃস্প্রাণ যমীন একটি নিদর্শন বিশেষ। আমরা তাকে জীবন দান করেছি, তা হতে ফসল বের করেছি, যা তারা খেয়ে থাকে।

৩৪. আমরা উহাতে খেজুর ও আংগুরের বাগান বানিয়েছি, উহার মধ্যে হতে ঝর্ণা প্রবাহিত করেছি,

৩৫. যেন তারা উহার ফল খেতে পারে। এ সব কিছু তাদের নিজেদের হাতের বানানো নয়, তাহলে এরা কেন শোকর আদায় করেনা?

৩৬. পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি সব রকমের জোড়া পয়দা করেছেন, তা যমীনের উদ্ভিদই হোক, অথবা তাদের নিজেদের প্রজাতি (অর্থাৎ মানব জাতিই) হোক, কিংবা সেসব জিনিস যা তারা জানেও না।

وَ اٰیَۃٌ لَّهُمُ الَّیۡلُ ۚۖ نَسۡلَخُ مِنۡهُ النَّهَارَ
এবং (আরো) একটি নিদর্শন তাদের জন্যে রাত অপসারিত করি আমরা তা থেকে দিনকে

فَاِذَا هُمۡ مُّظۡلِمُوۡنَ ﴿۳۷﴾ وَ الشَّمۡسُ تَجۡرِیۡ لِمُسۡتَقَرٍّ لَّهَا ؕ
অতঃপর তখন তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন (হয়ে যায়) এবং সূর্য আবর্তন করে নির্দিষ্ট অবস্থানে তার

ذٰلِکَ تَقۡدِیۡرُ الۡعَزِیۡزِ الۡعَلِیۡمِ ﴿۳۸﴾ وَ الۡقَمَرَ قَدَّرۡنٰهُ مَنَازِلَ
এটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (হিসাব) পরাক্রমশালীর (যিনি) সুবিজ্ঞ এবং চন্দ্রকে আমরা নির্দিষ্ট করেছি তার মনযিলসমূহ (যার উপর চলে)

حَتّٰی عَادَ کَالۡعُرۡجُوۡنِ الۡقَدِیۡمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمۡسُ یَنۡۢبَغِیۡ لَهَاۤ
অবশেষে পুনঃ হয়ে যায় খেজুর শাখার মত (এমন যা শুষ্ক) পুরান না সূর্য ক্ষমতা রাখে তার জন্যে

اَنۡ تُدۡرِکَ الۡقَمَرَ وَ لَا الَّیۡلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَ کُلٌّ
যে পাবে নাগাল চন্দ্রকে আর না রাত অতিক্রমকারী (হতেপারে) দিনের এবং প্রত্যেকে

فِیۡ فَلَکٍ یَّسۡبَحُوۡنَ ﴿۴۰﴾ وَ اٰیَۃٌ لَّهُمۡ اَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّیَّتَهُمۡ
উপর কক্ষের সাঁতার কাটছে এবং একটি নিদর্শন তাদের জন্যে (এও) যে আমরা আমরা আরোহন করিয়েছি তাদের বংশধরদেরকে

فِی الۡفُلۡکِ الۡمَشۡحُوۡنِ ﴿۴۱﴾ وَ خَلَقۡنَا لَهُمۡ مِّنۡ مِّثۡلِهٖ مَا
মধ্যে জাহাজের বোঝাই করা এবং আমরা সৃষ্টি করেছি তাদের জন্যে সেটার অনুরূপ (আরো অনেক) যাতে

یَرۡکَبُوۡنَ ﴿۴۲﴾
তারা আরোহন করে

---

৩৭ এদের জন্যে আর একটি নিদর্শন হচ্ছে রাত। আমরা উহার উপর হতে দিন সরিয়ে দিই, তখন এদের উপর অন্ধকার ছেয়ে যায়।

৩৮. আর সূর্য, উহা নিজের মনযিলের দিকে চলছে। ইহা মহাপরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ সত্তার স্থাপিত হিসাব।

৩৯. আর চাঁদও, তার জন্যে আমরা মনজিল সমূহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি। এভাবে তা তাদের উপর দিয়ে চলে গিয়ে শেষ পর্যন্ত খেজুরের শুষ্ক শাখার মত থেকে যায়।

৪০. সূর্যের ক্ষমতা নেই যে তা চাঁদকে ধরে ফেলে, আর না রাত দিনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে পারে; সব কিছুই মহাশূন্যে সাঁতার কাটছে।

৪১. এদের জন্যে এটাও একটি নিদর্শন যে, আমরা এদের বংশধরদেরকে ভরা নৌকায়[৪] সওয়ার করে দিয়েছি।

৪২. আর পরে তাদের জন্যে অনুরূপ আরও অনেক নৌকা বানিয়ে দিয়েছি, যাতে এরা সওয়ার হয়ে থাকে।

---

৪. ভরা নৌকা অর্থাৎ নূহ (আঃ)-এর কিশতী।

وَ اِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ وَ لَا

না | আর | তাদের জন্যে | ফরিয়াদ শ্রোতা (পাবে) | তখন না | তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি আমরা | আমরা চাই | যদি | এবং

هُمْ يُنْقَذُوْنَ ﴿٤٣﴾ اِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَ مَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ ﴿٤٤﴾

কিছুকাল | পর্যন্ত | জীবনোপভোগ | এবং | আমাদের পক্ষহতে | অনুগ্রহ | কিন্তু | রক্ষা করা হবে | তাদের

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ وَ مَا خَلْفَكُمْ

তোমাদের পশ্চাতে (আছে) | যা | এবং | তোমাদের | সামনে | (পরিণামের) যা | তোমরা ভয় কর | তাদেরকে | বলা হয় | যখন | এবং

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَ مَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ

নিদর্শনাদির | মধ্যহতে | নিদর্শন | (এমন) কোন | তাদের কাছেএসেছে | না | এবং | অনুগ্রহ করা যায় | তোমাদের (উপর) | যাতে

رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ

তাদেরকে | বলা হয় | যখন | এবং | উপেক্ষাকারী | তা হতে | তারা ছিল | এ ছাড়া | তাদের রবের

اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ | তোমাদেরকে রিযকদিয়েছেন | তাহতে যা | তোমরা খরচ কর

---

৪৩. আমরা চাইলে এদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি; তখন এদের ফরিয়াদ কেউ শুনার থাকবে না এবং এরা কোন ক্রমেই রক্ষা পেতে পারবে না।

৪৪. একমাত্র আমাদের রহমতই তাদেরকে কিনারায় পৌছায় এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করার সুযোগ দেয়।

৪৫. এই লোকদেরকে যখন বলা হয়, তোমাদের সামনে যে পরিণাম আসছে তা হতে ভয় কর, আর যা তোমাদের পিছনে চলে গেছে, সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতি রহম করা হবে (তখন এরা শুনে শোনে না)।

৪৬. তাদের রবের আয়াত সমূহের মধ্যে হতে যে নিদর্শনই তাদের সামনে আসে, এরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।

৪৭. আর তাদেরকে যখন বলাহয়, আল্লাহ যে রিযূক তোমাদেরকে দান করেছেন, তা হতে কিছু আল্লাহর পথে ব্যয় কর,

قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ

বলে | যারা | কুফরী করেছে | তাদেরকে (যারা) | ঈমান এনেছে | খাওয়াব আমরা কি

مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ اَطْعَمَهٗٓ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ

যাকে (এমন কাউকে) | যদি | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ | তাকে খাওয়াতে পারতেন | না | তোমরা | এছাড়া | মধ্যে

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝٤٧ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ

বিভ্রান্তির | সুস্পষ্ট | এবং | তারা বলে | কখন (পূর্ণ হবে) | সেই | (কেয়ামতের) ওয়াদা | যদি

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٤٨ مَا يَنْظُرُوْنَ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً

তোমরা হও | সত্যবাদী | না | তারা অপেক্ষা করছে | এ ছাড়া | প্রচন্ড শব্দের | একটি মাত্র

تَاْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۝٤٩ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً

তাদেরকে আঘাত হানবে | এ অবস্থায় যে | তারা | বাক বিতন্ডা করতে থাকবে | না তখন | তারা সমর্থ হবে | ওসিয়তও করতে

وَّلَآ اِلٰٓى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ۝٥٠ وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا

আর | না | প্রতি | তাদের পরিবারের | তারা ফিরে যেতে পারবে | এবং | ফুঁক দেওয়া হবে | মধ্যে | শিংগার | তখন অতঃপর

هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ۝٥١

তারা | হতে | কবরসমূহ | দিকে | তাদের রবের | দ্রুত বের হয়ে আসবে

তখন কাফের লোকেরা ঈমানদার লোকদেরকে জবাব দেয় "আমরা কি তাদেরকে খাওয়াব, যাদেরকে আল্লাহ চাইলে নিজেই খাওয়াতেন? তোমরা তো একেবারেই গোল্লায় গেছো"।

৪৮. এই লোকেরা বলে, "এই কেয়ামতের হুমকি কবে পুরা হবে ? ...বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও"।

৪৯. আসলে এই লোকেরা যে জিনিসের পথ চেয়ে আছে, তা হল একটি প্রচন্ড শব্দ, তা সহসাই ঠিক সময়ই তাদেরকে আঘাত হানবে যখন তারা (নিজেদের বৈষয়িক ব্যাপারে) ঝগড়ায় লিপ্ত থাকবে।

৫০. তখন তারা অসীয়ত পর্যন্ত করতে পারবে না, না নিজেদের ঘরেই তারা ফিরে আসতে পারবে।

রুকুঃ৪

৫১. পরে এক শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের রবের ,সমীপে উপস্থিত হবার জন্যে নিজেদের কবর সমূহ হতে বের হয়ে পড়বে।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا مَا وَعَدَ

(ভীতহয়ে) তারাবলবে | আমাদের দুর্ভোগ হায় | কে | আমাদেরকে উঠাল | হতে | আমাদের নিদ্রাস্থল | এটাই | (তাই) যার | ওয়াদা দিয়ে ছিলেন

الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿٥٢﴾ اِنْ كَانَتْ اِلَّا

দয়াময় | এবং | সত্যই বলেছিলেন | রসূলগণ | না | হবে | এছাড়া

صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ﴿٥٣﴾

প্রচন্ড শব্দ | একটি মাত্র | অতঃপর তখনই | তাদের | সকলকেই | আমাদের কাছে | উপস্থিত করা হবে

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا

অতঃপর(বলাহবে) আজ | না | যুলুম করা হবে | কাউকে | কিছুই | আর | না | প্রতিফল দেওয়া হবে | এ ব্যতীত | যা

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٥٤﴾ اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ

তোমরা কাজ করতে ছিলে | নিশ্চয় | অধিবাসীরা | জান্নাতের | আজ | মধ্যে

شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَاَزْوَاجُهُمْ فِىْ ظِلٰلٍ عَلَى

(মজার) কাজের | আনন্দিত থাকবে | তারা | ও | তাদের স্ত্রীরা (হবে) | মধ্যে | ছায়ার | উপর

الْاَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔوْنَ ﴿٥٦﴾

উচ্চাসনসমূহের | হেলান দিয়ে বসবে

৫২. ভীত-শংকিত হয়ে বলবেঃ " হায়রে! আমাদেরকে কে আমাদের শয়নস্থল হতে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল?" – এ সেই জিনিস, দয়াময় আল্লাহ যার ওয়াদা করেছিলেন। আর নবী-রসূলগণের কথা তো সত্যিই ছিল[৫]।

৫৩. একটি মাত্র প্রচন্ড শব্দ হবে, আর সকলকেই আমাদের সামনে উপস্থিত করে দেয়া হবে।

৫৪. আজ কারো প্রতি একবিন্দু যুলুম করা হবে না। আর তোমাদেরকে তেমন প্রতিফল দেয়া হবে, যেমন আমল তোমরা করছিলে।

৫৫. আজ জান্নাতী-লোকেরা মজা গ্রহণের কাজে মশগুল হয়ে রয়েছে।

৫৬. তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ঘন সন্নিবেশিত ছায়ার মধ্যে আসন সমূহের উপর ঠেস লাগিয়ে রয়েছে।

৫. হতে পারে মু'মেন লোকেরা তাদেরকে এ উত্তর দেবে। হতে পারে কিছুক্ষণ পরে তারা নিজেরাই বুঝে নেবে যে এতো সেই দিনই এসে গিয়েছে রসূল আমাদেরকে যার খবর দিয়েছিলেনা। আর এও হতে পারে যে – ফেরেশতারা তাদেরকে এ উত্তর দেবে, অথবা কেয়ামতের সমস্ত পরিবেশ দ্বারা তারা একথা বুঝতে পরবে।

৫৭. সব রকমের সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় তাদের জন্যে সেখানে মওজুদ রয়েছে। তারা যা কিছুই চাইবে, তাই তাদের জন্যে রয়েছে।

৫৮. দয়াময় রবের তরফ হতে তাদেরকে সালাম বলা হয়েছে।

৫৯. আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা ছাঁটাই হয়ে আলাদা হয়ে যাও।

৬০. হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদেরকে হেদায়াত করিনি যে, তোমরা শয়তানের বন্দেগী করবে না, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৬১.আর আমারই বন্দেগী করবে। এটাই সরল সোজা সঠিক পথ।

৬২. কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তোমাদের মধ্যে হতে এক বিরাট সংখ্যক লোককে গোমরাহ করে দিয়েছে, তোমাদের কি কোন বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না?

৬৩. এই সেই জাহান্নাম যে বিষয়ে তোমাদেরকে ভয় দেখানো হয়েছিল।

اِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿٦٤﴾ اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ

তাতে তোমরাদগ্ধহও | আজ | বিনিময়ে যা | তোমরা কুফরী করতে ছিলে | আজ | মোহর করে দিব আমরা

عَلٰٓى اَفْوَاهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنَآ اَيْدِيْهِمْ وَ تَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ

উপর | তাদের মুখ গুলোর | এবং | আমাদের সাথে কথা বলবে | তাদের হাত গুলো | এবং | সাক্ষ্য দিবে | তাদেরপা গুলো

بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٦٥﴾ وَ لَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلٰٓى

ঐ বিষয়ে যা | তারা অর্জন করতে ছিলে | এবং | যদি | চাই আমরা | আমরা নিভিয়ে দিতে পারি অবশ্যই

اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنّٰى يُبْصِرُوْنَ ﴿٦٦﴾ وَ لَوْ

তাদের চক্ষুদীপ গুলোকে | তারা অতঃপর অগ্রসর হউক | পথে | তখন | কোথা হতে | তারা দেখতে পাবে | এবং | যদি

نَشَآءُ لَمَسَخْنٰهُمْ عَلٰى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوْا

চাই আমরা | তাদেরকে আমরা অবশ্যই বিকৃত করে দিতে পারি | উপর | তাদের (নিজ নিজ) স্থানের | অতঃপর না | তারা সমর্থ হবে

مُضِيًّا وَّلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَ مَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى

আগে যেতে | আর | না | পিছনে ফিরতে | এবং | কোন ব্যক্তি | যাকে দীর্ঘায়ু দেই আমরা | উল্টিয়ে দেই আমরা | তার | মধ্যে

الْخَلْقِ ط اَفَلَا يَعْقِلُوْنَ ﴿٦٨﴾

দেহ গঠনের ([illegible] ও যোগ্যতার) | তবুও কি না | তারা জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগায়

৬৪. তোমরা দুনিয়ায় যে কুফরী করতেছিলে উহার প্রতিফল হিসেবে এখন ইহার ইন্ধন হও।

৬৫. আজ আমরা এদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি। এদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে, আর এদের পাগুলি সাক্ষ্য দিবে যে, এরা দুনিয়ায় কি কি করতেছিল।

৬৬. আমরা চাইলে তাদের চক্ষুদীপ নিভিয়ে দিতে পারি। পরে তারা পথে বের হয়ে দেখুক- কোথা হতে তারা পথ দেখতে পাবে!

৬৭. আমরা চাইলে তাদেরকে তাদেরই স্থানে এমন ভাবে বিকৃত করে রাখব যে, তারা না সামনের দিকে চলতে পারবে, না পিছনে ফিরতে পারবে।

রুকুঃ৫

৬৮. যে ব্যক্তিকে আমরা দীর্ঘ জীবন দেই, তার দেহ-সংগঠনকেই আমরা উল্টিয়ে দেই। (এই অবস্থা দেখে) তাদের জ্ঞান-চক্ষু উদয় হয় না কি?

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
مَا	না
عَلَّمْنٰهُ	তাকে আমরা শিখিয়েছি
الشِّعْرَ	কবিতা
وَ	আর
مَا	না
يَنْۢبَغِیْ	শোভা পায় (এটা)
لَهٗ ط	তার জন্যে
اِنْ	না
هُوَ	তা
اِلَّا	এছাড়া
ذِكْرٌ	নসীহত
وَّ	ও
قُرْاٰنٌ	(পাঠযোগ্য কিতাব) কোরআন
مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾	সুস্পষ্ট
لِّيُنْذِرَ	সতর্ক করে যেন
مَنْ	(এমনপ্রত্যেককে) যে
كَانَ	হয়
حَيًّا	জীবিত
وَّ	এবং
يَحِقَّ	প্রতিষ্ঠিত হতে পারে (যেন)
الْقَوْلُ	(শাস্তির) বাণী
عَلَى	বিরুদ্ধে
الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٠﴾	কাফেরদের
اَوَ	কি
لَمْ	নাই
يَرَوْا	তারা দেখে
اَنَّا	যে আমরা
خَلَقْنَا	আমরা সৃষ্টি করেছি
لَهُمْ	তাদের জন্যে
مِّمَّا	তা সব যা
عَمِلَتْ	তৈরী করেছে
اَيْدِيْنَآ	আমাদের হাতগুলো
اَنْعَامًا	(যেমন) গৃহপালিত পশু
فَهُمْ	এখন তারাই
لَهَا	সেগুলোর
مٰلِكُوْنَ ﴿٧١﴾	মালিক
وَ	এবং
ذَلَّلْنٰهَا	সেগুলোকে আমরা আয়ত্তাধীনকরেছি
لَهُمْ	তাদের জন্যে
فَمِنْهَا	অতঃপর (রয়েছে) সেগুলোর মধ্যে
رَكُوْبُهُمْ	তাদের বাহনও (যেমন উট)
وَ	এবং
مِنْهَا	সেগুলোরমধ্য হতে
يَاْكُلُوْنَ ﴿٧٢﴾	তারা আহারও করে
وَ	এবং
لَهُمْ	তাদের জন্যে রয়েছে
فِيْهَا	সেগুলোর মধ্যে
مَنَافِعُ	(নানা রকম) উপকারিতা
وَ	এবং
مَشَارِبُ ط	(নানা প্রকার) পানীয়
اَفَلَا	তবুও কি না
يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٣﴾	তারা কৃতজ্ঞ হবে

৬৯. আমরা তাঁকে (নবীকে) কবিত্ব শিখাইনি, না কবিত্ব তাঁর পক্ষে শোভনীয় হতে পারে। এ তো একটি নসীহত ও স্পষ্ট পাঠযোগ্য কিতাব–

৭০. যেন তা এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সতর্ক করে দেয় যে জীবিত আছে, আর অবিশ্বাসী-অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে অকাট্য দলীল হতে পারে।

৭১. এই লোকেরা কি দেখে না যে, আমরা আমাদের হাতে তৈরী করা জিনিসগুলি হতে তাদের জন্যে গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, আর এখন তারা এই সবের মালিক।

৭২. আমরা এগুলিকে এমন ভাবে তাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছি যে, এগুলির কোনটির উপর তারা সওয়ার হয়, কোনটির গোশত তারা খায়।

৭৩. আর এগুলির মধ্যে তাদের জন্যে রকম-বেরকমের কল্যাণ ও পানীয় রয়েছে। তা হলে তারা শোকর-গুযার হয় না কেন?

وَ	اتَّخَذُوْا	مِنْ دُوْنِ	اللّٰهِ	اٰلِهَةً	لَّعَلَّهُمْ
এবং (এ সত্ত্বেও)	তারা গ্রহণ করেছে	ছাড়া	আল্লাহ	ইলাহ রূপে (অন্যদেরকে)	তারা যাতে

يُنْصَرُوْنَ ۝٧٤	لَا	يَسْتَطِيْعُوْنَ	نَصْرَهُمْ	وَ	هُمْ
সাহায্য প্রাপ্ত হয়	না	তারা সমর্থ হবে	তাদের সাহায্য করতে	বরং	তারাই (হয়ে আছে)

لَهُمْ	جُنْدٌ	مُّحْضَرُوْنَ ۝٧٥	فَلَا	يَحْزُنْكَ	قَوْلُهُمْ	اِنَّا
তাদের জন্যে	সৈন্য (রক্ষাকারী রূপে)	সদা উপস্থিত	কাজেই না(যেন)	তোমাকে দুঃখ দেয়	তাদের কথা	আমরা নিশ্চয়

نَعْلَمُ	مَا	يُسِرُّوْنَ	وَ	مَا	يُعْلِنُوْنَ ۝٧٦	اَوَلَمْ يَرَ
জানি আমরা	যা	তারা গোপন করে	আর	যা	তারা প্রকাশ করে	দেখে নাই কি

الْاِنْسَانُ	اَنَّا	خَلَقْنٰهُ	مِنْ	نُّطْفَةٍ	فَاِذَا	هُوَ	خَصِيْمٌ
মানুষ	যে আমরা	তাকে আমরা সৃষ্টি করেছি	থেকে	শুক্রবিন্দু	অথচ পরে	সে (হয়েছে)	ঝগড়াটে

مُّبِيْنٌ ۝٧٧	وَ	ضَرَبَ	لَنَا	مَثَلًا	وَّ	نَسِيَ	خَلْقَهٗ	قَالَ	مَنْ	يُّحْيِ
সুস্পষ্ট	এবং	পেশ করে	আমাদের জন্যে	উপমা	অথচ	সে ভুলে যায়	তার সৃষ্টিকে	সে বলে	কে	প্রাণ সঞ্চার করবে

الْعِظَامَ	وَ	هِيَ	رَمِيْمٌ ۝٧٨
অস্থিতে	যখন	তা (হয়ে যাবে)	পচাগলা জরাজীর্ণ

---

৭৪. এ সব কিছু হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহকে ছাড়া আরো ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে, আর এ আশা পোষণ করছে যে, তাদের সাহায্য করা হবে।

৭৫. তারা এই লোকেদের কোন সাহায্যই করতে পারে না। বরং এই লোকেরাই তাদের জন্যে সর্বক্ষণ উপস্থিত সৈন্য হয়ে আছে।

৭৬. কাজেই এই লোকেরা যেসব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমরা জানি।

৭৭. মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাদেরকে শুক্রকীট হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর সে সুস্পষ্ট ঝগড়াটে হয়ে উঠেছে।

৭৮ এখন সে আমাদের উপর দৃষ্টান্ত ও উপমা প্রয়োগ করে এবং নিজের জন্ম ও সৃষ্টির ব্যাপারটি ভুলে যায়। বলেঃ "কে এই অস্থিগুলিকে জীবন্ত করবে, যখন ইহা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে?"

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِىٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ

বল (তাদেরকে) | তাতে প্রাণসঞ্চার করবেন | (তিনিই) যিনি | তা সৃষ্টি করেছেন | প্রথম | বার

وَ هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۙ﴿٧٩﴾ الَّذِى جَعَلَ لَكُمْ

এবং | তিনি | সবকিছু সম্পর্কে | (তাঁর) সৃষ্টির | সম্যক অবগত | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | তোমাদের জন্যে

مِّنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نَارًا فَاِذَآ اَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

থেকে | গাছ | সবুজ | আগুন | অতঃপর এখন | তোমরা | তা থেকে | চুলা ধরাও

اَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى

কি ন'ন (সেই আল্লাহ) | যিনি | সৃষ্টি করেছেন | আকাশসমূহ | ও | পৃথিবীকে | সক্ষম | এক্ষেত্রে

اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ؕ بَلٰى ۗ وَ هُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ اِنَّمَآ

যে | সৃষ্টি করবেন | তাদের সদৃশ | হাঁ নিশ্চয় | এবং | তিনিই | মহাস্রষ্টা | সুদক্ষ | শুধুমাত্র

اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُولَ لَهٗ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحٰنَ

তাঁর নির্দেশ হয় | যখন | ইচ্ছে করেন | কিছু (করতে) | যে | বলেন | তাকে | হও | তখনই | হয়ে যায় | অতএব | মহান পবিত্র

الَّذِى بِيَدِهٖ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

(সেইসত্তা তিনিই | যার হাতে (আছে) | কর্তৃত্ব | সব | জিনিষের | তাঁরই দিকে এবং | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

৭৯. তাকে বলঃ এই গুলিকে তিনিই জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেইগুলিকে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি তো সৃষ্টির সব কাজই জানেন।

৮০. তিনি, যিনি তোমাদের জন্যে শ্যামল সবুজ গাছ হতে আগুন সৃষ্টি করেছেন, তোমরা এদ্বারা নিজেদের চূলা ধরাও।

৮১. যিনি আকাশ সমূহ ও যমীন পয়দা করেছেন, তিনি কি তাদের মত আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? কেন নন? তিনি তো সুদক্ষ সৃষ্টিকর্তা।

৮২. তিনি যখন কোন জিনিসের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ শুধু এই হয় যে, তিনি উহাকে হুকুম করবেন যে, হয়ে যাও, আর অমনি তা হয়ে যায়।

৮৩. পবিত্র তিনি যাঁর হাতে সব জিনিসের কর্তৃত্ব রয়েছে। আর তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস্-সাফফাত

নামকরণঃ প্রথম আয়াত আস্-সাফফাত হতেই নাম গৃহীত।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ বিষয়বস্তু ও বাক-ভংগি হতে স্পষ্ট হয় যে, এ সূরাটি সম্ভবতঃ মক্কী যুগের মধ্যবর্তী সময়– বরং তারও শেষ ভাগে নাযিল হয়েছে। বর্ণনা-ভংগি স্পষ্ট বলে দেয় যে, এর পটভূমিকায় তীব্র ও প্রচন্ড বিরুদ্ধতা রয়েছে এবং নবী (সঃ) ও তার সংগী-সাথীগণ অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ সে সময় নবী করীম (সঃ)-এর তওহীদ ও পরকাল বিশ্বাসের দাওআতকে নানা প্রকার ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করা হত। আর নবী করীম (সঃ) এর নবী হবার দাবীকে মেনে নিতে খুব শক্ত ভাবে অস্বীকার করা হচ্ছিল। এ সব বিষয়ে মক্কার কাফেরদেরকে অতীব জোরদার ভাষা ও ভংগিতে ভয় দেখানো হয়েছে এ সূরায়। আর শেষ ভাগে তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যাকে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছো এ নবী অতি শীঘ্রই তোমাদের উপর জয়ী হবেন। আল্লাহর সৈন্য বাহিনীকে তোমরা নিজেদের ঘরের আঙিনায় উপস্থিত দেখতে পাবে (১৭১–১৭৯ আয়াতে)। এ ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তখন যখন নবী করীম (সঃ)-এর সাফল্য লাভের কোন দূরতম চিহ্ন বা লক্ষণ কোথাও দেখা যাচ্ছিল না। এ সূরার আয়াতে যাদেরকে আল্লাহর সেনাবাহিনী বলে অভিহিত করা হয়েছে– সেই মুসলমানরা মর্মান্তিকভাবে নিপীড়িত,অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল। তাদের চার ভাগের তিন ভাগ লোকই দেশ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (সঃ)-এর সংগে খুব বেশীর পক্ষে মাত্র ৪০-৫০ জন সাহাবী থেকে গিয়েছিলেন, আর অতিশয় অসহায় অবস্থায় সব রকমের নির্যাতন সহ্য করছিলেন। এরূপ অবস্থায় বাহিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে শেষ পর্যন্ত নবী করীম (সঃ) এবং তাঁর মুষ্টিমেয় সংগী-সাথীরাই জয়ী হবে এ কথা ধারণা করার কোন ভিত্তিই ছিল না। বরং এ অবস্থা যারা লক্ষ্য করছিল তারা মনে করতো যে, এ আন্দোলনটা মক্কার পর্বত গুহায়ই দাফন হয়ে থাকবে চিরকাল। কিন্তু পনের যোল বছরের বেশী কাল অতিবাহিত হবার পূর্বেই মক্কা বিজয়ের সেই ঘটনা ঘটনাই সংঘটিত হয় যা ইতিপূর্বে তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল।

কাফেরদেরকে ভয় দেখানোর সংগে সংগে এ সূরায় তাদেরকে নানা ভাবে বুঝাতে এবং ইসলামী দাওআতের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করতেও চেষ্টা করা হয়েছে, এবং এতে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষাকরা হয়েছে। তওহীদ ও পরকাল-বিশ্বাস যে সত্য ও নির্ভুল, এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত অথচ মর্মস্পর্শী দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে।মোশরেকদের আকীদা বিশ্বাসের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, তাঁরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট জিনিসের উপর ঈমান এনেছে। এ গোমরাহী আকীদার খারাব পরিণাম সম্পর্কেও তাদেরকে অবহিত করা হয়েছে। আর ঈমান ও নেক আমলের ফল যে অনেক ভাল এবং কল্যাণকর, তাও বলে দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ও পেশ করা হয়েছে। এ থেকে জানতে পারা যায়, আল্লাহতা'আলা তাঁর নবী-রসূল এবং তাঁদের জাতি সমূহের সঙ্গে কিরূপ আচরণ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসী বান্দাগণকে কিভাবে সম্মানিত করেন, আর অমান্যকারীদেরকেই বা তিনি কিভাবে শাস্তি দিয়ে থাকেন তাও এ থেকে জানতে পারা যায়।

এ সূরায় যেসব ঐতিহাসিক কাহিনীর উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষাপ্রদ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মহান জীবনের ঘটনা। তিনি আল্লাহতা'আলার একটি ইংগিত পেয়েই স্বীয় একমাত্র পুত্রকে কোরবানী করার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ঘটনায় কেবল সেই কুরাইশ কাফেরদের জন্যেই শিক্ষার বিষয় ছিল না যারা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে নিজেদের বংশীয় সম্পর্কের গৌরব করে বেড়াত; বরং আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমানদারদের জন্যেও ছিল অনেক কিছু শিখবার বিষয়। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনা শুনিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও বিপ্লবী ভাবধারা বুঝানো হয়েছিল এবং এ দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন তথা জীবন-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করার পর একজন নিষ্ঠাবান মু'মেনকে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কিভাবে নিজে সবকিছুকে কোরবান করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে, তাও বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

সূরার শেষ আয়াত সমূহে কেবল কাফেরদের জন্যেই ভীতি প্রদর্শন নেই, বরং ঈমানদার লোকেরা নবী করীম (সঃ)-এর সাহায্য ও সমর্থন করার কারণে কঠিন অবস্থার সঙ্গে মুকাবেলা করেছিলেন তাদের জন্যেও এতে অনেক কিছুই শিখবার, জানবার ও বুঝবার আছে। এ আয়াতসমূহ শুনিয়ে তাদেরকে সুসংবাদ দেয়া হচ্ছিল যে, ইসলামী দাওআতের প্রথম ভাগে তাদেরকে যেসব কঠিন বিপদ-মুসীবতের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সেজন্যে তারা যেন ঘাবড়ে না যায়। শেষ পর্যন্ত তারাই বিজয় লাভ করবে। বাতিল পন্থীরা এখন যতই বিজয়ী মনে হোক না কেন, তারা তাদেরই হাতে পরাজিত হবে। কয়েক বছর পরই যে ঘটনা ঘটলো তাতে প্রমাণিত হল যে, এ কথা ভিত্তিহীন সান্ত্বনার বাণীই ছিল না, বরং এ ছিল এক বাস্তব ব্যাপার। পূর্বাহ্নে তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দিয়ে তাদের দিলকে অধিক মজবুত করে তোলা হয়েছিল।

اٰيَاتُهَا ١٨٢ (٣٧) سُوْرَةُ الصّٰٓفّٰتِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٥

পাঁচ তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী আস্‌সাফফাত সূরা (৩৭) একশত বিরাশি তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

وَ الصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ﴿٢﴾ فَالتّٰلِيٰتِ

শপথ সারিবদ্ধ হয় যারা কাতারে কাতারে অতঃপর (শপথ) ভীতি প্রদর্শণকারীদের ধমক দিয়ে অতঃপর (শপথ তাদের) যারা শুনায়

ذِكْرًا ۙ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ؕ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

উপদেশবাণী নিশ্চয় তোমাদের ইলাহ অবশ্যই একজন (তিনি) রব আকাশ মন্ডলির ও পৃথিবীর

وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ رَبُّ الْمَشَارِقِ ؕ﴿٥﴾

এবং যাকিছু (আছে) তাদের উভয়ের মাঝে এবং রব উদয় স্থলসমূহের

রুকুঃ১

১. কাতারের পর কাতার বেঁধে যারা সারিবদ্ধ হয় তাদের শপথ!

২. তাদের শপথ যারা ধমক ও শাসনবাণী শুনায়।

৩. তাদেরও শপথ যারা উপদেশবাণী শুনিয়ে থাকে[১]।

৪. তোমাদের প্রকৃত মা'বুদ শুধু একজনই মাত্র–

৫. যিনি যমীন ও আসমানসমূহের এবং এই আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব জিনিসেরই মালিক, মালিক সব উদয় দিগন্তের[২]।

১ তফসীরকারদের অধিকাংশ এ বিষয়ে একমত যে– এই তিন দল বলতে ফেরেশতাদের দলকে বুঝানো হয়েছে। তাঁরা আল্লাহতা'আলার আদেশ-সমূহ পালনের জন্যে সর্বদা প্রস্তুত থাকেন, তাঁর নির্দেশ অমান্যকারীদেরকে তাঁরা ধমকি ও ধিক্কার দান করেন, এবং বিভিন্ন পন্থায় আল্লাহতা'আলার কথা স্মরণ করিয়ে দেন ও উপদেশ-বাণী শোনান।

২ সূর্য সব সময় একই উদয়স্থল থেকে নির্গত হয়না; বরং প্রত্যেক দিন নতুন নতুন কোণ করে উদিত হয়। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর উপর তা একই সময়ে উদিত হয় না, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময়ে সূর্যের উদয় ঘটে। এই কারণে পূর্বের স্থলে (পূর্বসমূহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর সংগে পশ্চিম সমূহের উল্লেখ করা হয়নি; কেননা পূর্বসমূহ শব্দটি স্বতঃই পশ্চিম সমূহের অস্তিত্বের প্রমাণ দান করে।

وَ	الْكَوَاكِبِ ۝٦	بِزِيْنَةِ	الدُّنْيَا	السَّمَآءَ	زَيَّنَّا	اِنَّا
এবং (তাকে)	নক্ষত্র রাজির	চাকচিক্য দ্বারা	নিকটবর্তী	আসমানকে	আমরা সুশোভিত করেছি	নিশ্চয় আমরা

يَسَّمَّعُوْنَ	لَا	مَّارِدٍ ۝٧	شَيْطٰنٍ	كُلِّ	مِّنْ	حِفْظًا
তারা শুনতে পায়	না	(যারা) বিদ্রোহী	শয়তানের	প্রত্যেক	হতে	(আমরা করেছি) সংরক্ষণ

جَانِبٍ ۝٨	كُلِّ	مِنْ	يُقْذَفُوْنَ	وَ	الْاَعْلٰى	الْمَلَاِ	اِلَى
দিক	প্রত্যেক	থেকে	নিক্ষেপ করা হয়	এবং	উচ্চতর	জগৎ	(কোন কথা) হতে

مَنْ	اِلَّا	وَّاصِبٌ ۝٩	عَذَابٌ	لَهُمْ	وَّ	دُحُوْرًا
যে	তবে	অবিরাম	শাস্তি	তাদের জন্যে রয়েছে	এবং	বিতাড়নের (জন্যে)

فَاسْتَفْتِهِمْ	ثَاقِبٌ ۝١٠	شِهَابٌ	فَاَتْبَعَهٗ	الْخَطْفَةَ	خَطِفَ
তাদেরকে অতঃপর জিজ্ঞেসা কর	জ্বলন্ত	অগ্নিস্ফুলিংগ	তাকে তখন অনুসরণ করে	হঠাৎ নেওয়া	হঠাৎ করে (শুনে) নেয়

طِيْنٍ	مِّنْ	خَلَقْنٰهُمْ	اِنَّا	خَلَقْنَا	مَّنْ	اَمْ	خَلْقًا	اَشَدُّ	اَهُمْ
মাটি	থেকে	তাদেরকে আমরা সৃষ্টি করেছি	নিশ্চয় আমরা	আমরা সৃষ্টি করেছি	(অন্য) যা কিছু	অথবা	সৃষ্টি	কঠিনতর	তারা কি

لَّازِبٍ ۝١١
(যা) -আঠাল

---

৬. আমরা দুনিয়ার আসমানকে[৩] তারকার চাকচিক্যে উদ্ভাসিত করেছি।

৭. এবং প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান হতে উহাকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি।

৮-৯. এই শয়তানগুলি উচ্চতর জগতের[৪] কথাবার্তা শুনতে পারে না। চারিদিক হতে বিতাড়িত ও বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। আর তাদের জন্য অবিরাম আযাব রয়েছে।

১০. তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যদি কেউ কিছু হাত করতে পারে তাহলে একটি তেজস্বী অগ্নিস্ফুলিংগ তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

১১. এখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর, তাদেরকে সৃষ্টিকরা অধিক কঠিন, না সেই জিনিসগুলিকে যা আমরা সৃষ্টি করে রেখেছি। এদেরকে তো আমরা আঠাল মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি।

---

৩. 'দুনিয়ার আসমান' এর অর্থ নিকটস্থ আসমান, কোন দুরবীণের সাহায্য ছাড়া খালি চোখে যা আমরা দেখতে পাই।

৪ এর অর্থ উর্দ্ধ-জগতের সৃষ্ট জীব অর্থাৎ ফেরেশতা।

لَا	ذُكِّرُوْا	اِذَا	وَ	يَسْخَرُوْنَ ⑫	وَ	عَجِبْتَ	بَلْ
না	তাদের বুঝান হয়	যখন	এবং	তারা বিদ্রূপ করছে	আর	তুমি বিস্মিত হচ্ছ	বরং

اِنْ	قَالُوْآ	وَ	يَّسْتَسْخِرُوْنَ ⑭	اٰيَةً	رَاَوْا	اِذَا	وَ	يَذْكُرُوْنَ ⑬
নয়	তারা বলে	এবং	তারা বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দেয়	কোন নির্দশন	তারা দেখে	যখন	এবং	তারা উপদেশ গ্রহণ করে

عِظَامًا	وَ	تُرَابًا	كُنَّا	وَ	مِتْنَا	ءَاِذَا	مُّبِيْنٌ ⑮	سِحْرٌ	اِلَّآ	هٰذَآ
অস্থিসার	ও	মাটি	আমরা হয়ে যাব	এবং	আমরা মরে যাব	কি যখন	সুস্পষ্ট	যাদু	এব্যতীত	এটা

اَنْتُمْ	وَ	نَعَمْ	قُلْ	الْاَوَّلُوْنَ ⑰	اٰبَآؤُنَا	اَوَ	لَمَبْعُوْثُوْنَ ⑯	ءَاِنَّا
তোমরা	এবং	হ্যা	বল	পূর্বকালের	আমাদের পিতৃ পুরুষদেরকেও (উঠানো হবে)	এবং কি	পুনরুত্থিত হব অবশ্যই	নিশ্চয়কি আমরা

يَنْظُرُوْنَ ⑲	هُمْ	فَاِذَا	وَّاحِدَةٌ	زَجْرَةٌ	هِيَ	فَاِنَّمَا	دَاخِرُوْنَ ⑱
প্রত্যক্ষ করবে	তারা	অতঃপর তখন	একটি (মাত্র)	বিকট শব্দ কম্পন	তা (হবে)	মূলতঃ	লাঞ্ছিত হবে

---

১২. তুমি তো (আল্লাহর কুদরতের কীর্তি কলাপ দেখে) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, আর এরা এর বিদ্রূপ করছে।

১৩. বুঝানো হলে বুঝতে প্রস্তুত হয় না।

১৪. কোন নিদর্শন দেখতে পেলে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে উড়িয়ে দিতে চায়।

১৫. আর বলেঃ " এ তো সুস্পষ্ট যাদু।

১৬. এমন কি কখনো হতে পারে যে, আমরা যখন মরে যাব ও মাটি হয়ে যাব এবং শুধু হাড়ের পিঞ্জর থেকে যাবে, তখন আমাদেরকে পুনরায় জীবন্ত করে উঠিয়ে দাঁড় করানো হবে?

১৭. আর আমাদের পূর্বকালের পিতা-প্রপিতাদেরকেও উঠানো হবে?"

১৮. তাদেরকে বল, হ্যাঁ তোমরা (আল্লাহর মুকাবেলায়) অক্ষম-অসহায়।

১৯. একটি মাত্র ধাক্কা ও কম্পন হবে। আর সহসা এরা নিজেদের চোখে (যে সব বিষয়ে খবর দেয়া হয়েছে সে সব কিছুই) দেখতে পাবে।

وَ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا هٰذَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ

এবং তারা বলবে আমাদের দুর্ভোগ হায় এটাই দিন বিচারের এটাই দিন ফয়সালার

الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যা তোমরা ছিলে তা সম্পর্কে মিথ্যা বলতে (বলা হবে) একত্র করে আন (তাদেরকে) যারা জুলুম করেছিল

وَ اَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ ۝ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

এবং তাদের সহচরদেরকে এবং যাদের তারা ইবাদত করত ছাড়া আল্লাহ

فَاهْدُوْهُمْ اِلٰى صِرَاطِ الْجَحِيْمِ ۝ وَ قِفُوْهُمْ اِنَّهُمْ

তাই তাদেরকে পরিচালিত কর দিকে পথের জাহান্নামের এবং থামাও তাদেরকে তারা নিশ্চয়

مَّسْئُوْلُوْنَ ۝ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُوْنَ ۝ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ

জিজ্ঞাসিত হবে (বলা হবে) কি তোমাদের হল (যে) না তোমরা পরস্পরে সাহায্য করছ বরং তারা আজ

مُسْتَسْلِمُوْنَ ۝

পরস্পরকে আত্ম সমর্পণকারী

২০. তখন এরা বলবেঃ" হায় ! আমাদের দুর্ভাগ্য, এতো বিচারের দিন–

২১. এ সেই ফয়সালার দিন, যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেছিলে"[৫]।

রুকুঃ২

২২-২৩. (হুকুম হবে) ঃ সব যালেম, তাদের সব সংগী-সাথী এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যেসব মা'বুদের[৬] বন্দেগী করত তাদের সকলকেই ঘেরাও করে নিয়ে এস। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখাও।

২৪. আর এই লোকদেরকে একটু থামাও, এদের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করার আছেঃ

২৫. "তোমাদের কি হয়ে গেল? এখন তোমরা পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে আসছ না কেন?

২৬. কি ব্যাপার! আজ তো এরা নিজেরা নিজেদেরকে (এবং একে অপরকে) আত্মসমর্পিত করে দিচ্ছে" !

৫. হতে পারে ঈমানদাররা তাদেরকে এ কথা বলবেন; হতে পারে এ ফেরেশতাদের উক্তি; হতে পারে হাশরের ময়দানের সমস্ত পরিবেশ সে সময়ে 'যবানে হাল' (অবস্থার ভাষা) দ্বারা একথা বলবে, এবং হতে পারে এ সব লোকের নিজেদের দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ নিজেদের অন্তরে তারা নিজেদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেঃ পৃথিবীতে সারাজীবন তোমরা এই বুঝে এসেছিলে যে– ফয়সালার কোন দিন আসবে না। এখন তোমাদের দুর্ভাগ্য-পরিণামের দিন এসে গিয়েছে যে দিনকে তোমরা মিথ্যা জানতে।

৬. এখানে 'উপাস্যগণ' বলতে ফেরেশতা, আওলিয়া, বা আমবিয়াদেরকে নয় বরং অন্যান্যদের বুঝানো হয়েছে ।যেমন উপাস্য দুই প্রকারের হয়; ১.সেই সব মানুষ আর শয়তান যাদের নিজেদের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল যে লোকে আল্লাহকে ছেড়ে তাদের বন্দেগী-উপাসনা ও দাসত্ব করুক ২. সেই সব মূর্তি, প্রতিমূর্তি প্রভৃতি দুনিয়ায় যে সবের পূজা করা হয়।

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٢٧﴾	بَعْضٍ	عَلَىٰ	بَعْضُهُمْ	أَقْبَلَ	وَ
তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে	অপরের	দিকে	তাদের একে	সামনাসামনী হবে	এবং

بَلْ	قَالُوا	الْيَمِينِ ﴿٢٨﴾	عَنِ	كُنتُمْ تَأْتُونَنَا	إِنَّكُمْ	قَالُوا
বরং	(নেতারা) বলবে	ডানদিন (অর্থাৎ শক্তি নিয়ে)	থেকে	আমাদের কাছে আসতে	তোমরা নিশ্চয়	(অনুসারীরা) বলবে

مِّن	عَلَيْكُم	لَنَا كَانَ	مَا	وَ	مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾	تَكُونُوا	لَّمْ
কোন	তোমাদের উপর	আমাদের জন্যে ছিল	না	এবং	ঈমানদার	তোমরা ছিলে	না

قَوْلُ	عَلَيْنَا	فَحَقَّ	طَاغِينَ ﴿٣٠﴾	قَوْمًا	كُنتُمْ	بَلْ	سُلْطَانٍ
কথা	আমাদের বিরুদ্ধে	সুতরাং সত্যহল	বিদ্রোহী	লোক	তোমরা ছিলে	বরং	কর্তৃত্ব

غَاوِينَ ﴿٣٢﴾	كُنَّا	إِنَّا	فَأَغْوَيْنَاكُمْ		لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾	إِنَّا	رَبِّنَا
বিভ্রান্ত	ছিলাম	নিশ্চয় আমরা	তোমাদেরকে আমরা বিভ্রান্ত করেছিলাম	কারণ	অবশ্যই (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণকারী	নিশ্চয় আমরা	আমাদের রবের

---

২৭. এর পর তারা পরস্পরের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে দিবে।

২৮. (অনুসরণকারীরা নিজেদের নেতাদেরকে) বলবেঃ "তোমরা তো আমাদের নিকট সোজামুখে আসতেছিলে"[৭]।

২৯. তারা জবাবে বলবেঃ" না, আসলে তোমরাই ঈমান আনতে প্রস্তুত ছিলে না।

৩০. তোমাদের উপর আমাদের তো কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তোমরা নিজেরাই ছিলে বিদ্রোহী।

৩১. শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রবের এই ফরমানের যোগ্য হয়ে গেলাম যে, আমরা আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হব।

৩২. আসলে আমরা তোমাদেরকে গোমরাহ করেছি, আর আমরা নিজেরাই ছিলাম পথভ্রান্ত"।

---

৭. মূলে 'ইয়ামীন' 'ডান হাত' ব্যবহৃত হয়েছে। বাগধারা অনুসারে যদি এর অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে– তোমরা জবরদস্তিমূলক ভাবে আমাদেরকে পথ ভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। যদি এর অর্থ মংগল ও শুভ গ্রহণ করা হয় তবে এর মর্ম হবে– তোমরা আমাদের শুভাকাংখীর বেশ ধরে আমাদেরকে প্রতারিত করেছিলে। আর যদি এর অর্থ শপথ বলে ধরা হয় তবে মর্ম হবে– তোমরা শপথ করে করে আমাদেরকে 'নিশ্চয়তা' দান করেছিলে যে যা তোমরা পেশ করছো সেটাই সত্য।

فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ

অতঃপর তারা নিশ্চয় | সেদিন | মধ্যে | শাস্তির | সম অংশীদার হবে | নিশ্চয় আমরা | এরূপই

نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ اِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ

আমরা করি | অপরাধীদের সাথে | তারা নিশ্চয় | ছিল | যখন | বলা হত | তাদেরকে | নাই | কোন ইলাহ

اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَ يَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا

ছাড়া | আল্লাহ | তারা অহংকার করত | এবং | তারা বলত | নিশ্চয় আমরা কি | অবশ্যই ত্যাগকারী হব | আমাদের ইলাহ দেরকে

لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَآءَ بِالْحَقِّ وَ صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾

এক কবির জন্যে | (যে) উন্মাদ | বরং | (এইনবী) এসেছে | সত্যসহকারে | এবং | সত্যতা ঘোষণা করেছে | (তার পূর্বের) রসূলদের

اِنَّكُمْ لَذَآئِقُوا الْعَذَابِ الْاَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَ مَا تُجْزَوْنَ

নিশ্চয় তোমার | অবশ্যই স্বাদ গ্রহণকারী হবে | শাস্তির | মর্মন্তুদ | এবং | না | প্রতিফল দেওয়া হবে

اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤٠﴾

এছাড়া | যা | তোমরা কাজ করতে ছিলে | তবে | বান্দারা | আল্লাহর | (যারাছিল) বছাইকরা (রক্ষা পাবে)

৩৩.এভাবে তারা সকলে সেদিন আযাবে সমান শরীক হবে।

৩৪. অপরাধী লোকদের সাথে আমরা এরূপ ব্যবহারই করে থাকি।

৩৫. এই লোকেরা এমন ছিল যে, তাদেরকে যখন বলা হতঃ " আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত মা'বুদ কেউ নেই" তখন এরা অহংকারে ফেটে পড়ত।

৩৬. বলতঃ" আমরা এক বিকৃত মস্তিষ্ক কবির কথায় নিজেদের মা'বুদদের ত্যাগ করব?"

৩৭. অথচ সে তো সত্য নিয়েই এসেছিল এবং সে রসূলদের সত্যতা ঘোষণা করেছিল।

৩৮. (এখন এদেরকে বলা হবে যে) তোমরা অবশ্যই পীড়াদায়ক আযাব আস্বাদন করবে।

৩৯. তোমাদেরকে যা কিছুই প্রতিফল দেয়া হবে তা তোমাদের নিজেদের কৃত কাজেরই প্রতিফল।

৪০. কিন্তু আল্লাহর বাছাই করা বান্দারা (এই দুঃখজনক পরিণাম হতে) রক্ষা পেয়ে যাবে।

أُولَٰئِكَ	لَهُمْ	رِزْقٌ	مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾	فَوَاكِهُ	وَ	هُمْ	مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾
ঐসবলোক	তাদের জন্যে আছে	রিয্ক	জানা-বুঝা (নির্ধারিত)	ফলমূলসমূহ	এবং	তারা (হবে)	সম্মানিত

فِي	جَنَّاتِ	النَّعِيمِ ﴿٤٣﴾	عَلَىٰ	سُرُرٍ	مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾	يُطَافُ
মধ্যে	উদ্যানসমূহের	নিয়ামতে ভরা	উপর	আসনসমূহের (সমাসীন হবে)	মুখোমুখিহয়ে	ঘুরান হবে

عَلَيْهِمْ	بِكَأْسٍ	مِنْ	مَعِينٍ ﴿٤٥﴾	بَيْضَاءَ	لَذَّةٍ	لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾
তাদের কাছে	পান পাত্রকে (যা ভরাহবে)	থেকে	প্রবাহিত শরাবের ঝর্ণা	শুভ্র উজ্জ্বল	সুস্বাদু সুপেয়	পানকারীদের জন্যে

لَا	فِيهَا	غَوْلٌ	وَ	لَا	هُمْ	عَنْهَا	يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾	وَ	عِنْدَ	هُمْ
না	তার মধ্যে (থাকবে)	ক্ষতিকর কিছু	আর	না	তারা	তা হতে	জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে	এবং	কাছে	তাদের (এমন তরুণী থাকবে)

قَاصِرَاتُ	الطَّرْفِ	عِينٌ ﴿٤٨﴾	كَأَنَّهُنَّ	بَيْضٌ	مَكْنُونٌ ﴿٤٩﴾
(যারা) সংরক্ষণকারিণী	দৃষ্টি	সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট	তারা যেন	ডিম	লুকিয়ে রাখা

فَأَقْبَلَ	بَعْضُهُمْ	عَلَىٰ	بَعْضٍ	يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾	قَالَ
অতঃপর সামনা-সামনি হবে	তাদের একে	দিকে	অপরের	তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসা করবে	বলবে .

قَائِلٌ	مِنْهُمْ	إِنِّي	كَانَ	لِي	قَرِينٌ ﴿٥١﴾
এক কথক	তাদের মধ্যে হতে	নিশ্চয় আমার	ছিল	আমার	এক জন সংগী

৪১. তাদের জন্যে জানা-বুঝা রিয্ক রয়েছে,

৪২-৪৩. সর্বপ্রকার সুস্বাদু দ্রব্যাদি ও ফলমূল এবং নেআমতে ভরা জান্নাতও– যাতে তারা সম্মানের সাথে বসবাস করবে।

৪৪. আসনে মুখা-মুখী আসীন হবে।

৪৫. শরাবের ঝর্ণা-সমূহ হতে পান-পাত্র পূর্ণ করে তাদের মাঝে ঘুরানো হবে।

৪৬. তা উজ্জ্বল পানীয়, পানকারীদের জন্যে সুপেয়-সুস্বাদু।

৪৭. না তাদের দেহে এর দরুন কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হবে।

৪৮. তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারিণী সুন্দর চক্ষু-বিশিষ্ট নারীরা থাকবে।

৪৯. এমন স্বচ্ছ, যেমন ডিমের খোসার নীচে লুকানো ঝিল্লি।

৫০. পরে তারা পরস্পরের দিকে মুখ ফিরিয়ে একে অপরের অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে।

৫১. তাদের একজন বলবে দুনিয়ায় আমার একজন সাথী ছিল,

يَقُوْلُ	اَئِنَّكَ	لَمِنَ	الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾	ءَ	اِذَا	مِتْنَا	وَ	كُنَّا	تُرَابًا	وَّ
সে বলত	তুমি কি নিশ্চয়	অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত	সত্যতাস্বীকারকারীদের	কি	যখন	আমরা মারা যাব	এবং	আমরা হব	মাটি	ও

عِظَامًا	ءَاِنَّا	لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾	قَالَ	هَلْ	اَنْتُمْ	مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾
অস্থি (সর্বস্ব)	আমরা কি নিশ্চয়	অবশ্যই প্রতিফল প্রাপ্ত হব	বলবে	কি	তোমরা	(সেসব লোকদেরকে) ঝুঁকে দেখতে পাও

فَاطَّلَعَ	فَرَاٰهُ	فِيْ	سَوَآءِ	الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾	قَالَ	تَاللّٰهِ	اِنْ
সে তখন ঝুঁকে দেখবে	তাকে ফলে দেখতে পাবে	মধ্যে	গভীরতার	জাহান্নামের	সে বলবে	আল্লাহর শপথ	যে

كِدْتَّ	لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾	وَ	لَوْ	لَا	نِعْمَةُ	رَبِّيْ	لَكُنْتُ	مِنَ
তুমি প্রায়	আমাকে ধ্বংস করেই ফেলেছিলে	এবং	যদি	না	অনুগ্রহ (হতো)	আমার রবের	অবশ্যই আমি হতাম	অর্ন্তভুক্ত

الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾	اَفَمَا	نَحْنُ	بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾
(জাহান্নামে) উপস্থিত করা লোকদের	তবে কি * না	আমরা	মৃত্যু বরণকারী হব

---

৫২. যে আমাকে বলতঃ" তুমিও কি ইহা সত্য বলে স্বীকারকারীদের মধ্যে শামিল!

৫৩. আমরা যখন মরে যাব ও মাটিতে পরিণত হব এবং অস্থির জীর্ণ স্তূপ হয়ে যাব তখন বাস্তবিকই কি আমাদেরকে পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে?"

৫৪. এখন সে লোক কোথায় আছে তা কি আপনারা দেখতে চান?

৫৫. এই কথা বলে যখনই সে মস্তক অবনত করবে তখনই সে তাকে জাহান্নামের গভীরতায় দেখতে পাবে।

৫৬. তাকে সে ডেকে বলবেঃ"আল্লাহর শপথ, তুমি তো আমাকে ধ্বংসই করে দিতেছিলে!

৫৭. আমার রবের অনুগ্রহ যদি না পেতাম তাহলে আজ আমিও সেই লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম যারা গ্রেফতার হয়ে এসেছে!

৫৮. আচ্ছা ৮, তো এখন কি আমরা আর কখনো মরে যাব না?

---

৮. কথার ধরণ থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায়- নিজের সেই দোযখী বন্ধুর সংগে কথা বলতে অকস্মাৎ এই জান্নাতী ব্যক্তি স্বগত নিজে নিজেকে বলতে শুরু করেছে। এ বাক্যাংশ তার মুখ থেকে এরূপ ভাবে নির্গত হয় যেমন কোন ব্যক্তি নিজেকে প্রত্যেকটি আশা ও প্রত্যেকটি অনুমান থেকে উচ্চতর অবস্থার মধ্যে পেয়ে অত্যন্ত বিস্ময়ে ও স্ফুর্তি-আনন্দের প্রাচুর্যে নিজে নিজেই কথা বলতে শুরু করে।

* প্রশ্নবোধক অব্যায়টি এখানে নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

إِلَّا	مَوْتَتَنَا	الْأُولَىٰ	وَ	مَا	نَحْنُ	بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾	إِنَّ	هَٰذَا	لَهُوَ
ব্যতীত	আমাদের মৃত্যু	প্রথম	এবং	না	আমরা	শাস্তি প্রাপ্ত হব	নিশ্চয়	এটা	অবশ্যই সেই

الْفَوْزُ	الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾	لِمِثْلِ	هَٰذَا	فَلْيَعْمَلِ	الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾	أَذَٰلِكَ
সাফল্য	বিরাট	অনুরূপ (সাফল্যের) জন্যে	এর	পরিশ্রম করা উচিৎ	পরিশ্রমীদের	এটাকি

خَيْرٌ	نُزُلًا	أَمْ	شَجَرَةُ	الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾	إِنَّا	جَعَلْنَاهَا	فِتْنَةً
উত্তম	আপ্যায়ন	না	বৃক্ষ	যাক্কুমের	নিশ্চয় আমরা	তা আমরা বানিয়েছি	পরীক্ষা স্বরূপ

لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾	إِنَّهَا	شَجَرَةٌ	تَخْرُجُ	فِي	أَصْلِ	الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾
যালিমদের জন্যে	তা নিশ্চয় (এমন)	একটি বৃক্ষ (যা)	উদগত হয়	হতে	মূল	জাহান্নামের

طَلْعُهَا	كَأَنَّهُ	رُءُوسُ	الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾	فَإِنَّهُمْ	لَآكِلُونَ
তার ছড়াগুলো (হচ্ছে এমন)	তা যেন	মস্তকসমূহ	শয়তানগুলোর	নিশ্চয় অতঃপর তারা	ভক্ষণকারী হবেই

مِنْهَا	فَمَالِئُونَ	مِنْهَا	الْبُطُونَ ﴿٦٦﴾
তা থেকে	এভাবে পূর্ণকারী হবে	তা থেকে	(তাদের) উদরসমূহকে

৫৯.মৃত্যু– যা আমাদের ঘটবার ছিল তা পূর্বেই কি এসেছে? এখন আমাদের জন্যে কি কোন আযাবই নেই?"

৬০. নিঃসন্দেহে ইহাই বিরাট সাফল্য।

৬১. এরূপ সাফল্যের জন্যই আমলকারীদের আমল করা উচিত।

৬২. বলঃ এই আতিথেয়তা উত্তম না যক্কুম গাছ?

৬৩. আমরা সেই গাছটিকে যালেমদের জন্যে ফেতনা বানিয়ে দিয়েছি[৯]।

৬৪. উহা এমন একটি গাছ যা জাহান্নামের তলদেশ হতে বের হয়।

৬৫. এর ছড়াগুলি এমনই, যেমন শয়তানগুলির মাথা।

৬৬. জাহান্নামের অধিবাসীরা তা খাবে এবং তা দিয়েই পেট ভরবে।

---

৯. অর্থাৎ অমান্যকারীরা এ কথা শুনে কুরআনের প্রতি বিদ্রুপ ও নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি ঠাট্টার একটা নতুন সুযোগ পায়। তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করে বলতে থাকে–"নাও, আবার নতুন কথা শোন –জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনের মাঝে বৃক্ষ জন্মাবে"।

ثُمَّ	إِنَّ	لَهُمْ	عَلَيْهَا	لَشَوْبًا	مِّنْ حَمِيمٍ ٦٧	ثُمَّ	إِنَّ
এরপর	নিশ্চয়	তাদের জন্যে (থাকবে)	তার উপর	অবশ্যই মিশ্রিত পানীয়	গরম পানির ও পূঁজের	এরপর	নিশ্চয়

مَرْجِعَهُمْ	لَ	إِلَى	الْجَحِيمِ ٦٨	إِنَّهُمْ	أَلْفَوْا	آبَاءَهُمْ	ضَالِّينَ ٦٩
তাদের প্রত্যাবর্তন হবে	অবশ্যই	দিকে	জাহান্নামের	তারা নিশ্চয়	পেয়েছিল	তাদের পিতৃপুরুষদেরকে	বিপথগামী

فَهُمْ	عَلَىٰ	آثَارِهِمْ	يُهْرَعُونَ ٧٠	وَ	لَقَدْ	ضَلَّ	قَبْلَهُمْ
অতঃপর তারা	উপর	তাদের পদাঙ্কের	ধাবিত হচ্ছে	এবং	নিশ্চয়	পথভ্রষ্ট হয়েছিল	তাদের পূর্বেও

أَكْثَرُ	الْأَوَّلِينَ ٧١	وَ	لَقَدْ	أَرْسَلْنَا	فِيهِمْ	مُّنذِرِينَ ٧٢	فَانظُرْ
অধিকাংশ	পূর্ববর্তীদের	এবং	নিশ্চয়	আমরা পাঠিয়েছিলাম	তাদের মধ্যে	সতর্ককারীদেরকে (রসূলরূপে)	দেখ অতঃপর

كَيْفَ	كَانَ	عَاقِبَةُ	الْمُنذَرِينَ ٧٣	إِلَّا	عِبَادَ	اللَّهِ
কেমন	হয়েছিল	পরিণাম (সেই লোকদের)	যাদের সতর্ক করা হয়েছিল	তবে স্বতন্ত্র (কথা)	বান্দাদের	আল্লাহর

الْمُخْلَصِينَ ٧٤	وَ	لَقَدْ	نَادَانَا	نُوحٌ	فَلَنِعْمَ	الْمُجِيبُونَ ٧٥
একনিষ্ঠ করা হয়েছিল (যাদের)	এবং	নিশ্চয়	আমাদেরকে ডেকেছিল	নূহ	অতঃপর কত উত্তম	জওয়াবদাতা (আমরা)

---

৬৭. তারপর পান করার জন্যে তাদেরকে ফুটন্ত পানি দেয়া হবে।

৬৮. আর এর পর সেই জাহান্নামের আগুনের দিকেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন।

৬৯. এই লোকেরা তাদের বাপ-দাদাকে গোমরাহ পেয়েছে।

৭০. এবং তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে তারা দৌড়ে চলেছে।

৭১. অথচ তাদেরও পূর্বে বহু লোকই গোমরাহ হয়েছিল।

৭২. আর আমরা তাদের মধ্যে হুশিয়ারকারী রসূল পাঠিয়েছিলাম।

৭৩. এখন দেখ, এই হুঁশিয়ার করে দেয়া লোকদের পরিণাম কি হয়েছে!

৭৪. এই খারাব পরিণাম হতে আল্লাহর কেবল সেসব বান্দাই রক্ষা পেয়েছে, যাদেরকে তিনি নিজের জন্যে খালেস ও খাঁটী বানিয়ে নিয়েছেন।

রুকূ:৩

৭৫. আমাদেরকে (ইতোপূর্বে) নূহ ডেকেছিল, তোমরা লক্ষ্য কর আমরা কত উত্তম জবাবদাতা ছিলাম।

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
نَجَّيْنٰهُ	তাকে আমরা করেছিলাম উদ্ধার
وَ	ও
اَهْلَهٗ	তার পরিবারকে
مِنَ	হতে
الْكَرْبِ	সংকট
الْعَظِيْمِ ۝٧٦	কঠিন
وَ	এবং
جَعَلْنَا	আমরা করে ছিলাম
ذُرِّيَّتَهٗ	তার বংশধরকে (এমন যে)
هُمُ	তারাই
الْبٰقِيْنَ ۝٧٧	অবশিষ্ট ছিল
وَ	এবং
تَرَكْنَا	আমরা ছেড়েছি (গুণবর্ণনা)
عَلَيْهِ	তার সম্বন্ধে
فِى	মধ্যে
الْاٰخِرِيْنَ ۝٧٨	পরবর্তীদের
سَلٰمٌ	শান্তি (বর্ষিত হউক)
عَلٰى	উপর
نُوْحٍ	নূহের
فِى	মধ্যে
الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٩	সমগ্রবিশ্বের
اِنَّا	নিশ্চয় আমরা
كَذٰلِكَ	এভাবে
نَجْزِى	প্রতিফল দেই আমরা
الْمُحْسِنِيْنَ ۝٨٠	সৎকর্মপরায়ণদেরকে
اِنَّهٗ	সে নিশ্চয় (ছিল)
مِنْ	অর্ন্তভুক্ত
عِبَادِنَا	আমাদের বান্দাদের
الْمُؤْمِنِيْنَ ۝٨١	ঈমানদার
ثُمَّ	এরপর
اَغْرَقْنَا	আমরা ডুবিয়ে দেই
الْاٰخَرِيْنَ ۝٨٢	অন্যদেরকে
وَ	এবং
اِنَّ	নিশ্চয়
مِنْ	মধ্যহতে
شِيْعَتِهٖ	তার পন্থানুসারীদের
لَاِبْرٰهِيْمَ ۝٨٣	ইব্রাহীম অবশ্যই (অন্তর্ভূক্ত ছিল)
اِذْ	(স্মরণকর) যখন
جَآءَ	সে এসেছিল
رَبَّهٗ	তার রবের (সমীপে)
بِقَلْبٍ	চিত্তসহ
سَلِيْمٍ ۝٨٤	বিশুদ্ধ
اِذْ	যখন
قَالَ	সে বলেছিল
لِاَبِيْهِ	তার পিতাকে
وَ	ও
قَوْمِهٖ	তার জাতিকে
مَاذَا	কিসের
تَعْبُدُوْنَ ۝٨٥	তোমরা ইবাদত করছ
اَئِفْكًا	কি মিথ্যা
اٰلِهَةً	ইলাহদের
دُوْنَ	ব্যতীত
اللّٰهِ	আল্লাহকে
تُرِيْدُوْنَ ۝٨٦	তোমরা পেতে চাও

৭৬. আমরা তাকে ও তার ঘরের লোকদেরকে মহা যন্ত্রনা ও পীড়ন হতে রক্ষা করলাম।
৭৭. এবং তারই বংশধরকে বাঁচিয়ে রাখলাম।
৭৮. আর পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনার ধারা অবশিষ্ট রাখলাম।
৭৯. নূহের প্রতি সালাম সারা দুনিয়াবাসীর মধ্যে।
৮০. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এমনই প্রতিফল দিয়ে থাকি।
৮১. আসলে সে আমাদের মুমিন বান্দাদের মধ্যেই একজন।
৮২. পরে অন্যদেরকে আমরা ডুবিয়ে ফেললাম।
৮৩. আর নূহেরই পন্থানুসারী ছিল ইবরাহীম।
৮৪. সে যখন তার রবের সমীপে প্রশান্ত-অনুগত মন নিয়ে আসল,
৮৫. সে যখন তার পিতা ও তার জাতির জনগণকে বললঃ "তোমরা যে গুলোর ইবাদত করছ, এগুলো কি?
৮৬. ...তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যে-মিথ্যি মনগড়া মা'বুদ পেতে চাও?

আরবী	অর্থ
فَمَا	কি তাহলে
ظَنُّكُمْ	তোমরা মনে কর
بِرَبِّ	রব সম্বন্ধে
الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾	বিশ্বজাহানের
فَنَظَرَ	অতঃপর সে তাকাল
نَظْرَةً	এক নজর
فِي	দিকে
النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾	তারকা রাজির
فَقَالَ	অতঃপর বলল
اِنِّيْ	নিশ্চয় আমি
سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾	অসুস্থ
فَتَوَلَّوْا	তারা অতঃপর ফিরেগেল
عَنْهُ	তার থেকে
مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾	পিঠ ফিরিয়ে
فَرَاغَ	সে অতঃপর সন্তর্পণেগেল
اِلٰٓى	দিকে
اٰلِهَتِهِمْ	তাদের দেবতা গুলোর
فَقَالَ	বলল অতঃপর
اَلَا	কেন না
تَاْكُلُوْنَ ﴿٩١﴾	তোমরা খাচ্ছ
مَا	কি
لَكُمْ	তোমাদের হয়েছে
لَا	না
تَنْطِقُوْنَ ﴿٩٢﴾	তোমরা কথা বল
فَرَاغَ	সে অতঃপর সন্তর্পণে হানল
عَلَيْهِمْ	তাদের উপর
ضَرْبًا	আঘাত
بِالْيَمِيْنِ ﴿٩٣﴾	ডান হাত দ্বারা
فَاَقْبَلُوْٓا	তারা অতঃপর উপস্থিত হল
اِلَيْهِ	তার কাছে
يَزِفُّوْنَ ﴿٩٤﴾	দৌড়ে
قَالَ	সে বলল
اَتَعْبُدُوْنَ	তোমরা ইবাদত কর কি
مَا	যাকে
تَنْحِتُوْنَ ﴿٩٥﴾	তোমরা খোদাই করে তৈরী কর
وَ	অথচ
اللّٰهُ	আল্লাহই
خَلَقَكُمْ	তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন
وَ	এবং
مَا	(তাদেরকেও) যাদের
تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٦﴾	তোমরা তৈরী কর

৮৭. ...আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে তোমরা কি মনে কর?"

৮৮. পরে সে তারকারাজির উপর দৃষ্টি[১০] ফেলল।

৮৯. আর বললঃ "আমি অসুস্থ[১১]"।

৯০. ফলে লোকেরা তাকে রেখে চলে গেল।

৯১. তাদের অনুপস্থিতিতে সে চুপে চুপে তাদের মা'বুদদের মন্দিরে ঢুকে পড়ল, আর জিজ্ঞাসা করলঃ"আপনারা খাচ্ছেন না কেন?

৯২. হল কি, আপনারা তো কথাও বলছেন না?"

৯৩. এর পর সে সেগুলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; আর ডান হাত দিয়ে ভীষণ ভাবে আঘাত হানল।

৯৪. (ফিরে এসে) সেই লোকেরা দ্রুতবেগে তার নিকট উপস্থিত হল।

৯৫. সে বললঃ "তোমরা কি নিজেদেরই নির্মিত জিনিসের পূজা-উপাসনা কর?

৯৬. অথচ আল্লাহই তোমাদেরকেও পয়দা করেছেন, আর সেই জিনিসগুলিকেও যা তোমরা বানিয়ে থাক"।

---

১০. আরবী ভাষার বাগধারায় এ কথার অর্থ– সে চিন্তা করলো বা সে ব্যক্তি ভাবতে শুরু করলো।

১১. সে সময় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কোন প্রকার কষ্ট ছিল না– এ কথা আমরা কোন সূত্রে জানিনা। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আঃ)এ মিথ্যা বাহানা করেছিলেন এ কথা বলা যায় না।

قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾

তারা বলল — তোমরা বানাও — তার জন্যে — প্রাচীর বেষ্টনী (অগ্নিকুণ্ডের): — তাকে অতঃপর নিক্ষেপ কর — মধ্যে — প্রাচীর বেষ্টনীর অগ্নিকুণ্ডে

فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي

তারা অতঃপর সংকল্প করল — তার বিরুদ্ধে — একটি ষড়যন্ত্রের — তাদেরকে তখন: আমরা করলাম — অতিশয় হীন অতি নীচু — এবং — সে বলল — নিশ্চয় আমি

ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ

চললাম — দিকে — আমার রবের — পথ দেখাবেনশীঘ্রই তিনি আমাকে — (সে দোয়া করল) হে আমার রব — দাও — আমাকে (সন্তান) — মধ্যহতে

الصَّالِحِينَ ﴿١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ

সৎকর্মশীলদের — ফলে তাকে আমরা সুসংবাদ দিলাম — এক পুত্রের — ধৈর্যশীল সুস্থীর — অতঃপর যখন — পৌছিল

مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي

তার সাথে — দৌড়াদৌড়ির (বয়সে) — সে বলল — হে — আমার পুত্র — নিশ্চয় আমি — দেখেছি — মধ্যে — স্বপ্নের — যে আমি

أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ

তোমাকে জবেহ করছি — তাই ভেবে দেখ — কি — তোমার মত — সে বলল — হে আমার পিতা — আপনি করুন — যা — আদিষ্ট হয়েছেন আপনি

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

আপনি পাবেন — আমাকে — যদি — ইচ্ছাকরেন — আল্লাহ — অন্তর্ভুক্ত — ধৈর্যশীলদের

---

৯৭. তারা পরস্পর বলাবলি করলঃ "এর জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড বানাও এবং একে সেই জ্বলন্ত আগুনের স্তুপে নিক্ষেপ কর"।

৯৮. তারা তাঁর বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র করতে চেয়েছিল ; কিন্তু আমরা তাদেরকেই হীন করে ছাড়লাম।

৯৯. ইবরাহীম বললঃ" আমি আমার রবের দিকে যাচ্ছি[১২]। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

১০০. হে খোদা! আমাকে একটি পুত্র-সন্তান দান কর যে সচ্চরিত্রবানদের মধ্যে একজন হবে"।

১০১. (এই দোআর জবাবে) আমরা তাকে একটি অতীব ধৈর্যশীল (সুস্থীর)পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম[১৩]।

১০২. সেই ছেলেটি যখন তার সাথে দৌড়াদৌড়ি করবার বয়স পর্যন্ত পৌছিল, তখন (একদিন) ইবরাহীম তাকে বললঃ "পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন তুমি বল, তোমার মত কি?"সে বললঃ "যা কিছু আপনাকে হুকুম দেয়া হচ্ছে তা আপনি করুন, খোদা চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের একজন পাবেন"।

---

১২. অর্থাৎ নিজের প্রভূর জন্যে ঘর ও স্বদেশ ত্যাগ করছি।

১৩. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰۤاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾

فَلَمَّآ	اَسْلَمَا	وَ	تَلَّهٗ	لِلْجَبِيْنِ	وَ	نَادَيْنٰهُ	اَنْ	يّٰۤ	اِبْرٰهِيْمُ
যখন অতঃপর	আত্মসমর্পণ করল উভয়ে	এবং	তাকে সে শায়িত করল	কপালের উপর	এবং	তাকে আমরা আওয়াজ দিলাম	যে	হে	ইব্রাহীম

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾

قَدْ	صَدَّقْتَ	الرُّءْيَا	اِنَّا	كَذٰلِكَ	نَجْزِى	الْمُحْسِنِيْنَ
নিশ্চয়	তুমি সত্য করেছ	স্বপ্নকে	নিশ্চয় আমরা	এরূপে	প্রতিফল দিই আমরা	সৎকর্মশীলদের

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ

اِنَّ	هٰذَا	لَهُوَ	الْبَلٰٓؤُا	الْمُبِيْنُ	وَ	فَدَيْنٰهُ	بِذِبْحٍ
নিশ্চয়	এটা	তা অবশ্যই (ছিল)	পরীক্ষা	সুস্পষ্ট	এবং	তাকে আমরা ছাড়িয়ে নেই	কোরবানীর বিনিময়ে

عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٠٨﴾ سَلٰمٌ عَلٰٓى

عَظِيْمٍ	وَ	تَرَكْنَا	عَلَيْهِ	فِى	الْاٰخِرِيْنَ	سَلٰمٌ	عَلٰٓى
বড়	এবং	আমরা প্রচলিত রাখলাম	তার উপর	মধ্যে	পরবর্তীদের (তার স্মরণ)	সালাম (বর্ষিত হউক)	উপর

اِبْرٰهِيْمَ ﴿١٠٩﴾ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١١٠﴾

اِبْرٰهِيْمَ	كَذٰلِكَ	نَجْزِى	الْمُحْسِنِيْنَ
ইবরাহীমের	এরূপে	প্রতিফল দিই আমরা	উত্তম কর্মশীলদেরকে

১০৩. শেষে যখন এই দুজনই আনুগত্যের মাথা নোয়ায়ে দিল এবং ইবরাহীম পুত্রকে ললাটের অভিমুখে শোয়ায়ে দিল

১০৪. এবং আমরা আওয়াজ দিয়ে বললাম ঃ "হে ইবরাহীম,

১০৫. তুমি তো স্বপ্নকে সত্য প্রমাণ করে দেখালে [১৪]। আমরা সৎ লোকদের এরূপ প্রতিফলই দান করে থাকি।

১০৬. নিঃসন্দেহে এটা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষার ব্যাপার ছিল"।

১০৭. আর আমরা একটি বড় কোরবানীর [১৫] বিনিময়ে সেই ছেলেটিকে ছাড়িয়ে নিলাম।

১০৮. আর তার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রচলিত রাখলাম।

১০৯. সালাম ইবরাহীমের প্রতি।

১১০. সৎ লোকদেরকে আমরা এরূপ প্রতিফলই দিয়ে থাকি।

---

১৪. স্বপ্নে দেখানো হয়েছিল– তিনি যবেহ করছেন। তিনি যবেহ করে ফেলেছেন এমন দেখানো হয় নি। এজন্যে যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) যবেহ করার জন্যে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন তখন বলা হলো–" তুমি নিজের স্বপ্নকে সত্য করে দেখালে।"

১৫. 'বড় কোরবানী' অর্থ একটি ভেড়া, পুত্রের পরিবর্তে যবেহ করার জন্যে সে সময় আল্লাহতা'আলার ফেরেশতা হযরত ইবরাহীমের সামনে পেশ করেছিলেন। একে বড় কোরবানী এই কারণে বলা হয়েছে যে ইবরাহীম (আঃ)-এর মতো আল্লাহর অনুগত বান্দার জন্যে তাঁর পুত্রের ন্যায় ধৈর্যশীল ও জীবণ উৎসর্গকারী বালকের পরিবর্তে এটা ফিদিয়া (উদ্ধার মূল্য) ছিল। বড় কোরবানী বলার আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহতা'আলা কেয়ামত পর্যন্ত এ সুন্নত জারী করে দিয়েছেন যে– ঐ তারিখে সারা দুনিয়ার সমস্ত মু'মিনরা পশু কোরবানী করবে এবং আনুগত্য ও প্রাণোৎসর্গের এই বিরাট মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনা নতুন করে স্মরণ করবে।

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝١١١ وَ بَشَّرْنٰهُ بِإِسْحٰقَ نَبِيًّا

সে নিশ্চয় (ছিল) | অন্তর্ভুক্ত | আমাদের বান্দাদের | (যারা ছিল) মুমিন | এবং | তাকে আমরা সুসংবাদ দিলাম | ইসহাক সম্পর্কে | একজন নবী হিসেবে

مِّنَ الصّٰلِحِينَ ۝١١٢ وَ بٰرَكْنَا عَلَيْهِ وَ عَلٰى إِسْحٰقَ ۚ وَ مِن

অন্যতম | সৎকর্মশীলদের | এবং | আমরা বরকত দিলাম | তার উপর | ও | উপর | ইসহাকের | এবং | মধ্যহতে

ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَّ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ مُبِينٌ ۝١١٣ وَ لَقَدْ مَنَنَّا

তাদের দুজনের বংশধরদের | (কেউ হয়) উত্তমকর্মশীল | ও | (কেউ হয়) জুলমকারী | তার নিজের উপর | সুস্পষ্ট | এবং | নিশ্চয় | আমরা অনুগ্রহ করেছি

ع

عَلٰى مُوسٰى وَ هٰرُونَ ۝١١٤ وَ نَجَّيْنٰهُمَا وَ قَوْمَهُمَا مِنَ

উপর | মূসার | ও | হারূনের | এবং | উদ্ধার করেছি আমরা উভয়কে | ও | উভয়ের জাতিকে | হতে

الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۝١١٥ وَ نَصَرْنٰهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغٰلِبِينَ ۝١١٦

সংকট | কঠিন | এবং | তাদেরকে আমরা সাহায্য করেছি | অতঃপর তারা হয়েছিল | তারাই | বিজয়ী

وَ اٰتَيْنٰهُمَا الْكِتٰبَ الْمُسْتَبِينَ ۝١١٧ وَ هَدَيْنٰهُمَا الصِّرَاطَ

এবং | উভয়কে আমরা দিয়েছি | কিতাব | অতীব স্পষ্ট | এবং | উভয়কে আমরা পরিচালিত করেছি | পথে

الْمُسْتَقِيمَ ۝١١٨

সরল সঠিক

১১১. নিশ্চয় সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের মধ্যের একজন ছিল।

১১২. আর আমরা তাকে ইসহাক সম্পর্কেও সুসংবাদ দিলাম। সে হল নবী- নেক্ আমলকারী লোকদের একজন।

১১৩. এবং তাকে ও ইসহাককে বরকত দিলাম[১৬]। এখন এই দু'জনের বংশের লোকদের মধ্যে কেউ তো নেককার আর কেউ নিজের উপর সুস্পষ্ট যুলমকারী।

রুকুঃ৪

১১৪. আর আমরা মূসা ও হারূনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি।

১১৫. তাদেরকে এবং তাদের জাতিকে মহা প্রাণান্তকর কষ্ট হতে মুক্তিদান করেছি।

১১৬. তাদেরকে সাহায্য দান করেছি, যে কারনে তারাই বিজয়ী হল।

১১৭. তাদেরকে অতীব স্পষ্ট কিতাব দান করেছি,

১১৮. তাদেরকে নির্ভুল সঠিক পথ দেখিয়েছি

১৬. অর্থাৎ কোরবানীর এই ঘটনার পর হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মলাভের সুসংবাদ দান করেন।

وَ	تَرَكْنَا	عَلَيْهِمَا	فِي	الْاٰخِرِيْنَ ﴿١١٩﴾	سَلٰمٌ	عَلٰى
এবং	আমরা অবশিষ্ট রেখেছি	তাদের উভয়ের সম্বন্ধে	মধ্যে	পরবর্তীদের (উত্তম স্মরণ)	সালাম (বর্ষিত হউক)	উপর

مُوْسٰى	وَ	هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾	اِنَّا	كَذٰلِكَ	نَجْزِى	الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾
মূসার	ও	হারূনের	নিশ্চয় আমরা	এরূপে	প্রতিফল দেই আমরা	উত্তম কর্মশীলদের

اِنَّهُمَا	مِنْ	عِبَادِنَا	الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾	وَ	اِنَّ	اِلْيَاسَ	لَمِنَ
নিশ্চয় তারা দুজনও	অন্তর্ভুক্ত	আমাদের বান্দাদের	(যারা ছিল) ঈমানদার	এবং	নিশ্চয়	ইল্‌য়াস	অবশ্যই অন্যতম

الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾	اِذْ	قَالَ	لِقَوْمِهٖٓ	اَلَا	تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾	اَتَدْعُوْنَ
রসূলদের	(স্মরণকর) যখন	সে বলেছিল	তার জাতিকে	না কি	তোমরা সাবধান হবে	তোমরা ডাকবে কি

بَعْلًا	وَّ	تَذَرُوْنَ	اَحْسَنَ	الْخَالِقِيْنَ ﴿١٢٥﴾	اللّٰهَ	رَبَّكُمْ	وَ
বা'আল (নামক মূর্তিকে)	আর	ছেড়ে দেবে	যিনি শ্রেষ্ঠ	নির্মাতাদের	(অর্থাৎ) আল্লাহকে	(যিনি) তোমাদের রব	ও

رَبَّ	اٰبَآئِكُمُ	الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٢٦﴾	فَكَذَّبُوْهُ	فَاِنَّهُمْ	لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٢٧﴾
রব	তোমাদের পিতৃ পুরুষদেরও	পূর্বের	তাকে তারা তখন অমান্য করল	নিশ্চয় তাই তাদের	উপস্থিত করা হবে (শাস্তির জন্যে) অবশ্যই

اِلَّا	عِبَادَ	اللّٰهِ	الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٢٨﴾	وَ	تَرَكْنَا	عَلَيْهِ	فِي	الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٢٩﴾
তবে (ব্যতিক্রম)	বান্দারা	আল্লাহর	(যারা) একনিষ্ঠ	এবং	আমরা অবশিষ্ট রেখেছি	তার সম্বন্ধে	মধ্যে	পরবর্তীদের (উত্তম স্মরণ)

১১৯. এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তাদের ভাল স্মরণকে জারী রেখেছি।

১২০. মূসা ও হারূনের প্রতি সালাম।

১২১. নেক আমলকারীদেরকে আমরা এরূপই প্রতিফল দিয়ে থাকি!

১২২. তারা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১২৩. আর ইল্‌য়াসও নিঃসন্দেহে রসূলগণের একজন ছিল।

১২৪. স্মরণ কর, সে যখন তার জাতির লোকদেরকে বলেছিলঃ" তোমরা কি ভয় কর না?

১২৫. তোমরা কি 'বায়াল' কে ডাকো, আর সর্বোত্তম সৃষ্টিকারীকে পরিত্যাগ করে চল–

১২৬. সেই আল্লাহকে, যিনি তোমাদের ও তোমাদের আগে-পিছের বাপ-দাদার রব?"

১২৭. কিন্তু তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব এখন তাদেরকে নিশ্চয় শাস্তির জন্যে পেশ করা হবে।

১২৮. আল্লাহর সেই সব বান্দাদের ছাড়া,(যাদেরকে খাঁটি করে নেয়া হয়েছিল)যারা মুখলেস।

১২৯. ইল্‌য়াসের ভাল স্মরণকে আমরা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অবশিষ্ট রেখেছি।

سَلٰمٌ عَلٰٓى اِلْ يَاسِيْنَ ۝ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۝

সালাম (বর্ষিত হউক) | উপর | ইলিয়াসের | নিশ্চয় আমরা | এরূপে | প্রতিফলদেই আমরা | উত্তম কর্মশীলদেরকে

اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ

সে নিশ্চয় | অর্ন্তভুক্ত | আমাদের বান্দাদের | (যারা) ঈমানদার | এবং | নিশ্চয় | লূত ও (ছিল) | অন্যতম অবশ্যই

الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ نَجَّيْنٰهُ وَ اَهْلَهٗٓ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا عَجُوْزًا

রসূলদের | (স্মরণকর) যখন | তাকে আমরা উদ্ধার করেছিলাম | এবং | তার পরিবারের | সকলকে | ব্যতীত | একবৃদ্ধাকে (অর্থাৎ তার স্ত্রীকে)

فِى الْغٰبِرِيْنَ ۝ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝ وَ اِنَّكُمْ لَتَمُرُّوْنَ

(সে ছিল) অন্তর্ভূক্ত | পশ্চাতে অবস্থান কারীদের | এরপর | আমরা ধ্বংস করে ছিলাম | অবশিষ্টদেরকে | এবং | নিশ্চয় তোমরা | অবশ্যই গমন করে থাক

عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِيْنَ ۝ وَ بِالَّيْلِ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝ وَ اِنَّ

তাদের(ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার) উপরদিয়ে | সকালে | ও | সন্ধ্যায় | তবুও কি না | তোমরা জ্ঞান কাজে লাগাও | এবং | নিশ্চয়

يُوْنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ اِذْ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ۝

ইউনূসও (ছিল) | অবশ্যই অন্যতম | রসূলদের | (স্মরণকর) যখন | সে পালিয়ে ছিল | দিকে | নৌযানের | বোঝাই করা

১৩০. ইলিয়াসের প্রতি সালাম।

১৩১. নেক্ আমলকারীদের প্রতিফল আমরা এ রকমই দিয়ে থাকি।

১৩২. বাস্তবিকই সে আমাদের মু'মেন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৩৩. আর লূতও ছিল সেই সব লোকের একজন, যাদেরকে রসূল বানিয়ে পাঠান হয়েছে।

১৩৪. স্মরণ কর, আমরা যখন তাকে এবং তার ঘরের সব লোককে মুক্তি দান করেছিলাম

১৩৫. – এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের একজন ছিল।

১৩৬. অবশিষ্ট সকলকেই আমরা তছনছ করে দিয়েছি।

১৩৭-১৩৮. আজ তোমরা দিন-রাত এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত অঞ্চল অতিক্রম করে যাতায়াত করে থাক; তোমাদের কি জ্ঞানোদয় হয় না?

রুকূ:৫

১৩৯. আর ইউনূসও নিঃসন্দেহে রসূলগনের একজন ছিল।

১৪০. স্মরণ কর, সে যখন একটি ভরা নৌকার দিকে পালিয়ে যেতে লাগল,

فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ

অতঃপর লটারী করল | তখন সে হল | অন্তর্ভুক্ত | প্রত্যাখ্যিতদের (আর পানিতে নিক্ষিপ্ত হল) | তাকে অতঃপর গিলে ফেলল | মাছে

وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ

এবং | সে | তিরস্কৃত হল | তখন যদি | না | সে | হত | অন্তর্ভুক্ত | তসবীহকারীদের | অবশ্যই সে থাকত

فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ

মধ্যে | তার পেটের | পর্যন্ত | দিন | পুনরুত্থানের | এরপর আমরা তাকে নিক্ষেপ করলাম | তৃণহীন প্রান্তরে | এবং | সে

سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾

(ছিল) রুগ্ন | এবং | আমরা উদগত করলাম | তার জন্যে | গাছ | লতা-পাতাযুক্ত

১৪১. পরে লটারীতে শরীক হল এবং তাতে ধরা পড়ে গেল।

১৪২. শেষ পর্যন্ত মাছ এসে তাকে গিলে ফেলল এবং সে ছিল তিরস্কৃত[১৭]।

১৪৩. এখন যদি সে তসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হত,

১৪৪. তাহলে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকতে বাধ্য হত[১৮]।

১৪৫. শেষে আমরা তাকে বড় ক্লান্ত অবস্থায় এক মরু যমীনে নিক্ষেপ করলাম

১৪৬. এবং তার উপর একটি লতা-পাতাযুক্ত গাছ সৃষ্টি করে দিলাম।

১৭. এই বাক্যাংশগুলি সম্পর্কে চিন্তা করলে যে পরিস্থিতি বোঝা যায় তা হচ্ছে ঃ ১. হযরত ইউনুস (আঃ) যে কিশ্‌তীতে আরোহণ করেছিলেন তা নিজ ধারণক্ষমতা থেকে বেশী বোঝাই ছিল। ২. নৌকার মধ্যেই ভাগ্য-নির্দ্ধারক-পাশা নিক্ষেপণ করা হয়েছিল, যখন সামুদ্রিক সফরের মধ্যে বুঝাগেল যে নৌকার ভার অতিরিক্ত হওয়ার কারণে নৌকার সকল মুসাফিরের জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশা এই উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল যে, যার নাম গুটিকাতে বের হবে তাকে পানিতে নিক্ষেপ করা হবে। ৩. গুটিকাতে হযরত ইউনুসের (আঃ) নাম উঠেছিল সুতরাং তাঁকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো এবং একটি মৎস তাঁকে গ্রাস করলো। ৪. হযরত ইউনুস (আঃ) নিজ প্রভুর (অর্থাৎ আল্লাহতা'আলার) অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কারণে এই বিপদে পতিত হয়েছিলেন। أبق . 'আবাকা' শব্দ দ্বারা এই অর্থ প্রমাণিত হয়। কেননা, আরবী ভাষায় পলাতক দাসের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১৮. অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত মাছের পেটই হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কবর স্বরূপ থাকতো।

وَ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى مِائَةِ اَلْفٍ اَوْ يَزِيْدُوْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰمَنُوْا

এবং | তাকে আমরা পাঠালাম | প্রতি | একশত | হাজার (অর্থাৎ একলক্ষ) | বা | ততোধিক (লোকদের কাছে) | তারা অতঃপর ঈমান আনে

فَمَتَّعْنٰهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ﴿١٤٨﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ

তাদেরকে আমরা অতঃপর জীবনোপভোগ দিলাম | পর্যন্ত | নির্দিষ্ট কাল | তাদেরকে অতঃপর জিজ্ঞাসা কর | তোমার রবের জন্যে কি | কন্যাসমূহ (আছে)

وَ لَهُمُ الْبَنُوْنَ ﴿١٤٩﴾ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّ هُمْ

এবং | তাদের জন্যে (আছে) | পুত্রসমূহ | অথবা | আমরা সৃষ্টি করেছি | ফেরেশতাদেরকে | নারীরূপে | আর | তারা

شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾

স্বচক্ষে দেখেছে | সাবধান | তারা নিশ্চয় | হতে | তাদের মন গড়া ধারণা | অবশ্যই কথা বলছে (যে)

وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى

সন্তান জন্ম দিয়েছেন | আল্লাহ | এবং | তারা নিশ্চয় | অবশ্যই মিথ্যাবাদী | তিনি পছন্দ করেছেন কি | কন্যাদেরকে | পরিবর্তে

الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾

পুত্র সন্তানদের | কি | তোমাদের হয়েছে | কেমন | তোমরা বিচার কর | তবে কি না | তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে

১৪৭. তার পর আমরা তাকে এক লক্ষ কিংবা ততোধিক লোকদের প্রতি[১৯] পাঠালাম।

১৪৮. তারা ঈমান আনল এবং একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী করে রাখলাম।

১৪৯. অতঃপর এই লোকদেরকে একটু জিজ্ঞাসাই কর, (এই কথাটা কি তাদের মনঃপুত হয় যে,) তোমাদের জন্যে তো হবে অনেক কন্যা, আর তাদের জন্যে হবে শুধু পুত্র সন্তানগন!

১৫০. আমরা কি ফেরেশতাদেরকে বাস্তবিকই মেয়ে করে বানিয়েছি, আর এরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে কথা বলছে?

১৫১-১৫২. ভালভাবে শুন! আসলে এরা নিজেদের মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে! এরা প্রকৃতই মিথ্যাবাদী।

১৫৩. আল্লাহ কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানই নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছেন?

১৫৪. তোমাদের হল কি, কি রকমের তোমরা মত প্রকাশ করছ?

১৫৫. তোমাদের কি হুঁশ হবে না?

১৯. একলক্ষ বা তার থেকে বেশী বলার অর্থ এই নয় যে এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহতা'আলার সন্দেহ ছিল, বরং এর অর্থ হচ্ছে- যদি কেউ তাদের বস্তি দেখতো তবে এই অনুমান করতো যে এই শহরের বসতি এক লাখ থেকে বেশী হবে; তার কম হবে না।

أَمْ لَكُمْ سُلْطَٰنٌ مُّبِينٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوا بِكِتَٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٥٧﴾

অথবা | তোমাদের (আছে) | দলীল প্রমাণ সনদ | সুস্পষ্ট | তাহলে তোমরা আন | তোমাদের কিতাব | যদি | তোমরাও হও | সত্যবাদী

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ

এবং | তারা বানিয়েছে | তাঁর মাঝে | ও | মাঝে | জ্বিনদের | বংশীয় সম্পর্ক | এবং | নিশ্চয় | জেনেছে | জ্বিনরা

إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحَٰنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ

নিশ্চয় তাদেরকে | অবশ্যই উপস্থিত করা হবে | পাক-পবীত্র | আল্লাহ | তা হতে যা | তারা বর্ণনা করে | তবে ব্যাতিক্রম | (ঐসব) বান্দা

اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ

আল্লাহর | (যারা) একনিষ্ঠ | সুতরাং তোমরা নিশ্চয় | এবং | যাদেরকে | তোমরা ইবাদত কর | না | তোমরা

عَلَيْهِ بِفَٰتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا مِنَّا

তাঁর সম্বন্ধে (কাউকে) | বিভ্রান্ত করতে পারবে | তবে (পারবে) | তাকে | যে | ভষ্মহবে | প্রজ্জ্বলিত আগুনে | এবং | নাই | আমাদের মধ্য কেউ

إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا

এব্যতীত যে | তার জন্যে | স্থান | নির্দিষ্ট (রয়েছে) | এবং | নিশ্চয় আমরা | আমরা অবশ্যই | সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান | এবং | নিশ্চয় আমরা

لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾

আমরা অবশ্যই | তসবীহকারী

১৫৬. অথবা, তোমাদের নিকট তোমাদের এইসব কথাবার্তার জন্যে কোন স্পষ্ট সনদ আছে কি?

১৫৭. থাকলে পেশ কর তোমাদের সেই কিতাব, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

১৫৮. এই লোকেরা আল্লাহ ও জ্বিনদের[২০] মাঝে বংশীয় সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়েছে। অথচ জ্বিনরা ভালভাবে জানে যে, তারা অপরাধী হিসাবে উপস্থাপিত হবে।

১৫৯. (আর তারা বলে যে,) "আল্লাহ সেসব গুণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র,

১৬০. যা তাঁর খাঁটি বান্দাগণ ছাড়া অন্য লোকেরা তাঁর সম্পর্কে বলে।

১৬১-১৬২. অতএব তোমরা ও তোমাদের এই মা'বুদ আল্লাহ হতে কাউকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না–

১৬৩. পারে কেবল তাকে, যে দোযখের জ্বলন্ত আগুনে জ্বলে ভষ্ম হবে।

১৬৪. "আর আমাদের অবস্থা তো এই যে, আমাদের প্রত্যেকেরই একটা স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে!

১৬৫-১৬৬. আমরা সারিবদ্ধ ভাবে দন্ডায়মান; তসবীহকারী"।

২০. যদিও জিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পরবর্তী বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এখানে ফেরেশতাকে বোঝানো হয়েছে। 'জিন্'-এর শব্দগত অর্থ গুপ্ত সৃষ্টজীব।

وَ	اِنْ	كَانُوْا لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٦٧﴾	لَوْ	اَنَّ	عِنْدَنَا	ذِكْرًا
এবং	যদিও	তারা বলেই আসছে	যদি	হত	আমাদের কাছে	যিক্‌র (অর্থাৎ কিতাব)

مِّنَ	الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٦٨﴾	لَكُنَّا	عِبَادَ	اللّٰهِ	الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٩﴾
মত	পূর্ববর্তীদের	অবশ্যই আমরা হতাম	বান্দা	আল্লাহর	(যারা) একনিষ্ঠ

فَكَفَرُوْا	بِهٖ	فَسَوْفَ	يَعْلَمُوْنَ ﴿١٧٠﴾	وَ	لَقَدْ	سَبَقَتْ	كَلِمَتُنَا
কিন্তু তারা অস্বীকার করল	তাকে	শীঘ্রই তাই	তারা জানবে	এবং	নিশ্চয়	পূর্বেস্থির হয়েছে	আমাদের বাণী (ওয়াদা)

لِعِبَادِنَا	الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧١﴾	اِنَّهُمْ	لَهُمُ	الْمَنْصُوْرُوْنَ ﴿١٧٢﴾	وَ	اِنَّ
আমাদের বান্দাদের জন্যে	যারা প্রেরিত রসূল	(ঐ বিষয়ে যে) তারা নিশ্চয়	তারাই	সাহায্য প্রাপ্ত হবে	এবং	নিশ্চয়

جُنْدَنَا	لَهُمُ	الْغٰلِبُوْنَ ﴿١٧٣﴾	فَتَوَلَّ	عَنْهُمْ	حَتّٰى	حِيْنٍ ﴿١٧٤﴾	وَّ
আমাদের সৈন্যরা	তারাই	বিজয়ী হবে	সুতরাং ছেড়েদোও	তাদেরকে	পর্যন্ত	কিছুকাল	এবং

اَبْصِرْ	هُمْ	فَسَوْفَ	يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٥﴾	اَفَبِعَذَابِنَا	يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿١٧٦﴾
দেখতে থাক	তাদেরকে	অতঃপর শীঘ্রই	'তারাই দেখবে	আমাদের আযাব সম্পর্কে তবে কি	তারা তাড়াহুড়া করছে

---

১৬৭. এই লোকেরা আগে তো বলতঃ

১৬৮.-১৬৯. "হায়, আমাদের নিকট সেই 'যিকর' যদি হত যা অতীত জাতিগুলি লাভ করেছিল, তাহলে আমরা আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতাম"।

১৭০. কিন্তু (যখন তা আসল) তখন তারা একে অস্বীকার ও অমান্য করল। এখন খুব শীঘ্রই তারা (এরূপ আচরণের ফল) জানতে পারবে।

১৭১. আমার প্রেরিত বান্দাদের নিকট আমরা পূর্বেই ওয়াদা করেছি যে,

১৭২. নিশ্চয় তাদের সাহায্য করা হবে,

১৭৩. আর আমাদের সৈন্যরাই বিজয়ী হয়ে থাকবে।

১৭৪. অতএব হে নবী। কিছুকাল পর্যন্ত তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও,

১৭৫.আর দেখতে থাক, শীঘ্রই তারা নিজেরাই দেখবে।

১৭৬. আমাদের আযাব পাবার জন্যে তারা কি খুব তাড়াহুড়া করছে?

فَإِذَا	نَزَلَ	بِسَاحَتِهِمْ	فَسَآءَ	صَبَاحُ	الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٧﴾	وَ	تَوَلَّ
অতঃপর যখন	নেমে আসবে (তা)	তাদের আঙিনায়	কত মন্দ হবে তখন	প্রভাত	সতর্কীকৃতদের	এবং	ছেড়ে দাও

عَنْهُمْ	حَتّٰى	حِيْنٍ ﴿١٧٨﴾	وَّ	أَبْصِرْ	فَسَوْفَ	يُبْصِرُوْنَ ﴿١٧٩﴾
তাদেরকে	পর্যন্ত	কিছুকাল	আর	দেখতে থাক	শীঘ্রই	তারাও দেখতে পাবে

سُبْحٰنَ	رَبِّكَ	رَبِّ	الْعِزَّةِ	عَمَّا	يَصِفُوْنَ ﴿١٨٠﴾	وَ	سَلٰمٌ
পাক পবিত্র	তোমার রব	রব	ইয্যত-সম্মানের (মালিক)	তাহতে যা	তারা আরোপ করে	এবং	শান্তি (বর্ষিত হউক)

عَلَى	الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨١﴾	وَ	الْحَمْدُ	لِلّٰهِ	رَبِّ	الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٢﴾
উপর	রসূলদের	এবং	সমস্ত প্রশংসা	আল্লাহরই	(যিনি) রব	বিশ্বজাহানের

---

১৭৭. তা যখন তাদের আঙিনায় নেমে আসবে, তখন সেই দিনটি তাদের জন্যে খুবই খারাব হবে যাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

১৭৮. অতএব এদেরকে কিছুকালের জন্যে ছেড়ে দাও ,

১৭৯. আর দেখতে থাক – শীঘ্র তারা নিজেরাই দেখে নিবে।

১৮০. পবিত্র তোমার রব - ইয্যত-সম্মানের মালিক –সে সব কথাবার্তা হতে যা এরা বলছে।

১৮১. আর সালাম প্রেরিত পুরুষদের প্রতি।

১৮২. এবং সকল প্রশংসা রব্বুল আ'লামীনের জন্যেই।

সূরা সাদ

নামকরণঃ শুরুর ص শব্দটিকেই এই সূরার নাম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ পরে যেমন বলা হবে, কোন কোন হাদীসের বর্ণনা হতে জানা যায়, এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তখন, যখন নবী করীম (সঃ) মক্কা মুয়াযযমায় প্রকাশ্য ভাবে দ্বীন-ইসলামের দাওআত পেশ করতে শুরু করেছিলেন এবং কুরাইশ সরদারদের মধ্যে সে জন্যে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এ দৃষ্টিতে তার নাযিল হওয়ার সময়-কাল নবুয়্যতের চতুর্থ বছর নির্দিষ্ট হতে পারে। অপর কিছু হাদীসের বর্ণনা হতে এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এ ইসলাম কবুল করার পরের ঘটনা বলে জানা যায়। আর তিনি যে হাবশার (আবিসিনীয়ার) হিজরতের পরে ঈমান এনেছিলেন তাতো সর্বজন বিদিত। হাদীসের অপর এক বর্ণনা হতে জানা যায়, আবু তালিবের শেষ রোগের সময় সে ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছিল যার দরুন এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল। একে সত্য মেনে নিলে নবুয়্যতের দশম বা একাদশ বছরই হয় এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল।

ঐতিহাসিক পটভূমিঃ ঈমাম আহ্‌মদ, নাসায়ী, তিরমিযী, ইব্‌নে জরীর, ইব্‌নে আবু শাইবা, ইব্‌নে আবু হাতিম ও মুহাম্মদ ইব্‌নে ইসহাক প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ এ পর্যায়ে যে সব হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সারকথা হল এই যে, আবু তালিব যখন রোগাক্রান্ত হলেন, কুরাইশ সরদাররা অনুভব করলো যে, এটাই তার শেষ সময়। সুতরাং তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে সব বিষয়ে কথাবার্তা বলা আবশ্যক মনে করলো তার ভাইপো ও আমাদের মধ্যে যে বিবাদটি রয়েছে তার মীমাংসা করে দিলে তো ভালই হয়। নতুবা তার মৃত্যু ঘটে যাবার পর আমরা যদি মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে কোন শক্ত ব্যবহার করি তখন আরবের লোকেরা আমাদের মন্দ বলবে। বলবে যে, যতদিন শায়খ জীবিত ছিল ততদিন তো তার খেয়াল রাখা হয়েছে, আর এখন যখন সে মরে গেছে, তখন লোকেরা তার ভাইপোর ওপর আঘাত হেনেছে। এ কথায় সকলেই একমত হল। আর প্রায় ২৫জন কুরাইশ সরদার– আবু জেহেল, আবু সুফিয়ান, উমাইয়া ইব্‌নে খালফ, আস ইব্‌নে অয়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, উকবা ইবনে আবু মুআয়ত, উতবা ও শাইবা প্রমুখ তার নিকট উপস্থিত হল। তারা প্রথমে তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে কিছু সাধারণ অভিযোগ পেশ করলো। তার পর বলল: আমরা আপনার নিকট ইনসাফের কথা পেশ করবার জন্যে এসেছি। আপনার ভাইপো আমাদেরকে আমাদের দ্বীনে থাকতে দিক। আমরা তাকে তার দ্বীনের ওপর ছেড়ে দিচ্ছি, সে যে মা'বুদের ইবাদত করতে চায় করতে পারে। তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই; কিন্তু সে যেন আমাদের মা'বুদদের মন্দ বলা ত্যাগ করে। আর আমরা আমাদের মা'বুদদের ত্যাগ করব– সেজন্য যেন সে চেষ্টা না করে। এ শর্তে আপনি আমাদের ও তার মধ্যে সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালিব নবী করীম (সঃ)-কে ডেকে পাঠাল এবং তাঁকে বললঃ " ভাইপো! তোমার জাতির এই লোকেরা আমার নিকট এসেছে। তারা চায়, তুমি একটি ইনসাফ পূর্ণ কথায় তাদের সঙ্গে সন্ধি করে নাও, যেন তোমার ও তাদের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ না থাকে, যা আছে তা যেন শেষ হয়ে যায়"। অতঃপর কুরাইশ সরদাররা যা বলেছিল, সে তা তাঁকে জানালো। নবী করীম (সঃ) জবাবে বললেন ঃ চাচাজান! আমিতো তাদের সামনে এমন একটি কলেমা পেশ করছি, যা এরা মেনে নিলে সমস্ত আরব এদের আদেশানুগামী ও অনারব দেশ এদের অধীন হয়ে যাবে*।

এ বর্ণানাগুলোর শাব্দিক পার্থক্য সত্ত্বেও মূল বক্তব্য এক ও অভিন্ন। এর অর্থ- নবী করীম (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ আমি যদি এমন একটি কথা তোমাদের সামনে পেশ করি, যা কবুল করে তোমরা সমস্ত আরব ও অনারবের মালিক হয়ে বসতে পারবে, তবে বল তাই অতি উত্তম কিনা? না সেটি ভাল, যা তোমরা ইনসাফের দোহাই দিয়ে আমার সামনে পেশ করছো? তোমাদের প্রকৃত কল্যাণ এই কলেমাকে মেনে নেয়ার মধ্যেই নিহিত, না তাতে যে, তোমরা যে অবস্থায় পড়ে আছ তাতেই তোমাদেরকে পড়ে থাকতে দেয়া হবে, আর নিজের মত নিজের জায়গায় নিজের মাবুদের বন্দেগী করতে থাকবে?

---

* নবী করীম (সঃ)-এর এই কথা বিভিন্ন বর্ণনাকারী বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন। একটা বর্ণনায় তিনি বলেছেনঃ اريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي اليهم بها العجم الجزية.
অপর বর্ণনায় ভাষা এরূপঃ ادعوهم الى ان يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب ويملكون بها العجم

অপর এক বর্ণায় বলা হয়েছে; নবী করীম (সঃ) আবু তালিবের পরিবর্তে কুরাইশ সরদারদেরকেই সম্বোধন করে বললেনঃ كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم

এ কথা শুনে প্রথমে তো তারা জবাবহীন হয়ে গেল। এরূপ মহাকল্যাণময় বাণীকে তারা কি বলে প্রত্যাখ্যান করবে তা তাদের বুঝে আসছিল না। কিছুক্ষণ থেমে থাকার পর বলল তুমিতো একটি কলেমার কথা বল, আমরা এমন দশ কলেমা বলতেও রাজী আছি। কিন্তু সে কলেমাটা কি, তাই বল না? তখন নবী করীম (সঃ) বললেনঃ তা হল لا اله الا الله একথা শুনা মাত্রই তারা সকলে চট করে উঠে দাঁড়াল। আর এ সূরার প্রাথমিক আয়াত কটিতে আল্লাহ যেসব কথা বলেছেন তা বলতে বলতে চলে গেল।

ঐতিহাসিক ইবনে সা'আদ এ সমস্ত কথাই পূর্বোক্তরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনা মতে এ আবু তালিবের মৃত্যকালীন রোগের সময়ের ঘটনা নয়। বরং এ তখনকার ঘটনা যখন নবী করীম(সঃ) সাধারণ ভাবে দ্বীনের দাওআত দিতে শুরু করেন। তখন মক্কায় পরপর খবর হচ্ছিল ঃ আজ অমুক ব্যক্তি মুসলমান হয়েছে, কাল অমুক ব্যক্তি। তখন কুরাইশ সরদাররা পরপর কয়েক দফাতেই আবুতালিবের নিকট প্রতিনিধি দল নিয়ে পৌছেছিল। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে এ তবলীগ হতে বিরত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ সময়কারই এক প্রতিনিধির সঙ্গে এরূপ কথাবার্তা হচ্ছিল।

জামাখশারী, রাযী, নীশাপুরী ও অপরাপর কয়েকজন মুফাসসির বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম কবুল করার কারনে কুরাইশ সরদাররা যখন একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছিল, তখন এ প্রতিনিধি দল আবু তালিবের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু হাদীসের কোন কিতাবেই আমরা এর সূত্র খুঁজে পেলাম না। তাঁরা নিজেরাও এর সূত্রের উল্লেখ করেন নি। তা সত্ত্বেও এটাই যদি সত্য হয় তবে এ বোধগম্য হওয়ার মত কথা। কেননা তাদের মধ্যের এমন এক ব্যক্তি যিনি ভদ্রতা, নিষ্কলংক চরিত্র এবং বুদ্ধি-জ্ঞান ও গাম্ভীর্যের দৃষ্টিতে সমগ্র জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইনিই ইসলামের দাওআত নিয়ে উঠেছেন দেখে কাফের কুরাইশরা প্রথমেই ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর দক্ষিন হস্তরূপে দেখতে পাওয়ায় ঘাবড়াবার কারণ দ্বিগুন হয়ে গিয়েছিল। কেননা, মক্কার প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁকে অত্যন্ত শরীফ, সত্যনিষ্ঠ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলেই জানতো। এর পর হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় বীর, সাহসী ও উচ্চ-দৃঢ় সংকল্পশালী ব্যক্তিত্বকেও যখন এ দুইজনের সংগে মিলিত হতে দেখলো, তখন বিপদ যে ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তাতে তাদের আর কোনই সন্দেহ থাকলো না।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ উপরে যে মজলিশের কথা বলা হয়েছে তার পর্যালোচনা দ্বারাই এ সূরাটি শুরু হয়েছে। কাফের ও নবী করীম (সঃ)-এর পারস্পরিক কথা-বার্তাকে ভিত্তি করে আল্লাহতা'আলা বলেছেন, ইসলামী দাওআতের কোন ত্রুটির কারনে তারা একে অমান্য বা অস্বীকার করছে না। বরং তাদের অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ও অনুসরণে মগ্ন হয়ে থাকার জন্যে বাড়াবাড়িই দাওআতে ইসলামীকে অবিশ্বাস করার কারণ। নিজেদেরই সমাজের এক ব্যক্তিকে আল্লাহর নবী মেনে তার অনুসরণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। কাছাকাছি সময়ের লোকদের যে সব মূর্খতাপূর্ণ ধারণা-বিশ্বাসে মশগুল দেখতে পেয়েছে তাতেই তারা দৃঢ়ভাবে নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চায়। আর এক ব্যক্তি যখন এ মূর্খতার পর্দা ছিন্ন করে প্রকৃত মহাসত্যকে তাদের সামনে স্পষ্ট করে ধরলো, তখন তারা সেদিকে কান খাড়া করলো এবং তাকে এক আশ্চর্যজনক কথা, অপরিচিত অজানা কথা এবং অসম্ভব কথা বলে উড়িয়ে দিতে চাইল। তাদের মতে তওহীদ ও আখেরাতের বিশ্বাস কেবল অগ্রহণ যোগ্যই নয়, অধিকন্তু এমন প্রকারের ধারণা যাকে নিয়ে ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করাও চলে। এর পর আল্লাহতা'আলা সূরার প্রাথমিক অংশে ও শেষ বাক্যসমূহেও কাফের সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান ও সর্তক করেছেন যে, তোমরা আজ যে ব্যক্তির ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করছো এবং যার নেতৃত্ব কবুল করতে তোমরা আজ কঠিন ভাবে অস্বীকার করছো, খুব শীঘ্রই সে তোমাদের উপর জয়ী হবে আর এ মক্কা শহরেই যেখানে তাকে হীন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছ তার সামনে তোমাদের অবনত মস্তকে দাঁড়াতে হবে- সেদিন বড় বেশী দূরে নয়।

পরে পরপর ন'জন পয়গম্বরের কথা – হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর কথা অধিক বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করে আল্লাহতা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর সুবিচার, আইন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অকাট্য। মানুষের সঠিক আচরণই তাঁর নিকট গ্রহণীয়; অন্যায় কথা বা কাজ যে করবে তাকেই পাকড়াও করা হবে। তাঁর দরবারে তাদেরকেই পছন্দ করা হয় যারা পদস্খলন হলে তাতেই নিমজ্জিত থাকার জন্যে যীদ ধরে না, বরং সতর্ক ও হুশ হওয়ার সংগে সংগেই তওবা করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতে জবাবদিহির কথা মনে রেখেই জীবন যাপন করে। এরপর আল্লাহর অনুগত বান্দা এবং আল্লাহদ্রোহী বান্দাদের পরকালীন পরিণামের চিত্র উজ্জ্বল করে ধরেছেন। এ পর্যায়ে কাফেরদেরকে দুটো কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে। একটি হল এই যে, আজ যেসব সরদার ও নেতার পিছনে জাহেল লোকেরা অন্ধ হয়ে গোমরাহীর পথে চলছে, কাল তারা অনুসারীদের আগেই জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। আর উভয় উভয়কে মন্দ বলতে ও দোষারোপ করতে থাকবে। দ্বিতীয় হল এই যে, আজ যে ঈমানদার লোকদেরকে এরা অধীন ও নীচ মনে করেছে, কাল চোখ খুলে বিস্ময়ের সংগে দেখতে পাবে যে, তারা কেউই জাহান্নামে যায় নি; বরং তারা নিজেরাই জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতার হয়ে গিয়েছে।

আদম ও ইবলীস সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনী বলে পরিশেষে কুরাইশ কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সামনে নত হবার পথে তোমাদের যে অহংকার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই অহংকারই আদম (আঃ)-এর সামনে নত হতে ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল। আল্লাহ আদমকে যে মর্যাদা দান করেছিলেন, সেজন্যে ইবলীস হিংসা করলো, আর আল্লাহর হুকুমের মুকাবেলায় বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহর অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য হল। অনুরূপভাবে আল্লাহতা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, সে জন্যে তোমরা হিংসায় লিপ্ত হয়েছ এবং আল্লাহ যাকে রসূল বানিয়েছেন তোমরা তাঁর আনুগত্য করতে প্রস্তুত নও। এ কারণে ইবলীসের যে পরিণাম হয়েছে, শেষ পর্যন্ত তোমাদেরও সেই পরিণামই হবে।

—

اٰیَاتُهَا ٨٨ (٣٨) سُوْرَةُ صٓ مَكِّیَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٥

পাঁচ তার রুকু সংখ্যা, মক্কী সাদ সূরা (৩৮) অষ্টাশি তার আয়াত সংখ্যা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

صٓ وَ الْقُرْاٰنِ ذِی الذِّكْرِ ۝١ بَلِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا فِیْ

সাদ শপথ কোরআনের উপদেশ পূর্ণ কিন্তু যারা অস্বীকার করেছে মধ্যে (লিপ্ত)

عِزَّةٍ وَّ شِقَاقٍ ۝٢ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ

ঔদ্ধত্যের ও বিরোধিতার কত আমরা ধ্বংস করেছি (জাতিকেই) পূর্বে তাদের মধ্যহতে জাতিসমূহের

فَنَادَوْا وَّ لَاتَ حِیْنَ مَنَاصٍ ۝٣ وَ عَجِبُوْۤا اَنْ جَآءَهُمْ

তারা তখন আর্তনাদ করেছে কিন্তু আর ছিলনা সময় পরিত্রানের এবং আশ্চর্য হয়েছে তারা যে এসেছে তাদের কাছে

مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ٘ وَ قَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝٤

একজন সতর্ককারী তাদেরই মধ্য হতে এবং বলল কাফেররা এই (ব্যক্তি) যাদুকর বড় মিথ্যাবাদী

اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَّاحِدًا ۚۖ اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ عُجَابٌ ۝٥

বানিয়েছে কি সে সমস্ত ইলাহকে ইলাহ একই নিশ্চয় এটা অবশ্যই ব্যাপার বিস্ময়কর

রুকুঃ১

১. সাদ। উপদেশে পরিপূর্ণ কুরআনের শপথ।

২. বরং এই লোকেরাই – যারা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারাই চরম অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত[১]।

৩. এদের পূর্বে আমরা এরূপ কত জাতিকেই না ধ্বংস করেছি (তাদের দুর্ভাগ্য যখন সামনে এসেছে) তখন তারা চীৎকার করে উঠেছে! কিন্তু তখন রক্ষা পাবার সময় নয়।

৪. এ লোকেরা এই কথায় বড়ই আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, স্বয়ং তাদের মধ্যে হতেই একজন ভয় প্রদর্শনকারী এসে গেছে। অবিশ্বাসীরা বলতে শুরু করলঃ" এই ব্যক্তি যাদুকর, বড় মিথ্যাবাদী।

৫. সে কি সকল ইলাহর পরিবর্তে একজন মাত্র ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এ তো বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

১. এই অমান্যকারীদের অমান্যতার কারণ এ ছিল না যে যে-দ্বীন তাদের সামনে পেশ করা হচ্ছিল তার মধ্যে কোন দোষ-ক্রটি ছিল; বরং এর কারণ ছিল শুধুমাত্র তাদের মিথ্যা অহংকার, তাদের মূর্খতাসূচক ঔদ্ধত্য এবং তাদের হঠকারিতা।

وَ انْطَلَقَ الْمَلَاُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَ اصْبِرُوْا عَلٰٓى اٰلِهَتِكُمْ

এবং প্রস্থান করল প্রধান কর্মকর্তারা তাদের মধ্যকার (এই বলে) যে, তোমরা চলো ও তোমরা অবিচল থাক উপর তোমাদের ইলাহদের (উপাসনায়)

اِنَّ هٰذَا لَشَیْءٌ یُّرَادُ ۝٦ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِی الْمِلَّةِ

নিশ্চয় এটা অবশ্যই ব্যাপার উদ্দেশ্যমূলক না আমরা শুনেছি এসম্পর্কে মধ্যে মিল্লাতের (লোকদের)

الْاٰخِرَةِ اِنْ هٰذَآ اِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝٧ ءَاُنْزِلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ

(অতীতের) অন্যান্য নয় এটা ব্যতীত মনগড়া কথা কি নাযিল করা হয়েছে তার উপর যিক্‌র (কিতাব)

مِنْۢ بَیْنِنَا بَلْ هُمْ فِیْ شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِیْ بَلْ

হতে আমাদের মধ্যে বরং তারা মধ্যে (আছে) সন্দেহের হতে আমার যিকর (অর্থাৎ কিতাব) বরং

لَّمَّا یَذُوْقُوْا عَذَابِ ۝٨

করে নাই তারা স্বাদ গ্রহণ আমার আযাবের

---

৬. আর জাতির সরদাররা এ কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলঃ" চল এবং নিজেদের মা'বুদদের পূজা-উপাসনায় অবিচল হয়ে থাক, এ কথাটি অন্য কোন উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে[২] !

৭. এরূপ কথা তো আমরা নিকট অতীত কালের মিল্লাতের লোকদের কারো নিকট শুনতে পাই নি। এ তো মন-গড়া কথা ছাড়া আর কিছু না।

৮. আমাদের মধ্যে কি মাত্র এই ব্যক্তিই এমন রয়েছে যার প্রতি আল্লাহর 'যিকর' নাযিল করা হয়েছে"? আসলে এরা আমার যিক্‌র এর প্রতি সন্দেহ পোষণ করছে[৩]। আর এসব কথা বলছে এজন্যে যে, এরা আমার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করেনি।

---

২. তাদের মনে হলো– এ 'ডালের মধ্যে কিছু কালো আছে ' (এর মধ্যে কিছু মতলববাজি আছে!)। আসলে এই উদ্দেশ্যে এ দাওআত দেয়া হচ্ছে– যেন আমরা সব মুহাম্মদের (সঃ) হুকুমের অনুগত হয়ে যাই এবং তিনি আমাদের উপর ফরমান চালান।

৩. অন্য কথায় আল্লাহতা'আলা বলেন 'হে মুহাম্মদ (সঃ) এরা আসলে তোমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে না বরং আমার প্রতি মিথ্যারোপ করছে। তোমার সত্যতার প্রতি এরা সন্দেহ পোষণ করেনা, বরং আমার শিক্ষার প্রতি সন্দেহ করে'।

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ

কি | কাছে আছে | তাদের | ভান্ডারসমূহ | রহমতের | তোমার রবের | (যিনি) পরাক্রমশালী

الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

মহান দাতা | কি | তাদের আছে | সার্বভৌমত্ব | আকাশমন্ডলির | ও | পৃথিবীর | এবং | যা (আছে)

بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ

তাদের উভয়ের মাঝে | তারা আরোহন করুক তাহলে | মধ্যে | (উচ্চজগতের) কার্যকারণসমূহের | (এটাতো) একটি বাহিনী | যা | এখানেই (মক্কায়)

مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ

পরাজিত হবে | মধ্য হতে | (অনেকগুলো) দলের | মিথ্যারোপ করেছিল | তাদেরপূর্বে | জাতি | নূহের | ও | আদ

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَٰبُ

ও | ফিরআউনের | অধিপতি | কিলক ও স্তম্ভসমূহের | ও | সামূদ | ও | জাতি | লূতের | ও | অধিবাসী

لْـَٔيْكَةِ ۚ أُولَٰٓئِكَ الْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾

আইকা'র | ঐসবই (ছিল) | (বিশাল) বাহিনীসমূহ

৯. তোমার দানশীল সর্বজয়ী –পরওয়ারদেগারের রহমতের ভান্ডার কি এদের আয়ত্তে এসে গেছে?

১০. এরা কি আসমান-যমীন ও এ দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সকল জিনিসের মালিক হয়ে গেছে? আচ্ছা। এরা কার্য -কারণ জগতের উচ্চতায় আরোহন করেই দেখুক।

১১.এ তো বহু কয়টি বাহিনীর মধ্যে একটা ছোট্ট বাহিনী যারা এখানেই[৪] পরাজয় বরণকারী হবে।

১২-১৩. এদের পূর্বে নূহের জাতি,'আদ, কিলক ও স্তম্ভসমূহের অধিপতি ফেরাউন, সামূদ, লূতজাতি এবং আইকাবাসী অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। আসলে তারাই তো ছিল বাহিনী!

৪. 'এইখানেই' বলতে মক্কা মোআয্যমার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। অর্থাৎ যেখানে এরা এই সব কথা বানাচ্ছে সেই জায়গাতেই একদিন তাদের পরাজয় বরণ করতে হবে। আর এখানেই- সেই সময় আসছে যখন এরা মুখ নীচু করে সেই ব্যক্তির সামনে খাড়া হবে যাকে আজ এরা তুচ্ছ মনে করে নবী বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে।

إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭

না — কেউই (ছিল) — এব্যতীত যে — মিথ্যারোপ করত — রসূলদেরকে — অতঃপর কার্যকর হয়েছিল — আমার শাস্তি

وَمَا يَنْظُرُ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً

এবং — না — অপেক্ষা করছে — এই সব(লোক) — এব্যতীত — মহাশব্দের — একটি (মাত্র)

مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ⑮ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا

না — তার জন্যে (থাকবে) — কোন — বিরতি — ও — তারা বলে — হে আমাদের রব — শীঘ্র দাও — আমাদের জন্যে

قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ⑯ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

আমাদের প্রাপ্য — পূর্বেই — দিনের — হিসাবের — (হেনবী) ধৈর্যধর — উপর — যা — তারা বলছে

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ⑰ إِنَّا سَخَّرْنَا

এবং — বর্ণনা কর — আমাদের বান্দা — দাউদের (ঘটনা) — (যে ছিল) শক্তির অধিকারী — নিশ্চয় সে(ছিল) — (আল্লাহ) অভিমুখী — নিশ্চয় আমরা — আমরা নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম

الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ⑱

পাহাড়সমূহকে — তার সাথে — তসবীহ করত — সন্ধ্যায় — ও — সকালে

১৪. এদের প্রত্যেকেই রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছে এবং আমার আযাবের ফয়সালা তাদের উপর কার্যকর হয়েছে।

রুকুঃ২

১৫. এই লোকেরাও শুধু একটা বিস্ফোরণের অপেক্ষায় রয়েছে, যার পর দ্বিতীয় কোন বিস্ফোরণ হবে না।

১৬. আর তারা বলে ঃ"হে আমাদের রব ! হিসেবের চূড়ান্ত দিনের আগেই আমাদের অংশ আমাদেরকে অনতিবিলম্বে বুঝিয়ে দিন"।

১৭. হে নবী! ধৈর্য ধারণ কর এই লোকদের কথা-বার্তার ব্যাপারে। আর এদের সামনে আমাদের বান্দা দাউদের কাহিনী বর্ণনা কর, যে বড় শক্তি-সামর্থের অধিকারী ছিল, সব ব্যাপারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ছিল।

১৮. আমরা পাহাড় সমূহ তার সংগে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে রেখেছিলাম, সকাল-সন্ধ্যা উহা তার সাথে তসবীহ করত।

وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٩﴾ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ

এবং পাখিগুলো একত্রিত হত (ছিলো) প্রত্যেকে তাঁরই অভিমুখী (ও অনুগত) এবং আমরা সুদৃঢ় করেছিলাম তার রাজত্বকে এবং

آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ﴿٢٠﴾ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ

তাকে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও চূড়ান্তকারী বাগ্মিতা এবং কি তোমার কাছে পৌঁছেছে খবর মামলা ওয়ালাদের

إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا

যখন তারা দেয়াল টপকিয়ে এসেছিল বালাখানায় যখন তারা প্রবেশ করেছিল কাছে দাউদের সে তখন ঘাবড়ে গেল তাদের থেকে তারা বলল

لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا

না ভয়করবেন (আমরা) মামলার দুই পক্ষ সীমা লংঘন করেছে আমাদের একজন উপর অপরজনের সুতরাং বিচার করে দিন আমাদের মাঝে

بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَٰذَا

ন্যায়ভাবে এবং না অবিচার করবেন এবং আমাদের পরিচালনা করবেন দিকে সরল সঠিক পথের নিশ্চয় এই

أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ

আমার ভাই তার আছে নয় এবং নববই (অর্থাৎ নিরানব্বইটি) দুম্বী ও আমার আছে দুম্বী একটি

১৯. পাখিগুলি সমবেত হত, আর সকলেই তার সাথে অনুগত হয়ে তসবীহকারী ছিল (১)

২০. আমরা তার রাজত্ব সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম, তাকে বুদ্ধি শক্তি দান করেছিলাম এবং চূড়ান্তকথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলাম।

২১. আর তুমি কি সেই মামলাওয়ালাদের কোন খবর জানতে পেরেছ যারা দেয়াল টপকিয়ে তার বালাখানায় প্রবেশ করেছিল?

২২. তারা যখন দাউদের নিকট পৌছিল, তখন সে তাদেরকে দেখে ঘাবড়ে গেল। তারা বললঃ "ভয় পাবেন না! আমরা মামলার দুই পক্ষ। আমাদের একজন অপর জনের উপর সীমালংঘন করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে যথাযথ সত্য সহকারে ফয়সালা করে দিন, অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

২৩. এ আমার ভাই। এর নিকট নিরানব্বইটি দুম্বী আছে, আর আমার নিকট মাত্র একটি।

(১) বিস্তারিত দেখুন সূরা আম্বিয়া আয়াত ৭৯, সূরা সাবা আয়াত ১০

فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَ عَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ

তবুও সে বলল | তা আমার জিম্মায় দাও | এবং | সে আমাকে দাবিয়ে নিল | মধ্যে | কথাবার্তার | সে বলল | নিশ্চয় | যুলম করেছে তোমার উপর

بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ ط وَ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاۗءِ

(সংযুক্তকরার) দাবীর কারণে | তোমার দুম্বী | সাথে | তার দুম্বীগুলির | এবং | নিশ্চয় | অনেকেই | মধ্যহতে | পাশাপাশি বসবাস কারীদের

لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

বাড়াবাড়ী করে অবশ্যই | তাদের একে | উপর. | অন্যের | (তবে) ব্যতিক্রম | যারা | ঈমান আনে | ও | কাজ করে | সৎকর্মসমূহ

وَ قَلِيْلٌ مَّا هُمْ ط وَ ظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ

এবং | স্বল্পই (সংখ্যায়) | যা | তারা | এবং | বুঝতে পারল | দাউদ | যে আসলে | আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি | তখন | সে ক্ষমা চাইল | তার রবের কাছে

وَ خَرَّ رَاكِعًا وَّ اَنَابَ ﴿٢٤﴾ السجدة فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ ط

এবং | পড়ল | রুকুতে (সিজদায়) | এবং | সে (আল্লাহ) অভিমুখী হল | আমরা তখন মাফ করলাম | তাকে | সেই (অপরাধ)

সে আমাকে বললঃ 'এই একটি দুম্বীও আমাকে দাও', আর সে কথাবার্তায় আমাকে দাবিয়ে নিল[৫]।

২৪. দাউদ জবাব দিলঃ " এই ব্যক্তি নিজের দুম্বীর সাথে তোমার দুম্বী শামীল করে নেয়ার দাবী জানিয়ে নিঃসন্দেহে তোমার উপর যুল্‌ম করেছে। আর সত্য এই যে, একত্রে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকরা পরস্পরের প্রতি প্রায়ই বাড়াবাড়ি করে থাকে। কেবল তারাই এ হতে রক্ষা পেতে পারে যাদের ঈমান আছে ও যারা নেক আমল করে। আর এরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম"। (এই কথা বলতে বলতে) দাউদ বুঝতে পারল যে, আসলে আমরা তাকে পরীক্ষা করেছি। তখন সে তার রবের নিকট ক্ষমা চাইল ও সিজদায় পড়ে গেল এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করল । (সিজদা)

২৫. তখন আমরা তার সেই অপরাধ ক্ষমা করে দিলাম[৬]।

---

৫ অভিযোগকারী একথা বলেনি যে- আমার দুম্বী ছিনিয়ে নিয়েছে বরং এই কথা বলেছে যে- আমার কাছে আমার দুম্বী চাচ্ছে এবং অধিকন্তু এও যে- আমি নিজে আমার দুম্বী তাকে সোর্পদ করে দিই। সে বড় ব্যক্তিত্বের লোক হওয়ায় আমার উপর তার চাপ ও দাবাও পড়ছে।

৬. এর দ্বারা জানা যায়- হযরত দাউদ (আঃ) অবশ্য দোষ করেছিলেন। আর সে এমন কোন দোষ ছিল যা দুম্বীর মকদ্দমার সংগে সাদৃশ্য রাখতো। এ জন্যে এই মকদ্দমার ফয়সালা শোনাতে গিয়ে সেই সংগে তাঁর মনে হলো- 'এ আমার পরীক্ষা হচ্ছে'। কিন্তু এ দোষ এরূপ কঠিন ছিলনা যে, তা ক্ষমা করা যেতোনা বা ক্ষমা করলেও তাঁকে তাঁর উচ্চমর্যাদা থেকে অবনমিত করা হতো। আল্লাহতা'আলা নিজে এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন যে- যখন তিনি সিজদায় পতিত হয়ে তওবা করলেন তখন মাত্র তাকে ক্ষমা করাই হল না বরং দুনিয়া ও পরকালে তাঁর যে উচ্চ মর্যাদা ছিল তাতেও কোন ভিন্নতা সৃষ্টি হলো না।

وَ اِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَ حُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٢٥﴾ يٰدَاوٗدُ اِنَّا

নিশ্চয় (আল্লাহ বললেন) প্রত্যাবর্তনস্থান উত্তম ও অবশ্যই আমাদের কাছে তার জন্যে নিশ্চয় এবং
আমরা হে দাউদ (পরিণাম) নৈকট্যের মর্যাদা আছে

جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا

না এবং ন্যায়ভাবে লোকদের মাঝে সুতরাং পৃথিবীর মধ্যে প্রতিনিধি তোমাকে আমরা
শাসন কর বানিয়েছি

تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ

বিচ্যুত হয় যারা নিশ্চয় আল্লাহর পথ হতে তোমাকে তা হলে নফসের অনুসরণ
বিচ্যুত করবে খাহেশের করো

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ

দিন তারা ভুলে একারণে কঠোর শাস্তি তাদের জন্যে আল্লাহর পথ হতে
গিয়েছে যে (রয়েছে)

الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا

উভয়ের মাঝে যা এবং পৃথিবীকে ও আকাশকে আমরা সৃষ্টি না এবং হিসাবের
(আছে) করেছি

بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

কুফরী (তাদের) জন্যে দুর্ভোগ সুতরাং কুফরী (তাদের) ধারণা সেটা অনর্থক
করেছে যারা করেছে যারা

مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

(জাহান্নামের)
আগুনের

আর নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তার জন্যে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

২৬. (আমরা তাকে বললাম)ঃ " হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সত্য ন্যায়ভাবে শাসন চালাও এবং নফসের খাহেশের আনুগত্য করো না। অন্যথায় উহা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে দিবে। যারা আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যায় নিশ্চয় তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে এজন্যে যে, তারা হিসাব নিকাশের দিন ভুলে গেছে"।

রুকুঃ৩

২৭. আমরা আসমানও যমীনকে এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু আছে অনর্থক পয়দা করিনি। এ সেই লোকদের ধারনা যারা কুফরী করেছে। আর এই ধরনের কাফেরদের জন্যে জাহান্নামের আগুনে ধ্বংস হওয়া অনিবার্য।

أَمْ	نَجْعَلُ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَ	عَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ
কি	করব আমরা	(তাদেরকে) যারা	ঈমান এনেছে	ও	কাজ করেছে	সৎ কর্মসমূহ

كَالْمُفْسِدِينَ	فِي	الْأَرْضِ	أَمْ	نَجْعَلُ	الْمُتَّقِينَ	كَالْفُجَّارِ ۝٢٨
সমতুল্য ফাসাদ সৃষ্টি কারীদের	মধ্যে	পৃথিবীর	কি	করব আমরা	মুত্তাকীদেরকে	পাপাচারীদের সমতুল্য

كِتَابٌ	أَنْزَلْنَاهُ	إِلَيْكَ	مُبَارَكٌ	لِيَدَّبَّرُوا	آيَاتِهِ	وَ	لِيَتَذَكَّرَ	أُولُو
(হে নবী) এই কিতাব	তা আমরা নাযিল করেছি	তোমার প্রতি	বরকতময় (কিতাব)	তারা চিন্তা ভাবনা করে যেন	তার আয়াত সমূহকে	এবং	উপদেশ নেয় যেন	সম্পন্নরা

الْأَلْبَابِ ۝٢٩	وَ	وَهَبْنَا	لِدَاوُودَ	سُلَيْمَانَ	نِعْمَ	الْعَبْدُ	إِنَّهُ
বুদ্ধি-জ্ঞান	এবং	আমরা দান করেছিলাম	দাউদের জন্য	(তার পুত্র) সুলায়মানকে	অতি উত্তম	বান্দা	সে নিশ্চয় (ছিল)

أَوَّابٌ ۝٣٠	إِذْ	عُرِضَ	عَلَيْهِ	بِالْعَشِيِّ	الصَّافِنَاتُ
অতিশয়(আল্লাহ) অভিমুখী	(স্মরণ কর) যখন	পেশ করা হল	তার সমীপে	অপরাহ্নে	দ্রুতগামী ঘোড়া সমূহ

الْجِيَادُ ۝٣١	فَقَالَ	إِنِّي	أَحْبَبْتُ	حُبَّ	الْخَيْرِ	عَنْ	ذِكْرِ	رَبِّي
উৎকৃষ্ট মানের (ঘোড়া)	তখন সে বলল	নিশ্চয় আমি	আমি ভাল বেসেছি	ভালবাসা	(এই) সম্পদের	কারণে	স্মরণের	আমার রবের

---

২৮. যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, আর যারা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের সকলকে কি আমরা সমান করে দিব? মুত্তাকীদেরকে কি আমরা নাফরমান গুনাহগার লোকদের মত করে দিব?

২৯. ইহা এক বহু বরকত সম্পন্ন কিতাব যা, (হে নবী,) আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি; যেন এই লোকেরা এর আয়াতগুলি সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-সম্পন্ন লোকেরা তা হতে সবক গ্রহণ করে।

৩০. আর দাউদকে আমরা সুলায়মান (এর মত পুত্র) দান করেছি, অতি উত্তম বান্দা, বার বার রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

৩১. উল্লেখযোগ্য সেই সময়ের কথা, যখন সন্ধ্যাকালে তার সামনে খুব শিক্ষিত সুসজ্জিত দ্রুতগামী ঘোড়া পেশ করা হল।

৩২-৩৩. তখন সে বললঃ "আমি এই মাল ভালবাসি আমার রবের স্মরনের কারণে "।

حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٢﴾ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ط فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ

এমনকি (যখন) | অদৃশ্য হয়ে গেল | (চোখের) আড়ালে | (সে বলল) সেগুলো ফিরিয়ে আন | আমার কাছে | সে অতঃপর শুরু করল | (হাত) বুলাতে | (ঘোড়ার) পা গুলোর উপর

وَالْاَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ

ও গলাগুলোতে | নিশ্চয় এবং | আমরা পরীক্ষা করেছিলাম | সুলায়মানকে | ও আমরা রেখে দিলাম | উপর | তার আসনের

جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ﴿٣٤﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا

একটি দেহ | অতঃপর | সে রুজু হল | সে বলল | হে আমার রব | মাফ কর | আমাকে | ও | আমাকে দাও | (এমন) রাজত্ব | না

يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ج اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

শোভনীয় হবে (যা) | কারও জন্যে | আমার পরে | তুমি নিশ্চয় | তুমিই | মহাদাতা

এমন কি সেই ঘোড়াটি যখন চোখের আড়ালে চলে গেল তখন (সে হুকুম দিল,) তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে এনে দাও এবং পরে সে উহার পা ও গলার উপর হাত মলে দিতে লাগল।

৩৪. আর (দেখ), সুলায়মানকেও আমরা পরীক্ষায় ফেলেছি এবং তার আসনের উপর একটি দেহ এনে রেখেছি। পরে সে ফিরে আসল।

৩৫. এবং বললঃ "হে আমার রব! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না। নিঃসন্দেহে তুমিই প্রকৃত ৭ দাতা"।

৭. কথার ধারাবাহিকতা হতে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে –এখানে একথা বলা উদ্দেশ্য যে আল্লাহতা'আলা হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন নবী ও প্রিয় বান্দাদেরকেও পরীক্ষা না করে ছাড়েন নি। যে পরীক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার এরূপ কোন সুনিশ্চিত বিবরণ আমাদের জানা নেই যে সম্পর্কে তফসীরকাররা একমত হতে পেরেছেন। কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রার্থনার এই ভাষা "হে আমার রব আমাকে ক্ষমা কর, আর আমাকে এমন বাদশাহী দাও যা আমার পরে কারো জন্যে শোভনীয় হবে না–" যদি বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের আলোকে পাঠ করা যায় তবে স্পষ্টতঃ মনে হবে– তাঁর অন্তরে সম্ভবতঃ এই বাসনা ছিল যে– তাঁর পুত্র যেন তাঁরা স্থলাভিষিক্ত হয়– এবং রাজত্ব ও শাসনাধিকার যেন ভবিষ্যতে তাঁরই বংশ-ধারার মধ্যে থাকে। এই জিনিসকেই আল্লাহতা'আলা তাঁর জন্যে পরীক্ষা ছিল বলেছেন। এবং এ সম্পর্কে তিনি সেই সময় অবহিত ও সতর্ক হন, যখন তাঁর যুবরাজ রোবআম এমন এক না-লায়েক অযোগ্য নওযোয়ান-রূপে গড়ে উঠলো, যার লক্ষণ দেখে পরিষ্কার রূপে বোঝা গেল যে, সে দাউদ (আঃ) ও সোলায়মানের (আঃ) রাজত্বকে চারটি দিনও সামলে রাখতে পারবে না। তাঁর সিংহাসনে একটি দেহ নিয়ে স্থাপন করার অর্থ সম্ভবত এই যে– যে পুত্রকে তিনি নিজ-সিংহাসনে বসাতে চাচ্ছিলেন সে ছিল নির্বোধ অযোগ্য এক কাষ্ঠ-পুত্তলি।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ وَ

আমরা তখন অধীন করে দিলাম, তার জন্যে, বাতাসকে, প্রবাহিত হত, তার আদেশে, মৃদুমন্দভাবে, যেখানে, পৌঁছান চাইত, এবং

الشَّيٰطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّ غَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾ وَّ اٰخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي

শয়তানগুলোকেও (অধিন করেছিলাম), প্রত্যেকে (যারা ছিল), প্রাসাদ নির্মাতা, ও, ডুবুরী, এবং, অন্যান্যদেরকে, আবদ্ধ (করলাম), মধ্যে

الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

শিকলসমূহের, এটা আমাদের দান (আমি বললাম), সুতরাং দান কর (যাকে চাও), অথবা, রেখে দাও (নিজের জন্যে), ছাড়াই, কোন হিসাব

وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٠﴾ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا

এবং, নিশ্চয়, তার জন্যে, আমাদের কাছে আছে, অবশ্যই নৈকট্যের মর্যাদা, ও, উত্তম, প্রত্যাবর্তন স্থান (পরিণাম), এবং, স্মরণ কর, আমাদের বান্দা

أَيُّوبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ ﴿٤١﴾

আইয়ুবকে, যখন, সে ডেকেছিল, তার রবকে, নিশ্চয় আমি, আমাকে স্পর্শ করেছে, শয়তান, কষ্ট দিয়ে, ও, আযাবে

৩৬. তখন আমরা তার জন্যে বাতাসকে নিয়ন্ত্রিত-অধীন বানিয়ে দিলাম, তা তার হুকুমে মৃদুমন্দ প্রবাহিত হত যে দিকে সে চাইত,

৩৭. এবং শয়তানগুলিকে অধীন নিয়ন্ত্রিত করে দিলাম –সব রকমের নির্মাতা এবং ডুবুরী,

৩৮.এবং অন্যান্য যারা শৃংখলাবদ্ধ ছিল।

৩৯. (আমরা তাকে বললামঃ) "এ আমাদের দান, তোমার ইচ্ছে, যাকে চাও দিতে পার, যা হতে চাও ফিরিয়ে নিতে পার; কোন হিসাব নাই"।

৪০. নিশ্চয় তার জন্যে আমাদের নিকট নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম রয়েছে।

রুকুঃ৪

৪১. আর আমাদের বান্দা আইউবের কথা স্মরণ কর সে যখন তার রবকে ডাকল যে, শয়তান আমাকে বড় কষ্ট ও আযাবে ফেলেছে[৮]।

৮. এর অর্থ এই নয় যে –শয়তান আমাকে ব্যাধিগ্রস্থ করে দিয়েছে এবং আমার উপর বিপদ-মুসীবত অবতীর্ণ করেছে। বরং এর সঠিক মর্ম– রোগের যন্ত্রণা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও আত্মীয়-স্বজনের বিমুখতায় আমি যে দুঃখ ও কষ্টে পতিত হয়েছি– তার থেকে আমার পক্ষে অধিকতর দুঃখ ও যন্ত্রণা এই যে– শয়তান তার প্ররোচনা দ্বারা আমাকে উত্যক্ত করছে। সে এই পরিস্থিতিতে আমাকে আমার প্রভুথেকে হতাশ করার জন্যে চেষ্টা করছে, আমাকে আমার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ করতে চাইছে এবং আমি যাতে ধৈর্যচ্যুত হই তার জন্যে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টায় লেগে আছে।

اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّ شَرَابٌ ﴿٤٢﴾ وَ

(তাকে বললাম) আঘাত কর | তোমার পা দিয়ে (যমীনে) | এটা | গোসলের পানি | শীতল | ও | পানীয় | এবং

وَهَبْنَا لَهٗۤ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَ ذِكْرٰى

আমরা(ফিরিয়ে) দিলাম | তার কাছে | তার পরিবারকে | আরও | তার সমান পরিমাণে | তাদের সাথে | অনুগ্রহ স্বরূপ | আমাদের থেকে | এবং | শিক্ষা

لِاُولِی الْاَلْبَابِ ﴿٤٣﴾ وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِّهٖ

সম্পন্নদের জন্যে | বিবেক-বুদ্ধি | এবং (তাকে বললাম) | ধর | তোমার হাত দিয়ে | একমুঠি তৃণ | অতঃপর আঘাত কর | তা দিয়ে (তোমার স্ত্রীকে)

وَ لَا تَحْنَثْ ؕ اِنَّا وَجَدْنٰهُ صَابِرًا ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗۤ

না এবং | তুমি শপথ ভঙ্গ করো। | নিশ্চয় আমরা | তাকে আমরা পেয়েছি | সবরকারী রূপে | অতি উত্তম | বান্দা | সে নিশ্চয় ছিল

اَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

বড় (আল্লাহ) অভিমুখী

৪২. (আমরা তাকে হুকুম দিলামঃ) তুমি নিজের পা দিয়ে যমীনের উপর আঘাত দাও। এই হল ঠান্ডা পানি গোসল করবার জন্যে এবং পান করার জন্যে।

৪৩. আমরা তার পরিবারবর্গকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলাম, আর সেই সংগে তত পরিমাণে আরো, নিজের তরফ হতে রহমত হিসেবে। আর সুস্থ চিন্তা ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা হিসেবে।

৪৪. (আর আমরা তাকে বললামঃ) এক মুঠি তৃণ গ্রহণ কর এবং তার দ্বারা আঘাত দাও, নিজের কসম[৯] ভঙ্গ করিও না। আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম, অতি উত্তম বান্দা, নিজের রবের দিকে বড় প্রত্যাবর্তনকারী।

৯. এই শব্দগুলোর উপর চিন্তা করলে একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে রোগগ্রস্থ অবস্থায় হযরত আইউব (আঃ) অসন্তুষ্ট হয়ে কাউকে প্রহার করার শপথ করেছিলেন। (স্ত্রীকে প্রহারের শপথ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে) এই শপথে তিনি কত ঘা কশাঘাত করবেন তাও বলেছিলেন। যখন আল্লাহতা'আলা তাঁকে পূর্ণ স্বাস্থ্য দান করলেন এবং রোগাবস্থায় যে ক্রোধ বশে তিনি এই শপথ করেছিলেন সে ক্রোধ দূর হয়ে গেল, তখন তিনি এই উদ্বিগ্নতার মধ্যে পড়লেন যে যদি শপথ পালন করি তবে অনর্থক এক নিষ্পাপ ব্যক্তিকে প্রহার করতে হয়, আর যদি শপথ ভংগ করি তবে তাও হবে একটি পাপের কাজ। আল্লাহতা'আলা তাঁকে এই কাঠিন্য থেকে মুক্তিদান করে আদেশ দিলেন যে- একটি ঝাড়ু লও তাতে যেন তত সংখ্যক কাঠি থাকে যত ঘা কশাঘাত করার শপথ তুমি করেছিলে, ও সেই ঝাড়ু নিয়ে ঐ ব্যক্তিকে মাত্র একটি আঘাত কর, এতে তোমার শপথও পালন করা হবে এবং সেই ব্যক্তিকে অন্যায় অসংগত কষ্টও দেয়া হবে না।

وَاذْكُرْ عِبٰدَنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ اُولِى

সম্পন্ন ইয়াকুব ও ইসহাক ও (যেমন) ইবরাহীম আমাদের বান্দাদেরকে স্মরণ কর এবং

الْاَيْدِىْ وَالْاَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ اِنَّآ اَخْلَصْنٰهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى

(তা ছিল) স্মরণ একটি স্বতন্ত্র গুণের কারণে তাদেরকে আমরা মর্যাদা দিয়েছিলাম নিশ্চয় আমরা সুক্ষ্মদৃষ্টি (সম্পন্ন) ও কর্মক্ষমতা

الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٧﴾

উত্তম (বান্দাদের) বাছাইকরা (বান্দাদের) অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত আমাদের কাছে তারা নিশ্চয় এবং পরকালের

وَاذْكُرْ اِسْمٰعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْاَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

উত্তম (বান্দাদের) অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকে (ছিল) এবং যুলকিফলকে ও আলইয়াসা ও ইসমাঈল স্মরণ কর এবং

هٰذَا ذِكْرٌ ۖ وَاِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ لَحُسْنَ مَاٰبٍ ﴿٤٩﴾ جَنّٰتِ

জান্নাত আবাস অবশ্যই উত্তম মুত্তাকীদের জন্যে (রয়েছে) নিশ্চয় এবং একটি স্মরণ এটা

عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿٥٠﴾ مُتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا يَدْعُوْنَ

তারা চাইবে তার মধ্যে তারা হেলান দিয়ে বসবে দরজাসমূহ তাদের জন্যে উন্মুক্ত (রয়েছে) চিরস্থায়ী

فِيْهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ وَّشَرَابٍ ﴿٥١﴾

পানীয় ও অনেক ফলমূল তার মধ্যে

৪৫. আর আমাদের বান্দাগণ –ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা স্মরণ কর। তারা বড় কর্ম-ক্ষমতাসম্পন্ন ও দৃষ্টিমান লোক ছিল।

৪৬. আমরা তাদেরকে এক খাঁটি গুণের কারণে মর্যাদাবান করেছিলাম। আর তা ছিল পরকালের স্মরণ।

৪৭. নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট তারা বাছাই করা নেক লোকদের মধ্যে গণ্য।

৪৮. আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ও যুল-কিফল এর কথা স্মরণ কর। তারা সকলে নেক লোকদের মধ্যে ছিল।

৪৯. এ ছিল একটি স্মরণ। (এখন শোন!) মুত্তাকী লোকদের জন্যে নিঃসন্দেহে অতি উত্তম পরিণাম রয়েছে,

৫০. চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার দুয়ারগুলি তাদের জন্যে উন্মুক্ত হয়ে থাকবে।

৫১. তাতে তারা হেলান দিয়ে আসীন হয়ে থাকবে। প্রচুর ফল ও পানীয় চেয়ে পাবে।

وَ عِنْدَهُمْ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هٰذَا

এবং — কাছে (থাকবে) — তাদের — সু নিয়ন্ত্রিত — নয়না — সমবয়স্কা (সহধর্মিনী) — এই (সব নিয়ামত)

مَا تُوْعَدُوْنَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ اِنَّ هٰذَا لَرِزْقُنَا

যা — তোমাদের ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে — দিনের জন্যে — হিসাবের — নিশ্চয় — এটা — অবশ্যই আমাদের রিযক

مَا لَهٗ مِنْ نَّفَادٍ ﴿٥٤﴾ هٰذَا ۜ وَ اِنَّ لِلطّٰغِيْنَ

নাই — তার — কোন — ঘাটতি — এটাই (মুত্তাকীদের পরিণাম) — আর — নিশ্চয় (রয়েছে) — সীমালংঘনকারীদের জন্যে

لَشَرَّ مَاٰبٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ

অবশ্যই নিকৃষ্ট — প্রত্যাবর্তন স্থান — জাহান্নাম — তাতে তারা জ্বলবে — আর — কত নিকৃষ্ট — বিশ্রামস্থল — এটাই (তাদের পরিণাম)

فَلْيَذُوْقُوْهُ حَمِيْمٌ وَّ غَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّ اٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾

সুতরাং — তার তারা স্বাদনিক — ফুটন্ত পানির — ও — পূঁজ-রক্তের — এবং — অন্য কিছু — সেধরণের — বিভিন্নপ্রকার (কষ্টের)

هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ؕ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾

(তারা বলবে) এইতো — একটি দল — বেগে প্রবেশ কারী — তোমাদের সাথে — নাই — কোন অভিনন্দন — তাদের জন্যে — তারা নিশ্চয় — জ্বলবে — (জাহান্নামের) আগুনে

৫২. আর তাদের নিকট লজ্জাবনত সমবয়স্কা স্ত্রী থাকবে।

৫৩. .... এসব জিনিস এমন যা হিসাবের দিন দান করার জন্যে তোমাদের নিকট ওয়াদা করা যাচ্ছে।

৫৪. এ আমাদের দেয়া রিযক, এ কখনই ফুরিয়ে যাবে না।

৫৫. এ হল মুত্তাকীলোকদের পরিণাম। আর সীমা লংঘনকারী লোকদের জন্যে নিকৃষ্ট ধরনের পরিণতি রয়েছে-

৫৬. জাহান্নাম; এতে তারা জ্বলবে। এ অতি খারাব স্থান।

৫৭. এটাও তাদেরই জন্যে। অতএব তারা স্বাদ গ্রহণ করবে টগবগ করে ফোটা পানি, পুঁজ-রক্ত,

৫৮. এবং এই ধরনের আরো অনেক কষ্টের।

৫৯. (তারা নিজেদের অনুসারীদেরকে জাহান্নামের দিকে আসতে দেখে পরস্পরে বলবেঃ) "এ একটি বাহিনী তোমাদের সাথে এসে প্রবেশ করছে। এদের জন্যে কোন 'শুভাগমন' নেই। তারা আগুনে জ্বলবে"।

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ

(অনুসারীরা) বলবে | বরং | তোমরাও (তাতে জ্বলছ) | নাই | তোমাদের জন্যেও কোন অভিনন্দন | তোমরাই | তা তোমরাই সম্মুখীন করে দিয়েছ

لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا

আমাদের জন্যে | অতএব কতনিকৃষ্ট | আবাসস্থল | তারা বলবে | হে আমাদের রব | যে | সম্মুখিন করেছে | আমাদের জন্যে | এটা

فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ

তাকে বাড়িয়ে দাও এজন্যে | আযাব | দ্বিগুণ | মধ্যে | দোযখের | এবং | তারা বলবে | কি | আমাদের হল(যে) | না | আমরা দেখছি

رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا

লোকদেরকে | আমরা ছিলাম | হিসাব করতাম | তাদেরকে | মধ্যে | খুব খারাপ (লোকদের) | আমরা গ্রহণ করতাম | তাদেরকে | বিদ্রুপের (ব্যক্তি হিসেবে)

أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ

অথবা | বিভ্রমহয়েছে | তাদের থেকে | (আমাদের) দৃষ্টিসমূহ | নিশ্চয় | এটা | সত্য অবশ্যই | বাদ-প্রতিবাদ

أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

অধিবাসীদের | দোযখের

---

৬০. তারা তাদেরকে জবাব দিবেঃ " না, বরং তোমরাই জ্বলে মরছ। তোমাদের জন্যে কোন 'খোশ আমদেদ' নেই। তোমরাই তো এই পরিণাম আমাদের সম্মুখে এনে দিয়েছ। এই বসবাস স্থানটি কতই না খারাব!"

৬১.পরে তারা বলবেঃ" হে আমাদের রব। যে লোক আমাদেরকে এই পরিণাম পর্যন্ত পৌছবার ব্যবস্থা করেছে তাকে দোযখের দ্বিগুণ আযাব দাও"।

৬২. ওদিকে তারা নিজেরা আপসে বলবেঃ" কি ব্যাপার! আমরা সেই লোকদেরকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না যাদেরকে দুনিয়ায় আমরা খুব খারাব মনে করতাম?

৬৩. আমরা তো তাদের সাথে এমনিই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম- কিংবা তারা এখন কোথাও চোখের আড়ালে চলে গেছে? "

৬৪. নিঃসন্দেহে এ সত্য কথা। জাহান্নামী লোকদের মধ্যে এ রকমেরই ঝগড়া অনুষ্ঠিত হবে।

রুকুঃ৫

৬৫. (হে নবী!) এদেরকে বলঃ"আমি তো শুধু সাবধানকারী। প্রকৃত মা'বুদ কেউ নেই আল্লাহ ছাড়া, যিনি এক ও একক, সর্বজয়ী,

৬৬. আসমান-সমূহ ও যমীনের মালিক; সেই সব জিনিসেরও মালিক যা এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে, মহা পরাক্রমশালী ও বড় ক্ষমাশীল"।

৬৭. তাদেরকে বলঃ" এ একটি বড় খবর,

৬৮. এ শুনে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ"।

৬৯. (তাদেরকে বল,) আমি সে সময়ের কথা কিছুই জানি না যখন উচ্চতর জগতে ঝগড়া হচ্ছিল।

৭০. আমাকে তো অহীর সাহায্যে এসব কথা শুধু এ জন্যে বলে দেয়া হয় যে, আমি সুস্পষ্ট ভাষায় ভয় প্রদর্শণকারী-সবধানকারী।

৭১. যখন তোমাদের খোদা ফেরেশতাদের বললেনঃ" আমি মাটি দিয়ে একজন মানুষ তৈরী করব।

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ

অতঃপর যখন | তা আমি সুষম করব | ও | আমি ফুঁকে দিব | তার মধ্যে | থেকে | আমার রূহ | তোমরা তখন পড়বে | তার (সামনে)

سٰجِدِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ

সিজদাকারী হয়ে | অতঃপর সিজদা করল | ফেরেশতারা | তাদের সকলেই | একত্রে | ব্যতীত

اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَ كَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ

ইবলীস | সে অহংকার করল | ও | হল | অন্তর্ভুক্ত | কাফেরদের | (আল্লাহ) বললেন | হে | ইবলিস

مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ

কিসে | তোমাকে বাধা দিল | যে (না) | সিজদা করলে তুমি | (তাকে) যাকে | আমি সৃষ্টি করেছি | আমার দুহাত দ্বারা | তুমি কি অহংকার করলে

اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِىْ مِنْ

অথবা | তুমি ছিলে | অন্তর্ভুক্ত | উচ্চমর্যাদাসম্পন্নদের | সে বলল | আমি | উত্তম | তার চেয়ে | আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন | হতে

نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ

আগুন | আর | তাকে সৃষ্টি করেছেন | হতে | মাটি | (আল্লাহ) বললেন | বের হও তাহলে | এখানথেকে | তাহলে তুমি নিশ্চয়

رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾

বিতাড়িত লাঞ্ছিত

---

৭২. পরে আমি যখন তাকে পুরামাত্রায় বানিয়ে দিব এবং তাতে নিজের 'রূহ' ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার সামনে সিজদায় পড়ে যাবে"।

৭৩. এই হুকুম অনুযায়ী ফেরেশতারা সকলেই সিজদায় পড়ে গেল।

৭৪. কিন্তু ইবলীস নিজের বড়ত্বের অহংকার দেখাল এবং সে কাফেরদের মধ্যে গণ্য হল।

৭৫. আল্লাহতা'আলা বলেনঃ "হে ইবলীস, কোন জিনিস সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিল, যাকে আমি আমার দুই হাত দিয়ে বানিয়েছি? তুমি খুব বড় হয়ে গিয়েছ, কিংবা তুমি আসলেই উচ্চ মর্যাদার সত্ত্বাদের মধ্যে একজন?"

৭৬. সে জবাব দিল ঃ" আমি তার থেকে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে মাটি দিয়ে"।

৭৭. বললেনঃ "আচ্ছা, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, তুমি পরিত্যাক্ত-লাঞ্ছিত।

৭৮. আর তোমার উপর বিচার দিন পর্যন্ত আমার অভিশাপ"।

৭৯. সে বললঃ " হে আমার রব ! এই কথাই যদি হয়ে থাকে; তাহলে আমাকে সেই সময় পর্যন্ত অবকাশ দাও, যখন এই লোকেরা পুনরুত্থিত হবে"।

৮০-৮১. বললেনঃ "ঠিক আছে, সেই দিন পর্যন্ত তোমার অবকাশ আছে, যার সময়টা আমারই জানা আছে"।

৮২. সে বললঃ " তোমার ইয্‌যতের শপথ! আমি এ সব লোককেই বিভ্রান্ত করব,

৮৩. তোমার সেই সব বান্দা ছাড়া যাদেরকে তুমি খাঁটি করে নিয়েছ"।

৮৪-৮৫. আল্লাহ বললেন "হ্যাঁ এটাই সত্য- আর আমি সত্যই বলে থাকি যে, আমি জাহান্নামকে তোমাকে দিয়ে, আর সেই সব লোক দিয়ে ভরে দেব এই মানুষদের মধ্যে হতে যারাই তোমার অনুসরণ করবে"।

৮৬. (হে নবী) তাদেরকে বল যে, এই দ্বীন প্রচারের জন্যে আমি তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি কৃত্রিম লোকদের ·.্যেরও কেউ নই।

اِنْ	هُوَ	اِلَّا	ذِكْرٌ	لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾	وَ	لَتَعْلَمُنَّ	نَبَاَهٗ	بَعْدَ
নয়	তা	এব্যতীত	উপদেশ	বিশ্ববাসীদেরজন্যে	এবং	তোমরা অবশ্যই জানবে	তার খবর	পরেই

حِيْنٍ ﴿٨٨﴾
কিছুকাল

৮৭. এতো একটি উপদেশ সমগ্র দুনিয়াবাসীর জন্যে।

৮৮. আর অল্পকাল অতিবাহিত হতেই উহার অবস্থা তোমরা জানতে পারবে।

সূরা আয-যুমার

নামকরণঃ এ সূরার নাম ৭১ নং ও ৭৩ নং আয়াত হতে গৃহীত । অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে زمرا শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ সূরার ১০ম আয়াত وارض الله واسعة হতে ইংগিত জানা যায় যে, এ সূরাটি আবিসীনিয়ায় হিজরতের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল। কোন কোন বর্ণনা হতে স্পষ্ট ঘোষণা পাওয়া যায় যে, হযরত জাফর ইব্নে আবুতালেব (রাঃ) এবং তাঁর সংগী-সাথীরা যখন আবিসীনিয়ায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত করেছিলেন তখন তাঁদের অনুকূলে এ আয়াত নাযিল হয়েছিল।(روح المعانى খন্ডহতে পৃঃ২২৬)

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ এই গোটা সূরাই এক অতীব উত্তম ও প্রভাবশালী ভাষণ। আবিসীনিয়ায় হিজরতের কিছুদিন পূর্বে মক্কাশরীফের অত্যাচার নির্যাতনে জর্জরিত এবং শত্রুতা ও বিরুদ্ধতার বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে এ ভাষণটি নাযিল হয়েছিল। আসলে এ একটি ওয়াজ ও নসীহত, কুরাইশ-কাফেরদের লক্ষ্য করেই এর বেশীর ভাগ কথা বলা হয়েছিল। কোন কোন স্থানে ঈমানদার লোকদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। এ ভাষনে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পেশ করা হয়েছে। আর তা হল এইঃ মানুষ ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে আল্লাহর বন্দেগী কবুল করবে এবং অপর কারো বন্দেগী ও আনুগত্য করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদিগকে কলুষিত করবে না। এ মূল কথাকেই বার বার নানা ভঙ্গিতে পেশ করে অত্যন্ত জোরদার ভাবে তওহীদের সত্যতা ও তা মেনে চলার উত্তম পরিণাম ও ফলাফল এবং শির্ক-এর ভুল-ভ্রান্তি ও তার উপর দৃঢ় হয়ে থাকার খারাব পরিণামকে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। সে সংগে লোকদেরকে নিজেদের ভুল নীতি ও আচরণ হতে বিরত থাকতে এবং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। এ প্রসংগে ঈমানদার লোকদেরকে হেদায়াত করা হয়েছে যে, আল্লাহর বন্দেগী করার জন্যে কোন স্থান যদি সংকীর্ণ হয়ে গিয়ে থাকে , তা হলে আল্লাহর যমীন খুবই প্রশস্ত। নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করার জন্যে অন্য কোন দিকে বের হয়ে চলে যাও। আল্লাহ তোমাদের সবরের প্রতিফল দান করবেন। অপর দিকে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, কাফেররা যে অত্যাচার নিপীড়ন চালিয়ে এ পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতে পারবে বলে মনে করছে তা হতে তাদেরকে একেবারেই নিরাশ করে দাও। আর তাদেরকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও যে, তোমরা আমার পথ রুখবার জন্যে যা কিছু করতে চাও তা করতে পার, আমি তো আমার এ কাজ জারী রাখবই।

سُوْرَةُ الزُّمَرِ مَكِّيَّةٌ (٣٩) — اٰيَاتُهَا ٧٥ — رُكُوْعَاتُهَا ٨

আট তার রুকূ মক্কী আয-যুমার সূরা (৩৯) পচাত্তর তার আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর , নামে(শুরু করছি)

تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝١ إِنَّآ أَنْزَلْنَآ

অবতীর্ণকরা (এই) কিতাব পক্ষহতে আল্লাহর (যিনি) পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় নিশ্চয় আমরা আমরা নাযিল করেছি

إِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ

তোমার প্রতি (এই) কিতাবকে সত্যসহকারে সুতরাং ইবাদত কর আল্লাহর একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে

الدِّيْنَ ۝٢ أَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا

দ্বীনকে (নির্দিষ্টকরে) সাবধান আল্লাহরই জন্যে দ্বীন (আনুগত্য) অবিমিশ্র এবং যারা গ্রহণ করেছে

مِنْ دُوْنِهٖٓ أَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ إِلَى اللّٰهِ

ছাড়া তাঁকে অভিভাবকরূপে (অন্যদেরকে) (এবং বলে) না আমরা ইবাদত করি তাদের এব্যতীত আমাদের নিকটে করে দেয় যেন দিকে আল্লাহর

زُلْفٰى ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٥

(তার) সান্নিধ্যের নিশ্চয় আল্লাহ ফয়সালা করে দিবেন তাদের মাঝে মধ্যে (ঐবিষয়ে) যা তারা যাতে মতবিরোধ করছে ।

রুকূঃ১

১. এই কিতাব মহা পরাক্রান্ত ও সুবিজ্ঞানী আল্লাহর তরফ হতে নাযিল হয়েছে।

২. (হে নবী!) এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি। অতএব তুমি এক আল্লাহরই বন্দেগী কর, দ্বীনকে কেবলমাত্র তাঁরই জন্যে খাঁটী করে দিয়ে।

৩. সাবধান! খাঁটী দ্বীন তো একমাত্র আল্লাহরই হক। আর যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে,(আর নিজেদের এই কাজের ব্যাখ্যা দেয় এই বলে যে,) আমরা তো তাদের এবাদত করি কেবল এ জন্যে যে তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌছে দেবে। আল্লাহ নিশ্চয় তাদের মাঝে সেই সব কথারই চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেবেন যে সব বিষয়ে তারা মতভেদ করছে।

আল্লাহ মিথ্যাবাদী ও সত্য অমান্যকারী ব্যক্তিকে কখনো হেদায়াত দেন না।

৪.আল্লাহ যদি কাউকে পুত্র বানাতে চাইতেন তাহলে নিজের সৃষ্টদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে বাছাই করে নিতেন। তিনি তো এ হতে পবিত্র (যে, কেউ তাঁর পুত্র হবে) তিনি তো আল্লাহ, এক ও একক, আর সকলের উপর পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

৫. তিনি আসমান-সমূহ ও যমীনকে ঠিক ঠিক পয়দা করেছেন। তিনিই দিনের উপর রাতকে এবং রাতের উপর দিনকে পৌছাতে থাকেন। তিনিই সূর্য ও চন্দ্রকে এমনি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন যে, প্রত্যেকটিই নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যায়। জেনে রাখ, তিনি প্রবল ও ক্ষমাশীল।

خَلَقَكُمْ	مِّنْ	نَّفْسٍ	وَّاحِدَةٍ	ثُمَّ	جَعَلَ	مِنْهَا	زَوْجَهَا	وَ
তোমাদেরতিনি সৃষ্টি করেছেন	থেকে	প্রাণ	একই	এরপর	বানিয়েছেন	তা হতে	তার জোড়া	ও

اَنْزَلَ	لَكُمْ	مِّنَ	الْاَنْعَامِ	ثَمٰنِيَةَ	اَزْوَاجٍ ط	يَخْلُقُكُمْ	فِيْ	بُطُوْنِ
দিয়েছেন	তোমাদের জন্যে	মধ্যহতে	গৃহপালিত পশুদের	আট	জোড়া	তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন	মধ্যে	পেটসমূহের

اُمَّهٰتِكُمْ	خَلْقًا	مِّنْۢ	بَعْدِ	خَلْقٍ	فِيْ	ظُلُمٰتٍ	ثَلٰثٍ ط
তোমাদের মা'দের	সৃষ্টির		পরে	সৃষ্টি	মধ্যে	অন্ধকারসমূহের	তিনটি (আবরণের)

ذٰلِكُمُ	اللّٰهُ	رَبُّكُمْ	لَهُ	الْمُلْكُ ط	لَآ	اِلٰهَ	اِلَّا	هُوَ ج	فَاَنّٰى
সেই তোমাদের	আল্লাহ	তোমাদের রব	তাঁরই	সার্বভৌমত্ব প্রভূত্ব	নাই	কোন ইলাহ	ব্যতীত	তিনি	কোথায় সুতরাং

تُصْرَفُوْنَ ۝٦	اِنْ	تَكْفُرُوْا	فَاِنَّ	اللّٰهَ	غَنِيٌّ	عَنْكُمْ قف
তোমাদের ফিরান হচ্ছে	যদি	তোমরা অস্বীকার কর	নিশ্চয় তবুও	আল্লাহ	মুখাপেক্ষীহীন	তোমাদের থেকে

وَ	لَا	يَرْضٰى	لِعِبَادِهِ	الْكُفْرَ ج	وَ	اِنْ	تَشْكُرُوْا	يَرْضَهُ	لَكُمْ ط
কিন্তু	না	পছন্দ করেন তিনি	তাঁর বান্দাদের জন্যে	কুফরীকে	এবং	যদি	তোমরা কৃতজ্ঞ হও	তা তিনি পছন্দ করেন	তোমাদের জন্যে

৬. তিনি তোমাদেরকে একই 'প্রাণ' হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে তিনিই সেই 'প্রাণ' হতে তার জুড়ি বানিয়েছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্যে গৃহপালিত পশুর মধ্যে হতে আটটি স্ত্রী-পুরুষ বানিয়েছেন[১]। তিনিই তোমাদের মা'দের গর্ভে তিন তিনটি অন্ধকারময় আবরণের মধ্যে তোমাদেরকে একের পর এক রূপ দিয়ে যাচ্ছেন[২]। এই আল্লাহ, (এটা তাঁরই কাজ) তোমাদের রব। প্রভুত্ব-সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তাহলে তোমাদেরকে কোথায় ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে?

৭. তোমরা যদি কুফরী কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু তিনি তাঁর বান্দাদের জন্যে কুফরীকে পছন্দ করেন না। আর তোমরা যদি শোকর কর, তবে তাকে তিনি তোমাদের জন্যে পছন্দ করেন।

১. গৃহপালিত পশু বলতে উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল বুঝানো হয়েছে। এর চারটি পুং-শাবক ও চারটি স্ত্রী-শাবক। মোট সংখ্যায় আট।

২. তিনটি পর্দা অর্থ পেট, গর্ভাশয় ও সেই ঝিল্লি যার দ্বারা শিশু আবৃত থাকে।

শব্দ–৭/১২—

কোন বোঝা বহনকারী অপর কারো বোঝা বহন করবে না। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকলকেই নিজেদের রবের দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলবেন তোমরা কি করছিলে। তিনি তো অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত জানেন!

৮. মানুষের উপর যখন কোন বিপদ আসে, তখন সে নিজের রবের দিকে ফিরে তাঁকে ডাকে। পরে তার রব যখন তাকে স্বীয় নে'আমত দানে ধন্য করেন, তখন সে সেই বিপদ ভুলে যায় যে জন্যে সে পূর্বে রবকে ডাকতেছিল, এবং অন্যদেরকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে নেয়, যেন তাঁর পথ হতে গোমরাহ করে দেয়। (হে নবী!) তাকে বল যে, অল্প কিছু দিন স্বীয় কুফরীর স্বাদ আস্বাদন করতে থাক। নিশ্চয় তুমি দোজখগামী হবে।

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ

যে(এমন নীতির সে ভাল না) কি · যে · আদেশানুগামী · প্রহরগুলোতে · রাতের · সিজদাকারী রূপে · অথবা · দন্ডায়মান হয়ে · ভয় করে

الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ

আখেরাতকে · ও · প্রত্যাশা করে · রহমতের · তার রবের · বল · কি · সমান হয় · যারা

يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا

জানে · ও · যারা · না · জানে · প্রকৃত পক্ষে · শিক্ষা গ্রহণ করে · সম্প্রদায়ই

الْاَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ط

বোধ-বুদ্ধি · বল · হে আমার বান্দারা · যারা · ঈমান এনেছ · তোমরা ভয় কর · তোমাদের রবকে

ع ১৫

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ط وَ اَرْضُ

(তাদের) জন্যে যারা · উত্তম কাজ করেছে · মধ্যে · এই · দুনিয়ায় · কল্যাণ (রয়েছে) · এবং · যমীন

اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ط اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

আল্লাহর · প্রশস্ত · মূলতঃ · পূর্ণ দেওয়া হবে · সবরকারীদেরকে · প্রতিফল · তাদের · ব্যতীতই · কোন হিসাব

---

৯. (এই ব্যক্তির নীতি ও আচরণ কি ভাল, না সেই ব্যক্তির) যে আদেশানুগামী, রাত্রির সময় গুলিতে দাঁড়িয়ে থাকে ও সিজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং স্বীয় রবের রহমতের আশা পোষণ করে? এদেরকে জিজ্ঞাসা কর, যে জানে ও যে জানেনা এরা উভয়ে কি কখনো সমান হতে পারে? বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকেরাই তো নসীহত কবুল করে থাকে।

রুকুঃ২

১০. (হে নবী!) বলঃ হে আমার বান্দারা, যারা ঈমান এনেছ! – তোমাদের রবকে ভয় কর। যেসব লোক এই দুনিয়ায় সৎ আচরণ গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যে কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহর যমীন বিশাল প্রশস্ত৩। ধৈর্য -ধারণকারীদেরকে তো তাদের প্রতিফল বে-হিসেব দেয়া হবে।

---

৩. অর্থাৎ যদি এই শহর বা অঞ্চল বা দেশ আল্লাহর উপাসনা-আনুগত্যকারীদের পক্ষেও বিপদ-সংকুল হয়ে দাঁড়ায় তবে অন্যত্র চলে যাও, যেখানে এ বিপদ ও কাঠিন্য নেই।

قُلْ اِنِّیْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ

(হেনবী) বল | নিশ্চয় আমি | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যে | আমি (যেন) ইবাদত করি | আল্লাহর | একনিষ্ঠ ভাবে | তারই জন্যে

الدِّیْنَ ﴿۱۱﴾ وَ اُمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ الْمُسْلِمِیْنَ ﴿۱۲﴾

আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে) | এবং | আদিষ্ট হয়েছি আমি | এজন্যেও যে | আমি হই (যেন) | প্রথম | মুসলমানদের

قُلْ اِنِّیْٓ اَخَافُ اِنْ عَصَیْتُ رَبِّیْ عَذَابَ یَوْمٍ

বল | আমি নিশ্চয় | ভয় করি | যদি | আমি অবাধ্য হই | আমার রবের | আযাবের | দিনের

عَظِیْمٍ ﴿۱۳﴾ قُلِ اللّٰهَ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِیْنِیْ ﴿۱۴﴾

কঠিন | বল | আল্লাহকে | ইবাদত করি আমি | এক নিষ্ঠভাবে | তাঁরই জন্যে | আমার আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে)

فَاعْبُدُوْا مَا شِئْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ؕ قُلْ اِنَّ الْخٰسِرِیْنَ

তোমরা ইবাদত করতে পার | যাকে | তোমরা চাও | তাঁকে ছাড়া | বল | নিশ্চয় | ক্ষতিগ্রস্থ হবে (তারাই)

الَّذِیْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ اَهْلِیْهِمْ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ ؕ

যারা | ক্ষতিগ্রস্ত করেছে | তাদের নিজেদেরকে | ও | তাদের পরিবারকে | দিনে | কিয়ামতের

اَلَا ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِیْنُ ﴿۱۵﴾

জেনে রাখ | এটাই | সেই | ক্ষতি | সুস্পষ্ট

---

১১. (হে নবী!) তাদেরকে বলঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটী ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিয়ে আমি তাঁরই বন্দেগী করব।

১২. আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, সকলের আগে আমি নিজে মুসলিম হব।

১৩. বল ঃ আমি যদি আমার রবের নাফরমানী করি, তাহলে আমার বড় এক আযাবের দিনের ভয় রয়েছে।

১৪. বলে দাও, আমি তো নিজের দ্বীনকে আল্লাহর জন্যে খাঁটী করে তাঁরই বন্দেগী করব।

১৫. তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও– করতে থাক। বলঃ আসল দেউলিয়া তো সেই লোকেরাই, যারা কেয়ামতের দিন নিজেরাই নিজেদেরকে ও নিজের বংশ পরিবারবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। শুনে রাখ, এটাই প্রকাশ্য দেউলিয়াপনা।

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ط

তাদের জন্যে (রয়েছে) | হতে | তাদের উপর (দিক) | আচ্ছাদন | আগুনের | ও | হতে | তাদের নীচ | (আগুনের) আচ্ছাদন

ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ط يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ﴿١٦﴾

এটা | সাবধান করেন (ভয় দেখান) | আল্লাহ | এ দিয়ে | তারবান্দাদেরকে | হে আমার বান্দারা | আমাকে তোমরা ভয় কর তাই

وَ الَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَ اَنَابُوْٓا اِلَى

এবং | যারা | দূরে থাকে | তাগুত (থেকে) | বন্দেগী করতে | তার | এবং | অভিমুখী হয় | দিকে

اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ج فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِيْنَ

আল্লাহর | তাদের জন্যে (রয়েছে) | সুসংবাদ | সুতরাং সুসংবাদ দাও | বান্দাদেরকে আমার | যারা

يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ط اُولٰٓئِكَ

মনযোগ দিয়ে শুনে | কথা | অতঃপর অনুসরণ করে | তার উত্তম (সবদিকগুলোর) | ঐ সবলোক

الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَ اُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿١٨﴾

(তারাই) যাদেরকে | হেদায়েত দিয়েছেন তাদের | আল্লাহ | এবং | ঐ সবলোক | তারাই | সম্পন্ন | বুদ্ধি বিবেক

اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ط اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ

তবে কি যে | অবধারিত হয়েছে | তার উপর | বাণী | আযাবের (পরিত্রান পেতে পারে?) | তবে কি তুমি | উদ্ধার করতে পারবে

مَنْ فِى النَّارِ ﴿١٩﴾

যে | মধ্যে (পড়েছে) | আগুনের

১৬. তাদের উপর আগুনের ছাতা উপর হতেও চেপে থাকবে, আর নীচ হতেও। আল্লাহ এই পরিণাম হতেই তাঁর বান্দাদেরকে ভয় দেখান –সাবধান করেন। অতএব হে আমার বান্দারা, আমার ক্রোধ হতে বাঁচ।

১৭. পক্ষান্তরে যারা তাগুতের বন্দেগী হতে দূরে রয়েছে এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তণ করেছে তাদের জন্যে সুসংবাদ। কাজেই (হে নবী!) সুসংবাদ দাও আমার সেই বান্দাদেরকে,

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার উত্তম দিকগুলি সাধ্যমত আমল করে। এরা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন। আর এরাই বুদ্ধিমান।

১৯. (হে নবী!) সেই ব্যক্তিকে কে বাঁচাতে পারে যার উপর আযাব হবার ফয়সালা হয়ে গেছে? তুমি কি তাকে বাঁচাতে পার যে আগুনে পড়ে গেছে?

لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ

কিন্তু — যারা — ভয় করে — তাদের রবকে — তাদের জন্যে (প্রাসাদ রয়েছে) — মনযিল

مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

তার উপর — মনযিল — নির্মিত — প্রবাহিত হয় — পাদদেশে — তার — ঝর্ণাসমূহ

وَعْدَ اللّٰهِ ۭ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ﴿٢٠﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ

ওয়াদা করেছেন — আল্লাহ — না — ভংগ করেন — আল্লাহ — ওয়াদাকে — তুমি দেখ নাই কি — যে — আল্লাহ

اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاۗءِ مَاۗءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِي الْاَرْضِ ثُمَّ

বর্ষণ করেন — হতে — আকাশ — পানি — তা অতঃপর প্রবেশ করান — ঝর্ণাসমূহে (বা জলাধারে) — মধ্যে — যমীনের — এরপর

يُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا

বের করেন — তা দিয়ে — ফসল — বিভিন্ন প্রকার — তার রংসমূহও — এরপর — শুকিয়ে যায় — তা তখন তুমি দেখ — হরিৎবর্ণহতে

ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِي

এরপর — তা পরিণত করেন — খড়-কুটায় — নিশ্চয় — মধ্যে — (রয়েছে) এর — শিক্ষা অবশ্যই — অধিকারীদের জন্যে

الْاَلْبَابِ ﴿٢١﴾

জ্ঞান-বুদ্ধির

২০. অবশ্য যারা নিজেদের রবকে ভয় করে চলে, তাদের জন্যে উচ্চ ইমারত রয়েছে , মনযিলের পর মনযিল বানানো , যেগুলোর নীচে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হয়ে থাকবে। এ আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ কখনো নিজের করা ওয়াদার খেলাফ কাজ করেন না।

২১. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আসমান হতে পানি বর্ষণ করলেন, পরে তাকে খাল, ঝর্ণা ও নদীসমূহ-রূপে [৪] যমীনের অভ্যন্তর ভাগে প্রবাহিত করলেন? পরে তিনি পানির সাহায্যে নানা প্রকারের ফসল উৎপাদন করেন, যার প্রকার বিভিন্ন। পরে সেই ফসল শুষ্ক হয়ে যায়, অতঃপর তুমি দেখ যে, তা হরিৎ বর্ণ ধারণ করেছে; আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ সেই গুলিকে ভূষিতে পরিণত করেন? প্রকৃত পক্ষে এতে এক সবক রয়েছে জ্ঞান ও বিবেক-সম্পন্ন লোকদের জন্যে।

৪. মূলে يَنَابِيْع শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যা এই তিনটি জিনিসের উপর প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

যার তবে কি | উন্মুক্ত করে দিয়েছেন | আল্লাহ | তার বক্ষকে | ইসলামের জন্যে

فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم

অতঃপর সে | (চলে) সে উপর | আলোর | তার রবের (সে পক্ষহতে | ধ্বংস সুতরাং অন্যদের মত কি?) | (সেইলোকদের) জন্যে শক্ত | যাদের অন্তরসমূহ

مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ

হতে | নসীহত | আল্লাহর | ঐসবলোক | মধ্যে (রয়েছে) | গোমরাহীর | সুস্পষ্ট | আল্লাহ

نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ

নাযিল করেছেন | উত্তম | বাণী (সম্বলিত) | কিতাব | সুসামঞ্জস্য পূর্ণ | পুনরাবৃত্ত | লোম হর্ষণ হয়

مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ

তা থেকে | চামড়া সমূহে (অর্থাৎ গাত্রে) | (তাদের) যারা | ভয় করে | তাদের রবকে | এরপর | নরম হয় | তাদের-চামড়াগুলো (সারাদেহ)

وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ

ও তাদের মনগুলো | প্রতি | স্মরণের | আল্লাহর | এটা | হেদায়াত | আল্লাহর | সৎপথে চালান তিনি | এ দিয়ে

مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

যাকে | তিনি চান | এবং | যাকে | বিভ্রান্ত করেন | আল্লাহ | তখন নাই | তার | কোন | পথ প্রদর্শক

রুকুঃ৩

২২. এখন কি সেই ব্যক্তি যার বক্ষদেশ-অন্তর্লোক-আল্লাহতা'আলা ইসলামের জন্যে খুলে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং সে তার রবের নিকট হতে পাওয়া একটি আলো অনুসারে চলছে, (সেই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে লোক এ সব কথা হতে কিছু মাত্র শিক্ষা গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সেই লোকদের জন্যে যাদের অন্তর আল্লাহর নসীহতে আরো অধিক শক্ত হয়ে গেল। তারা তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত।

২৩. আল্লাহ অতি উত্তম কালাম নাযিল করেছেন – এ এমন এক কিতাব যার সমস্ত অংশ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যাতে বার বার একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তা শুনে তাদের গাত্রে লোমহর্ষণ দেখা দেয়, যারা নিজেদের রবকে ভয় করে। পরে তাদের দেহ ও তাদের দিল নরম হয়ে আল্লাহর স্মরণে উৎসাহী ও উৎসুক হয়ে ওঠে। ইহা আল্লাহর হেদায়াত, ইহা দ্বারা তিনি হেদায়াতের পথে নিয়ে আসেন যাকে তিনি চান। আর আল্লাহই যাকে হেদায়াত না করেন তার জন্যে হেদায়াতকারী কেউ নেই।

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

তবে কি যে | ঠেকাতে চাইবে | তারচেহারা দিয়ে | কঠিন | আযাবকে | দিনে | কিয়ামতের (বাঁচতে পারবে?)

وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ كَذَّبَ

এবং বলা হবে | যালিমদেরকে | তোমরা স্বাদ নাও | যা | তোমরা | অর্জন করিতেছিলে | মিথ্যারোপ করেছিল

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا

যারা (ছিল) | পূর্বেও | তাদের | তাদের উপর অতঃপর এসেছিল | আযাব | (এমনদিক) হতে | যেদিকে | না

يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

তারা খেয়ালও করে | তাদেরকে ফলে আস্বাদন করালেন | আল্লাহ | লাঞ্ছনা | মধ্যে | জীবনের | পার্থিব

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ

আর | অবশ্যই | আযাব | আখেরাতের | কঠিনতর | (হায়) যদি | তারা জানত | এবং | নিশ্চয়

ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

আমরা পেশ করেছি | লোকদের জন্যে | মধ্যে | এই | কুরআনের | প্রত্যেক রকম | দৃষ্টান্ত

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ

তারা যাতে | উপদেশ গ্রহণ করে | (এই) কুরআন | আরবী (ভাষায়) | (তা) নয় | বক্রতা বিশিষ্ট

২৪.এখন সেই ব্যক্তির দুরাবস্থা সম্পর্কে তুমি কি ধারণা করতে পার, যে লোক কেয়ামতের দিন আযাবের কঠিন আঘাত নিজের মুখের উপর গ্রহণ করবে? এরূপ যালেমদেরকে তো বলে দেয়া হবে যে, এখন সেই উপার্জনের স্বাদ আস্বাদন কর যা তোমরা জীবনভর করছিলে।

২৫. এদের আগেও বহু লোক এভাবেই অমান্য করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর এমন দিক হতে আযাব এসেছে- যেদিকে তাদের খেয়াল পর্যন্ত যেতে পারত না।

২৬. পরে আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই লাঞ্ছনার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছেন। আর পরকালের আযাব তো এ থেকেও কঠিনতর। হায়, এই লোকেরা যদি জানতে পারত?

২৭. আমরা এ কুরআনে লোকদের সম্মুখে নানারকম ও নানাপ্রকারের দৃষ্টান্ত ও উপমা পেশ করেছি, যেন এদের হুঁশ হয়।

২৮. এ এমন কুরআন যা আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ, যাতে কোন প্রকার বক্রতা নেই,

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿٢٨﴾ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا

তারা যাতে | (খারাব পরিণতি হতে) বেঁচে চলে | পেশ করেন | আল্লাহ | একটি দৃষ্টান্ত | এক(গোলাম) ব্যক্তির

فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ

তারআছে | অনেক শরীক (মনিব) | পরস্পরেবাকাস্বভাবের | এবং | এক (গোলাম) ব্যক্তি | সম্পূর্ণরূপে | একজন (জনের) (মালিকানায়)

هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ

কি | দুজনের (অবস্থা) সমান | দৃষ্টান্তে | সব প্রশংসাই | আল্লাহর জন্যে | কিন্তু | অধিকাংশই | তাদের

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ

না | জানে | তুমি নিশ্চয় | মৃত্যু বরণ করবে | এবং | তারা নিশ্চয় | মৃত্যু বরণ করবে | এরপর

اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ﴿٣١﴾

তোমরা নিশ্চয় | দিনে | কিয়ামতের | কাছে | তোমাদের রবের | তোমরা মামলা পেশ করবে

যেন এরা খারাব পরিণাম হতে বাঁচতে পারে।

২৯. আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত দেন । এক ব্যক্তি তো সে যার মালিকানায় বহু সংখ্যক বাঁকা স্বভাবের মনিব শরীক হয়ে আছে, যারা তাকে নিজেদের দিকে টানে। আর অপর ব্যক্তি পুরাপুরি ভাবে একই মনিবের গোলাম –এই দুজনের অবস্থা কি একই রকম হতে পারে? প্রশংসা সবই আল্লাহর জন্যে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই অজ্ঞতার মধ্যে পড়ে রয়েছে[৫]।

৩০. (হে নবী!) তোমাকেও মরতে হবে, আর সেই লোকরাও মরবে।

৩১. শেষ পর্যন্ত কেয়ামতের দিন তোমরা সকলেই নিজেদের রবের সামনে নিজের নিজের মামলা পেশ করবে।

---

৫. অর্থাৎ এক মনিবের দাসত্ব ও বহু মনিবের দাসত্বের মধ্যেকার পার্থক্য তো ভাল করেই বুঝতে পার; কিন্তু যখন এক আল্লাহর দাসত্ব ও বহু রবের দাসত্বের মধ্যে পার্থক্য বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তখন তোমরা অজ্ঞবনে যাও।

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَ كَذَّبَ بِالصِّدْقِ

অতঃপর কে | অধিক যালিম (হতে পারে) | (তার)চেয়ে যে | মিথ্যা বলে | সম্পর্কে | আল্লাহ | ও | প্রত্যাখ্যান করে | পরমসত্যকে

اِذْ جَآءَهٗ ؕ اَلَيْسَ فِىْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَ الَّذِىْ

যখন | এসেছে | তার কাছে | নয় কি | মধ্যে | জাহান্নামের | আবাসস্থল | (এমন সব) কাফেরদের জন্যে | এবং | যে

جَآءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ﴿٣٣﴾

এসেছে | পরম সত্যসহকারে | এবং | (যারা) সত্য বলে মেনে নিয়েছে | তাকে | ঐসবলোক | তারাই | মুত্তাকী

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٤﴾

তাদের জন্যে | (থাকবে) যা | তারা ইচ্ছে করবে | কাছে | তাদের রবের | এটা | প্রতিফল | উত্তম আমলকারীদের

لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَ يَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ

মোচন করেন যেন | আল্লাহ | তাদের থেকে | নিকৃষ্টতম | যা | তারা কাজ করেছিল | এবং | তাদের প্রতিফল দেন (যেন) | পুরস্কার | তাদের

بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٣٥﴾ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ

উত্তমভাবে | (ঐবিষয়ের) যা | তারা কাজ করতে ছিল | কি | নহেন | আল্লাহ | যথেষ্ট | তাঁর বান্দার (জন্যে)

রুকুঃ৪

৩২. তার অপেক্ষা বড় যালেম আর কে হবে যে লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলল এবং পরম সত্য যখন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে আসল তখন সে উহাকে অবিশ্বাস করেছে? এমন কাফেরদের জন্যে জাহান্নামে কোন ঠিকানাই নেই কি?

৩৩. আর যে ব্যক্তি পরম সত্য নিয়ে আসল, আর যারা একে সত্য বলে মেনে নিল তারাই আযাব হতে রক্ষা পাবে।

৩৪. তারা তাদের রবের নিকট সেই সবকিছুই পাবে যার ইচ্ছা তাদের মনে জাগবে। নেক আমলকারীদের জন্যে ইহাই প্রতিফল;

৩৫. যেন তারা যে নিকৃষ্টতম আমল করেছিল, তা তাদের হিসাব হতে আল্লাহতা'আলা খারিজ করে দেন এবং যে উত্তম আমল তারা করেছিল, সেই অনুপাতে তিনি তাদেরকে প্রতিফল দান করতে পারেন।

৩৬.(হে নবী!) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য যথেষ্ট নন?

وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ

এবং তোমাকে তারা ভয় দেখায় | অন্যদের সম্পর্কে | যিনি ছাড়া | অথচ যাকে | পথভ্রষ্ট করেন | আল্লাহ | অতঃপর নাই | তার জন্যে

مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾ وَ مَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ

কোন | পথ প্রদর্শক | এবং | যাকে | পথ দেখান | আল্লাহ | তখন নাই | তার জন্যে | কোন | বিভ্রান্তকারী | নহেন কি

اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ ﴿۳۷﴾ وَ لَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ

আল্লাহ | মহাপরাক্রমশালী | প্রতিশোধ গ্রহণকারী | এবং | অবশ্যই যদি | তাদের তুমি প্রশ্ন কর | কে | সৃষ্টি করেছে

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ

আকাশমণ্ডলী | ও | পৃথিবী | অবশ্যই তারা বলবে | আল্লাহ | বল | তবে কি তোমরা (ভেবে) দেখেছ | যাদেরকে | তোমরা ডাক

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ

ছাড়া | আল্লাহ | যদি | চান আমাকে | আল্লাহ | কোন অনিষ্ট (করতে) | কি | তারা | রক্ষাকারী (হতে পারবে)

ضُرِّهٖٓ اَوْ اَرَادَنِىْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ

তার অনিষ্ট (হতে) | অথবা | আমাকে তিনি চান | অনুগ্রহ (করতে) | কি | তারা | বন্ধকারী (হতে পারবে) | তাঁর অনুগ্রহকে

قُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿۳۸﴾

বল | আমার জন্যে যথেষ্ট | আল্লাহ | তারই উপর | ভরষা করে থাকে | ভরষাকারীরা

এই লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্যদের সম্পর্কে তোমাকে ভয় দেখায়। অথচ আল্লাহ যাকেই গোমরাহীতে ফেলবেন তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

৩৭. আর যাকে তিনি হেদায়াত দিবেন তাকে বিভ্রান্ত করারও কেউ নেই। আল্লাহ কি বিরাট শক্তিশালী ও প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?

৩৮.এই লোকদেরকে যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, যমীন ও আকাশ-মন্ডল কে সৃষ্টি করেছে! তাহলে তারা নিজেরাই বলবেঃ আল্লাহ। তাদেরকে বল, এই যখন প্রকৃত কথা, তখন তোমরা কি মনে কর, আল্লাহই যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমাদের এই দেবীরা– যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডাকছ– আমাকে তাঁর নির্দিষ্ট করা ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি কোন অনুগ্রহ করতে চান তবে এরা কি তাঁর রহমতকে বন্ধ করতে পারবে? তাদেরকে শুধু এতটুকু বল,আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারী লোকেরা তাঁর উপরই ভরসা করে থাকে।

قُلْ	يٰقَوْمِ	اعْمَلُوْا	عَلٰى	مَكَانَتِكُمْ	اِنِّىْ	عَامِلٌ ج	فَسَوْفَ	تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾
বল	হে আমার জাতি	তোমরা কাজ কর	উপর	তোমাদের অবস্থার	নিশ্চয় আমি	কাজ করে যাচ্ছি	শীঘ্রই অতঃপর	তোমরা জানবে

مَنْ	يَّاْتِيْهِ	عَذَابٌ	يُّخْزِيْهِ	وَ	يَحِلُّ	عَلَيْهِ	عَذَابٌ	مُّقِيْمٌ ﴿٤٠﴾	اِنَّآ
কার (উপর)	আসবে	শাস্তি	তাকে লাঞ্ছিত করবে	ও	আপতিত হবে	তার উপর	শাস্তি	স্থায়ী ভাবে	নিশ্চয় আমরা

اَنْزَلْنَا	عَلَيْكَ	الْكِتٰبَ	لِلنَّاسِ	بِالْحَقِّ ج	فَمَنِ	اهْتَدٰى
আমরা নাযিল করেছি	তোমার উপর	(এই) কিতাব	লোকদের জন্যে	সত্য সহকারে	অতঃপর যে	সৎপথ গ্রহণ করে

فَلِنَفْسِهٖ ج	وَ	مَنْ	ضَلَّ	فَاِنَّمَا	يَضِلُّ	عَلَيْهَا ج	وَ	مَآ	اَنْتَ
তা তার নিজের জন্যে	এবং	যে	পথভ্রষ্ট হয়	মূলতঃ তখন	সে বিপথে চলে	তার নিজের বিরুদ্ধে	এবং	না	তুমি

عَلَيْهِمْ	بِوَكِيْلٍ ﴿٤١﴾	اَللّٰهُ	يَتَوَفَّى	الْاَنْفُسَ	حِيْنَ	مَوْتِهَا	وَ
তাদের উপর	যিম্মাদার	আল্লাহই	কবজ করেন	প্রাণ সমূহকে (রূহগুলোকে)	সময়	তার মৃত্যুর	এবং

الَّتِىْ	لَمْ تَمُتْ	فِىْ	مَنَامِهَا ج	فَيُمْسِكُ	الَّتِىْ	قَضٰى	عَلَيْهَا
তারও (যে)	মরে নাই (কিন্তু)	মধ্যে (থাকে)	তার ঘুমের	অতঃপর রূহকে ধরে রাখেন	যার	নির্ধারিত হয়েছে	তার উপর

الْمَوْتَ	وَ	يُرْسِلُ	الْاُخْرٰٓى	اِلٰٓى	اَجَلٍ	مُّسَمًّى ط
মৃত্যু	এবং	পাঠিয়ে দেন	অন্যদের (রূহগুলোকে)	পর্যন্ত	একটি মেয়াদ	নির্দিষ্ট

৩৯-৪০. তাদেরকে স্পষ্ট বলে দাও ঃ হে আমার জাতির লোকেরা, তোমরা নিজেদের মত নিজেদের কাজ করে যাও ; আমি তো আমার কাজ করতেই থাকব। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে অপমানকর আযাব কার উপর আসছে, আর কে সেই শাস্তি পাচ্ছে যা কখনোই হটে যাবে না।

৪১. (হে নবী!) আমরা সব মানুষের জন্যে এই মহাসত্য কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি। এখন যে লোক সঠিক সোজা পথ গ্রহণ করবে সে তা নিজের জন্যেই করবে। আর যে বিভ্রান্ত হবে, তার বিভ্রান্ত হবার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। তুমি তাদের জন্যে যিম্মাদার নও।

রুকুঃ৫

৪২. তিনি তো আল্লাহই, যিনি মৃত্যুর সময় রূহগুলোকে কব্জ করেন। আর যারা এখনো মরে নি, নিদ্রায়-তাদের রূহ কবজ্ করে নেন। পরে যার উপরই তিনি মৃত্যুর ফয়সালা কার্যকর করেন, তাকে তিনি আটক করে রাখেন এবং অন্যদের রূহকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ

নিশ্চয় | মধ্যে আছে | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | লোকদের জন্যে | (যারা) চিন্তাভাবনা করে | কি | তারা গ্রহণ করেছে | ছাড়া

اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾

আল্লাহ | (অন্যান্যদেরকে) সুপারিশকারী রূপে | বল | যদিও কি | তারা হল (এমন যে) | না | ক্ষমতা রাখে | কোন কিছুরই | এবং | না | তারা বুঝেও

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۖ لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ

বল | আল্লাহরই (এখতিয়ারভুক্ত) | সুপারিশ | সকল | তাঁরই | সার্বভৌমত্ব | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

এরপর | তাঁরই দিকে | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে বহু নিদর্শন রয়েছে।

৪৩. এই আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা কি অন্যদেরকে শাফায়াতকারী বানিয়ে নিয়েছে[৬]? তাদেরকে বল, এরা কি শাফায়াত করবে, এদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং কিছু না বুঝলেও?

৪৪. বলঃ সমস্ত শাফায়াত তো কেবল মাত্র আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত[৭]। আকাশমন্ডল এবং পৃথিবীর বাদশাহীর তিনিই তো মালিক । পরে তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

---

৬. অর্থাৎ প্রথমতঃ এই সব লোক নিজেরাই নিজেদের মতো এ ধারণা করে নিয়েছে যে- কিছু সত্তা আছে যারা আল্লাহতা'আলার সমীপে বড়ই প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান, যাদের সুপারিশ কোন ক্রমেই রদ হতে পারেনা। কিন্তু প্রকৃত কথা- তাদের সুপারিশকারী হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই, এবং আল্লাহতা'আলা কখনো এ এরশাদও করেননি যে, 'আমার কাছে তাদের এরূপ মর্যাদা আছে' এবং সেই সত্তারা কখনও এ দাবী করেনি যে, "আমরা নিজেদের প্রভাব ও ক্ষমতায় তোমাদের সকল কাজ সম্পন্ন করে দেব"। এ ছাড়া এই সব লোকের আরো বড় মূর্খতা হচ্ছে- তারা আসল মালিককে ত্যাগ করে তাদের ধারণার সুপারিশকারীদেরকে সর্বেসর্বা বলে মনে করে নিয়েছে; এবং তাদের সকল নিবেদন ও নৈবেদ্য তাদের জন্যে সমর্পিত হয়ে থাকে।

৭. অর্থাৎ নিজের সুপারিশ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা কারুর পক্ষে থাকাতো দূরের কথা, আল্লাহতা'আলার কাছে সুপারিশকারী হয়ে দাঁড়াতে পারার ক্ষমতা কারো নেই। এ বিষয় একমাত্র আল্লাহতা'আলারই অধিকারভুক্ত। তিনি যাকে ইচ্ছা সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা দেবেন না; যার অনুকূলে চাইবেন কাউকে সুপারিশ করতে অনুমতি দিবেন বা যার অনুকূলে চাইবেন দেবেন না।

وَ	اِذَا	ذُكِرَ	اللّٰهُ	وَحْدَهُ	اشْمَاَزَّتْ	قُلُوْبُ
এবং	যখন	উল্লেখ করা হয়	আল্লাহর	তাঁর একারই	সংকুচিত হয় বিরূপভাবে	অন্তরসমূহ

الَّذِيْنَ	لَا	يُؤْمِنُوْنَ	بِالْاٰخِرَةِ ۚ	وَ	اِذَا	ذُكِرَ	الَّذِيْنَ
(তাদের) যারা	না	বিশ্বাস করে	আখেরাতের উপর	এবং	যখন	উল্লেখ করা হয়	(অন্যদেরকে) যারা(আছে)

مِنْ	دُوْنِهٖٓ	اِذَا	هُمْ	يَسْتَبْشِرُوْنَ ۝٤٥	قُلِ	اللّٰهُمَّ	فَاطِرَ	السَّمٰوٰتِ
ছাড়া	তিনি	তখন	তারা	আনন্দিত হয়	বল	হে আল্লাহ	স্রষ্টা	আকাশসমূহের

وَ	الْاَرْضِ	عٰلِمَ	الْغَيْبِ	وَ	الشَّهَادَةِ	اَنْتَ	تَحْكُمُ	بَيْنَ
ও	পৃথিবীর	খুবঅবহিত	অদৃশ্যের	ও	দৃশ্যের	তুমিই	ফয়সালা করে দিও	মাঝে

عِبَادِكَ	فِيْ	مَا	كَانُوْا	فِيْهِ	يَخْتَلِفُوْنَ ۝٤٦	وَ	لَوْ اَنَّ	لِلَّذِيْنَ
তোমার বান্দাদের	(ঐবিষয়ের) মধ্যে	যা	তারা ছিল	তার মধ্যে	মতভেদ করত	এবং	(এমন) যে	(তাদের) জন্যে যারা

ظَلَمُوْا	مَا	فِي	الْاَرْضِ	جَمِيْعًا	وَّ	مِثْلَهٗ	مَعَهٗ
যুলুম করেছে	যা কিছু	মধ্যে আছে	পৃথিবীর	সবই (তাদের মালিকানায়)	এবং	তারওসম পরিমাণ	তার সাথে

---

৪৫. যখন একমাত্র আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন পরকালের প্রতি বেঈমান লোকদের অন্তর ছটফট করতে থাকে। আর যখন তাঁকে ছাড়া অন্যদের উল্লেখ করা হয়, তখন সহসা তারা আনন্দে হেসে ওঠে[৮]।

৪৬. বল, "হেআল্লাহ– আকাশ-মন্ডল ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেই জিনিসের ফয়সালা করবে যে বিষয়ে তারা পরস্পরে মতভেদ করছে।

৪৭.এই যালেমদের নিকট দুনিয়ার সমস্ত সম্পদও যদি হয় এবং তত পরিমাণ আরো,

---

৮. সারা দুনিয়ার মোশরেকানা রুচি ও মানসিকতা-সম্পন্ন লোকদের মধ্যে প্রায় এই একই ভাব দেখা যায়। এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও যে হতভাগ্যদের এই ব্যাধি স্পর্শ করেছে তারাও এ দোষ মুক্ত নয়। মুখে তারা বলে– 'আল্লাহকে মান্য করি'– কিন্তু অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে তাদের কাছে এক আল্লাহর কথা উল্লেখ করুন, তাদের চেহারা বিকৃত হতে শুরু করবে। তারা বলবে– 'এ ব্যক্তি নিশ্চিত বোযর্গদের ও ওলিদের মান্য করেনা। আর এ জন্যেই তো এ কেবল 'আল্লাহ'ই আল্লাহ'করে চলেছে'। এবং যখন অন্যান্যদের কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদের অন্তরের কলি যেন প্রস্ফুটিত হয় ও খুশীতে তাদের চেহারা ঝকমকাতে শুরু করে।

لَافْتَدَوْا بِهٖ مِنْ سُوْٓءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط وَبَدَا لَهُمْ

তারা অবশ্যই মুক্তপণ দিতে চাইতো — তাদিয়ে — হতে — কঠিন — আযাব (বাঁচতে) — দিনে — কিয়ামতের — এবং — তাদের জন্যে প্রকাশিত হবে

مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا

আল্লাহর পক্ষহতে — যা — নাই — তারা ধারণাও করে — এবং — প্রকাশ হয়ে যাবে — তাদের জন্যে — মন্দ (ফল) সমূহ — যা

كَسَبُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿٤٨﴾ فَاِذَا مَسَّ

তারা অর্জন করত — এবং — তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে — যা — তারা ছিল — সে সম্পর্কে — ঠাট্টা বিদ্রূপ করত — অতঃপর যখন — স্পর্শ করে

الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ز ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا ز قَالَ

মানুষকে — কোন অনিষ্ট — আমাদেরকে ডাকে — এরপর — যখন — তাকে আমরা দান করি — অনুগ্রহ — আমাদের পক্ষহতে — সে বলে

اِنَّمَآ اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ ط بَلْ هِىَ فِتْنَةٌ وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ

মূলতঃ — তা দেওয়া হয়েছিল আমাকে — কারণে — জ্ঞানের — বরং — এটা — একটি পরীক্ষা — কিন্তু — অধিকাংশই — তারা

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى

না — জানে — নিশ্চয় — তা বলেছিল — (তারাও) যারা — পূর্বে (ছিল) — তাদের — কিন্তু — না — কাজে এসেছে

عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ط

তাদের জন্যে — যা — তারা অর্জন করতে ছিল — এরপর তাদের উপর আপতিত হয়েছে — মন্দ ফলসমূহ — যা — তারা অর্জন করেছিল

তাহলে কেয়ামতের দিনের
কঠিন খারাব আযাব হতে বাঁচবার জন্যে সবকিছু বিনিময়ে দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেখানে আল্লাহর নিকট হতে তাদের সামনে সে সবকিছুই প্রকাশ হয়ে যাবে, যে বিষয়ে তারা কখনো ধারণা-অনুমানও করেনি।

৪৮. সেখানে নিজেদের রোজগারের সব খারাব ফলই প্রকাশ হয়ে পড়বে। আর সেই জিনিসই তাদের উপর চাপবে যার তারা ঠাট্টাও বিদ্রূপ করছিল।

৪৯. এই মানুষকে এক বিন্দু বিপদ যখনই স্পর্শ করে তখন সে আমাদেরকে ডাকে। আর যখন আমরা তাকে নিজেদের তরফ হতে নে'আমত দিয়ে ধন্য করি, তখন বলে, এ তো আমাকে 'ইলমের' কারণে দেয়া হয়েছে! না, তা নয়। এতো পরীক্ষা-স্বরূপ; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই তা জানে না।

৫০. এই কথাই বলেছে এদের পূর্বে যেসব লোক অতীত হয়েছে তারাও, কিন্তু তারা যা কিছু অর্জন করছিল তা তাদের কোন কাজেই আসল না।

৫১. পরে নিজেদের উপার্জনের খারাব পরিণাম তারা ভোগ করেছে।

وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰۤؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ
এবং যারা যুলুমকরেছে মধ্য হতে এদের শীঘ্রই তাদের উপর এসে পড়বে মন্দ ফলসমূহ যা তারা অর্জন করেছে

وَ مَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿٥١﴾ اَوَ لَمْ يَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
এবং না তারা (আমাকে) অক্ষম করতে পারবে কি নাই তারা জানে যে আল্লাহ প্রশস্ত করে দেন রিযিক

لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٥٢﴾
(তার)জন্যে যাকে ইচ্ছে করেন এবং সংকীর্ণ করেন (যাকে চান) নিশ্চয় মধ্যে (আছে) এর অবশ্যই নিদর্শনাবলী লোকদের জন্যে (যারা) ঈমান আনে

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ
বল হে আমার বান্দারা যারা বাড়াবাড়ি করেছে উপর তাদের নিজেদের না তোমরা নিরাশ হয়ো হতে

رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ
অনুগ্রহ আল্লাহর নিশ্চয় আল্লাহ মাফ করেন গোনাহসমূহকে সমস্তই নিশ্চয় তিনি তিনিই

الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٥٣﴾
ক্ষমাশীল অতীব মেহেরবান

আর এদের মধ্যে যারাই যালেম, তারা অতি শীঘ্র নিজেদের উপার্জনের খারাব ফল ভোগ করবে। এরা আমাকে অক্ষম করতে পারবে না।

৫২. আর তাদের কি জানা নেই যে, আল্লাহ যার রেয্ক ইচ্ছা হয় প্রশস্ত করে দেন, আর যার ইচ্ছা হয় তা সংকীর্ণ করে দেন। এতে নিদর্শন রয়েছে সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান রাখে।

রুকু:৬

৫৩. (হে নবী!) বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ[৯] যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে নিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

---

৯. কোন কোন লোক এই শব্দগুলির বিস্ময়কর ব্যাখ্যাদান করে যে ঃ 'হে আমার বান্দাগণ বলে জনগণকে সম্বোধন করার জন্যে আল্লাহতা'আলা নবী করীমকে (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আসলে এ ব্যাখ্যাকে ব্যাখ্যা বলা চলে না, এ হচ্ছে কুরআনের নিকৃষ্টতম অর্থগত পরিবর্তন, ও এটাকে আল্লাহর বাণী নিয়ে খেলা করা বলতে হবে। এ ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয়, তবে সমগ্র কুরআনই ভুল হয়ে যায়। কেননা, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন তো মানুষকে মাত্র আল্লাহতা'আলারই দাস বলে অভিহিত করে এবং কুরআনের সমগ্র দাওআত তো এই যেঃ 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো বন্দেগী করোনা'।

وَ — এবং
اَنِيْبُوْآ — তোমরা অভিমুখী হও
اِلٰى — দিকে
رَبِّكُمْ — তোমার রবের
وَ — এবং
اَسْلِمُوْا — তোমরা আত্ম-সমর্পণ কর
لَهٗ — তার কাছে

مِنْ قَبْلِ — (এর) পূর্বে
اَنْ — যে
يَّاْتِيَكُمُ — তোমাদের উপর আসবে
الْعَذَابُ — আযাব
ثُمَّ — এরপর
لَا — না
تُنْصَرُوْنَ ﴿٥٤﴾ — তোমাদের সাহায্য করা হবে
وَ — এবং
اتَّبِعُوْآ — অনুসরণ কর

اَحْسَنَ — উত্তম
مَآ — যা
اُنْزِلَ — নাযিল করা হয়েছে
اِلَيْكُمْ — তোমাদের প্রতি
مِّنْ — পক্ষহতে
رَّبِّكُمْ — তোমাদের রবের
مِّنْ قَبْلِ — (এর) পূর্বে
اَنْ — যে
يَّاْتِيَكُمُ — তোমাদের উপর আসবে

الْعَذَابُ — আযাব
بَغْتَةً — অকস্মাৎ
وَّ — যখন
اَنْتُمْ — তোমরা
لَا — না
تَشْعُرُوْنَ ﴿٥٥﴾ — টেরই পাবে
اَنْ — (এমন না হয়) যে
تَقُوْلَ — বলে
نَفْسٌ — কেউ

يٰحَسْرَتٰى — হায় আমার আফসোস
عَلٰى — (এর) উপর
مَا — যা
فَرَّطْتُّ — আমি শৈথিল্য করেছি
فِىْ — ক্ষেত্রে
جَنْۢبِ — কর্তব্যের
اللّٰهِ — আল্লাহর (প্রতি)
وَ — এবং
اِنْ — নিশ্চয়
كُنْتُ — আমি ছিলাম
لَمِنَ — অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত
السّٰخِرِيْنَ ﴿٥٦﴾ — বিদ্রূপকারীদের

৫৪. ফিরে এস তোমাদের রবের দিকে এবং অনুগত হও তাঁর, তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বে। কেননা, অতঃপর তোমরা কোন দিক হতেই সাহায্য পেতে পারবে না।
৫৫. আর অনুসরণ কর তোমাদের আল্লাহর প্রেরিত কিতাবের উত্তম দিকের[১০]; তোমাদের উপর সহসা আযাব এসে যাবার পূর্বে– এমন অবস্থায় যে, তোমরা টেরও পাবে না।
৫৬. এরূপ যেন না হয় যে, পরে কেউ বলবে, "আমার সেই অপরাধ যা আমি রবের সমীপে করছিলাম, এবং আমি তো বিদ্রূপকারী লোকদের মধ্যে শামিল ছিলাম, সে জন্যে আফসোস"।

১০. আল্লাহর কিতাবের উত্তম দিকের অনুসরণ করার তাৎপর্য হচ্ছে– আল্লাহতা'আলা যে সব কাজের আদেশ দিয়েছেন সেগুলো পালন করা, যে কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, এবং দৃষ্টান্ত ও কাহিনীর মাধ্যমে তিনি যা কিছু এরশাদ করেছেন তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা। অন্যপক্ষে যে ব্যক্তি তার আদেশ অমান্য করে; তাঁর নিষিদ্ধ কাজের অনুষ্ঠান করে এবং তাঁর ভাষণ ও উপদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না, সে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের নিকৃষ্টতম দিককে অবলম্বন করে অর্থাৎ সেই দিক অবলম্বন করে যাকে আল্লাহর কিতাব নিকৃষ্টতম বলে অভিহিত করেছে।

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ

অথবা | কেউ বলে | যদি (এমন হতো) | যে | আল্লাহ | হেদায়াত দিতেন | আমাকে | অবশ্যই আমি হোতাম | অন্তর্ভুক্ত

الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي

মুত্তাকীদের | অথবা | কেউ বলে | যখন | দেখবে | আযাব | যদি (সম্ভব হতো) | আমার জন্যে

كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي

একবার প্রত্যাবর্তন | হোতাম আমি তবে | অন্তর্ভুক্ত | উত্তম আমলকারীদের | (বলাহবে) কেন নয় | নিশ্চয় | তোমার কাছে এসেছিল | আমার নিদর্শনাবলী

فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٩﴾ وَيَوْمَ

তুমি তখন মিথ্যা বলেছিলে | তা | এবং তুমি অহংকার করেছিলে এবং | তুমি হয়েছিল | অন্তর্ভুক্ত | কাফেরদের | এবং | দিনে

الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ط

কিয়ামতের | তুমি দেখবে | (তাদেরকে) যারা | মিথ্যারোপ করেছে | উপর | আল্লাহর | তাদের মুখগুলো | কালো (হয়ে গিয়েছে)

أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ

নয়কি | মধ্যে | জাহান্নামের | আবাসস্থল (যথেষ্ট) | অহংকারকারীদের জন্যে | এবং | উদ্ধার করবেন | আল্লাহ | (তাদেরকে) যারা

اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾

আত্মরক্ষা করেছিল | তাদের সফলতার কারণে | না | তাদেরকে স্পর্শ করবে | অমঙ্গল | আর | না | তারা | চিন্তিত হবে

৫৭. অথবা বলবে "হায়, আল্লাহ যদি আমাকে হেদায়াত দান করতেন, তাহলে আমিও মুত্তাকী লোকদের মধ্যে গণ্য হতাম"।

৫৮. কিংবা আযাব দেখে বলবে "আমাকে যদি আর একবার সুযোগ দেয়া হত, তাহলে আমিও নেক্ আমলকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।"

৫৯. (আর তখন তাকে জবাব দেয়া হবে যে,) "কেন নয়? আমার নিদর্শনসমূহ তো তোমার নিকট এসেছিল। তখন তো তুমি সেগুলিই মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার দেখালে ও কাফেরদের মধ্যে শামিল হয়ে থাকলে"।

৬০. আজ যে সব লোক আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলল কেয়ামতের দিন তুমি দেখবে, তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। জাহান্নামে অহংকারীদের জন্যে যথেষ্ট জায়গা নেই কি?

৬১. পক্ষান্তরে যারা এখানে তাকওয়া অবলম্বন করল, তাদের সফলতার কারণে আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করবেন। তারা না কোন দুঃখ পাবে, না তারা চিন্তাক্লিষ্ট হবে।

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَّ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ﴿٦٢﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ

আল্লাহ স্রষ্টা প্রত্যেক জিনিসের এবং তিনি উপর সব জিনিসের কর্মবিধায়ক তাঁরই (কাছে রক্ষিত) চাবীসমূহ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ

আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর এবং যারা অমান্য করেছে আয়াতগুলোকে আল্লাহর ঐসবলোক

هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿٦٣﴾ قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا

তারাই ক্ষতিগ্রস্ত (হেনবী) বল তবে কি ব্যতীত আল্লাহ আমাকে তোমরা নির্দেশ দিচ্ছ (যে) ইবাদতকরব আমি (অন্যকে) ও হে

الْجٰهِلُوْنَ ﴿٦٤﴾ وَ لَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ

অজ্ঞ লোকেরা এবং নিশ্চয় ওহী করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং প্রতি (তাদের) যারা তোমার পূর্বে (ছিল)

لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٦٥﴾

অবশ্য যদি তুমি শিরক কর বিনষ্ট হয়ে যাবেই তোমার কৃতকর্ম এবং তুমি অবশ্যই হয়ে যাবে অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্তদের

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿٦٦﴾ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ

বরং আল্লাহরই তুমি তাই ইবাদত কর এবং হয়ে যাও অন্তর্ভুক্ত শোকর কারীদের এবং না তারা কদর করল আল্লাহর

حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ

যেমন করা উচিৎ তাঁর কদর

৬২. আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসেরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনিই সব জিনিসের অভিভাবক ও কর্মবিধায়ক।

৬৩. যমীন ও আকাশ-মন্ডলের ভান্ডার সমূহের চাবি তাঁরই নিকট রক্ষিত। আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অমান্য করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

রুকূঃ৭

৬৪. (হে নবী!) এই লোকদেরকে বলঃ " তাহলে হে জাহেল লোকেরা, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বন্দেগী করার জন্যে আমাকে বলছ?"

৬৫. (তাদেরকে এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়ার প্রয়োজন হয়েছে, কেননা) তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্বে গত হওয়া সমস্ত নবী-রসূলদের প্রতি এই অহী পাঠানো হয়েছে যে, তুমি যদি শিরক কর, তাহলে আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আর তুমি ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

৬৬. অতএব (হে নবী!) তুমি কেবল মাত্র আল্লাহরই বন্দেগী কর এবং শোকর আদায়কারী বান্দাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাও।

৬৭. এই লোকেরা তো আল্লাহর কোন কদরই করল না; তাদের কদর করা যতখানি উচিত। (তাঁর পূর্ণ মাত্রার

وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ

অথচ | পৃথিবী | সবটাই | তাঁরই মুঠিতে হবে | দিনে | কিয়ামতের | ও

السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ؕ سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٧﴾

আকাশমন্ডলী (থাকবে) | পেঁচানো অবস্থায় | তাঁর ডান হাতের মধ্যে | তিনি মহান পবিত্র | ও | বহু উর্ধ্বে | তাহতে যা | তারা শিরক করে

وَ نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي

এবং | ফুঁক দেওয়া হবে | মধ্যে | শিংগার | অতঃপর মুর্ছিত হবে | যারা | মধ্যে (আছে) | আকাশমন্ডলীর | ও | যারা | মধ্যে আছে

الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ

পৃথিবীর | এ ছাড়া | যাদেরকে | ইচ্ছা করবেন | আল্লাহ | এরপর | ফুঁক দেওয়া হবে | তার মধ্যে | পুনর্বার | ফলে তখন | তারা

قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ﴿٦٨﴾

দণ্ডায়মান হবে | দেখতে থাকবে

কুদরতের অবস্থা তো এই যে,) কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর মুঠির মধ্যে হবে এবং আকাশ-মন্ডল তাঁর ডান হাতের মধ্যে পেঁচানো অবস্থায় থাকবে[১১]। এই লোকেরা যে শিরক করে তা হতে তিনি পবিত্র ও উর্ধ্বে।

৬৮.আর সেই দিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর তারা সবাই মরে পড়ে যাবে, যারা আকাশ-মন্ডল ও যমীনে আছে, সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ্ জীবন্ত রাখতে চান। পরে আর একবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে এবং সহসা সকলেই উঠে দেখতে শুরু করবে,

---

১১. যমীন ও আসমানের উপর আল্লাহতা'আলার পূর্ণক্ষমতা ও আধিপত্যের চিত্র অংকনের জন্যে 'মুষ্ঠির মধ্যে' হওয়ার ও 'হাতের মধ্যে পেঁচানো থাকা'র রূপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। যেরূপ কোন ব্যক্তির পক্ষে একটি ক্ষুদ্র বল মুষ্ঠিমধ্যে দাবিয়ে রাখা এক অতি তুচ্ছ কাজ; কিংবা এক ব্যক্তি একটা রুমাল গুটিয়ে হাতের মধ্যে ধারণ করে এবং এ কাজ সে ব্যক্তির পক্ষে আদৌ কষ্টসাধ্য নয়; অনুরূপভাবে কেয়ামতের দিনে সমস্ত মানুষ (যারা আজ আল্লাহতা'আলার মহানত্ব ও বড়ত্বের ধারণা করতে অপারগ) তাদের নিজেদের চোখে দেখে নেবে যে সমগ্র যমীন ও আসমান আল্লাহতা'আলার ক্ষমতার হস্তে একটি তুচ্ছ বল ও এক সামান্য রুমালবৎ ছাড়া কিছু নয়।

وَ اَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ

এবং | উদ্ভাসিত হবে | পৃথিবী | নূরে (আলোতে) | তার রবের | এবং | পেশ করা হবে

الْكِتٰبُ وَ جِآئَ بِالنَّبِيّٖنَ وَ الشُّهَدَآءِ وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ

আমলনামা | এবং | উপস্থিত করা হবে | নবী(রসূল)দেরকে | ও | সাক্ষীদেরকে | এবং | ফয়সালা করে দেওয়া হবে | তাদের মাঝে

بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ (٦٩) وَ وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

ন্যায় ভাবে | এবং | তাদের (উপর) | না | যুলুম করা হবে | এবং | পূর্ণ (প্রতিফল) দেওয়া হবে | প্রত্যেক | ব্যক্তিকে | যা | সে কর্ম করেছে

وَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (٧٠) وَ سِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى

এবং | তিনি | খুব জানেন | ঐ সম্পর্কে যা | তারা করে | এবং | তাড়িয়ে নেওয়া হবে | (তাদেরকে) যারা | কুফরী করেছে | দিকে

جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ

জাহান্নামের | দলে দলে | শেষ পর্যন্ত | যখন | তার(কাছে)পৌছিবে | খুলে দেওয়া হবে | তার দরজাগুলো | এবং | বলবে

لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ

তাদেরকে | তার রক্ষীরা | নাই কি | আমাদের কাছে আসে | রসূলগণ | তোমাদের মধ্য হতে | তারা আবৃত্তি করে শুনাত | তোমাদের কাছে

اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ

আয়াতসমূহ | তোমাদের রবের | ও | তোমাদেরকে সতর্ক করত | সাক্ষাতের | তোমাদের দিনের | এই

---

৬৯. পৃথিবী উহার রবের নূরে ঝলমল করে উঠবে। আমলনামা সামনে এনে রাখা হবে। নবী-রসূল ও সকল সাক্ষীদেরকে উপস্থিত করা হবে। লোকদের মধ্যে যথাযথভাবে সত্যসহকারে ফয়সালা করে দেয়া হবে। এবং তাদের উপর কোন যুল্‌ম করা হবে না।

৭০. আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা কিছুই আমল করেছিল তার পুরাপুরি বদলা দেয়া হবে। লোকেরা যা কিছু করে আল্লাহ তা খুব ভাল ভাবেই জানেন।

রুকুঃ৮

৭১. (এই ফয়সালার পর) যে সব লোক কুফরী করেছিল তাদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নেয়া হবে। তারা যখন সেখানে পৌছবে, তখন উহার দুয়ার গুলো খোলা হবে এবং উহার কর্মচারীরা তাদেরকে বলবেঃ "তোমাদের নিকট তোমাদের নিজেদের লোকদের মধ্যে হতে এমন রসূল কি এসেছিল না, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াত সমূহ শুনিয়েছে এবং তোমাদেরকে এই কথা বলে ভয় প্রদর্শন করেছে যে, এই দিনটি একদিন তোমাদেরকে অবশ্যই দেখতে হবে?"

قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾

তারা বলবে | হ্যাঁ (এসেছিল) | কিন্তু | অবধারিত হয়েছিল | বাণী | শাস্তির | উপর | কাফেরদের

قِيْلَ ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ

বলা হবে | তোমরা প্রবেশ কর | দরজাসমূহে | জাহান্নামের | চিরস্থায়ী হবে | তার মধ্যে | অতঃপর কত নিকৃষ্ট

مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٢﴾ وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ اِلَى

আবাসস্থল | অহংকারীদের | নিয়ে যাওয়া হবে এবং | (তাদেরকে) যারা | নাফরমানি হতে বিরত ছিল | তাদের রবের | দিকে

الْجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ

জান্নাতের | দলেদলে | শেষ পর্যন্ত | যখন | তার(কাছে) পৌছিবে | এবং | খুলে দেওয়া হবে | তার দরজাসমূহ | এবং | বলবে

لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ﴿٧٣﴾

তাদেরকে | তার রক্ষীরা | সালাম | তোমাদের উপর | তোমরা সুখী হও | তোমরা অতঃপর প্রবেশ কর | তাতে | তোমরা চিরস্থায়ী হবে (সেখানে)

তারা জবাবে বলবেঃ "হ্যাঁ এসেছিল! কিন্তু আযাব হওয়ার ফয়সালা কাফেরদের ভাগ্য লিপি হয়ে গেছে"।

৭২. বলা হবেঃ " প্রবেশ কর জাহান্নামের দরজাসমূহে। এখন চিরকালই তোমাদেরকে এখানে থাকতে হবে। এ অহংকারীদের জন্যে খুবই খারাব জায়গা"।

৭৩. আর যেসব লোক নিজেদের রবের নাফরমানী হতে বিরতছিল, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন সেখানে উপস্থিত হবে, উহার দরজাসমূহ পূর্ব থেকেই উম্মুক্ত হয়ে থাকবে, তখন উহার ব্যবস্থাপকরা তাদেরকে বলবে " সালাম-[১] শান্তি বর্ষিত হোক তোমাদের প্রতি, খুব ভালাভাবেই ছিলে। প্রবেশ কর এতে চিরকালর জন্য"।

১এর আরও একটি অর্থ হতে পারে !তোমরা সুখী হহ"!

وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَ اَوْرَثَنَا

এবং | তারা বলবে | সবপ্রশংসা (ও শোকর) | আল্লাহর জন্যে | যিনি | আমাদেরকে সত্য করে দেখিয়েছেন | তাঁর প্রতিশ্রুতি | এবং | আমাদেরকে ওয়ারিস করেছেন

الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ

যমীনের | স্থান বানিয়ে নেব আমরা | মধ্যহতে | জান্নাতের | যেখানে | ইচ্ছে করব আমরা | অতএব কত উত্তম | পুরস্কার

الْعٰمِلِيْنَ ۝٧٤ وَ تَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ

(নেক) কর্ম সম্পাদনকারীদের | আর | দেখবে তুমি | ফেরেশতাদেরকে | ঘিরে থাকতে | চতুর্পার্শে

الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَ قُضِىَ بَيْنَهُمْ

আরশের | তারা মহিমা ঘোষণা করতে থাকবে | প্রশংসাসহ | তাদের রবের | এবং | বিচার করে দেওয়া হবে | তাদের মাঝে

بِالْحَقِّ وَ قِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٧٥

ন্যায়ভাবে | এবং | বলা হবে | সকল প্রশংসা | আল্লাহর জন্যে | (যিনি) রব | জগতসমূহের

---

৭৪. আর তারা বলবেঃ "শোকর সেই আল্লাহর যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদাকে সত্য করে দেখিয়েছেন এবং আমাদেরকে যমীনের ওয়ারিস বানিয়েছেন। এখন আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা নিজেদের স্থান বানিয়ে নিতে পারি"। অতএব অতি উত্তম প্রতিফল আমলকারী লোকদের জন্যে।

৭৫.আর তুমি দেখবে, ফেরেশতারা আরশের চারিপার্শ্বে ঘিরে থেকে নিজেদের রবের প্রশংসা ও তসবীহ করতে নিযুক্ত রয়েছে। আর লোকদের মাঝে যথাযথ সত্যতা সহকারে ফয়সালা চুকিয়ে দেয়া হবে এবং ঘোষণা করে দেয়া হবে যে, যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্যে।

সূরা আল-মু'মেন

নামকরণঃ এ সূরার ২৮ নং আয়াতের অংশ و قال رجل مؤمن من ال فرعون হতে সূরাটির নাম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে একজন মু'মেনের কথা বিশেষভাবে বলা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ইব্‌নে আব্বাস ও জাবির ইব্‌নে যায়েদ (রাঃ) বলেছেন, এ সূরাটি সূরা যুমার এর পরপরই, নাযিল হয়েছে। কুরআনের সূরাসমূহের বর্তমান পরম্পরায় এর জন্যে যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, নাযিল হওয়ার দিক দিয়ে এর স্থান তাই।

নাযিল হওয়াকালীন অবস্থাঃ এ সূরাটি যে সব অবস্থার মধ্যে নাযিল হয়েছে তার দিকে সূরার বিষয়বস্তুতেই স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে। মক্কার কাফেররা তখন নবী করীম (সঃ)-এর বিরুদ্ধে দু'রকমের কার্যক্রম শুরু করেছিল। একটি হল এই যে, চারদিকে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি করে, নানা প্রকার উল্টো-পাল্টা প্রশ্ন তুলে ও নিত্য নতুন অভিযোগ উত্থাপন করে কুরআন শরীফের শিক্ষা, ইসলামের দাওআত এবং স্বয়ং নবী করীম (সঃ) সম্পর্কে লোকদের মনে এত সন্দেহ ও সংশয়ের অন্ধকার সৃষ্টি করে দিতে চেষ্টা করছিল যে , তা পরিষ্কার করতে করতেই যেন নবী করীম (সঃ)- ও ঈমানদার সমাজ নিঃশক্তি ও হীনবল হয়ে পড়ে। আর দ্বিতীয় হল এই যে, নবী করীম (সঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তারা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করছিল। একবার তারা কার্যতঃ পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিল। বুখারী শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আমরু ইব্‌নে আস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ একদিন নবী করীম (সঃ) হেরেম শরীফের মধ্যে নামায পড়তে ব্যস্ত ছিলেন । সহসা উকবা ইব্‌নে আবু মু'আয়ত সামনের দিকে অগ্রসর হল এবং সে রসূলে করীম (সঃ)-এর গলায় একটা কাপড় পেঁচিয়ে তাকে পাকাতে ও টানতে শুরু করলো। গলায় ফাঁস লাগিয়ে মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঠিক এ সময়েই হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি এসে ধাক্কা দিয়ে উকবাকে দূরে সরিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) যে সময় সেই যালেমের সংগে ধস্তাধস্তি করছিলেন, তখন তাঁর মুখে এ কথা গুলি উচ্চারিত হচ্ছিলঃ اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله – "তুমি এক ব্যক্তিকে কেবল এ অপরাধেই হত্যা করছো যে, তিনি বলেন আল্লাহই আমার রব"।

সামান্য পার্থক্য সহকারে 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। নাসায়ী ও ইব্‌নে আবু হাতীমও এ কাহিনীই বর্ণনা করেছেন।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ তখনকার অবস্থার এ দুটি দিকই ভাষণটির শুরুতে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। পরবর্তী আলোচনায় এ দুটি দিক সম্পর্কেই অত্যন্ত প্রাণবন্ত, প্রভাবশালী ও শিক্ষাপ্রদভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

হত্যার ষড়যন্ত্রের জবাবে মু'মেন ও ফেরাউনীদের কাহিনী শুনান হয়েছে (২৩-৫৫ আয়াত)। এই কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনটি বাহিনীকে তিনটি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়েছেঃ

১. কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, তোমরা আজ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাথে যা কিছু ব্যবহার করতে চাও, ফেরাউন নিজের শক্তির দম্ভে ঠিক তাই করতে চেয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে। তা হলে ফেরাউন যে পরিণাম ও পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল, এ কাজ করে তোমরাও কি সেই পরিণামই ভোগ করতে চাও?

২. হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর অনুগামী ও অনুসারীদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, এ যালেমরা বাহ্যতঃ যতই শক্তিমান ও পরাক্রমশালী হোক না কেন, আর তাদের মুকাবিলায় তোমরা যতই দুর্বল, অসহায় ও হীনবল হও না কেন, তোমাদের এ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তোমরা যে আল্লাহর দ্বীনকে উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কাজ করছো, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা অন্য সকল শক্তি ও ক্ষমতার তুলানায় অনেক বেশী। কাজেই এরা তোমাদেরকে যত বড় ধমক ও ভয়-ভীতিই দেখাক না কেন, তার জবাবে তোমরা শুধু আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে। অতঃপর সম্পূর্ণরূপে ও নির্ভয়ে কাজ করে যেতে থাকবে। যালেমের প্রতিটি ধমক ও অত্যাচারের জবাবে আল্লাহ পন্থী মানুষের নিকট একটি মাত্র জবাবই আছে এবং তা এইঃ.......

إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ -

"হিসাব ও বিচার দিনের প্রতি অবিশ্বাসী প্রত্যেক অহংকারী হতে আমি আশ্রয় নিয়েছি আমার ও তোমাদের রবের নিকট"।

আল্লাহর উপর ভরসা ও নির্ভর করে সব রকম ভয়-ভীতির উর্ধ্বে থেকে দ্বীনের জন্যে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। তাহলে বর্তমানের ফেরাউনও সে অবস্থারই সম্মুখীন হবে যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল সেকালের ফেরাউন। সে সময়টা আসা পর্যন্ত অত্যাচার-নিষ্পেষনের যত ঝড়ই উত্তল হয়ে আসুক না কেন, তা সবই অত্যন্ত ধৈর্য ও তিতিক্ষা সহকারে তোমাদের সহ্য করতে হবে।

৩. এ দু'ধরনের লোকদের ছাড়া সমাজে তৃতীয় এক ধরণের লোকও বর্তমান ছিল। তারা মনে মনে জানতো ও স্বীকার করতো যে, মুহাম্মদ (সঃ)-ই সত্যপন্থী, সত্যের আদর্শ নিয়েই তিনি এসেছেন, আর কাফের কুরাইশরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছে। কিন্তু এ কথা জেনে ও মেনে নেয়া সত্ত্বেও তারা নীরব-নিস্তব্ধ ভাবে হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বের তামাশা দেখছিল। আল্লাহতা'আলা এ প্রসংগে তাদের মনেও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাদেরকে বলেছেন, সত্যের দুশমনরা যখন প্রকাশ্যভাবে তোমাদের চোখের সামনে এতবড় অত্যাচারমূলক আচরণ করে যাচ্ছে,তোমাদের প্রতি ধিক্কার, এখনো যদি তোমরা নীরব-নিষ্ক্রিয় থেকে এ তামাশাই দেখতে থাক তা হলে বুঝতে হবে, তোমাদের দিল একেবারে মরে গিয়েছে। যদি কারো দিল মরে গিয়ে না থাকে, তাহলে মাথা উচু করে দাঁড়ানো উচিত এবং সে কর্তব্য পালন করা উচিত যা ফেরাউনের দরবারে পালন করেছিল, তার দরবারেরই এক সত্যপন্থী মানুষ, আর করেছিল তখন যখন ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। আজ যেসব কারণে তোমরা মুখ খুলতে প্রস্তুত হও না, সেসব কারণ সেদিন সেই ব্যক্তিরও কর্তব্য পালনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তি أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ- "আমার সব ব্যবহার আল্লাহর উপর সোপর্দ করলাম" বলে ও সব বিপদকে উপেক্ষা করে তার কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তোমরা স্পষ্ট দেখলে যে, ফেরাউন তার কিছুই করতে পারলো না।

সত্য দ্বীনকে নীচু করার জন্যে মক্কাশরীফে দিন-রাতে যে তর্ক-বিতর্ক অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার জবাব যুক্তি ও দলীল দ্বারা তওহীদ এবং পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণ করে তা দেয়া হল। আর এসব বিশ্বাসই ছিল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ও মক্কার কাফেরদের মাঝে বিবাদ ও দ্বন্দ্বের আসল কারণ। মক্কার লোকেরা কোন দলীল ও প্রমাণ ছাড়াই যে এই মহান সত্য কথাগুলির বিরুদ্ধে শুধু শুধুই ঝগড়া করছে তাও স্পষ্ট করে তোলা হল। অপর যেসব মৌলিক কারণে কুরাইশ সরদাররা নবী করীম (সঃ)-এর সাথে বিবাদ করছিল, সে গুলোকেও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করে দেয়া হল। বাহ্যতঃ তারা দেখাচ্ছিল যে, নবী করীম (সঃ)-এর উপস্থাপিত শিক্ষা ও তাঁর নবুয়্যতের দাবীর উপরই তাদের আসল আপত্তি। আর এ কারণে তারা তাঁর কথা মানতে পারছে না। কিন্তু আসলে এ ছিল তাদের ক্ষমতার লড়াই। ৫৬ নং আয়াতে স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের মনের গভীরে লুক্কায়িত অহংকার ও গৌরব বোধই হল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কথা না মেনে নেবার আসল কারণ। তোমরা মনে কর, লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুয়্যত বিশ্বাস করে নিলে তোমাদের প্রাধান্য ও কতৃত্ব কায়েম থাকতে পারবে না। এ কারণে তোমরা তাঁকে আঘাত দেবার জন্যে পূর্ণ শক্তিতে চেষ্টা করছো।

এ প্রসংগেই কাফেরদেরকে বার বার সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক করার পরিণাম অতীত জাতিসমূহের মতোই হবে। আর পরকালে তা'হতেও নিকৃষ্ট পরিণতি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। সে সময় তোমরা অবশ্যই আফসোস করবে, অনুতাপে হায় হায় করবে! কিন্তু সে সময়ের অনুতাপ তোমাদের জন্যে কিছুমাত্র উপকারে আসবে না।

رُكُوعَاتُهَا ٩ — (٤٠) سُوْرَةُ الْمُؤْمِنِ مَكِّيَّةٌ — اٰيَاتُهَا ٨٥

নয় তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী আলমু'মেন সূরা (৪০) পঁচাশি তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

অতীবমেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে(শুরুকরছি)

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢

হা্মীম, অবতীর্ণ করা, (এই) কিতাব, পক্ষহতে, আল্লাহর, (যিনি) পরাক্রমশালী, সর্ববিষয়ে জ্ঞানী

غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَ قَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى

(যিনি) ক্ষমাকারী, পাপ, এবং, কবুলকারী, তওবা, কঠোর, দন্ডদানে, মালিক

الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ مَا يُجَادِلُ

অনুগ্রহের, নাই, কোন ইলাহ, ছাড়া, তিনি, তাঁরই দিকে, প্রত্যাবর্তন (হবে সকলের), না, ঝগড়া করে

فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ

ক্ষেত্রে, নিদর্শনবলীর, আল্লাহর, এ ব্যতীত, যারা, কুফরী করেছে, সুতরাং না (যেন), তোমাকে ধোকা দেয়, তাদের চলা ফেরা

فِى الْبِلَادِ ۝٤

মধ্যে, দেশ ও নগরসমূহের

রুকুঃ১

১. হা- মীম।

২. এই কিতাব আল্লাহর তরফ হতে নাযিল করা , যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী,

৩. গুনাহ মার্জনাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তি দানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহ দানকারী। তিনি ছাড়া মা'বুদ কেউ নেই, সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে।

৪. আল্লাহর আয়াতে ঝগড়া করে কেবল সেই সব লোক যারা কুফরী করেছে। অতঃপর দুনিয়ার দেশ ও নগর সমূহে তাদের চলাফেরা তোমাদেরকে যেন কোন ধোঁকায় না ফেলে।

৫. এদের পূর্বে নূহের জাতিও অমান্য করেছে। আর তার পর আরো অধিক জন-সমাজও এ কাজ করেছে। প্রত্যেক জাতিই তাদের রসূলের উপর হামলা চালিয়েছে, যেন তাকে গ্রেফতার করতে পারে। তারা সকলেই বাতিলের হাতিয়ার সমূহের দ্বারা সত্য দ্বীনকে নীচ দেখাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি। পরে দেখ, আমার শাস্তি কত শক্ত ছিল।

৬. এমনি ভাবে তোমার আল্লাহর এই ফয়সালাও সেই সব লোকের উপর কার্যকর হয়েছে, যারা কুফরী করেছে। তারা জাহান্নামগামী হবে।

৭. আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতা, আর যারা চারপার্শ্বে উপস্থিত থাকে, সকলেই তাদের আল্লাহর হামদ্ সহকারে তসবীহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানদারদের জন্যে মাগফেরাতের দো'আ করছে।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا

(তারা বলে)হে আমাদের রব | তুমি পরিব্যপ্ত করেছ | প্রত্যেক | জিনিস | অনুগ্রহে | ও | জ্ঞানে

فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَ اتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَ قِهِمْ

তাই মাফ কর | (তাদের)কে যারা | তওবা করে | ও | অনুসরণ করে | তোমার পথ | এবং | তাদেরকে বাঁচাও

عَذَابَ الْجَحِيْمِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا وَ اَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ

শাস্তি(হতে) | দোযখের | হে আমাদের রব | এবং | তাদের প্রবেশ করাও | জান্নাতসমূহে | চিরস্থায়ী

الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ

যা | তুমি ওয়াদা করেছো | তাদের | এবং | যারা | সৎকর্ম করেছে | মধ্যহতে | তাদের পিতৃ পুরুষদের | ও | তাদের পতি-পত্নীদের | ও

ذُرِّيّٰتِهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٨﴾ وَ قِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ

তাদেরবংশধরদের | তুমি নিশ্চয় | তুমিই | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | এবং | বাঁচাও তাদেরকে | (সব) খারাবী (হতে)

وَ مَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ

এবং | যাকে | বাঁচাবে | (সব) খারাবী (হতে) | সেদিন | তাহলে নিশ্চয় | তাকে অনুগ্রহ করবে | এবং | এটা | সেই

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿٩﴾

সাফল্য | বিরাট

তারা বলেঃ "হে আমাদের রব , তুমি তোমার রহমত ও ইলম দ্বারা সকল জিনিসকে গ্রাস করে রেখেছ। অতএব ক্ষমা করে দাও এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও সেই লোকদেরকে, যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথ অবলম্বন করেছে।

৮. হে আমাদের রব ! আর তাদেরকে দাখিল কর চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে, তুমি তাদের নিকট যার ওয়াদা করেছ। আর তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক হবে (তাদেরকেও সেখানে তাদের সংগেই পৌছে দাও)। তুমি নিঃসন্দেহে নিরংকুশ শক্তিমান ও মহাবিজ্ঞানী।

৯. এবং তাদেরকে বাঁচাও যাবতীয় অন্যায় ও খারাবী হতে। তুমি যাকে কেয়ামতের দিন যাবতীয় খারাবী হতে বাঁচিয়ে দিলে, তুমিই তার উপর রহম করলে। বস্তুতঃ ইহাই বড় সফলতা"।

আরবী	অর্থ
إِنَّ	নিশ্চয়
الَّذِينَ	যারা
كَفَرُوا	কুফরী করেছে
يُنَادَوْنَ	তাদের ডেকে বলা হবে
لَمَقْتُ	ক্রোধ অবশ্যই (ছিল)
اللَّهِ	আল্লাহর
أَكْبَرُ	অধিকতর (সেদিন)
مِن	চেয়ে
مَّقْتِكُمْ	তোমাদের(আজকের) ক্রোধের
أَنفُسَكُمْ	তোমাদের নিজেদের (উপর)
إِذْ	যখন
تُدْعَوْنَ	তোমাদের ডাকা হতো
إِلَى	দিকে
الْإِيمَانِ	ঈমানের
فَتَكْفُرُونَ ⑩	তোমরা তখন অস্বীকার করতে
قَالُوا	তারা বলবে
رَبَّنَا	হে আমাদের রব
أَمَتَّنَا	আমাদেরকে তুমি মৃত্যু দিয়েছ
اثْنَتَيْنِ	দুবার
وَ	ও
أَحْيَيْتَنَا	আমাদেরকে তুমি জীবন দিয়েছ
اثْنَتَيْنِ	দুবার
فَاعْتَرَفْنَا	আমারা স্বীকার করছি এখন
بِذُنُوبِنَا	আমাদের গুনাহ সমূহকে
فَهَلْ	কি এখন (আছে)
إِلَىٰ	দিকে
خُرُوجٍ	বের হওয়ার (মুক্তির)
مِّن	কোন
سَبِيلٍ ⑪	রাস্তা
ذَٰلِكُم	(বলাহবে) তোমাদের এ (অবস্থা)
بِأَنَّهُ	একারণে যে
إِذَا	যখন
دُعِيَ	ডাকা হতো
اللَّهُ	আল্লাহর (দিকে)
وَحْدَهُ	তাঁরএকত্বের (প্রতি)
كَفَرْتُمْ	তোমরা অস্বীকার করতে
وَإِن	এবং যদি
يُشْرَكْ	শরীক করা হতো
بِهِ	তার সাথে (অন্যকাউকে)
تُؤْمِنُوا	তোমরা ঈমান আনতে
فَالْحُكْمُ	ফয়সালা বস্তুতঃ
لِلَّهِ	আল্লাহর এখতিয়ারে
الْعَلِيِّ	(যিনি) সর্বোচ্চ
الْكَبِيرِ ⑫	মহান

রুকুঃ২

১০. যেসব লোক কুফরী করেছে, কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে বলা হবেঃ" আজ তোমাদের নিজেদেরই উপর তোমাদের যতখানি কঠিন ক্রোধের উদ্রেক হয়, আল্লাহ তখন তার চাইতেও অধিক ক্রুদ্ধ হতেন যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে ডাকা হত আর তোমরা অস্বীকার করতে থাকতে"।

১১. তারা বলবে, "হে আমাদের রব , তুমি নিশ্চয় আমাদেরকে দুবার মৃত্যু ও দুবার জীবন দান করেছ[১]। এখন আমরা আমাদের অপরাধসমূহ স্বীকার করে নিচ্ছি । এখন এখান হতে বের হবার কোন পথ আছে কি?"

১২. (জবাব দেয়া হবে,) "তোমরা যে অবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছ, তার কারণ এই যে, যখন তোমাদেরকে এক আল্লাহর দিকেই ডাকা হচ্ছিল, তখন তোমরা তা মেনে নিতে অস্বীকার করছিলে। আর যখন তাঁর সাথে অন্যদের যোগ করা হতো, তখন তোমরা মেনে নিয়েছিলে। এখন চূড়ান্ত ফয়সালা তো মহান স্রষ্টা আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ"?

১. দু'বার মৃত্যু ও দু'বার জীবন বলতে সেই জিনিস বুঝানো হয়েছে যার উল্লেখ সূরা বাকারার ২৮নং আয়াতে করা হয়েছে।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ط

রিয্ক আকাশ হতে তোমাদের জন্যে প্রেরণ করেন ও নিদর্শনাবলী তার তোমাদের দেখান যিনি তিনিই (আল্লাহ্)

وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ﴿١٣﴾ فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ

একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহকে সুতরাং তোমরা ডাক মনোনিবেশ করে (আল্লাহর দিকে) যে এব্যতীত শিক্ষাগ্রহণ করে না এবং

لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ

মর্যাদাসমূহের (অধিকারী) সমুচ্চ কাফেররা অপছন্দ করে যদিও এবং আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে) তাঁরই জন্যে

ذُو الْعَرْشِ ج يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ

মধ্য হতে ইচ্ছে করেন যাকে উপর তার নির্দেশে রূহকে (অর্থাৎ ওহী) প্রেরণ করেন আরশের মালিক

عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ

আবরণ শূন্য হবে তারা সেদিন সাক্ষাতের দিন (সম্পর্কে) যেন সতর্ক করে তাঁর বান্দাদের

لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ط لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ط

আজ কর্তৃত্ব (জিজ্ঞাসা করা হবে) কার কোন কিছুই তাদের মধ্যে হতে আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না

---

১৩. তিনিই তোমাদেরকে নিজের নিদর্শনসমূহ দেখিয়ে থাকেন এবং আসমান হতে তোমাদের জন্যে রিযক নাযিল করেন[২]। কিন্তু (এসব নিদর্শনাদি দেখে) শিক্ষা কেবল সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে, যে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে।

১৪. (অতএব হে মনোনিবেশকারীরা) আল্লাহকেই ডাক, নিজেদের দ্বীনকে কেবল তাঁরই জন্যে খাঁটী ভাবে নির্দিষ্ট করে– তোমাদের এই কাজ কাফেরদের পক্ষে যতই দুঃসহ হোক না কেন।

১৫. তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশালী, আরশের মালিক। তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে যার প্রতি ইচ্ছা করেন নিজের নির্দেশে 'রূহ' বা ওহী নাযিল করে দেন, যেন সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সাবধান করে দেয়।

১৬. সেই দিন যখন সকল মানুষ আবরণ শূন্য হবে, আল্লাহর নিকট তাদের কোন কথাই গোপন থাকবে না, (সেই দিন ডেকে জিজ্ঞাসা করা হবেঃ) "আজ বাদশাহী– একচ্ছত্র আধিপত্য কার?"

---

২. অর্থাৎ বারি বর্ষণ করেন যা জীবিকার উপায় স্বরূপ; উষ্ণতা ও শীতলতা নাযিল করেন, জীবিকার উৎপাদনে যা খুবই কার্যকর।

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا

(সবাই বলবে) আল্লাহরই | (যিনি) একও একক | সর্বজয়ী | (বলাহবে) আজ | প্রতিফল দেওয়া হবে | প্রত্যেক | ব্যক্তিকে | ঐ বিষয়ের যা

كَسَبَتْ ۭ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

সে অর্জন করেছে | নাই | যুলুম | আজ | নিশ্চয় | আল্লাহ | তৎপর | হিসাব গ্রহণে

وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ

এবং (হেনবী | তাদেরকে সতর্ক কর | সেই দিন (সম্পর্কে) | (যা) আসন্ন | যখন | অন্তর সমূহ (কলিজা সমূহ) | নিকট (আসবে) | কণ্ঠসমূহের

كٰظِمِيْنَ ۬ؕ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ

দুঃখ ভারাক্রান্ত হবে | না | যালিমদের জন্যে (থাকবে) | কোন | বন্ধু | আর | না | কোন সুপারিশকারী

يُّطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ ﴿١٩﴾

মেনে নেওয়া হবে(যার কথা) | (আল্লাহ) জানেন | খিয়ানত | চক্ষুসমূহের (অর্থাৎ চোখের চুরিও) | এবং | যা | গোপন করে রাখে | বক্ষসমূহ

وَاللّٰهُ يَقْضِىْ بِالْحَقِّ ۭ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ

আল্লাহ এবং | ফয়সালা করবেন | সঠিকভাবে | এবং | যাদেরকে | তারা ডাকে | ছাড়া | তাঁকে

لَا يَقْضُوْنَ بِشَىْءٍ ۭ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٢٠﴾

না | ফয়সালা করবে তারা | কোন কিছুরই | নিশ্চয় | আল্লাহ | তিনিই | সবকিছু শুনেন | সবকিছুই দেখেন

(সমগ্র সৃষ্টি লোক বলে উঠবে "একক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর")।

১৭. (বলা হবেঃ) আজ প্রত্যেকটি প্রাণীকেই তার উপার্জনের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো উপর যুলম করা হবে না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহ খুবই ক্ষীপ্র।

১৮. হে নবী, ভয় দেখাও এই লোকদেরকে সেই দিন সম্পর্কে, যা নিকটে পৌছেছে, যখন কলিজা মুখের নিকট এসে যাবে, আর লোকেরা চুপচাপ দুঃখ হজম করে দাঁড়িয়ে থাকবে। যালেমদের কেউ দরদী বন্ধু হবে না, না এমন কোন শাফায়াতকারী, যার কথা মেনে নেয়া হবে।

১৯. আল্লাহ চোখের চুরিকেও জানেন, আর সেই গোপন কথাও জানেন, যা বক্ষদেশ লুকিয়ে রেখেছে।

২০. আল্লাহ নিরপেক্ষ ও যথাযথ ফয়সালা করবেন। আর (এই মোশরেকরা)আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে, উহারা তো কোন জিনিসেরই ফয়সালা করবে না। বস্তুতঃ আল্লাহই সবকিছু শোনেন এবং দেখেন।

أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

পরিণাম ছিল কেমন তাহলে তারা দেখতে পেত পৃথিবীর মধ্যে তারা ভ্রমণ করে নাই কি

الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ

ও শক্তিতে এদেরচেয়েও প্রবলতর তারা ছিল তাদেরপূর্বে ছিল (তাদের) যারা

آثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَمَا كَانَ

ছিল না এবং তাদেরগোনাহসমূহের কারণে আল্লাহ তাদেরকে অতঃপর পাকড়াও করলেন পৃথিবীর মধ্যে কীর্তিসমূহে

لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ

তাদের কাছে আসত একারণে যে তারা এটা রক্ষাকারী কোন আল্লাহ হতে তাদের জন্যে

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّهُ قَوِيٌّ

শক্তিশালী তিনি নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরকে ধরলেন তখন তারা কিন্তু অস্বীকার করত নিদর্শনাবলীসহ তাদের রসূলরা

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾

দন্ডদানে কঠোর

রুকুঃ৩

২১. এই লোকেরা কখনো যমীনে চলাফেরা করেনি কি? তাহলে তারা তাদের পূর্বাগামী লোকদের পরিণাম দেখতে পেত। তারা তো এদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল এবং এদের অপেক্ষা অনেক বেশী ও বিরাট নিদর্শনাদি যমীনের বুকে রেখে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তাদের গুনাহের কারনে তাদেরকে পাকড়াও করলেন ; আল্লাহ হতে তাদেরকে বাঁচাবার কেউ ছিল না।

২২.তাদের এ পরিণাম হল এ জন্যে যে, তাদের রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট-প্রমাণাদি[৩] নিয়ে এসেছেন, অতঃপর তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করলেন। নিশ্চয় তিনি বড় শক্তিধর এবং শাস্তিদানে বড় কঠোর।

---

৩. বাইইনাত. بَيِّنَاتْ বলতে তিনটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে, প্রথমে- এরূপ স্পষ্ট প্রকট নিদর্শন ও চিহ্নসমূহ যা আল্লাহর পক্ষথেকে তাঁর রসূল হিসেবে সাক্ষ দান করে। দ্বিতীয়- এরূপ উজ্জ্বল দলীল সমূহ যা তার উপস্থাপিত. শিক্ষার সত্য হওয়া সম্পর্কে প্রমাণ দান করে। তৃতীয়- জীবনের সমস্যা ও ব্যাপারগুলো সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট হেদায়াত দেখে প্রতিটি সুস্থ্য-বুদ্ধির মানুষ বলতে পারে যে এরূপ নির্মল নিস্কলুষ শিক্ষা দান কোন মিথ্যাচারী স্বার্থপর মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে না।

২৩-২৪. আমরা মূসাকে ফেরাউন ও হামান এবং কারুনের প্রতি নিদর্শনসমূহ ও সুস্পষ্ট নিয়োগ-পত্র সহকারে পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা বলল " যাদুকর, মিথ্যাবাদী"।

২৫. পরে সে যখন আমাদের তরফ হতে প্রকৃত সত্য তাদের সামনে নিয়ে আসল তখন তারা বলল "যারা ঈমান এনে তাদের সাথে শামিল হয়েছে তাদের সকলের পুত্র-সন্তানকে হত্যা কর, এবং মেয়ে-সন্তানকে জীবন্ত রাখ"। কিন্তু কাফেরদের গৃহীত কর্ম-কৌশল নিষ্ফল হয়ে গেল। একদিন ফেরাউন তার দরবারের লোকদেরকে বলল:

২৬. "আমাকে ছাড়, আমি এই মূসাকে হত্যা করে ফেলি, সে তার রবকে ডেকে দেখুক। আমার আশংকা হয়, এ লোক তোমাদের দ্বীনকে বদলে ফেলবে কিংবা দেশে বিপর্যয় ডেকে আনবে"।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ

বলল এবং | মূসা | নিশ্চয় আমি | আমি আশ্রয় চাই | আমার রবের | ও | তোমাদের রবের(কাছে) | হতে | প্রত্যেক | অহংকারী ব্যক্তি

لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ

(যে) না | বিশ্বাস করে | দিনে | বিচারের | এবং | বলল | একব্যক্তি | মু'মিন

مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن

মধ্যেহতে | অনুসারী লোকদের | ফিরআউনের | যে লুকিয়ে রেখেছিল | তার ঈমান | তোমরা হত্যা করবে কি | এক ব্যক্তিকে | (এ কারনে) যে

يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ

সে বলে | আমার রব | আল্লাহ | অথচ | নিশ্চয় | তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছে | সুস্পষ্টপ্রমাণাদিকে | তোমাদের রবের পক্ষহতে

وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا

এবং | যদি | সে হয় | মিথ্যাবাদী | তার উপর তবে (বর্তিবে) | তারমিথ্যা | কিন্তু | যদি | সে হয় | সত্যবাদী

يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ

তোমাদের উপর আপতিত হবে | (তার) কিছু | যা | সে ভয় দেখাচ্ছে | তোমাদেরকে | নিশ্চয় | আল্লাহ | না | পথ দেখান | (এমন) কাউকে

هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

যে | সীমালংঘনকারী | বড় মিথ্যাবাদী

২৭.মূসা বলল "আমি তো পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না এমন প্রত্যেক অহংকারীর মুকাবেলায় আমার রব ও তোমাদের রবের পানাহ গ্রহণ করেছি"।

রুকুঃ৪

২৮. এই সময় ফেরাউনের লোকজনের মধ্যে হতে এক মু'মেন ব্যক্তি –যে তার ঈমান লুকিয়ে রেখেছিল– বলে উঠল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে শুধু এই কারণে হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ? অথচ সে তোমাদের রবের তরফ হতে তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার মিথ্যা স্বয়ং তার উপরই ফিরে আপতিত হবে। কিন্তু সে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে, তাহলে যে ভয়াবহ পরিণতির ভয় সে তোমাদেরকে দেখাচ্ছে, তার কিছু অংশতো তোমাদের উপর অবশ্যই আপতিত হবে। আল্লাহ এমন কোন ব্যক্তিকে হেদায়াত করেন না, যে সীমালঘংনকারী ও মিথ্যাবাদী।

يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِى
হে আমার জাতি | তোমাদেরই | কর্তৃত্ব | আজ | তোমরা বিজয়ী | মধ্যে

الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْۢ بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ
দেশের | কে কিন্তু | আমাদেরকে সাহায্য করবে | হতে | শাস্তি | আল্লাহর | যদি

جَآءَنَا ط قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَ مَآ
আমাদের উপর (তা) আসে | বলল | ফিরআউন | না | তোমাদেরকে (পথ) দেখাচ্ছি | এ ব্যতীত | যা | আমি দেখছি | আর | না

اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾ وَ قَالَ الَّذِىْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ
আমি তোমাদেরকে পরিচালনা করছি | এ ব্যতীত | পথে | সত্য সঠিক | এবং | বলল | যে | ঈমান এনেছিল | হে আমার জাতি

اِنِّىْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَاْبِ
নিশ্চয় আমি | আমি ভয় করছি | তোমাদের উপর | অনুরূপ | (শাস্তির) দিনের | (অতীতের দল বা) জাতিসমূহের | অনুরূপ | কর্মপন্থা

قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط وَ مَا
জাতির | নূহের | ও আদের | ও সামূদের | এবং | যারা (ছিল) | পরে | তাদের | এবং | না

اللّٰهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَ يٰقَوْمِ اِنِّىْٓ اَخَافُ
আল্লাহ | চান | যুলুম | বান্দাদের জন্যে | এবং | হে আমার জাতি | নিশ্চয় আমি | আমি ভয় করছি

---

২৯. হে আমার জাতির জনগণ। আজ তোমরাই বাদশাহী ও কর্তৃত্বের অধিকারী, যমীনে তোমরাই বিজয়ী প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আল্লাহর আযাব যদি আমাদের উপর এসে পড়েই, তখন কে আছে এমন যে আমাদের সাহায্য করবে? ফেরাউন বলল আমি তো তোমাদেরকে সেই মতই দিব যা আমার দৃষ্টিতে সমীচীন, আর আমি সেই পথই তোমাদেরকে দেখাব যা সত্য ও সঠিক।

৩০. যে ব্যক্তি ঈমান এনেছে, সে বললঃ হে আমার জাতির লোকেরা! আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের উপর যেন সেই দিনটি না আসে যা ইতোপূর্বে বহু জনসমাজের উপর এসেছে;

৩১. যেমন দিন এসেছিল নূহের জাতি, আ'দ, সামূদ ও তাদের পরবর্তী জাতিসমূহের উপর। আর সত্য কথা এই যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর যুলম করার কোন ইচ্ছা পোষণ করেন না।

৩২. হে জাতি! আমি ভয় করছি,

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ۚ مَا لَكُم مِّنَ

তোমাদের উপর দিনের আর্তনাদের যেদিন তোমরা পালাবে পিঠ ফিরিয়ে না তোমাদের জন্যে (থাকবে) হতে

اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

আল্লাহ কোন রক্ষাকারী এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ তখন নাই তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ

নিশ্চয় এবং কাছে এসেছিল তোমাদের ইউসুফ পূর্বে ইতি সুস্পষ্ট প্রমাণাদীসহ তোমরা ছিলে কিন্তু সর্বদা

فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن

মধ্যে সন্দেহের ঐবিষয়ে যা তোমাদের কাছে এনেছিল সেসম্পর্কে শেষপর্যন্ত যখন সে মারা গেল তোমরা বলেছিলে কক্ষণ না

يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

প্রেরণ করবেন আল্লাহ পরে তার কোন রসূল এরূপে বিভ্রান্ত করেন আল্লাহ

مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

তাকে যে সীমালংঘনকারী সন্দেহকারী

তোমাদের উপর যেন চীৎকার ও কান্না-কাটির দিন না এসে পড়ে,

৩৩. যখন তোমরা একজন অপর লোকদেরকে ডাকবে, আর পালিয়ে থাকতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তখন আল্লাহ হতে বাঁচাবার কেউ হবে না। সত্য কথা এই যে, আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করে দেন তাকে পথ দেখাবার কেউ থাকে না।

৩৪. ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তোমরা তার নিয়ে আসা শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যেই পড়ে থাকলে। পরে যখন তার ইন্তেকাল হয়ে গেল, তখন তোমরা বললে, এখন তার পর আল্লাহ কখনোই কোন রসূল পাঠাবেন না– এমনি ভাবে [৪] আল্লাহ সেই সব লোককেই গোমরাহীর মধ্যে ফেলে দেন যারা সীমালংঘন করে যায়, যারা সন্দেহপ্রবণ লোক হয়ে থাকে,

---

৪. বাহ্যত: মনে হয় পরবর্তী কয়েকটি বাক্যাংশ আল্লাহতা'আলা ফেরাউন বংশীয় মু'মিনের উক্তির উপর বৃদ্ধি করে ও ব্যাখ্যা স্বরূপ বলেছেন।

আরবী	অর্থ
الَّذِيْنَ	যারা
يُجَادِلُوْنَ	ঝগড়া করে
فِيْٓ	ক্ষেত্রে
اٰيٰتِ	নিদর্শনাবলীর
اللّٰهِ	আল্লাহর
بِغَيْرِ	ব্যতীত
سُلْطٰنٍ	কোন প্রমাণ (যা)
اَتٰىهُمْ ؕ	তাদের কাছে এসেছে
كَبُرَ	অতিশয় হয়েছে
مَقْتًا	ঘৃণা
عِنْدَ	কাছে
اللّٰهِ	আল্লাহর
وَ	ও
عِنْدَ	কাছে
الَّذِيْنَ	(তাদের) যারা
اٰمَنُوْا ؕ	ঈমান এনেছে
كَذٰلِكَ	এরূপে
يَطْبَعُ	মোহর মেরে দেন
اللّٰهُ	আল্লাহ্
عَلٰى	উপর
كُلِّ	প্রত্যেক
قَلْبِ	অন্তরের (উপর)
مُتَكَبِّرٍ	(যা) অহংকারী
جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾	স্বৈরাচারী
وَ	এবং
قَالَ	বলল
فِرْعَوْنُ	ফিরআউন
يٰهَامٰنُ	হে হামান
ابْنِ	নির্মাণ কর
لِيْ	আমার জন্যে
صَرْحًا	সুউচ্চ প্রাসাদ
لَّعَلِّيْٓ	যাতে
اَبْلُغُ	পৌঁছি আমি
الْاَسْبَابَ ﴿٣٦﴾	পথসমূহে
اَسْبَابَ	পথ সমূহ
السَّمٰوٰتِ	আকাশ মণ্ডলির
فَاَطَّلِعَ	আমি অতঃপর আরোহন করি
اِلٰٓى	কাছে
اِلٰهِ	ইলাহর
مُوْسٰى	মূসার
وَ	এবং
اِنِّيْ	আমি নিশ্চয়
لَاَظُنُّهٗ	আমি অবশ্যই তাকে মনে করি
كَاذِبًا ؕ	মিথ্যাবাদী
وَ	এবং
كَذٰلِكَ	এরূপে
زُيِّنَ	চাকচিক্যময় করা হয়েছিল
لِفِرْعَوْنَ	ফিরআউনের জন্যে
سُوْٓءُ	খারাব
عَمَلِهٖ	তার কাজ কর্ম
وَ	ও
صُدَّ	বিরত রাখা হয়েছিলতাকে
عَنِ	হতে
السَّبِيْلِ ؕ	(সঠিক) পথ

৩৫.এবং যারা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ঝগড়া করে– তাদের নিকট কোন সনদ বা প্রমাণ না আসা সত্ত্বেও। এই নীতি ও আচরণ আল্লাহ এবং ঈমানদার লোকদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য। এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বৈরাচারীর দিলের উপর মোহর মেরে দেন।

৩৬. ফেরাউন বললঃ " হে হামান, আমার জন্যে একটি উচ্চ ইমারত বানাও, যেন আমি পথসমূহ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি–

৩৭. আকাশ মন্ডলের পথসমূহ পর্যন্ত এবং মূসার ইলাহকে চোখ দিয়ে দেখতে পারি। আমাকে তো এই মূসা মিথ্যাবাদীই মনে হয়" – এই ভাবে ফেরাউনের জন্যে তার বদ-আমল চাকচিক্যময় বানিয়ে দেয়া হল এবং তাকে সঠিক পথ হতে বিরত রাখা হল,

وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ الَّذِي

এবং না কায়দা-কৌশল (কাজে লাগাল) ফিরআউনের এব্যতীত মধ্যে ধ্বংসের (পতিতহল) এবং বলল যে

آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٣٨﴾ يَا قَوْمِ إِنَّمَا

ঈমান এনেছিল হে আমার জাতি আমাকে তোমরা অনুসরণ কর তোমাদেরকে আমি পরিচালিত করব পথে সঠিক হে আমার জাতি মূলত

هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

এই জীবন দুনিয়ার উপভোগের বস্তু (অস্থায়ী) আর নিশ্চয় আখিরাত তা ঘর (স্থায়ী)

الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا

অবস্থানের যে কাজ করবে মন্দ অতঃপর না প্রতিফল দেওয়া হবে এব্যতীত তার সমান

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

আর যে কাজ করবে নেকীর মধ্যেকার পুরুষের বা স্ত্রীলোকের যখন সে মু'মিনও

فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

অতঃপর ঐ সবলোক প্রবেশ করবে জান্নাতে তাদের রিযক দেওয়া হবে তার মধ্যে ছাড়াই

حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

কোনোহিসাব

ফেরাউনের সমস্ত চালবাজী (তার নিজের)ধ্বংসের আয়োজনেই ব্যয়িত হল।

রুকুঃ৫

৩৮. সেই যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল, বলল হে আমার জাতির লোকেরা! আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ নির্দেশ করছি।

৩৯. হে জাতি! এই দুনিয়ার জীবন তো কয়েক দিনের মাত্র। চিরকাল অবস্থান করার স্থান তো হল পরকাল।

৪০. যে লোক অন্যায় করবে, তাকে ততখানিই প্রতিফল দেয়া হবে যতখানি অন্যায় সে করেছে। আর যে লোক নেক আমল করবে সে পুরুষই হোক কিংবা স্ত্রীলোক, - যদি সে মু'মেন হয়-. এরূপ সব মানুষই জান্নাতে দাখিল হবে। সেখানে তাদেরকে বে-হিসেব রিযক দেয়া হবে।

وَ يٰقَوْمِ مَا لِيْٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَ

এবং (সে বলল) | হে আমার জাতি | আমার সাথে (এটা) কেমন আচরণ | তোমাদের ডাকছি আমি | দিকে | পরিত্রাণের | অথচ

تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَى النَّارِ ﴿٤١﴾ تَدْعُوْنَنِيْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَ

আমাকে তোমরা ডাকছ | দিকে | জাহান্নামের | আমাকে তোমরা ডাকছ | যেন আমি অস্বীকার করি | আল্লাহকে | ও

اُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِيْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّ اَنَا اَدْعُوْكُمْ اِلَى

শরীক করি (যেন) আমি | যা তার সাথে | নাই | আমার কাছে | সে সম্পর্কে | কোন জ্ঞান | এবং | আমি | তোমাদেরকে ডাকছি | দিকে

الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ﴿٤٢﴾ لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ

পরাক্রমশালীর | (যিনি) বড়ক্ষমাশীলও | নাই | কোন সন্দেহ | মূলত | আমাকে তোমরা ডাকছ | যার দিকে

لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْاٰخِرَةِ وَ اَنَّ

নাই | তার জন্যে | কোন আহবান | মধ্যে | দুনিয়ার | আর না | মধ্যে | আখেরাতে | এবং | (এও) যে

مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَ اَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ﴿٤٣﴾

আমাদের প্রত্যাবর্তনহবে | দিকে | আল্লাহর | (এও সত্য) এবং যে | সীমালংঘনকারীরা | তারাই | অধিবাসী | দোজখের

৪১. হে জাতি! এ কেমন ব্যাপার। আমি তো তোমাদেরকে পরিত্রাণের দিকে আহবান করছি, আর তোমরা আমাকে ডাকছ জাহান্নামের দিকে।

৪২. তোমরা আমাকে এই কথার দাওআত দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সাথে সেই সব সত্ত্বাকে শরীক বানাই, যাদেরকে আমি জানি না [৫]। অথচ আমি তোমাদেরকে সেই বিরাট মহান অতিশয় ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকছি।

৪৩. না, সত্য ইহাই। এর বিপরীত হতে পারে না। যাদের দিকে তোমরা আমাকে ডাকছ তাদের জন্যে না দুনিয়ার কোন দাওআত আছে না পরকালের[৬]। আর আমাদের সকলকেই ফিরতে হবে আল্লাহরই দিকে । আর সীমালংঘনকারী লোকেরা জাহান্নামগামী হবে।

৫. অর্থাৎ আমার জ্ঞানে আমি জানিনা যে আল্লাহর সাথে তাদের কোন অংশ আছে ।

৬. এই বাক্যাংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারেঃ ১. না দুনিয়াতে না পরকালে তাদের হক আছে যে তাদের দর রুবুবিয়াত স্বীকার করার জন্যে আল্লাহর সৃষ্টিকে দাওআত দেয়া যেতে পারে। ২. লোকে তো তাদেরকে কে জবরদস্তি আল্লাহ বানিয়েছে নচেৎ তারা নিজেরা দুনিয়াতেও রুবুবিয়াতের দাবীদার নয় এবং আখেরাতেও তারা এ দাবী নিয়ে উঠবে না- যে আমরাও তো রুবুবিয়াতে অংশীদার ছিলাম, তোমরা কেন আমাদেরকে ৩. মান্য কর নি? ৩. তাদের কাছে প্রার্থনা করার কোন ফল না এই দুনিয়াতে আছে আর না পরকালে আছে; কেননা তারা একেবারেই ক্ষমতাহীন এবং তাদেরকে ডাকা সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল।

فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ

তোমরা অতঃপর শীঘ্রই স্মরণ করবে — যা — আমিবলছি — তোমাদেরকে — এবং — সোপর্দ করছি আমি — আমার ব্যাপারে — কাছে — আল্লাহর

اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا

নিশ্চয় — আল্লাহ — সাবিশেষ দৃষ্টিবান — বান্দাদের উপর — অতঃপর তাকে বাঁচালেন — আল্লাহ — অনিষ্টসমূহ হতে — যা

مَكَرُوْا وَ حَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ ۚ

তারা চক্রান্ত করেছিল — এবং — পরিবেষ্টন করল — অনুসারী লোকদেরকে — ফিরআউনের — কঠিন — শাস্তিতে

اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ۚ وَ يَوْمَ تَقُوْمُ

(দোজখের) আগুন — তাদের পেশ করা হয় — তার উপর — সকালে — ও — সন্ধ্যায় — এবং — যে দিন — সংঘটিত হবে

السَّاعَةُ ۫ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾

কিয়ামত — (তখন বলাহবে) প্রবেশ করাও — অনুসারী লোকদেরকে — ফিরআউনের — কঠিনতর — আযাবে

---

৪৪. আজ আমি যা কিছু বলছি, অতি শীঘ্র সেই সময় আসবে যখন তোমরা তা স্মরণ করবে। আমার নিজের ব্যাপার আমি আল্লাহ উপর সোপর্দ করছি। তিনি তাঁর বান্দাদের উপর নেগাহবান।

৪৫. শেষ পর্যন্ত সেই লোকেরা এই মু'মেন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেসব নিকৃষ্টতম কৌশল ও ষড়যন্ত্র চালাল আল্লাহ সে সব হতে সে ব্যক্তিকে বাঁচালেন [৭]। আর ফেরাউনের সংগী-সাথীরা নিকৃষ্টতম আযাবের আওতায় পড়ে গেল।

৪৬. দোযখের আগুন, উহার উপর সকাল ও সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত এসে দাঁড়াবে, তখন হুকুম হবে যে, ফেরাউনী দল-বলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ কর।

---

৭. এর দ্বারা বুঝা যায়, এ ব্যক্তি ফেরাউনের রাজত্বে এরূপ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে পূর্ণ দরবারের মধ্যে ফেরাউনের মুখোমুখী এ সত্য বলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রকাশ্যে শাস্তি দেবার সাহস করা যায়নি। সে কারণে তাঁকে হত্যা করার জন্যে ফেরাউন ও তার সহযোগীদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহতা'আলা সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

শব্দ-৭/১৭---

وَ إِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَٰٓؤُا لِلَّذِينَ

এবং (ভেবেদেখ) | যখন | তারা পরস্পরেঝগড়া করবে | মধ্যে | দোযখের | বলবে তখন | দুর্বলেরা | (তাদের) কে যারা

اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ

অহংকার করে (বড়বনে) ছিল | নিশ্চয় আমরা | ছিলাম | তোমাদের | অনুগামী | কি এখন | তোমরা | কাজে আসবে

عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا

আমাদের জন্যে | কিছু অংশ (কমাতে) | হতে | (দোযখের) আগুনের | বলবে | যারা | অহংকার করে (বড়বনে) ছিল | নিশ্চয় আমরা

كُلٌّ فِيهَآ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾ وَ قَالَ

সবাই | তার মধ্যে (একইঅবস্থায়) | নিশ্চয় | আল্লাহ | নিশ্চয় | ফয়সালাকরে দিয়েছেন | মাঝে | বান্দাদের | এবং | বলবে

الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ

যারা | মধ্যে (থাকবে) | (দোজখের) আগুনের | রক্ষীদেরকে | জাহান্নামের | তোমরা প্রার্থনা কর | তোমাদের রবের কাছে | হ্রাস করেন (যেন)

عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ قَالُوٓا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ

আমাদের থেকে | একদিন | হতে | আযাব | তারা বলবে | না কি | তোমাদের কাছে আসত

رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَٰتِ ط قَالُوا بَلَىٰ ط قَالُوا فَادْعُوا ج

তোমাদেররসূলগণ | সুস্পষ্ট প্রমানাদীসহ | (দোজখীরা) বলবে | হ্যাঁ | (রক্ষীরা) বলবে | তোমরাই প্রার্থনা কর তাহলে

৪৭.অতঃপর– একটু ভেবে দেখ সেই সময়ের কথা,যখন এরা দোযখে পরস্পরের সাথে ঝগড়া করতে থাকবে। দুনিয়ায় যারা দুর্বল ছিল তারা যারা বড় বনেছিল তাহাদেরকে বলবেঃ "আমরা তো তোমাদের অধীন ছিলাম। তাই এখন কি তোমরা জাহান্নামের আযাব হতে কিছু পরিমাণেও আমাদেরকে রক্ষা করতে পারবে?"

৪৮. সেই বড় বনে থাকা লোকেরা জবাব দিবে ' আমরা সকলেই এখানে একইরূপ অবস্থার সম্মুখীন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে ফয়সালা করে দিয়েছেন!"

৪৯. পরে এই জাহান্নামে পড়ে থাকা লোক দোযখের কর্মকর্তাদেরকে বলবে ঃ" তোমাদের রবের নিকট দো'আ কর, তিনি যেন আমাদের এই আযাব মাত্র একটি দিন হ্রাস করে দেন"।

৫০. তার জিজ্ঞাসা করবে " তোমাদের নিকট তোমাদের নবী-রসূলগণ কি অকাট্য সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেন নি?" তারা বলবেঃ "হ্যাঁ। জাহান্নামের কর্ম-কর্তারা বলবেঃ "তাহলে তোমরাই দো'আ কর

وَ مَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿٥٠﴾ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ

এবং প্রার্থনা নয় কাফেরদের এব্যতীত মধ্যে ব্যর্থতার নিশ্চয় আমরা অবশ্যই সাহায্য করব আমাদের রসূলদেরকে এবং

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْاَشْهَادُ ﴿٥١﴾

যারা ঈমান এনেছে (তাদেরকে) মধ্যে জীবনের দুনিয়ার এবং যেদিনে দন্ডায়মান হবে সাক্ষীরা

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظّٰلِمِيْنَ مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ

সেদিন না উপকার দিবে যালিমদের (জন্য) তাদের ওযর আপত্তি আর তাদের জন্যে রয়েছে অভিশাপ

وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ﴿٥٢﴾ وَ لَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى

এবং তাদের জন্যে নিকৃষ্ট আবাস (হবেজাহান্নাম) এবং নিশ্চয় আমরা দিয়েছি মূসাকে হেদায়াত

وَ اَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ﴿٥٣﴾ هُدًى وَّ

ও আমরা উত্তরাধীকারী করেছিলাম সন্তানদেরকে ইসরাঈলের কিতাবের হেদায়াত ও

ذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ﴿٥٤﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ

উপদেশ স্বরূপ সম্পন্নদের জন্যে বুদ্ধি-বিবেক সুতরাং সবর কর নিশ্চয় ওয়াদা আল্লাহর সত্য

আর কাফেরদের দো'আ ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক"।

রুকুঃ৬

৫১. নিশ্চয় জেনো, আমরা নবী-রসূলগণের ও ঈমানদার লোকদের সাহায্য এই দুনিয়ার জীবনেও অবশ্যই করে থাকি আর সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষী দন্ডায়মান হবে,

৫২. যখন যালেমদের ওজর-আপত্তি তাদেরকে কোন ফায়দাই দিবে না, তাদের উপর লানৎ বর্ষিত হবে এবং নিকৃষ্টতম স্থান তাদের ভাগে আসবে।

৫৩. আর দেখই না, আমরা মূসাকে পথ প্রদর্শন করেছি, আর বনী-ইসরাঈলকে এই কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছি,

৫৪. যা জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের জন্যে হেদায়াত ও নসীহতস্বরূপ ছিল।

৫৫. অতএব হে নবী, ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহর ওয়াদা সত্য-সঠিক।

وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَ

এবং ক্ষমা চাও তোমার গুনাহের জন্যে ও তসবিহ কর প্রশংসাসহ তোমার রবের সন্ধ্যাসমূহে ও

الْاِبْكَارِ ﴿٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ

সকালসমূহে নিশ্চয় যারা ঝগড়া করে আয়াতসমূহে আল্লাহর ব্যতীত

سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ

কোন দলীল তাদের কাছে (যা) এসেছে নাই মধ্যে তাদের অন্তরসমূহের এব্যতীত (বড়ত্বের) অহংকার (যাতে) না তারা

بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ﴿٥٦﴾

পৌছিবে সুতরাং পানা চাও আল্লাহর নিশ্চয় তিনি তিনিই সবকিছু শুনেন সব কিছু দেখেন

নিজের অপরাধের জন্যে ক্ষমা চাও[৮] এবং সকাল ও সন্ধ্যা তোমার রবের প্রশংসাসহকারে তাঁর তসবীহ্ করতে থাক।

৫৬. প্রকৃত অবস্থা এই যে, যে সব লোক তাদের নিকট আসা কোনরূপ সনদ ও দলীল ছাড়াই আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করছে তাদের দিলে অহংকার পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তারা যে বড়ত্বের অহংকার করে সে পর্যন্ত তারা কিছুতেই পৌছবে না। অতএব আল্লাহর পানাহ চাও, তিনি সব কিছুই দেখেন ও শোনেন।

---

৮. যে পূর্বাপর প্রসংগের মধ্যে এ কথা এরশাদ হয়েছে তা চিন্তা করলে পরিষ্কার বুঝা যায়– এখানে 'অপরাধ' অর্থ অধৈর্যের সেই ভাব যা কঠোর বিরোধিতার সেই পরিস্থিতিতে বিশেষতঃ নিজের সাথীদের উপর অবিরত নির্যাতন দেখে দেখে নবী করীমের হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছিল। তিনি চাচ্ছিলেন– সত্বর এমন কোন মোজেযা প্রকাশ করা হোক যার দ্বারা কাফেররা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অথবা আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে সত্বর এমন কথা প্রকাশ পাক যার ফলে বিরোধিতার এ তুফান স্তিমিত হয়ে যায়। এই ইচ্ছা নিজ স্থানে কোন পাপ বলে গণ্য হতে পারে না, যার জন্য অনুতাপ ও ক্ষমা ভিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু যে উচ্চ মর্যাদার দ্বারা আল্লাহতা'আলা নবীকে মহিমান্বিত করেছিলেন সে উচ্চ মর্যাদার পক্ষে যে মহান দৃঢ় সংকল্প শোভনীয় ছিল সেই অনুসারে এই সামান্যতম অধৈর্যও আল্লাহতা'আলার দৃষ্টিতে তাঁর মর্যাদার তুলনায় নিম্নতর গণ্য হয়েছে। এজন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে– এই দুর্বলতার জন্যে নিজ প্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করো এবং তোমার মত মহান মর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে যা শোভনীয় সেই ভাবে পাহাড়ের ন্যায় দৃঢ়তার সংগে স্ব-স্থানে প্রতিষ্ঠিত থাক।

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ

সৃষ্টি অবশ্যই আকাশ মন্ডলের ও পৃথিবীর অনেক বড় চেয়েও সৃষ্টি মানুষের

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى

কিন্তু অধিকাংশ লোকই না তারা জানে এবং না সমান হয় অন্ধ

وَالْبَصِيْرُ ۙ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا

আর চক্ষুস্মান এবং যারা ঈমান এনেছে ও কাজ করেছে নেকীর (তারা) আর না

الْمُسِيْٓءُ ۭ قَلِيْلًا مَّا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٥٨﴾ اِنَّ السَّاعَةَ لَاٰتِيَةٌ

দুষ্কৃতিকারীরা (সমান হয়) (খুব) কমই যা তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর নিশ্চয় কিয়ামত আসবে অবশ্যই

لَّا رَيْبَ فِيْهَا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٥٩﴾

নাই কোন সন্দেহ তার মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ লোকই না ঈমান আনে

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ۭ

এবং বলেন তোমাদের রব তোমরা ডাক আমাকে সাড়া দিব আমি তোমাদেরকে

---

৫৭. আকাশ মন্ডল ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টিকরা আপেক্ষা নিশ্চয় অনেক বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

৫৮. আর অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কখনই সমান হতে পারে না, ঈমানদার-নেককারও দুষ্কৃতিকারী লোকও সমান মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে না। কিন্তু তোমরা খুব কমই বুঝতে পার।

৫৯. নিঃসন্দেহে কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় অবশ্যই আসবে, তা আসার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক সংখ্যক লোকই তা মানে না।

৬০. তোমাদের রব বলেন " আমাকে ডাক, আমিই তোমাদের দো'আ কবুল করব[৯]।

---

৯. অর্থাৎ প্রার্থনা কবুল করার সমস্ত ক্ষমতা ও অধিকার আমার । অতএব তোমরা অন্যদের কাছে প্রার্থনা করো না, আমার কাছে করো।

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ

নিশ্চয় / যারা / অহংকার করে (বিমুখ থাকে) / হতে / আমরা ইবাদত / অবশ্যই / তারা প্রবেশ করবে / জাহান্নামে

دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَ

লাঞ্ছিত হয়ে / (তিনিই) আল্লাহ / যিনি / বানিয়েছেন / তোমাদের জন্যে / রাতকে / তোমরা যেন শান্তি পাও / তার মধ্যে / এবং

النَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

দিনকে / উজ্জ্বল (বানিয়েছে) / নিশ্চয় / আল্লাহ / অনুগ্রহশীল অবশ্যই / উপর / লোকদের / কিন্তু / অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ

লোকই / না / তারা শোকর করে / তোমাদের সেই / আল্লাহই / তোমাদের রব / স্রষ্টা / সব

شَيْءٍ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَٰلِكَ

কিছুর / নাই / কোন ইলাহ / ছাড়া / তিনি / তাহলে কোথাহতে / তোমাদের ফিরান হচ্ছে / এভাবেই

يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾

ফিরান হয়েছে / (তাদেরকে) যারা / ছিল / নিদর্শনাবলীকে / আল্লাহর / অস্বীকার করত

যেসব লোক গর্ব ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়ে আমার ইবাদত করা হতে বিমুখ থাকে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত অপমানিত অবস্থায় জাহান্নামে দাখিল হবে"[১০]।

রুকূঃ৭

৬১. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্যে রাত বানিয়েছেন, যেন তোমরা উহাতে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পার। এবং দিনকে তিনি উজ্জ্বল করেছেন। আসল কথা এই যে, আল্লাহ লোকদের প্রতি বড়ই অনুগ্রহশালী। কিন্তু অনেক লোকই শোকর আদায় করে না।

৬২. সেই আল্লাহই (যিনি তোমাদের জন্যে এ সব করেছেন) তোমাদের রব, সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা। তিনি ছাড়া কেউই মা'বুদ নেই। তা হলে কোন দিক হতে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে?

৬৩. এমনি ভাবে সেসব লোকই বিভ্রান্ত হয়ে এসেছে, যারা আল্লাহর আয়াত সমূহকে অস্বীকার করছিল।

১০. এই আয়াতে দুটি কথা বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য। প্রথম– এখানে প্রার্থনা ও উপাসনা-আনুগত্যকে একার্থবোধক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা, প্রথম বাক্যাংশে 'দো'আ' (প্রার্থনা) শব্দ দ্বারা যে জিনিসকে বুঝানো হয়েছে সেই জিনিসকে দ্বিতীয় বাক্যাংশে 'ইবাদত' শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা গেল যে–'দো'আ' যথার্থ ইবাদত ও ইবাদতের প্রাণবস্তু! দ্বিতীয়– আল্লাহর কাছে যারা দোয়া প্রার্থনা করে না তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে "অহংকার বশতঃ তারা আমার ইবাদত থেকে বিমুখ" এর দ্বারা বুঝা যায়– আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করা বন্দেগীর একান্ত দাবী, এবং এর থেকে বিমুখ হবার অর্থ মানুষের অহংকারে পতিত হওয়া।

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَ

(তিনিই) আল্লাহ | যিনি | বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | পৃথিবীকে | বাসস্থান | ও | আকাশকে | এবং (চাদোয়ার মত) ছাদ

صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ط

তোমাদেরকে আকৃতি দিয়েছেন | অতঃপর উৎকৃষ্ট করেছেন | তোমাদের আকৃতিসমূহ | এবং | তোমাদের রিযক দিয়েছেন | পবিত্র জিনিস সমূহের

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ

তোমাদের সেই | আল্লাহই | তোমাদের রব | অতএব বড় বরকতময় | আল্লাহ | রব | সারা জাহানের | তিনি

ٱلْحَىُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ط

চিরঞ্জীব | নাই | কোন ইলাহ | ছাড়া | তিনি | সুতরাং তাঁকেই ডাক | একনিষ্ঠ হয়ে | তাঁরই জন্যে | আনুগত্যকে (নির্দিষ্ট করে)

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٥﴾ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ

সব প্রশংসা | আল্লাহর জন্যে | রব | বিশ্বজগতের | (হেনবী) বল | আমাকে নিশ্চয় | নিষেধ করা হয়েছে | যেন (না) | ইবাদত করি আমি

ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَٰتُ

(তাদেরকে) যাদের | তোমরা ডাক | ছাড়া | আল্লাহ | যখন | আমার কাছে এসেছে | সুস্পষ্ট দলীলসমূহ

مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦٦﴾

পক্ষহতে | আমার রবের | এবং | আমি আদিষ্ট হয়েছি | যে | আত্মসমর্পণ করি আমি | রবের কাছে | বিশ্বজগতের

৬৪. তিনি আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্যে যমীনকে স্থিতি গ্রহণের স্থান বানিয়েছেন এবং উপরে আসমানের গম্বুজ বানিয়েছেন, যিনি তোমাদের প্রকৃতি রচনা করেছেন, খুবই চমৎকার বানিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে পবিত্র জিনিস সমূহের রিযক দান করেছেন। ... তিনিই আল্লাহ (এ সব কাজ যাঁর) তোমাদের রব, অসীম অপরিমেয় বরকতওয়ালা বিশ্ব-লোকের সেই রব ।

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই। তোমরা তাঁকেই ডাক; নিজেদের দ্বীনকে তাঁরই জন্যে খালেস ও নিষ্ঠাপূর্ণ করে দিও। সব প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্যে।

৬৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমাকে তো সেই সব সত্ত্বার ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে ডেকে থাক। (আমি এ কাজ কিরূপে করতে পারি,) যখন আমার নিকট আমার প্রভূর তরফ হতে অকাট্য দলীলসমূহ এসে পৌছেছে। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি রাব্বুল 'আলামীনের সামনে বিনয়ের মস্তক নত করে দিব।

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ

তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | তোমাদের সৃষ্টি করেছেন | হতে | মাটি | এরপর | হতে | শুক্রবিন্দু | এরপর | হতে

عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْ

জমাট রক্ত | এরপর | তোমাদের বের করেন | শিশু রূপে | এরপর (বৃদ্ধিদেন) | তোমরা যেন উপনিত হও | যৌবনে | তোমাদের

ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ

এরপর | তোমরাও যেন হও | বৃদ্ধ | এবং | তোমাদের মধ্য হতে | কেউ | মৃত্যুবরণ করে (বৃদ্ধ হওয়ার) | পূর্বেই

وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦٧﴾ هُوَ

আর | (এসব এজন্যে) যেন উপনীত হও | একটিমেয়াদে | নির্দিষ্ট | এবং | যাতে | তোমরা | অনুধাবন কর | তিনিই (আল্লাহ)

الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ

যিনি | জীবনদেন | ও | মৃত্যুদেন | অতঃপর যখন | ফয়সালা করেন | কোন ব্যাপারে | শুধু তখন | বলেন

لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿٦٨﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ

তাকে | হও | তৎক্ষণাৎ হয়ে যায় | তুমি দেখ নাই কি | প্রতি | (তাদের) যারা | ঝগড়া করে

فِىْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ﴿٦٩﴾

ক্ষেত্রে | নিদর্শনাবলীর | আল্লাহর | কোথা হতে | তাদেরকে ঘুরান হচ্ছে (অর্থাৎ বিভ্রান্ত করা হচ্ছে)

৬৭. তিনিই তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন। পরে শুক্রকীট হতে, তার পর জমাটবাঁধা রক্ত হতে। তার পর তোমাদেরকে শিশুর আকার-আকৃতিতে বের করেন। পরে তোমাদেরকে বৃদ্ধি দান করেন, যেন তোমরা তোমাদের পূর্ণ শক্তি-সামর্থ পর্যন্ত পৌঁছতে পার। পরে আরো বৃদ্ধি দেন, যেন তোমরা বার্ধক্য পর্যন্ত পৌঁছাও আর তোমাদের কাউকে পূর্বেই ফেরত ডেকে পাঠানো হয়। এ সব কিছু এ জন্যে করা হয় যেন তোমরা তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছে যাও, আর এ জন্যেও যে, তোমরা প্রকৃত ব্যাপার অনুধাবন করতে পার।

৬৮. তিনিই জীবন দানকারী, মৃত্যু দানকারীও তিনিই। তিনি যে বিষয়েরেই ফয়সালা করেন, ব্যাস একটা হুকুম দেন যেন তা হয়ে যায় – আর অমনি তা হয়ে যায়।

রুকুঃ৮

৬৯. তোমরা কি দেখেছ সেই লোকদেরকে যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে ঝগড়া করে? ...তাদেরকে কোথা হতে বিভ্রান্ত করা হয়?

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتٰبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ

যারা — মিথ্যারোপ করে কিতাবের প্রতি — (এই) — এবং — ঐবিষয়ে যা — আমরা প্রেরণ করেছি — যাসহ — আমাদের রসূল দেরকে (অন্যান্য কিতাব) — শীঘ্রই

يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾ إِذِ الْأَغْلٰلُ فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ۖ

তারা জানতে পারবে — যখন — বেড়িসমূহ (পরান হবে) — মধ্যে — তাদের গলদেশ সমূহে — এবং — শৃঙ্খলসমূহকেও (গলায় দেওয়া হবে)

يُسْحَبُونَ ﴿٧١﴾ فِى الْحَمِيمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٢﴾ ثُمَّ

তাদের টানা হবে — মধ্যে — ফুটন্ত পানির — এরপর — মধ্যে — আগুনের — তাদেরকে জ্বালান হবে — পরে

قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٣﴾ مِن دُونِ اللّٰهِ ۖ

বলা হবে — তাদেরকে — কোথায় (এখন) — (তারা) যাদের — তোমরা — শরীক করতে ছিলে — ছাড়া — আল্লাহ

قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا مِن قَبْلُ شَيْـًٔا ۚ

তারা বলবে — তারা উধাও হয়েছে — আমাদের থেকে — বরং — না — আমরা ডাকতাম — পূর্বে — কোন কিছুকেই

كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِينَ ﴿٧٤﴾ ذٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ

এরূপে — বিভ্রান্ত করবেন — আল্লাহ — কাফেরদের কে — এটা — একারণে যে — তোমারা

تَفْرَحُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ

উল্লাস করতে ছিলে — মধ্যে — পৃথিবীর — (অন্যায় ভাবে) — এবং — একারণে যে — তোমরা

تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

দম্ভকরতোছিলে

৭০. এই লোকেরা কি এই কিতাবকে এবং আমাদের রসূলগণের সংগে পাঠানো কিতাবসমূহকে অবিশ্বাস ও অমান্য করছে? অতি শীঘ্র তারা জানতে পারবে,

৭১-৭২. যখন তাদের গলায় শৃংখল পড়বে এবং উহাতে ধরে তাদেরকে টগবগ করে ফুটতেথাকা গরম পানির দিকে টানা হবে এবং পরে দোযখের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

৭৩-৭৪. পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে এখন কোথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সেই সত্বা যাদেরকে তোমরা শরীক বানাচ্ছিলে? তারা জবাব দিবে তারা আমাদের থেকে হারিয়ে গেছে, বরং আমরা এর পূর্বে কোন জিনিসকেই ডাকছিলাম না। এভাবে আল্লাহ কাফেরদের গোমরাহ হবার ব্যাপারটিকে সুস্পষ্ট ও সুপ্রকট করে তুলবেন।

৭৫. তাদেরকে বলা হবে " তোমাদের এ পরিণাম এই কারণে হয়েছে যে, তোমরা দুনিয়ায় অসত্যের উপর মগ্নছিলে এবং তা নিয়ে তোমরা গৌরবও করছিলে।

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ج

(এখন যাও) তোমরা প্রবেশ কর | দ্বার সমূহে | জাহান্নামের | তোমরা স্থায়ী হবে | তার মধ্যে

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿٧٦﴾ فَاصْبِرْ اِنَّ

অতএব কতনিকৃষ্ট | বাসস্থান | অহংকারীদের (জন্যে) | (হেনবী) তাই সবর কর | নিশ্চয়

وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ج فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ

ওয়াদা | আল্লাহর | সত্য | সুতরাং হয় | তোমাকে দেখাবো আমরা | কিছুটা | যা

نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ﴿٧٧﴾ وَ

ভয় দেখাচ্ছি আমরা | তাদের কে | অথবা | তোমাকে মৃত্যুদান করব আমরা | তবে আমাদের দিকে | তাদের ফিরিয়ে আনা হবে | এবং

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا

নিশ্চয় | আমরা প্রেরণ করেছি | (অনেক) রসূলকে | তোমার পূর্বে | তাদের মধ্যে | কারও (অবস্থা) | আমরা বর্ণনা করেছি

عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ط وَمَا كَانَ

তোমার কাছে | আবার | তাদের মধ্যে | কারও (অবস্থা) | আমরা বর্ণনা করি নাই | তোমার কাছে | এবং | না | (সম্ভব) ছিল

لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ج فَاِذَا جَآءَ

কোন রসূলের জন্যে | যে | আনবে | কোন নিদর্শনকে | ব্যতীত | অনুমতি | আল্লাহর | অতঃপর যখন | আসল

اَمْرُ اللّٰهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴿٧٨﴾

আদেশ | আল্লাহর | ফয়সালা করে দেওয়া হল | ন্যায়ভাবে | এবং | ক্ষতিগ্রস্থ হল | তখন | বাতিল পন্থিরা (দুষ্কৃতিকারীরা)

৭৬. এখন যাও, জাহান্নামের দুয়ারে প্রবেশ কর, সেখানেই তোমাদেরকে চিরদিন-চিরকাল থাকতে হবে। বড়ই নিকৃষ্ট পরিণতি রয়েছে অহংকারী লোকদের জন্যে"।

৭৭. অতএব হে নবী! ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। এখন হয় তোমার সামনেই তাদেরকে সেই খারাব পরিণতির কিছু অংশ দেখিয়ে দিব যার ভয় আমরা তাদেরকে দেখাচ্ছি কিংবা (তার পূর্বে) তোমাকে উঠিয়ে নিব। তাদেরকে তো আমাদের দিকেই ফিরে আসতে হবে।

৭৮. হে নবী। তোমার পূর্বে আমরা অসংখ্য রসূল পাঠিয়েছি যাদের কতিপয়ের অবস্থা সম্পর্কে আমরা তোমাকে অবহিত করেছি; আর কতক সম্পর্কে কিছুই বলিনি। কোন রসূলেরই এই শক্তি ছিল না যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজেই কোন নির্দশন নিয়ে আসবে। পরে যখন আল্লাহর হুকুম হল তখন হক মোতাবেক ফয়সালা করে দেয়া হল। আর তখন দুষ্কৃতকারীরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

৭৯. আল্লাহই তোমাদের জন্যে এই গৃহপালিত পশুগুলিকে বানিয়েছেন,যেন তাদের কোন কোনটির উপর তোমরা সওয়ার হতে পার এবং কোন কোনটির গোশত খেতে পার।

৮০.এদের মাঝে তোমাদের জন্যে আরো অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এরা এই কাজেও লাগে যে, যেখানেই তোমরা পৌছিবার প্রয়োজন মনে করবে, তোমরা এদের উপর সওয়ার হয়ে সেখানে পৌছতে পার– এদের উপর এবং নৌকার উপরও তোমাদেরকে সওয়ার করা হয়।

৮১. আল্লাহ তাঁর নিজের এই নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাচ্ছেন, তোমরা তাঁর কোন কোন নিদর্শনকে অস্বীকার করবে?

আরবী	অর্থ
أَفَلَمْ يَسِيرُوا	তারা ভ্রমণ করে নাই তবে কি
فِي	মধ্যে
الْأَرْضِ	পৃথিবীর
فَيَنظُرُوا	তারা অতঃপর দেখে (নাইকি?)
كَيْفَ	কেমন
كَانَ	ছিল
عَاقِبَةُ	পরিণতি
الَّذِينَ	(তাদের) যারা
مِن قَبْلِهِمْ	তাদের পূর্বে (ছিল)
كَانُوا	তারা ছিল
أَكْثَرَ	অধিকতর (সংখ্যায়)
مِنْهُمْ	এদের চেয়েও
وَ	ও
أَشَدَّ	প্রবলতর
قُوَّةً	শক্তিতে
وَ	ও
آثَارًا	কীর্তিতে
فِي	মধ্যে
الْأَرْضِ	পৃথিবীর
فَمَا	অতঃপর না
أَغْنَىٰ	কাজে আসল
عَنْهُمْ	তাদের জন্যে
مَّا	যা
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾	তারা অর্জন করতে ছিল
فَلَمَّا	অতঃপর যখন
جَاءَتْهُمْ	তাদের কাছে আসত
رُسُلُهُم	তাদের রসূলরা
بِالْبَيِّنَاتِ	সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ
فَرِحُوا	তারা খুশীতে মগ্ন রইল
بِمَا	ঐ বিষয়ে যা (ছিল)
عِندَ	কাছে
هُمْ	তাদের
مِّنَ	অর্থাৎ
الْعِلْمِ	(নিজস্ব) জ্ঞান
وَ	এবং
حَاقَ	পরিবেষ্টিত করল
بِهِمْ	তাদেরকে
مَّا	তাই
كَانُوا	তারা ছিল
بِهِ	যে সম্পর্কে
يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾	ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত
فَلَمَّا	যখন অতঃপর
رَأَوْا	তারা দেখল
بَأْسَنَا	আমাদের শাস্তি
قَالُوا	তারা বলল
آمَنَّا	আমরা ঈমান এনেছি
بِاللَّهِ	আল্লাহর উপর
وَحْدَهُ	তার একারই
وَ	এবং
كَفَرْنَا	আমরা অস্বীকার করছি
بِمَا	তা সবকে
كُنَّا	আমরা ছিলাম
بِهِ	যার সাথে
مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾	শরীককারী

৮২. এই লোকেরা কি যমীনে চলা-ফিরা করেনি যে, তারা সেই লোকদের পরিণতি দেখতে পেত যারা তাদের পূর্বে গত হয়ে গেছে? তারা তো সংখ্যায় এদের অপেক্ষা বেশী ছিল, এদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ছিল এবং যমীনে এদের অপেক্ষা অনেক বেশী চাকচিক্য ও জাঁকজমকপূর্ণ চিহ্ন রেখে গেছে। তারা যা কিছু উপার্জন করেছিল,শেষ পর্যন্ত তা তাদের কোন কাজে আসল?

৮৩. তাদের রসূলগণ যখন তাদের নিকট সুস্পষ্ট-অকাট্য দলীলাদি নিয়ে আসল তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞান নিয়েই মগ্ন রইল। পরে তারা সেই জিনিসেরই আওতায়ই পড়ে গেল যাকে তারা ঠাট্টা করছিল।

৮৪. তারা যখন আমাদের আযাব দেখতে পেল তখন তারা চীৎকার করে উঠল এই বলে যে, আমরা মেনে নিলাম লা-শরীক এক আল্লাহকে, আর আমরা অমান্য করছি সেই সব মা'বূদ কে যাদেরকে আমরা শরীক বানাচ্ছিলাম।

৮৫. কিন্তু আমাদের আযাব দেখে নেয়ার পর তাদের ঈমান তাদের জন্যে কিছু মাত্র কল্যাণকর হতে পারেনি। কেন না, এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম, যা চিরকাল তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে কার্যকর রয়েছে। আর তখন কাফের লোকেরা মহা ক্ষতির মধ্যে পড়ে গেল।

হা মীম আস্-সাজদা

নামকরণঃ এই সূরাটির নাম দু'শব্দে গঠিত। একটি 'হা মীম', আর অপরটি 'আস-সাজদাহ'। অর্থাৎ এ সেই সূরা যার সূচনা হয় "হা মীম" শব্দ দ্বারা এবং যাতে একটি 'সিজদা'র আয়াত রয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ নির্ভরযোগ্য বর্ণনার ভিত্তিতে বলা যায়, এর নাযিল হওয়ার সময়কাল হল হযরত হামযা (রাঃ)-এর ঈমান আনার পর এবং হযরত উমর (রাঃ)-এর ঈমান আনার পূর্বে। নবী করীম (সঃ)-এর প্রাচীনতম জীবনী লেখক মুহাম্মাদ ইব্‌নে ইসহাক প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মাদ ইব্‌নে কা'আব আল-কুরাযীর সূত্রে এ কাহিনীটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার কতিপয় কুরাইশ সরদার কা'বা ঘরে একত্র হয়ে বসেছিল। মসজিদে হারামের অপর দিকের এক কোণায় নবী করীম (সঃ) বসেছিলেন। এ সময় হযরত হামযা (রাঃ) ঈমান এনেছিলেন এবং কুরাইশের লোকেরা মুসলমানদের দল দিন দিন ভারী হতে দেখে খুব শংকিত ও চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছিল।একবার (আবু সুফিয়ানের শ্বশুর) উতবা ইব্‌নে রাবী'আ কুরাইশ সরদারদেরকে বলল হে ভায়েরা, আপনারা ভাল মনে করলে আমি গিয়ে মুহাম্মদের সাথে কথা বলে দেখতে পারি, আর তার সামনে কতিপয় প্রস্তাব পেশ করতে পারি, সে হয়ত কোন একটা প্রস্তাব মেনে নেবে, আর আমরাও তা কবুল করে নেব। এভাবে সে হয়ত আমাদের বিরুদ্ধতা থেকে বিরত হতে পারে! উপস্থিত সকলেই এ কথা পছন্দ করলো। অতঃপর উতবা উঠে গিয়ে নবী করীম (সঃ)-এর নিকট আসন গ্রহণ করলো। তিনি তার দিকে ফিরে বসলেন, তখন সে বললো "ভাইপো। জাতির মধ্যে তোমার বংশ-মর্যাদা যে কত ভাল তা তুমি জানো! কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি তোমার জাতির লোকদের উপর একটা বিপদ টেনে এনেছ। তুমি আমাদের ঐক্যবদ্ধ সমাজে একটা ভাঙ্গন সৃষ্টি করে দিচ্ছ। গোটা জাতিকে তুমি আহাম্মক বানাচ্ছোজাতির ধর্ম ও তার মা'বুদদেরকে মন্দ বলছো। আরো এমন সব কথা বলতে শুরু করেছ, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আমাদের সকলের বাপ-দাদা যেন কাফের ছিল। এখন আমার একটা কথা শুন। তোমার সামনে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি, তা চিন্তা ও বিবেচনা করে দেখ, হয়ত তার যে কোন একটা প্রস্তাব তুমি মেনে নিতে পারবে"।

নবী করীম (সঃ) এর জবাবে বললেনঃ "হে অলীদের পিতা! আপনি বলুন, আমি শুনছি"। তখন সে বললো "ভাইপো, তুমি এই যে কাজ শুরু করেছ, এ দ্বারা যদি তোমার ধন-মাল লাভ করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তোমাকে এত ধন-সম্পদ দান করবো যার ফলে তুমি আমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মালদার ও ধনী ব্যক্তি হয়ে যেতে পারবে । আর তার দ্বারা যদি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, তাহলে বল আমরা তোমাকে আমাদের সরদার ও নেতা করে নেব। তোমার কথা ছাড়া কোন বিষয়েরই ফয়সালা হতে পারবে না। আর যদি বাদশাহ হতে চাও, তা হলে আমরা তোমাকে বাদশাহ করে নেব। আর যদি তোমার উপর কোন জিনের প্রভাব পড়ে থাকে, -যাকে তুমি নিজে তাড়াতে পার না, তা হলে আমরা সুদক্ষ চিকিৎসকদের ডেকে আনব এবং নিজেদের খরচেই তোমার চিকিৎসা করাব"।

উতবা এ সব কথা বলছিল নবী করীম (সঃ) চুপচাপ বসে শুনছিলেন। পরে তিনি বললেন: "আবুল অলীদ! আপনার যা কিছু বলবার ছিল তা কি বলেছেন?" সে বললো: "হাঁ বলেছি "। তখন তিনি বললেন: "আচ্ছা, এখন আমরা কথা শুনুন "। এ সময় তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পড়ে এ সূরাটিই তেলাওয়াত শুরু করলেন। আর উতবা নিজের দু'খানা হাত পিছনে ঠেক লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে শুনতে লাগল। এ সূরার সিজদার আয়াত –৩৮ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে নবী করীম (সঃ) সিজদা করলেন। পরে মাথা উঠিয়ে বললেন: " হে আবুল অলীদ! আমার জওয়াব আপনি শুনতে পেলেন। এখন আপনি জানেন আর আপনারা কাজ"।

উতবা উঠে কুরাইশ সরদারদের মজলিসের দিকে চলে গেল। দূর হতে লোকেরা দেখে বলে উঠল :আল্লাহর কসম, উতবার চেহারা বদলে গেছে। যে চেহারা নিয়ে সে গিয়েছিল, সে চেহারা নিয়ে সে ফিরে আসছে না। সে যখন এসে বসলো তখন সকলেই বললো 'কি শুনে আসলে?" সে বললোঃ 'আল্লাহর কসম , আমি এমন কালাম শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনই শুনতে পাইনি। আল্লাহর কসম এ কবিতা নয়, যাদুর কথা নয়, গণকদারী নয়। হে কুরাইশ সরদাররা! আমার কথা শুন। এ ব্যক্তিকে তার অবস্থায়ই থাকতে দাও। আমি মনে করি, এ কালাম কিছুটা বাস্তবায়িত হবে। মনে কর আরবরা যদি তার মুকাবিলায় জয়ী হতে পারে, তাহলে তোমরা নিজেরা নিজের ভায়ের উপর আক্রমণ করা হতে রক্ষা পেলে, অন্য লোকেরা তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কিন্তু সে যদি আরবদের উপর জয়ী হয়, তাহলে তার বাদশাহী তো তোমাদেরই বাদশাহী হবে, তার ইয্যত ও সম্মান তোমাদের ইয্যত ও সম্মানের কারণ হবে।"কুরাইশ সরদাররা তার এ কথা শুনেই বলে উঠল: "অলীদের পিতা! এ ব্যক্তির যাদু তোমার উপরও প্রভাব ফেলেছে"। উতবা বললো : "আমার মত আমি তোমাদেরকে বললাম, এখন তোমাদের মনে যা হয় তা করতে থাক"। (ইবনে হিসাম, প্রথম খন্ড, ৩১৩-৩১৪পৃঃ)

অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিস ও হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বিভিন্ন সূত্রে এ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাতে শব্দগত কিছুটা পার্থক্য আছে। তাদের কোন কোন বর্ণানায় এ কথাও বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) সূরাটি পড়তে পড়তে এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিলেনঃ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ -

–এই লোকেরা যদি বিমুখ হয় তা হলে এদেরকে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদের আযাবের মত আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যা আকস্মিক ভাবে এসে পড়বে।

তখন উতবা সহসা রসূল (সঃ)-এর মুখের উপর হাত রাখলো, আর বললোঃ আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার নিজের জাতির উপর দয়া কর। পরে কুরাইশ সরদারদের নিকট তার এরূপ কাজের কারণ স্বরূপ বললোঃ "আপনারা জানেন মুহাম্মদের মুখ হতে যে কথা বের হয়, তা অবশ্যই পূর্ণ হয় । এ জন্যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, আমাদের উপর আযাব না এসে পড়ে।" (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে তফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড, ৯০- ৯১পৃঃ এবং আল বেদায়া ওয়ান-নেহায়া, ৩য় খন্ড ,৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্যঃ উতবার এ কথাবার্তার জবাবে আল্লাহতা'আলার নিকট হতে যে কালামের ভাষন নাযিল হয়, তাতে ঐ সব অর্থহীন কথাবার্তার দিকে মাত্রই ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি যা সে নবী করীম (সঃ)-কে বলেছিল। কেননা সে যাকিছু বলেছিল, আসলে তা ছিল রসূলে করীম (সঃ)-এর নিয়ত ও বুদ্ধি-বিবেচনার উপর তার হামলা। তার সব কথার পিছনেই এ ধরে নেয়া কথা নিহিত ছিল যে, মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবী এবং কুরআনের অহী হওয়া তো সম্ভব্য কোন কথা নয়। তা হলে তিনি যে এসব কথা বলছেন, এর মূলে হয় ধন-মালের লোভ বা রাষ্ট্র ক্ষমতা ও শাসন-প্রভূত্ব লাভই হবে উদ্বোধক। অথবা (নাউযুবিল্লাহ) তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধিতেই বিপর্যয় ঘটেছে। প্রথম কারণ হলে সে রসূলের সাথে বৈষয়িক সওদাবাজি করতে চেয়েছিল। আর দ্বিতীয় কারণ হলে 'আমরা নিজেদের খরচে তোমার চিকিৎসা করাব' বলে সে রসূলে করীম (সঃ)-কে অপমান করতে চেয়েছিল। এখন বিরুদ্ধবাদীরা যখন এতদূর নীচ হতে পারে তখন তার কোন জবাব দেয়া শরীফ ব্যক্তির কাজ নয়। তাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে নিজের বক্তব্য বলে দেয়াই বাঞ্ছনীয়।

এ সূরায় উতবার কথাগুলির প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করেই মক্কার কাফেরদের মূল বিরুদ্ধতাকেই আলোচ্য বিষয়-রূপে গণ্য করা হয়েছে। কেননা কাফেররা তখন কুরআন মজীদের দাওআতকে প্রতিরুদ্ধ ও ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্যে অত্যন্ত হঠকারিতা ও অনৈতিকতা সহকারে চেষ্টা করছিল। তারা নবী করীম (সঃ)-কে বলছিল, আপনি যাই করুন না কেন, আমরা আপনার কোন কথাই শুনব না। আমরা আমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখেছি -দিলকে আবৃত করে রেখেছি, আমাদের কান বন্ধ করে দিয়েছি, আমাদের ও আপনার মাঝে একটা প্রাচীর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা আপনাকে ও আমাদেরকে কখনই একত্রিত হতে দেবে না।

তারা নবী করীম (সঃ)-কে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিল যে, আপনি আপনার এ দাওআতী কাজ করে যান, আমরা আমাদের সাধ্যানুসারে আপনার বিরুদ্ধতা করে যাব- করতে থাকবো। তারা নবী করীম (সঃ)-কে প্রতিরুদ্ধ করার জন্যে কাজের একটা রীতিমত পরিকল্পনা তৈরী করলো। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী যখনই নবী করীম (সঃ) নিজে কিংবা তাঁর অনুসারীদের মধ্যে কেউ সাধারণ মানুষকে কুরআন মজীদ পড়ে শুনাতে চেষ্টা করতেন, তখনই আকস্মিকভাবে হাংগামার সৃষ্টি করে দিত, এমনভাবে চীৎকার করতো যে, কানে তালা লেগে যেত। কুরআন মজীদের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ করে জনগণের মনে নানা ভুল ধারণা ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করার কাজে পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে তৎপর হয়েছিল। ফলে কুরআনে বলা হত এ কথা , আর তারা তাকে বানিয়ে দিত অন্য কিছু। সরল-সোজা কথায় বক্রতা আবিষ্কার করতে চেষ্টিত হতে। পূবাপর সম্পর্ক ছিন্ন করে কোথাও হতে একটি শব্দ বা বাক্যাংশ বের করে তার সঙ্গে নিজেদের তরফ হতে অনেক কথা যোগ করে দিয়ে একটা নতুন কথা দাঁড় করাত- যেন কুরআন ও তার উপস্থাপন কারী রসূল সম্পর্কে লোকদের ধারণা খারাব হয়।

আশ্চর্য ধরনের সব প্রশ্ন ও আপত্তি করতো। তার একটা নমুনা এ সূরায় পেশ করা হয়েছেঃ একজন আরব যদি আরবী ভাষায় কোন কালাম শুনাতেন , তবে তাতে মু'যিযার কি হল? আরবী তো তার মাতৃ-ভাষা। মাতৃ-ভাষায় যার ইচ্ছা সেই কোন না কোন কালাম রচনা করতে পারে। তা আল্লাহর নিকট হতে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে বলে দাবী করার কি আছে! তবে তিনি যে ভাষা জানেন না সে ভাষায় উচ্চমানের যদি কোন কালাম সহসা শুনাতে পারেন তবে না হয় বুঝা যেতে পারে যে, এ তাঁর নিজস্ব রচিত নয়, এ উপর কোন স্থান হতে নাযিল হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ অন্ধ ও বধিরের ন্যায় বিরুদ্ধতার জবাবে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার সংক্ষেপ কথা হল এইঃ

১.ঃএ মহান আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও কালাম। আরবী ভাষায়ই এ নাযিল হয়েছে। এতে স্পষ্ট ভাষায় যে তত্ত্ব কথা প্রকাশ করে বলা হয়েছে মূর্খ লোকেরা তাতে কোন জ্ঞানের সন্ধান পায়নি বটে; কিন্তু সমঝদার লোকেরা তা হতে জ্ঞানের আলোও লাভ করে এবং তা হতে ফায়দাও পেতে পারছেন। আল্লাহ অনুগ্রহ করে মানুষের হেদায়াতের জন্যে এ কালাম নাযিল করেছেন। কেউ যদি তাকে বিপদ মনে করে, তবে তা তার দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। এ সুসংবাদ হচ্ছে তাদের জন্যে যারা তা হতে উপকৃত হয়। আর যারা তা হতে বিমুখ হয়ে থাকে, তাদের পরিণাম সম্পর্কে তাদের ভয় করা উচিত।

২.ঃ তেমরা যদি তোমাদের দিলের উপর পর্দা ফেলে রেখে থাক এবং নিজেদের শ্রবণ শক্তিকে বধির করে রেখে থাক, তাহলে যে লোক এ শুনতে চায় না তাকে শুনাবার, আর যে তা বুঝতে ও অনুধাবন করতে প্রস্তুত নয় তার দিলে জোরপূর্বক নিজের কথা বসিয়ে দেবার কোন দায়িত্ব নবীর উপর অর্পন করা হয় নি। তিনি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ। যারা শুনতে প্রস্তুত তিনি তাদেরকেই কথা শুনাতে পারেন, যারা বুঝতে প্রস্তুত তাদেরকেই তিনি বুঝাতে পারেন।

৩.ঃ তোমরা নিজেদের চোখ ও কান যতই বন্ধ করে রাখ না কেন, নিজেদের দিলের উপর যতই পর্দা ফেলে রাখ না কেন, আসল সত্য কথা এই যে, তোমাদের আল্লাহ তো একই আল্লাহ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো বান্দা নও। তোমরা জিদ করলেই এ মহাসত্য বদলে যাবে না। তবে তোমরা যদি এ মেনে নাও এবং এ অনুযায়ী নিজেদের আমল ঠিক করে নাও, তবে তাতে নিজেদেরই কল্যাণ করবে। আর যদি নাই মান তবে তার দরুন নিজেরাই ধ্বংসের মুখে পতিত হবে।

৪. ঃ তোমরা এ শিরক ও কুফরী কার সঙ্গে করছো, সে বিষয়ে কোন অনুভূতি আছে কি তোমাদের মনে? তা করছো সেই আল্লাহর সাথে যিনি এ অথৈ বিশ্বলোক সৃষ্টি করেছেন। যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, যার রচিত ও জমা করে দেয়া অসীম বরকত এ যমীন হতে লাভ করে ধণ্য হচ্ছ, যার সংগ্রহ করে দেয়া রিযক খেয়েই লালিত পালিত হচ্ছ,। তাঁর সাথে তোমরা তাঁরই নিকৃষ্ট সৃষ্টিসমূহকে শরীক বানাচ্ছ। আর তোমাদেরকে যদি বুঝাতে চেষ্টা করা হয় তাহলে জিদের বশবর্তী হয়ে মুখ ফিরিয়ে নাও।

৫.ঃ যদি নাই মান, তাহলে জেনে রেখ, তোমাদের উপর তেমনি আযাব সহসাই ভেঙ্গে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে যেমন আদ ও সামুদ জাতির উপর ভেঙ্গে পড়েছিল। আর সে আযাবও তোমাদের অপরাধের শেষ শাস্তি নয়, পরে হাশরের ময়দানে তোমাদের হিসাব নেয়া হবে এবং জাহান্নামের আগুন তোমারদের আপেক্ষায় রয়েছে।

৬. ঃ তারা বড়ই হতভাগ্য মানুষ, যাদের সাথে এমন শয়তান, মানুষ ও জ্বিন লেগে রয়েছে যারা তাদেরকে চারদিকে কেবল শস্য-শ্যামল-মনোরম শোভাই দেখিয়ে থাকে, তাদের নিবুদ্ধিতাকে তাদের নিকট খুবই চাকচিক্যময় করে তোলে, তাদেরকে না কখনই ভাল কথা– নির্ভুল সঠিক কথা চিন্তা করবার সুযোগ দেয়, না অন্য লোকদের নিকট হতে তা শুনবার সুযোগ দেয়। এমন নাদান লোকেরা তো আজ এখানে পরস্পরকে উস্কানী দিয়ে চলেছে, আর প্রত্যেকে অপরের নিকট হতে উৎসাহ পেয়ে চরম উৎসাহে মেতে উঠছে। কিন্তু কিয়ামতের দিন যখন দুর্ভাগ্য নেমে আসবে, তখন তাদের প্রত্যেকেই বলবে, দুনিয়ায় যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল তাদেরকে আজ নাগাল পেলে পায়ের তলায় ফেলে নিস্পেষিত করবো।

৭.ঃ এ কুরআন একখানা অটল অপরিবর্তনীয় কিতাব। তোমরা তোমাদের হীন কুট-কৌশল ও মিথ্যার হাতিয়ার দ্বারা তাকে পরাজিত করতে পার না। বাতিল সামনের দিক হতে আসুক কিংবা পরোক্ষ ও গোপনে হামলা করুক, কুরআনকে আঘাত হানতে পারবে না কখনই।

৮.ঃ আজ তোমাদের নিজেদের ভাষায় এ কুরআন পেশ করা হচ্ছে যেন তোমরা এ বুঝতে পার। কিন্তু তোমরা বলছো এ কুরআন কোন অনারব ভায়ায় নাযিল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একে তোমাদের হেদায়াতের জন্যে যদি কোন অনারব ভাষায় নাযিল করতাম, তাহলে তোমরাই তখন বলতে যে, এ তো বিস্ময়কর ধরনের বিদ্রুপ– আরব জাতির হেদায়াতের জন্যে অনারব ভাষায় – যা কেউ বুঝে না – কথা বলা হচ্ছে, কালাম নাযিল করা হচ্ছে। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আসলে তোমরা হেদায়াত পেতেই চাও না। না মানবার জন্যে নিত্য নতুন বাহানা তালাস করছো।

৯. ঃ আচ্ছা, তোমরা কি এ কথা কখনো চিন্তা করে দেখেছ যে, কুরআন যদি সত্যই আল্লাহর কিতাব হয়ে থাকে, তা হলে তা অমান্য করে ও এমন ভাবে তার বিরুদ্ধতা করলে তোমাদের পরিণতি কতখানি মর্মান্তিক হবে?

১০.ঃ এখন তো তোমরা মানছ না; কিন্তু সে দিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন নিজেদের চোখেই তোমরা দেখতে পাবে যে, এ কুরআনের দাওআত দিগ-দিগন্তে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আর তোমরা নিজেরা তার প্রভাবাধীন হয়ে পড়েছ। তখন তোমরা নিঃসন্দেহে জানতে পারবে যে, তোমাদেরকে যা বলা হয়েছিল তা কোন মিথ্যা জিনিস ছিল না, বরং তা ছিল অতীব সত্য। বিরুদ্ধবাদীদেরকে এ জবাব দেয়ার সংগে সংগে কঠিন প্রচন্ড বিরুদ্ধতার পরিবেশে ঈমানদার লোক ও স্বয়ং নবী করীম (সঃ) যে পরিস্থিতি ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে দিকেও বিশেষ লক্ষ্য আরোপ করা হয়েছে। ঈমানদার লোকদের পক্ষে তখন দ্বীনের তবলীগ করা তো দূরের কথা, ঈমানের পথে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিনতর হয়ে পড়েছিল। কেউ মুসলমান হয়েছে এ কথা জানতে পারলে তার জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়তো। দুশমনদের ভয়াবহ ঐক্যজোট এবং চারদিকে সমাচ্ছন্ন শক্তির মুকাবিলায় তারা নিজেদেরকে নিতান্ত অসহায় ও বন্ধু-বান্ধবহীন মনে করছিলেন। এরূপ অবস্থায় প্রথমতঃ তাদেরকে এ কথা বলে সাহস দেয়া হয়েছে যে, আসলে তোমরা অসহায় ও বন্ধু-বান্ধাবহীন নও। বরং যে ব্যক্তিই একবার আল্লাহকে নিজের রব মেনে এ আকীদায় মজবুত ও অটল হয়ে থাকে তাঁর প্রতি আল্লাহর ফেরেশতা নাযিল হন এবং দুনিয়া হতে পরকাল পর্যন্ত তাকে সাহচর্য দান করেন। পরে তাদের মনে সাহস বৃদ্ধি করা হয়েছে এ কথা বলে যে, যারা নেক আমল করে, অন্য লোককেআল্লাহর দিকে আহ্বান জানায় এবং শক্ত হয়ে বলে 'আমরা মুসলমান' প্রকৃতপক্ষে তারাই উত্তম মানুষ।

নবী করীম (সঃ)-এর সামনে তখন একটা প্রশ্ন কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। প্রশ্নটা ছিল এই যে, দ্বীনের এ দাওআতের পথে যখন এ কঠিন দুর্লংঘ্য পাহাড় প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে তখন এর মধ্যহতে ইসলাম প্রচারের পথ উম্মুক্ত হবে কেমন করে? এ প্রশ্নের জবাবে সমস্যার সমাধান হিসাবে রসূলে করীম (সঃ)-কে বলে দেয়া হয়েছে যে, এসব প্রদর্শনীমূলক প্রতিবন্ধকতার পাহাড় বাহ্যতঃ খুবই কঠিন ও দুর্লংঘ্য মনে হয় বটে, কিন্তু উত্তম-উন্নতমানের চরিত্রই হল এমন হাতিয়ার, যা তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে। অতীব ধৈর্য্য সহকারে কাজ করে যাও। শয়তান যদি কখনো উস্কানী দিয়ে অপর কোন হাতিয়ার প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করে, তবে তখন আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

سُورَةُ حٰمٓ السَّجْدَةِ مَكِّيَّةٌ (٤١)

ছয় তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী আস-সাজদাহ হা মীম সূরা (৪১) চুয়ান্ন তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ كِتٰبٌ

হা মীম | নাযিল করা (হয়েছে এটা) | (আল্লাহর) পক্ষ হতে | (যিনি) দয়াময় | মেহেরবান | এই কিতাব (এমন যে)

فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝٣

বিশদভাবে বিবৃত | তার আয়াতসমূহ | কুরআন | আরবী (ভাষার) | (এমন) লোকদের জন্যে | (যারা) জ্ঞান রাখে

بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝٤

(এই কিতাব) সুসংবাদদাতা | ও | সতর্ককারী | কিন্তু | বিমুখ হয়েছে | তাদের অধিকাংশ | সুতরাং তারা | না | শুনে

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَ

এবং | তারা বলে | আমাদের অন্তরগুলো | মধ্যে (আছে) | পর্দাসমূহের | তা হতে যা | আমাদেরকে তোমরা ডাকছ | তার দিকে | এবং

فِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

মধ্যে | আমাদের কান সমূহের | বধিরতা (রয়েছে) | এবং | আমাদের মাঝে | ও | তোমার মাঝে | অন্তরাল (রয়েছে)

রুকুঃ১

১. হা্যা মীম,

২. এ কিতাব দয়াময় মেহেরবান আল্লাহর তরফ হতে নাযিল করা জিনিস।

৩. এ এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ অতীব স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল করে বলা হয়েছে– আরবী ভাষার কুরআন– তাদের জন্যে, যারা জ্ঞানবান।

৪.এ সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। কিন্তু এদের অধিকাংশ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শুনেও শুনে না।

৫. তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যে জিনিসের দিকে ডাক, তার প্রতি আমাদের দিলের উপর আবরণ পড়ে রয়েছে, আমাদের কান বধির হয়ে গেছে এবং আমাদের ও তোমার মাঝে একটা পর্দা আড়াল হয়ে গেছে।

فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝٥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

তুমি তাই কাজ কর | নিশ্চয় আমরা | কাজ করে যাচ্ছি | বল (হে নবী) | মূলতঃ | আমি | একজন মানুষ | তোমাদেরই মত

يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا

ওহী করা হয় | আমার প্রতি | এই যে | তোমাদের ইলাহ | ইলাহ | একই | সুতরাং | তোমরা দৃঢ় হয়ে থাক

اِلَيْهِ وَ اسْتَغْفِرُوْهُ ؕ وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝٦

তার দিকে | ও | তার কাছে তোমরা ক্ষমা চাও | এবং | ধ্বংস (রয়েছে) | মুশরিকদের জন্যে

الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ

যারা | না | দেয় | জাকাত | এবং | তারা | আখেরাতকে | তারা

كٰفِرُوْنَ ۝٧ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

অস্বীকারকারী | নিশ্চয় | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٨ قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ

তাদের জন্যে | পুরস্কার (রয়েছে) | ব্যতীত | শেষ হওয়া (অর্থাৎ অফুরন্ত) | বল | তোমরা নিশ্চয় কি | অস্বীকার করছ অবশ্যই

بِالَّذِيْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِيْ يَوْمَيْنِ وَ تَجْعَلُوْنَ لَهٗٓ

যিনি (তাকে) | সৃষ্টি করেছেন | যমীনকে | মধ্যে | দুদিনের | এবং | তোমরা বানাচ্ছ | তার জন্যে

اَنْدَادًا ؕ

সমকক্ষ (অন্যদেরকে)

তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করতে থাকব।

৬. হে নবী! এই লোকদেরকে বল, আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো। আমাকে অহীর সাহায্যে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের ইলাহ তো মাত্র একই ইলাহ । অতএব তোমরা সোজা তাঁর অভিমুখী হয়ে থাক এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। সেই মুশরিকদের ধ্বংশ নিশ্চিত,

৭. যারা যাকাত দেয় না ও পরকাল অমান্যকারী।

৮. তবে যারা মেনে নিল ও সৎ কাজ করল তাদের জন্যে নিশ্চয় এমন পুরস্কার রয়েছে, যার ধারা কখনও ছিন্ন হবার নয়।

রুকুঃ২

৯. হে নবী এদেরকে বল, তোমরা কি সেই আল্লাহর সাথে কুফরী করছ এবং অন্যদেরকে তাঁর সমকক্ষ বানাচ্ছ, যিনি পৃথিবীকে দুই দিনে বানিয়েছেন?...

তিনিইতো সমগ্র জগৎবাসীদের রব।

১০. তিনি (পৃথিবীকে অস্তিত্ব দানের পর) উপর হতে তার বুকে পাহাড় দৃঢ়মূল করে দাঁড় করে দিয়েছেন এবং তাতে বরকতসমূহ সংস্থাপিত করেছেন। আর তাতে সব প্রার্থীর জন্যে[১] প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ঠিক পরিমাণ মতো খাদ্য সামগ্রী সঞ্চয় করে রেখেছেন। এই সব কাজ চার দিনে সম্পন্ন হয়ে গেল।

১১. অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলের দিকে লক্ষ্য আরোপ করলেন[২], তা তখন শুধু ধোঁয়া ছিল। তিনি আসমান ও যমীনকে বললেন ঃ "অস্তিত্ব ধারণ কর ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক"। উভয়ই বলল আমরা অস্তিত্ব ধারণ করলাম অনুগতদের মতোই।

১২. তখন তিনি দু'দিনের মধ্যে সাত আকাশ বানিয়ে দিলেন এবং প্রতি আসমানে উহার বিধি-বিধান অহী করা হল।

১. অর্থাৎ সেই সমস্ত সৃষ্টির জন্যে যারা জীবিকার সন্ধানী।

২. এর অর্থ এই নয় যে যমীন সৃষ্টির পর এবং তার মধ্যে বসতির ব্যবস্থা করার পর তিনি আসমান সৃষ্টি করছেন। এখানে 'অতঃপর' শব্দটি কাল-গত ক্রমের জন্যে নয়, বরং বর্ণনার ক্রম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী বাক্যাংশ দ্বারা একথা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

وَ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَ حِفْظًا ط

এবং | আমরা সুসজ্জিত করলাম | আকাশকে | নিকটবর্তী | প্রদীপমালা দ্বারা | এবং | সংরক্ষণ (করলাম)

ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ﴿١٢﴾ فَاِنْ اَعْرَضُوْا

এটা | ব্যবস্থাপনা | পরাক্রমশালীর | (যিনি) সব কিছু জানেন | যদি এখন | তারা মুখ ফিরায়

فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ

বল তবে | তোমাদেরকে আমি সতর্ক করছি | বেহুঁশকারী আযাবের | যেমন | বেহুঁশকারী আযাব (এসেছিল) | আদের | ও

ثَمُوْدَ ﴿١٣﴾ اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ

ছামূদের (উপর) | যখন | তাদের কাছে এসেছিল | রসূলরা | হতে | সম্মুখ | তাদের

وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ط قَالُوْا لَوْ شَآءَ

ও | হতে | তাদের পিছন | (এই বলে) যে না | তোমরা ইবাদত করো | ছাড়া | আল্লাহকে | তারা বলেছিল | যদি | ইচ্ছে করতেন

رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

আমাদের রব | অবশ্যই নাযিল করতেন | ফেরেশতাদেরকে | সুতরাং | নিশ্চয় আমরা | ঐবিষয় যা | তোমরা প্রেরিত হয়েছ | সহ | যা

كٰفِرُوْنَ ﴿١٤﴾

অস্বীকারকারী

আর দুনিয়ার আসমানকে আমরা প্রদীপ সমূহ দ্বারা সুসজ্জিত করলাম এবং তাকে পূর্ণভাবে সুরক্ষিত করে দিলাম ..... এই সব কিছুই এক মহা পরাক্রান্ত বিজ্ঞ সত্ত্বার পরিকল্পনা।

১৩. এখন এই লোকেরা যদি মুখ ফিরায় তা হলে এদেরকে বলঃ আমি তোমাকে তেমনি ধরনেরই সহসা ভেঙ্গে পড়া আযাবের ভয় দেখাচ্ছি যেমন 'আদ ও সামূদের উপর নাযিল হয়েছিল।

১৪. আল্লাহর রসূল যখন তাদের সামনে ও পিছনে সব দিক দিয়ে আসল এবং তাদেরকে বুঝাল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো বন্দেগী করোনা,তখন তারা বলল "আমাদের রব চাইলে তো ফেরেশতা পাঠাতে পারতেন। কাজেই আমরা সেই কথা মানিনা যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ"।

فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ
আর অবস্থা (ছিল) | 'আদের (এমন যে) | পরে | তারা অহংকার করল | মধ্যে | পৃথিবীর | ব্যতীত

الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ
কোন অধিকার | এবং | তারা বলল | (আর) কে | অধিক শক্তিশালী | আমাদের চেয়ে | শক্তিতে | তারা (ভেবে) দেখে নাই কি | যে

اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا
আল্লাহ | যিনি | তাদের সৃষ্টি করেছেন | তিনিই | অধিক শক্তিশালী | তাদের চেয়ে | শক্তিতে | এবং | তারা ছিল

بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ﴿۱۵﴾ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا
আমাদের নিদর্শন গুলোকে | অস্বীকার করত | আমরা তাই প্রেরণ করলাম | তাদের উপর | হাওয়া | ঝড়ো

فِىْٓ اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْىِ
ব্যাপী | (কয়েক) দিন | অশুভ | তাদেরকে আমরা আস্বাদন করাই যেন | শাস্তি | লাঞ্ছনার

فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَخْزٰى
মধ্যে | জীবনে | দুনিয়ার | এবং | অবশ্যই | শাস্তি | আখেরাতের, | অধিক অপমান কর

وَهُمْ لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿۱۶﴾ وَاَمَّا ثَمُوْدُ فَهَدَيْنٰهُمْ
এবং তাদের | না | সাহায্য করা হবে | আর অবস্থা (ছিল) | সামুদের (এমন যে) | অতঃপর তাদেরকে আমরা সঠিক পথ দেখিয়েছিলাম

---

১৫. 'আদ-এর অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে কোন অধিকার ব্যতীতই বড় হয়েছিল এবং বলতে লাগলঃ আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী আর কে? তারা এ কথা বুঝল না যে, যে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। ....তারা আমাদের আয়াতসমূহ অস্বীকারই করতে থাকল।

১৬. শেষ পর্যন্ত আমরা কয়েকটি খারাব দিনে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম, যেন তাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই অপমান ও লাঞ্ছনার আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাতে পারি এবং পরকালের আযাবতো এ হতেও অধিক অপমানকর। সেখানে তাদের সাহায্যকারী কেউ হবে না।

১৭. তার পরে সামূদ... তাদের সামনেও আমরা নির্ভুল হেদায়াতের পথ পেশ করলাম;

কিন্তু তারা পথ দেখার পরিবর্তে অন্ধ হয়ে থাকাই পছন্দ করল। শেষ পর্যন্ত তাদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে অপমানের আযাব তাদের উপর ভেঙ্গে পড়ল।

১৮.এবং আমরা সেই লোকদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং গোমরাহী ও দুষ্কৃতি হতে পরহেয করছিল।

রুকুঃ৩

১৯. সেই সময়ের কথা একটু খেয়াল কর, যখন আল্লাহর এই দুশমনরা দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে[৩]। তাদের পূর্ববর্তীদেরকে পরবর্তীদের আগমন পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে[৪]।

---

৩. মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কথা বলা– 'যখন তাদেরকে আল্লাহর আদালতে পেশ করার জন্যে ঘিরে নিয়ে আসা হবে'। কিন্তু যেহেতু তাদের পরিণাম শেষ পর্যন্ত দোযখে প্রবেশ করা, সেজন্যে বলা হয়েছে– 'দোজখের দিকে যাবার জন্যে পরিবেষ্টিত হবে'।

৪. অর্থাৎ এক এক বংশ ও এক এক প্রজন্মের হিসাব করে একের পর এক তাদের ফয়সালা করা হবে না। বরং সমস্ত পূর্ব ও পরের বংশকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে এবং সকলের একই সংগে হিসাব গ্রহণ করা হবে। কেন না প্রত্যেক পরবর্তী বংশধরের সৎ বা অসৎ হওয়ার ব্যাপারে তার পূর্ববর্তী বংশধরের পরিত্যক্ত ধর্মীয়ও নৈতিক উত্তরাধিকারের অংশ অন্তর্ভুক্ত আছে।

حَتّٰىٓ اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَ

ও তাদের চক্ষুগুলো ও তাদের কান তাদেরবিরুদ্ধে সাক্ষ্যদিবেসেখানে তারা আসবে (সবাই) যখন অবশেষে

جُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑳ وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ

কেন তাদের চর্মগুলোকে তারা বলবে এবং তারা কাজ করতেছিল ঐবিষয়ে যা তাদের চামড়াগুলো

شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۗ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ

সব বাক শক্তি দিয়েছেন যিনি (সেই) আল্লাহই আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন তারা বলবে আমাদের বিরুদ্ধে তোমরা সাক্ষ্য দিয়েছো

شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ㉑ وَ

আর তোমাদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে তারই দিকে এবং বার প্রথম তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এবং কিছুকে

مَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ

না (জানতে) এবং তোমাদের কর্ণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে তোমরা লুকাতে ছিলে (তখন জানতেন) যা

اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا

না আল্লাহ যে তোমরা ভেবেছিলে কিন্তু তোমাদের চামড়াগুলো (সাক্ষ্য দেবে) না আর (জানতে) তোমাদের চক্ষুগুলো (সাক্ষ্য দেবে)

يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ㉒

তোমরা কাজ করতে ঐ বিষয়কে যা অধিকাংশ জানেন

২০ পরে সকলেই যখন সেখানে উপস্থিত হবে,তখন তাদের কান, তাদের চোখ এবং তাদের দেহের চামড়া সাক্ষ্য দিবে তারা দুনিয়ায় কি কি কাজ করছিল।

২১. তারা তাদের দেহের চামড়াকে বলবেঃ " তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিলে?" এরা জবাবে বলবে. আমাদেরকে সেই আল্লাহই কথা বলবার শক্তি দিয়েছেন, যিনি সব জিনিসকেই বাকশক্তি সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

২২. তোমরা দুনিয়ায় অপরাধ করার সময় যখন লুকাতে ছিলে, তখন তো তোমাদের এই চিন্তা ছিল না যে, কোন এক সময় তোমাদের নিজেদেরই কান, তোমাদের চোখ এবং তোমাদের দেহের চামড়া তোমাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। বরং তোমরা তো মনে করেছিলে যে, তোমাদের অনেক কাজ সম্পর্কে আল্লাহও খবর রাখেন না।

وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ

এবং সেটা (ছিল) তোমাদের ধারণা যা তোমরা ধারণা করেছিলে তোমাদের রব্ সম্পর্কে

اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٢٣﴾ فَاِنْ

(এটাই) তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে তোমরা হয়েছ এখন অন্তর্ভুক্ত ক্ষতিগ্রস্থদের সুতরাং যদি

يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَ اِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا

তারা ধৈর্যধরে (আর নাই ধরে) জাহান্নাম তবুও আবাস তাদের জন্যে এবং যদি তারা সন্তুষ্টি অর্জনকরতে চায়ও

فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ﴿٢٤﴾ وَ قَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ

তবুও না তারা (হবে) অর্ন্তভুক্ত সন্তুষ্টিলাভের সুযোগ প্রাপ্তদের এবং আমরা নির্ধারণ করেছি তাদের জন্যে (পথভ্রষ্ট) সহচরদেরকে

فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ

তারা আর শোভন করে দেখায় তাদেরকে যা কিছু (আছে) সম্মুখে তাদের এবং যাকিছু আছে তাদের পিছনে এবং

حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِىْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ

কার্যকর হল তাদের উপর সেইবাণী (যা কার্যকর হয়েছে) উপর জাতিসমূহের (যারা) অতীত হয়েছে পূর্বের তাদের

مِّنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢٥﴾

মধ্য হতে জ্বিনের ও মানুষের তারা নিশ্চয় ছিল ক্ষতিগ্রস্থ

---

২৩. তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে এই যে ধারণা করেছিলে তাই তোমাদেরকে ডুবাল, আর এরই দরুন তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হলে।

২৪. এরূপ অবস্থায় তারা ধৈর্য ধারণ করুক (আর নাই করুক) আগুনই হবে তাদের ঠিকানা, আর যদি অনুতাপ অনুশোচনা করতে ইচ্ছে করে তাহলে তার কোন সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না।

২৫. আমরা তাদের উপর এমন সব সংগী-সাথী নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম যারা তাদেরকে পিছনের ও সামনের প্রত্যেকটি জিনিসকে চাকচিক্যময় বানিয়ে দেখাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও তেমনি আযাবের ফয়সালা কার্যকর হয়ে রইল যা তাদের পূর্বে অতীত জ্বিন ও মানুষের দল সমূহের উপর কার্যকর হয়েছিল। তারা বস্তুতই ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হবার যোগ্য ছিল।

রুকুঃ৪

২৬. সত্যের এই অমান্যকারীরা বলেঃ" এই কুরআন কখনই শুনবে না। আর তা যখন শুনানো হয় তখন তাতে গন্ডগোলের সৃষ্টি কর, সম্ভবতঃ এ ভাবেই তোমরা জয়ী হবে"।

২৭. এই কাফেরদেরকে আমরা কঠোর আযাবের স্বাদ অবশ্যই আস্বাদন করাব। আর এরা যেরূপ নিকৃষ্টতম কাজ-কর্ম করছিল, তার পুরোপুরি প্রতিফল তাদেরকে দেব।

২৮. আল্লাহর দুশমনদেরকে প্রতিফল হিসেবে জাহান্নামই দেয়া হবে। এতেই তাদের চিরকালের বসতি হবে, এটাই হল শাস্তি এই অপরাধের যে, তারা আমাদের আয়াতসমূহকে অমান্য করেছিল।

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا

এবং বলবে যারা অস্বীকার করেছিল হে আমাদের রব আমাদেরকে দেখান

الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ

(সেই দুই প্রজাতির লোকদেরকে) যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে মধ্যে হতে জ্বিনদের ও মানুষদের উভয়কে আমরা (পদদলিত) করব তলায়

اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ﴿٢٩﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

আমাদের পায়ের উভয়ে হয় যেন অন্তর্ভুক্ত অপমানিতদের (সর্বনিম্নের) নিশ্চয় যারা

قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

বলে আমাদের রব আল্লাহই অতঃপর তারা অটল থাকে নাযিল হয় তাদের উপর

الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ

ফেরেশতারা (আর বলে) যে না তোমরা ভয় করো আর না তোমরা চিন্তিত হয়ো এবং তোমরা সুসংবাদ শুনে খুশী হও (সেই) জান্নাতের

الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿٣٠﴾

যা ওয়াদা করা হয়েছিল তোমাদের

---

২৯. সেখানে এই কাফেররা বলবে ঃ "হে আমাদের রব আমাদেরকে একটু দেখিয়ে দিন সেই জ্বিন ও মানুষগুলোকে, যারা আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল। আমরা তাদেরকে পায়ের তলায় রেখে নিষ্পেষিত করব, যেন এরা ভালমতো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়।

৩০. যে সব লোক বলে, আল্লাহ আমাদের রব এবং তারা এর উপর অটল হয়ে থাকে [৫]; নিঃসন্দেহে তাদের জন্যে ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে এবং তাদেরকে বলতে থাকে, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করোনা; আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার ওয়াদা করা হয়েছে।

---

৫. অর্থাৎ মাত্র আকস্মিক কখনো আল্লাহতা'আলাকে নিজের প্রভূ বলে স্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি। এবং এ ভুলও করেনি যে– আল্লাহকে নিজের প্রভু বলে স্বীকার করে চলার সাথে সাথে অন্যান্যদেরকেও নিজের প্রভূ রূপে গণ্য করে চলে। বরং একবার এই আকীদা (বিশ্বাস) গ্রহণ করার পর সারাটি জীবন এই বিশ্বাসের উপর স্থির থাকে। এর মুকাবিলার জন্যে কোন আকীদা গ্রহণ করেনি ও এই আকীদার সাথে কোন ভ্রান্ত আকীদার সংমিশ্রন ঘটায়নি এবং নিজের বাস্তব জীবনেও তৌহিদের আকীদার দাবীসমূহ পূর্ণ করতে থাকে।

نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ

তোমাদেরজন্যে (রয়েছে) এবং আখেরাতের মধ্যে এবং দুনিয়ার জীবনের মধ্যে তোমাদের বন্ধু আমরা

فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾

তোমরা দাবী করবে যা তার মধ্যে (রয়েছে) তোমাদের জন্যে এবং তোমাদের মন ইচ্ছা পোষন করবে যা তার মধ্যে

نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ

ডাকে তার চেয়ে যে কথা (হতে পারে) অধিক ভাল কার এবং করুণাময় (যিনি) ক্ষমাশীল (আল্লাহর) পক্ষহতে আপ্যায়ন

إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا

না এবং আত্মসমর্পণকারীদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) অর্ন্তভুক্ত নিশ্চয় আমি বলে এবং নেকীর কাজ করে ও আল্লাহর দিকে

تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

উত্তম যা সেই (জ্ঞান) দ্বারা প্রতিহত কর মন্দ না আর ভাল সমান হয়

فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ

বন্ধু সে যেন (হয়ে যাবে) শত্রুতা (আছে) তার মাঝে ও তোমার মাঝে যে ফলে (দেখবে) তখন

حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

অন্তরংগ

৩১. আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের সংগী-সাথী, আর পরকালেও। সেখানে তোমাদের মন যা কিছু চাইবে তা তোমরা পাবে। আর যে যে জিনিসের তোমরা দাবী করবে তাই তোমাদের হবে।

৩২. এটাই হল মেহমানদারীর সামগ্রী সেই মহান আল্লাহর তরফ হতে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

রুকুঃ৫

৩৩. আর সেই ব্যক্তির কথা অপেক্ষা অধিক ভাল কথা আর কার হবে যে আল্লাহর দিকে ডাকল, নেক আমল করল এবং বলল আমি মুসলমান।

৩৪. আর হে নবী! ভাল ও মন্দ সমান নয়। তুমি অন্যায় ও মন্দকে দুর কর সেই ভাল দ্বারা যা অতীব উত্তম। তুমি দেখতে পাবে যে, তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে।

وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا

এবং | না | তা (জুটে) লাভ করে | এ ব্যতীত | যারা | সবর করে | এবং | না

يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿٣٥﴾ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ

তা (জুটে) লাভ করে | এব্যতীত | (যারা) ভাগ্যবান | বড়ই | আর | যদি | তোমাকে প্ররোচনা দেয় | পক্ষহতে

الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ

শয়তানের | (যে কোন) প্ররোচনা | তবে | আশ্রয় চাও | আল্লাহর | তিনি নিশ্চয় | তিনিই | সবকিছু শুনেন

الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ

সবকিছু জানেন | এবং | মধ্য হতে | তাঁর নিদর্শনাবলীর | (রয়েছে) রাত | ও | দিন | এবং | সূর্য

وَالْقَمَرُ ط لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا

ও | চন্দ্র | না | তোমরা সিজদা করো | সূর্যকে | আর | না | চন্দ্রকে | এবং | তোমরা সিজদা কর

لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿٣٧﴾

আল্লাহরই | যিনি | তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন | যদি | তোমরা হও (বাস্তবিকই) | তাঁরই শুধু | তোমরা ইবাদত কর

৩৫. এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। আর এই মর্যাদা লাভ করতে পারে কেবল তারাই যারা বড়ই ভাগ্যবান।

৩৬. তুমি যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোনরূপ প্ররোচণা অনুভব কর তাহলে আল্লাহর আশ্রয় নিও৬। তিনি সব কিছু শুনেন ও জানেন।

৩৭. আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে রয়েছে এই রাত ও দিন, সূর্য ও চন্দ্র। সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা করোনা, সিজদা কর সেই আল্লাহকে যিনি এগুলোকে পয়দা করেছেন, যদি বাস্তবিকই তোমরা তাঁর ইবাদকারী হয়ে থাক।

৬. শয়তানের প্ররোচনার অর্থ—ক্রোধের উদ্ভব ঘটায় যখন মানুষ অনুভব করে যে— গাল-মন্দকারী ও অপবাদ দানকারী বিরোধীদের কথায় অন্তরের মধ্যে ক্রোধের উদয় হচ্ছে এবং তর্কে-বিতর্কে জওয়াব দেবার জন্যে প্রবৃত্তি উদ্যত, তখন তার তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে— এ হচ্ছে শয়তান যে তাকে অভদ্র ও অশালীন বিরোধীদের পর্যায়ে নেমে আসার জন্যে প্ররোচিত করছে।

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ

অতঃপর যদি | তোমরা অহংকার কর (তবে কোন পরোয়া নেই) | কারণ | যারা (আছে) | কাছে | তোমার রবের | তারা মহিমা ঘোষণা করছে

لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ

তাঁরই | রাতে | ও | দিনে | এবং | তারা | না | ক্লান্ত হয় | এবং | মধ্য হতে | তার নিদর্শনাবলীর

أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

(এগুলোও) যে | দেখ তুমি | যমীনকে | শুষ্ক জীর্ন (তৃণলতা হীন) | অতঃপর যখন | আমরা বর্ষণ করি | তার উপর

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي

পানি | উথলিয়ে উঠে | ও | স্ফীত হয় (আর শস্য জন্মে) | নিশ্চয় | যিনি | তা (অর্থাৎ যমীনকে) জীবন্ত করেন | জীবন অবশ্যই দান করবেন

الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ

মৃতদেরকে | নিশ্চয় তিনি | উপর | সব | কিছুর | ক্ষমতাবান | নিশ্চয় | যারা

يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنْ

উল্টো অর্থ নেয় | আমাদের আয়াত গুলোর | নয় | তারা লুকায়ীত | আমাদের কাছে | তবে কি যাকে

يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ

নিক্ষেপ করা হবে | মধ্যে | আগুনের | উত্তম | না | যে | আসবে | নিরাপদ অবস্থায় | দিনে | কিয়ামতের

৩৮. কিন্তু এই লোকগুলি যদি অহংকারে নিমগ্ন হয়ে নিজেদেরই কথার উপর জিদ ধরে থাকে তাহলে সে জন্যে কোন পরোয়া নেই। যে সব ফেরেশতা তোমার রবের নিকটবর্তী তারা দিন রাত তাঁর তসবীহ করে এবং কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।(সিজদা)

৩৯. আর আল্লাহর নির্দশন সমূহের মধ্যে একটি এই যে, তুমি দেখতে পাচ্ছ যমীন শুষ্ক জীর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। পরে যখনই আমরা তার উপর পানি বর্ষণ করলাম, সহসা তা উথলিয়ে উঠে, স্ফীত হয়। যে আল্লাহ এ মরা যমীনকে জীবন্ত করে দেন, তিনি মৃত লোকদেরকেও নিঃসন্দেহে জীবন দান করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান।

৪০. যেসব লোক আমাদের আয়াতসমূহের উল্টো অর্থ গ্রহণ করে তারা আমাদের হতে লুক্কায়ীত নয়। নিজেই চিন্তা করে দেখ, সেই ব্যক্তি কি ভাল যে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে অথবা সে, কেয়ামতের দিন যে শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হাজির হবে?

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٤٠﴾ اِنَّ

তোমরা কাজ কর | যা | তোমরা ইচ্ছে কর | নিশ্চয় তিনি | ঐ বিষয়ে যা | তোমরা কাজ করছ | খুব দেখছেন | নিশ্চয়

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ

(তারা সেই লোক) যারা | মেনে নিতে অস্বীকার করেছে | নসীহতকে (কোরআনকে) | যখন | এসেছে | তাদের কাছে | নিশ্চয় এবং তা | গ্রন্থ অবশ্যই

عَزِيْزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا

মহিমাময় | না | তার কাছে আসতে পারে | বাতিল | হতে | সম্মুখে | তার | আর | না

مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ﴿٤٢﴾ مَا

হতে | তার পিছন | অবতীর্ণ করা (এই কোরআন) | (আল্লাহর) পক্ষহতে | (যিনি) প্রজ্ঞাময় | সুপ্রশংসিত | (হে নবী) না

يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ

বলা হচ্ছে | তোমাকে | এ ব্যতীত | যা | বলা হয়েছে | রসূলদেরকে | পূর্বে | তোমার

করতে থাক যা তোমাদের ইচ্ছা হয়, তোমাদের সমস্ত গতি বিধিই আল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন।

৪১. এরা সেই লোক যাদের সামনে নসীহতের কালাম আসলে তারা তা মেনে নিতে অস্বীকার করল। কিন্তু আসল কথা এই যে, এ একখানি বিরাট কিতাব;

৪২. বাতিল না সামনের দিক হতে তার উপর আসতে পারে, না পিছন হতে[৭]। ইহা এক মহা জ্ঞানী ও সু-প্রশংসিত সত্ত্বার নাযিল করা জিনিস।

৪৩.হে নবী। তোমাকে যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে কোন জিনিস এমন নেই যা তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণকে বলা হয়নি।

---

৭. সামনে থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে কুরআনের প্রতি প্রত্যক্ষ আক্রমণ করে যদি কোন ব্যক্তি তার কোন কথাকে ভুল ও কোন শিক্ষাকে মিথ্যা ও ভ্রষ্ট প্রমাণ করতে চায় তবে তাতে সে সফলকাম হতে পারবে না। পিছন থেকে আসতে না পারার অর্থ হচ্ছে– কেয়ামত পর্যন্ত কখনো কোন এরূপ তত্ত্ব ও সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে না যা কুরআনের উপস্থাপিত সত্যসমূহের বিপরীত হবে। কোন জ্ঞান এরূপ উদ্ভূত হতে পারেনা যাকে যথার্থ পক্ষে জ্ঞান বলা যায় এবং যা কুরআনে বর্ণিত জ্ঞানকে খন্ডন করতে পারে, কোন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এরূপ হতে পারে না যা এ কথা প্রমান করতে পারে যে– আকীদা-বিশ্বাস, নৈতিকতা-চারিত্রিকতা, আইন-কানুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি-সমাজনীতি এবং কৃষ্টি ও রাজনীতি বিষয়ে কুরআন মানুষকে যে পথ-প্রদর্শন করেছে তা সঠিক নয়, তা ভ্রান্ত।

إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ جَعَلْنَٰهُ

নিশ্চয় তোমার রব — অবশ্যই ক্ষমাপরায়ণ — আবার — দণ্ডদাতাও — বড় কষ্টদায়ক — এবং — যদি — তা আমরা বানাতাম

قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَٰتُهُۥٓ ۖ ءَا۬عْجَمِىٌّ

(অর্থাৎ) কুরআন — অনারবী (ভাষায়) — অবশ্যই তারা বলত — কেন — না — পরিষ্কারভাবে বিবৃত হল — তার আয়াত গুলো — কি (আশ্চর্য নয়) অনারবী (কোরআন)

وَعَرَبِىٌّ ۗ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَآءٌ ۖ

আর — আরবী (রসূল ও তার জাতি) — বল — তা (অর্থাৎ কোরআন) — (তাদের) জন্যে যারা — ঈমান এনেছে — পথ নির্দেশনা — ও — নিরাময়তা

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ

এবং — যারা — না — ঈমান আনে — মধ্যে (আছে) — তাদের কানগুলোর — বধিরতা — এবং — তা — তাদের উপর (আছে)

عَمًى ۚ أُولَٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

অন্ধত্ব — ঐ সব লোককে — ডাকা হচ্ছে তাদেরকে যেন) — হতে — স্থান — দুরবর্তী

নিঃসন্দেহে তোমার রব বড়ই ক্ষমাশীল, আর সেই সংগে বড়ই পীড়াদায়ক শাস্তিদাতাও।

৪৪. আমরা যদি একে আযম দেশীয় (অনারব) কুরআন বানিয়ে পাঠাতাম তাহলে এই লোকেরা বলত ঃ এর আয়াতসমূহ কেন প্রকাশ করে বলা হল না? 'এ কি আশ্চর্য ব্যাপার! কালাম বলা হচ্ছে আযম দেশীয় আর শ্রোতা লোক[৮] হচ্ছে আরব'। এদেরকে বল এই কুরআন ঈমানদার লোকদের জন্যে তো হেদায়াত ও নিরাময়তা; কিন্তু যেসব লোক ঈমান আনে না তাদের জন্যে এটা কানের বধিরতা ও চোখের পট্টী। তাদের অবস্থা তো এমন যেন তাদেরকে দূর হতে ডাকা হচ্ছে।

---

৮. এ সেই হঠকারিতার একটি দৃষ্টান্ত যার দ্বারা নবী করীমের (সঃ) মুকাবিলা করা হচ্ছিল। কাফেররা বলতো- মুহাম্মদ (সঃ) একজন আরব, সুতরাং তিনি যদি আরবী ভাষায় কুরআন পেশ করেন তবে কিভাবে একথা বিশ্বাস বা ধারণা করা যায় যে- তিনি নিজেই এ কথা গড়েন নি, আল্লাহ তাঁর প্রতি এ বাণী অবতীর্ণ করেছেন। এ বাণীকে আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ বাণী বলে মাত্র তখনই মানা যেতে পারতো যখন মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর অজানা কোন ভাষায় যথা ফারসী বা রোমক বা গ্রীক ভাষায় অনর্গল ভাষণ দিতে শুরু করতো। এর উত্তরে আল্লাহতা'আলা বলছেনঃ এখন তাদের নিজের ভাষায়- যে ভাষা তারা বুঝতে পারে, যখন কুরআন প্রেরণ করা হয়েছে তখন তারা এই অভিযোগ করেছে যে- একজন আরবের মাধ্যমে আরবী ভাষায় কেন ঐ বাণী অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিন্তু যদি অন্য কোন ভাষায় এ বাণী প্রেরণ করা হতো তবে তখন এই লোকেরাই অভিযোগ করতো যে,- ব্যাপারটি তো বেশ! আরব জাতির মধ্যে একজন আরবকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রতি বাণী অবতীর্ণ করা হলো এরূপ এক ভাষায় যা না বোঝেন নিজে রসূল, আর না বোঝেন তার জাতি।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ط وَلَوْلَا

নিশ্চয় এবং | আমরা দিয়েছিলাম | মূসাকে | কিতাব | অতঃপর মতভেদ করা হয়েছিল | তার মধ্যে | এবং | না যদি (হতো)

كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ط وَاِنَّهُمْ

একটি কথা | পূর্ব নির্ধারিত | পক্ষহতে | তোমার রবের | ফয়সালা করেই দেওয়া হত | তাদের মাঝে | এবং | তারা নিশ্চয়

لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿٤٥﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ

অবশ্যই মধ্যে আছে | সন্দেহের | তা সম্বন্ধে | বিভ্রান্তিকর | যে | কাজ করবে | নেকীর | (সে করবে) তা নিজেরজন্যে

وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ط وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿٤٦﴾

এবং | যে | মন্দকর্ম করবে | (পড়বে) তা তার উপর | আর | না | তোমার রব | জুলুমকারী | বান্দাদের উপর

اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ط وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ

তারই কাছে | বর্তায় | জ্ঞান | কিয়ামতের | এবং না | বের হয় | কোন | ফল সমূহ

(অর্থাৎ তিনিই জানেন কখন তা হবে)

مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا

হতে | তার মুকুল আবরন | আর | না | গর্ভধারন করে | কোন | নারী | আর | না | প্রসব করে সে | এব্যতীত

بِعِلْمِهٖ ط

তার জানা (আছে)

রুকুঃ৬

৪৫. ইতোপূর্বে আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, তখন তার ব্যাপারেও এই রকমেরই মতভেদ হয়েছিল তোমার রব।। যদি প্রথমেই একটি কথা সিদ্ধান্ত করে না দিতেন, তা হলে এই মতভেদকারীদের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হয়ে যেতে আর সত্যকথা এই যে, এই লোকেরা কঠিন বিপর্যয়কারী সন্দেহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে।

৪৬. যে কেউ নেক আমল করবে সে নিজের জন্যেই কল্যাণ করবে। আর যে কেউ অন্যায় করবে তার পরিণাম তাকেই ভোগ করতে হবে। বস্তুতঃ তোমার রব তাঁর বান্দাদের উপর যালেম নন।

৪৭. সেই মুহূর্ত[৯] সম্পর্কে জ্ঞান আল্লাহর দিকেই বর্তায়। তিনিই সে সব ফল জানেন যা তাদের মুকুল সমূহ হতে নির্গত হয়। কোন স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছে এবং কে সন্তান প্রসব করল তা তাঁরই জানা আছে।

৯. অর্থাৎ কেয়ামত।

পরে যে দিন তিনি এই সকলকে ডেকে বলবেন কোথায় আমার সেই সব শরীক। এরা বলবে আমরা নিবেদন করেছি, আজ আমাদের মধ্যে কেউই এর সাক্ষ্যদাতা নেই।

৪৮. তখন সেসব মা'বুদরাই তাদের হতে হারিয়ে যাবে যাদেরকে এরা ইতোপূর্বে ডাকত্। আর এই লোকরা বুঝে নিবে যে, এদের জন্যে এখন কোন আশ্রয় স্থান নেই।

৪৯. মানুষ ভালোর জন্যে দোআ প্রার্থনা করতে কখনই ক্লান্ত হয় না। আর যখন তার উপর বিপদ আসে তখন নিরাশ ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

৫০. কিন্তু যখনই কঠিন সময় অতিবাহিত হবার পর আমরা তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে বলে "আমি তো এরই অধিকারী ছিলাম।

আমি মনে করিনা যে, কেয়ামত কখনও আসবে। কিন্তু তবুও বাস্তবিকই যদি আমি আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তীত হই তাহলে সেখানেও খুব কল্যাণ ভোগ করব"। অথচ যারা কুফরী করেছে তারা কি করে এসেছে তা আমরা তাদেরকে জানিয়ে দিব এবং তাদেরকে আমরা অত্যন্ত খারাপ আযাবের স্বাদ আস্বাদন করাব।

৫১. মানুষকে যখন আমরা নে'আমত দিই তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও অহংকারে পাশ কাটিয়ে চলে। আর যখন তাকে কোন বিপদ স্পর্শ করে তখন সে লম্বা-চওড়া দো'আ করতে শুরু করে।

৫২. হে নবী! এ লোকদেরকে বল কখনও কি তোমরা এই কথা চিন্তা করেছ যে, এ কুরআন যদি সত্যই আল্লাহর নিকট হতে এসে থাকে আর তোমরা একে অস্বীকারই করতে থাক, তাহলে সেই ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক ভ্রান্ত আর কে হবে যে এর বিরুদ্ধতায় অনেক দুর অগ্রসর হয়ে গেছে?

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ

তাদের আমরা শীঘ্রই দেখাব — আমাদের নিদর্শনাবলী — মধ্যে — দিগন্তসমূহের — এবং — মধ্যে — তাদের নিজেদের — যতক্ষণ না

يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ

সুস্পষ্ট হয়ে যায় — তাদের কাছে — (একথা) যে তা — বাস্তবিকই সত্য — কি নয় — যথেষ্ট — তোমার রব — যে তিনি

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ

উপর — সব — কিছুর — সাক্ষী — সাবধান — তারা নিশ্চয় — মধ্যে (আছে) — সন্দেহের

مِّن لِّقَاءِ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿٥٤﴾

হতে — সাক্ষাতের — তাদের রবের — সাবধান (শুনে রাখ) — নিশ্চয়ই তিনি — সব — কিছুকে — পরিবেষ্টনকারী (অর্থাৎ ঘিরে রেখেছেন)

৫৩. শীঘ্রই আমরা এদেরকে আমাদের নিদর্শনসমূহ দিক চক্রবালে দেখাব এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও, যেন তাদের সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এই কুরআন বাস্তবিকই সত্য। এই কথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার রব সব জিনিসেরই সাক্ষী।

৫৪. হুঁশিয়ার হয়ে যাও! এই লোকেরা নিজেদের রবের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে। শুনে রাখো, তিনি প্রত্যেকটি জিনিসেরই পরিবেষ্টনকারী[১০]।

১০. অর্থাৎ কোন জিনিস না আছে তাঁর অধিপত্যের বাইরে আর না আছে তাঁর জ্ঞানের অগোচরে।

সূরা আশ-শূরা

নামকরণঃ –এ সূরার ৩৮ নং আয়াত وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ "তাহাদের যাবতীয় ব্যাপার তাহাদের পরস্পরের পরামর্শ (শূরা)-এর ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়" হতে গৃহীত। এ নামের তাৎপর্য এই যে, এটা সেই সূরা যাতে 'শূরা' (شُورَىٰ) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ ঠিক কোন সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় না। কিন্তু এ সূরাটি বিষয়বস্তু চিন্তা ও বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয়, এ সূরাটি সূরা হা-মীম আস-সাজদার পরে সংগে সংগেই নাযিল হয়ে থাকবে। কেননা এ সূরাটাকে পূর্ববর্তী সূরার এক প্রকারের 'উপসংহার' বা 'পরিশিষ্ট' মনে হয়। পূর্ববর্তী সূরাটাকে যে লোকই গভীর ভাবে চিন্তা-গবেষণা সহকারে পাঠ করবে এবং তার পর এ সূরাটা পড়বে সেই এ ব্যাপারটা বুঝতে ও মেনে নিতে বাধ্য হবে। সে দেখতে পাবে, পূর্বের সূরায় কুরাইশ সরদারদের অন্ধ-বধির বিরুদ্ধতার উপর বড় কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। মক্কার শরীফ ও তার আশে-পাশের অঞ্চলে যে কারো মধ্যে নৈতিকতা, ভদ্রতা-সৌজন্য ও যুক্তিবাদিতার কোন সামান্য অনুভূতিও রয়েছে, জাতির বড় লোকেরা কত অন্যায়ভাবে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিরুদ্ধতা করছে এবং তাদের মুকাবিলায় রসূলের কথা কতই না যুক্তিপূর্ণ, তাঁর নীতি কতই না বুদ্ধিসম্মত এবং তাঁর আচরণ কতই না ভদ্রতা, সভ্যতা ও শালীনতাপূর্ণ, তা যেন তারা ভালো ভাবে বুঝতে পারে। এ কথা বুঝাবার পরে-পরেই এ সূরাটা নাযিল করা হয়েছে এ দ্বারা প্রকৃত কথা বুঝাবার হক আদায় করা হয়েছে এবং মর্মস্পর্শীভাবে মুহাম্মদ (সঃ)-এর দ্বীনী দাওআতের মর্ম সুন্দর করে বুঝিয়েদেওয়া হয়েছেযার মধ্যে সামান্য মাত্রও সত্যানুসন্ধিৎসা রয়েছে এবং জাহেলিয়াতের গোমরাহীর প্রেমে যে লোক সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যায় নি, তেমন লোকের পক্ষে যেন এ দাওআত অস্বীকার করার কোন ক্ষমতাই না থাকে।

আলোচ্য বিষয় ও মূল বক্তব্যঃ কথা শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, তোমরা আমাদের নবীর পেশ করা কথা সম্পর্কে কি বাদ-প্রতিবাদ করছো? এ কথাগুলো তো নতুন কিছুই নয়। ইতিহাসে প্রথমবারই এ কথা বলা হচ্ছে না। এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর অহী নাযিল হওয়া এবং মানব জাতির হেদায়াতের জন্যে তাকে বিধান দেওয়ার ব্যাপারটিও এই প্রথম বারই সংঘটিত হচ্ছে না । এরূপ অহী ও এরূপ হেদায়াতই ইতিপূর্বে আল্লাহতা'আলা তাঁর বহু নবী-রসূলের নিকট পাঠিয়েছেন বহু বার। পরন্তু আসমান-যমীনের মালিক আল্লাহকে মা'বুদ ও বিধানদাতারূপে মেনে নেয়াও কোন অভিনব বা আশ্চর্যের কথা নয়। অভিনব ও আশ্চর্যের কথা যদি কিছু হয়ে থাকে তবে তা হল, আল্লাহর বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও এবং আল্লাহর রাজত্বে বাস করে অপর কারো আল্লাহর -প্রভূত্ব ও সার্বভৌমত্ব -মেনে নেয়া। তওহীদের দাওআত যিনি পেশ করছেন তাঁর প্রতি তোমরা ক্ষুব্ধ হচ্ছো অথচ বিশ্বলোকের একমাত্র মালিকের সাথে তোমরা যে শিরক করছো তা এমন এক বিরাট অপরাধ যে, সে জন্যে আসমান যদি তার উপর ফেটে পড়ে তবে তাও কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। তোমাদের দুঃসাহস দেখে আল্লাহর ফেরেশতাগণ হতভম্ব; কখন কোন মূহুর্তে তোমাদের উপর তাঁর গযব ভেঙে পড়বে সে ভয়ে তারা কম্পিত ও সন্ত্রত ।

অতঃপর বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তিকে নবুয়্যতের দায়িত্বে নিয়োগ করা এবং সেই ব্যক্তি নিজেকে নবীরূপে জনসমক্ষে পেশ করার অর্থ এ নয় যে, তাকে সমগ্র পৃথিবীর লোকদের ভাগ্যের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং সে এ দাবী নিয়েই বুঝি ময়দানে নেমেছে ! সমস্ত মানুষের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে আল্লাহর হস্তেই নিবদ্ধ। নবী আসেন শুধু গাফিল লোকদেরকে সচেতন করার জন্যে, বিভ্রান্ত ও পথহারা লোকদেরকে সঠিক পথে চালাবার জন্যে। তাঁর কথা যারা মানে না তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া এবং সে জন্যে তাদেরকে আযাব দেয়া না-দেয়া সম্পূর্ণ রূপে আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। এ কাজ নবীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয়নি। কাজেই সমাজের পীর-ফকীররা যেমন দাবী করে যে, তাদের কথা যারা না মানবে কিংবা তাদের প্রতি যারা বে-আদবী করবে তাদেকে তারা জালিয়ে ভস্ম করে দেবে, তোমরা মনে করো না যে নবীও বুঝি এ ধরনের আজগুবী ধরনের দাবী নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। এরূপ কোন ধারণা তোমাদের মনে থাকলে তা তোমাদের মন-মগজ হতে বের করে ফেল। এ প্রসংগে লোকদেরকে এও বলা হয়েছে যে, নবী তোমাদের অকল্যাণ করার জন্যে আসেন নি। তিনি তো তোমাদের পরম কল্যাণকামী। তোমরা যে পথে চলছো সে পথে তোমাদের ধ্বংস নিহিত– এ কথা তিনি তোমাদেরকে কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বলে থাকেন।

অতঃপর দুনিয়ার সব মানুষকে সঠিক পথের পথিক কেন বানিয়ে দেননি এবং চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে নিজের ইচ্ছামত যেকোন পথ গ্রহণের ও মতবিরোধ করার অবকাশ কেন রেখেছেন সে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এ অবকাশ আছে বলেই তো মানুষ আল্লাহর সেই বিশেষ রহমত লাভ করার অধিকারী হতে পারে, যা অপর কোন ইখতিয়ারহীন সৃষ্টির জন্যে নেই। তা আছে কেবল ইখতিয়ার-সম্পন্ন সৃষ্টির জন্যে যারা স্বভাবগতভাবে নয়, চেতনা সহকারে নিজেদের ইখতিয়ারে আল্লাহকে নিজেদের 'অলী' (Patron Guardian) বানিয়ে নেবে। যে মানুষ এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করবেন, সঠিক পথ দেখাবেন, নেক আমল করার তওফীক দেবেন, অতঃপর নিজের বিশেষ রহমতে শামীল করে নেবেন। আর যে মানুষ নিজের এ স্বাধীনতার সুযোগকে ভুল ও অন্যায় পথে প্রয়োগ করবে এবং প্রকৃতপক্ষে যে তার 'অলী' নয়– হতে পারেনা, তাকেই অলী বানিয়ে নেয়, সেই লোক আল্লাহর বিশেষ রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে যায়। এ প্রসংগে এ কথাও বলা হয়েছে যে, মানুষের এবং সমস্ত সৃষ্টিলোকের 'অলী' প্রকৃতপক্ষে এক আল্লাহ মাত্র । অন্যান্য কেউ না প্রকৃতপক্ষে অলী , না অলী হওয়ার মত বা তার দায়িত্ব পালনের কোন যোগ্যতা তাদের আছে। মানুষের সাফল্য নির্ভর করে এরই উপর যে, সে নিজের ইখতিয়ারে 'অলী' বাছাই ও কবুল করার ব্যাপারে ভুল করবে না। বরং প্রকৃতই যিনি তার অলী তাকেই নিজের 'অলী' বানিয়ে নেবে।

অতঃপর বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) যে দ্বীন পেশ করেছিলেন, তা প্রকৃতপক্ষে কি রকমের দ্বীন!
তার প্রথম বুনিয়াদ হল,– আল্লাহ; যেহেতু বিশ্বলোকও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও প্রকৃত 'অলি', এ জন্যে তিনিই মানুষের শাসক-প্রভূ ও আইন-বিধান দাতা। মানুষকে দ্বীন ও শরীয়ত– বিশ্বাস ও বাস্তব জীবন বিধান দান করার এবং মানুষের পারস্পরিক বিরোধ-বৈষম্যের ফয়সালা করা ও তম্মধ্যে কে সত্যপন্থী, কে বাতিলপন্থী তা বলে দেয়ার অধিকার কেবলমাত্র তাঁরই। অপর কোন সত্তার মানুষের আইন দাতা (lawgiver) হওয়ার আদৌ কোন অধিকার নেই । অন্য কথায়, স্বাভাবিক সার্বভৌমত্বের ন্যায় আইনগত সার্বভৌমত্বও (legal sovereignty) কেবল মাত্র আল্লাহর জন্যেই নির্দিষ্ট! মানুষ কিংবা খোদা ছাড়া অপর কোন শক্তিই এরূপ

সার্বভৌমত্বের ধারক বা অধিকারী হতে পারেনা। কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর এ সার্বভৌত্বকে মেনে নিতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে আল্লাহকে তার কেবলমাত্র 'স্বাভাবিক সার্বভৌম' মেনে নেয়ার কোনই অর্থ হয় না। এরই ভিত্তিতেই আল্লাহ শুরু হতেই মানুষের জন্যে একটি দ্বীন (জীবন বিধান) নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

এ একই দ্বীন সর্বকালে দুনিয়ায় সব নবী-রসূলকে দেয়া হয়েছে। কোন নবীই নিজের স্বতন্ত্র কোন ধর্ম মতের রচয়িতা নহেন। প্রথম দিন হতে এ একই দ্বীন গোটা মানব-বংশের জন্যে আল্লাহর তরফ হতে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আর সব নবী-রসূল সেই একই দ্বীনের অনুসারী ও আহবায়ক । এ দ্বীন শুধু মেনে নেবার জন্যেই দেয়া হয়নি কখন। চিরদিন এ উদ্দেশ্যেই এই দ্বীন পাঠানো হয়েছে যে- পৃথিবীতে এ দ্বীনই কায়েম, প্রচলিত-প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর হয়ে থাকবে, আল্লাহর রাজ্যে এ জগতে আল্লাহর দ্বীন ছাড়া অপর কারো কল্পিত-রচিত দ্বীনের প্রাধান্য যেন না চলে। নবী-রসূলগণ এ দ্বীনের শুধু 'তবলীগ' করার জন্যেই প্রেরিত হননি। প্রেরিত হয়েছিলেন এ দ্বীনকে কায়েম করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে।

মানবজাতির আসল ও প্রকৃত দ্বীন এটাই । কিন্তু নবী-রসূলগণের পরে চিরকালই এ হয়ে এসেছে যে, স্বার্থপর লোকরা আত্মম্ভরিতা, আত্মকেন্দ্রীকতা ও আত্মপ্রচারের কু-মতলবে ও নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টিকরে নতুন ধর্মমত রচনা করতে চেষ্টা পেয়েছে ও করেছে। দুনিয়ায় বর্তমানে নানা ধর্মমত যতই পাওয়া যাচ্ছে সেই আসল ও মূল দ্বীনকে নানা ভাবে বিকৃত করেই তা বানানো হয়েছে।

শেষকালে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে – এ বিভিন্ন পথ ও পন্থা, কৃত্রিম ধর্ম এবং মানব রচিত ধর্মের, মতের ও পথের পরিবর্তে সেই আসল দ্বীনকে তিনি লোকদের সামনে পেশ করবেন এবং তাকেই কায়েম করবার জন্যে চেষ্টিত হবেন। এ জন্যে তো আল্লাহর শোকর আদায় করা তোমাদের কর্তব্য । কিন্তু শোকর আদায় না করে যদি তোমরা সে জন্যে উল্টো বিশৃংখলা সৃষ্টিকর বা লড়াই-ঝগড়া কর তবে তা তো তোমাদের অজ্ঞতা ছাড়া কিছুই নয়। তোমাদের এ মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার জন্য নবী তো তাঁর দায়িত্ব ত্যাগ করতে পারেন না। নবীকে তো পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে নিজের নীতি ও দায়িত্বে স্থীর-অবিচল হয়ে থাকতে হবে এবং যে কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছে সে দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করবেন। তোমাদেরকে রাজী-খুশী রাখার জন্যে আল্লাহর দ্বীন খারাবকারী সর্বপ্রকারের কুসংস্কার- কিংবদন্তী, জাহেলিয়াতের নিয়ম-নীতি- রসম শামিল করবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হবেন, এমন আশা তোমরা করতে পার না। কেন না, এ সবের দ্বারা পূর্বেও দ্বীন-ইসলামকে খারাব করা হয়েছে।

আল্লাহর দ্বীনকে বাদ দিয়ে অপর কারো বানানো দ্বীন ও জীবনবিধানকে গ্রহণ করা আল্লাহর সাথে যে কত বড় দুঃসাহসিক আচরণ, তা তোমরা ধারনা করতে পার না। তোমরা তো একে একটা খুব সাধারণ ও নগণ্য ব্যাপার বলে মনে কর। এতে যে কি মারাত্মক দোষ রয়েছে তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু আল্লাহর নিকট এ নিকৃষ্টতম শিরক ও কঠিনতম অপরাধ। এর কঠিন শাস্তি সে সব লোককেই ভোগ করতে হবে যারা আল্লাহর যমীনে নিজেদের কল্পিত-রচিত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর যারা তাদের দ্বীন পালন ও অনুসরণ করেছে।

এভাবে দ্বীনের এক সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা পেশ করার পর বলা হয়েছে, লোকদেরকে বুঝিয়ে সঠিক পথে আনবার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা যা হতে পারে তা প্রয়োগ করা হয়েছে। একদিকে আল্লাহতা'আলা নিজের কিতাব নাযিল করেছেন– এ অতি মর্মস্পর্শী ভাবে তোমাদের নিজেদের ভাষায় প্রকৃত সত্যকে তোমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করছে। আর অপর দিকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবন তোমাদের সামনে চির উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে, যা দেখে তোমরা জানতে পার এ কিতাব অনুসরণ করে চললে কি রকমের উন্নত মানুষ গড়ে ওঠে। এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা হেদায়াত পেতে না পার তা হলে দুনিয়ার অপর কোন জিনিষই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারবে না। এর ফল তো এ হবে যে, তোমরা শতাব্দীকাল ধরে যে গোমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলে তোমাদেরকে তারই মধ্যে পড়ে থাকতে দেয়া হবে। আর এরূপ গোমরাহীতে যারা নিমজ্জিত থাকে তাদের জন্যে যে পরিণতি আল্লাহর নিকট অবধারিত তাই তাদেরকে ভোগ করতে দেয়া হবে।

এ সব তত্ত্বকথা আলোচনা প্রসংগে মাঝে মধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে তওহীদ ও পরকালের অকাট্য দলীল-প্রমাণও পেশ করা হয়েছে। দুনিয়া-পূজা ও বস্তুবাদী মনোভাবের পরিণতি সম্পর্কে জনগণকে সাবধান করা হয়েছে। পরকালের শাস্তি ও দন্ডের ভয় দেখান হয়েছে। কাফেরদের যেসব নৈতিক দুর্বলতার কারণে আল্লাহর হেদায়াত হতে মুখ ফিরিয়ে চলে তা এক একটা করে বলা হয়েছে। উপসংহারে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছেঃ

একটা এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁর জীবনের প্রাথমিক চল্লিশটি বছর কিতাব কাকে বলে তা জানতেন, না. এ বিষয়ে তাঁর মন ছিল সম্পূর্ণ শূন্য ও রিক্ত। ঈমান সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ন না-ওয়াকিফ। পরে সহসাই তিনি এই উভয় জিনিস জনগণের সামনে পেশ করেছিলেন। বস্তুতঃ এ ব্যাপারটা তাঁর নবুয়্যতের সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, তিনি নিজের উপস্থাপিত শিক্ষাকে আল্লাহর দেয়া শিক্ষা বলে যে দাবী করেছেন, তার অর্থ এ নয় যে, তিনি আল্লাহর সহিত মুখো মুখি দাঁড়িয়ে কথা বলার দাবী করেছেন। বরং এর অর্থ এই যে. তিনটি উপায়ে আল্লাহতা'আলা তাঁর নবী-রসূলগণকে এ সব কথা জানিয়েছেন। তম্মধ্যে একটা হল অহী; দ্বিতীয়– পর্দার অন্তরাল হতে উত্থিত আওয়াজ এবং তৃতীয় হল ফেরেশতাদের দ্বারা পাঠানো পয়গাম। এ কথাটা ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে এ জন্যে যে- বিরুদ্ধবাদীরা যেন এ অভিযোগ করতে না পারে যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর সাথে মুখোমুখি কথা বলার দাবী করছেন; যেন সত্যপন্থী মানুষ জানতে পারে যে, যে মানুষকে আল্লাহর তরফ হতে নবুয়্যতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে তাঁকে কয়েকটি উপায় ও পন্থায় হেদায়াত দেয়া হয়।

رُكُوْعَاتُهَا ٥ (٤٢) سُوْرَةُ الشُّوْرٰى مَكِّيَّةٌ اٰيَاتُهَا ٥٣

পাঁচ তার রুকূ (সংখ্যা) মক্কী আশ্শূরা সূরা (৪২) তিপান্ন তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষদয়াবান আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

حٰمٓ ① عٓسٓقٓ ② كَذٰلِكَ يُوْحِيْٓ اِلَيْكَ وَ اِلَى

হা মীম | আইন - সীন কাফ | এভাবে | ওহী পাঠান (আল্লাহ) | তোমার প্রতি | এবং | প্রতি

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ۙ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ③ لَهٗ

(তাদের) যারা | তোমার পূর্বে (নবী-রসূল ছিল) | আল্লাহ | পরাক্রমশালী | প্রজ্ঞাময় | তাঁরই

مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ؕ وَ هُوَ الْعَلِيُّ

যাকিছু | মধ্যে (আছে) | আকাশমন্ডলির | এবং | যা কিছু | মধ্যে আছে | পৃথিবীর | এবং | তিনিই | উচ্চ মর্যাদার

الْعَظِيْمُ ④

সর্বশ্রেষ্ঠ সুমহান

রুকূঃ১

১. হা মীম,

২. 'আইন, সীন, কাফ।

৩. সর্বজয়ী ও সুবিজ্ঞ আল্লাহ এমনিভাবেই তোমার ও তোমার পূর্বে যারা অতীত হয়েছে তাদের (নবী-রসূলগণের) প্রতি অহী নাযিল করতেছিলেন[১]।

৪. আকাশমন্ডল ও যমীনে যা কিছুই আছে তা সবই তাঁরই। তিনি বড় উচ্চ মর্যাদার, বিরাট মহান।

১. অর্থাৎ যে কথা কুরআনে বর্ণিত হচ্ছে, এই কথাই অহী-মাধ্যমে আল্লাহতা'আলা রসূলের (সঃ) প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এবং পূর্ববর্তী রসূলদের প্রতিও তিনি এই একই বাণী অবতীর্ণ করে এসেছেন।

تَكَادُ	السَّمٰوٰتُ	يَتَفَطَّرْنَ	مِنْ	فَوْقِهِنَّ
(তার সাথে শরীক করায়) উপক্রম হয়	আকাশমন্ডলি	ভেঙ্গে পড়ায়	হতে	তাদের উপর

وَ	الْمَلٰٓئِكَةُ	يُسَبِّحُوْنَ	بِحَمْدِ	رَبِّهِمْ
এবং	ফেরেশতারা	পবিত্রতা ঘোষণা করে	প্রশংসাসহ	তাদের রবের

وَ	يَسْتَغْفِرُوْنَ	لِمَنْ	فِي	الْاَرْضِ ط	اَلَآ	اِنَّ	اللّٰهَ
এবং	ক্ষমা প্রার্থনা করে	(তাদের) জন্যে যারা	মধ্যে (আছে)	পৃথিবীর	সাবধান	নিশ্চয়	আল্লাহ

هُوَ	الْغَفُوْرُ	الرَّحِيْمُ ⑤	وَ	الَّذِيْنَ	اتَّخَذُوْا
তিনিই	ক্ষমাশীল	মেহেরবান	এবং	যারা	গ্রহণ করেছে

مِنْ	دُوْنِهٖٓ	اَوْلِيَآءَ	اللّٰهُ	حَفِيْظٌ	عَلَيْهِمْ ز صلے	وَ	مَآ
ছাড়া	তাকে	পৃষ্ঠপোষক রূপে	আল্লাহই	সংরক্ষক	তাদের উপর	এবং	না

اَنْتَ	عَلَيْهِمْ	بِوَكِيْلٍ ⑥
তুমি	তাদের উপর (নিযুক্ত হয়েছে)	কর্ম বিধায়ক বা ভারপ্রাপ্ত

৫.আকাশমন্ডল উপর হতে ফেটে পড়বার[২] উপক্রম হয়েছিল। ফেরেশতারা তাদের রবের হামদ সহকারে তসবীহ করছে এবং দুনিয়াবাসীদের জন্যে ক্ষমা চাইতে ব্যস্ত রয়েছে। সাবধান, প্রকৃতই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও অতীব দয়াবান।

৬. যে সব লোক তাঁকে বাদ দিয়ে নিজেদের জন্যে অপর কিছু পৃষ্ঠপোষক[৩] বানিয়ে রেখেছে, আল্লাহই তাদের সংরক্ষক। তুমি তাদের উপর ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত হওনি।

---

২. অর্থাৎ আল্লাহর রুবুবিয়াত কোনভাবে কোন সৃষ্টবস্তুকে অংশীদার গণ্য করা কোন মামুলি কথা নয়– এরূপ গুরুতর কঠিন কথা যে এর জন্যে যদি আসমান বিদীর্ণ হয়ে পতিত হয় তবে তা অসম্ভব কিছু নয়।

৩. মূলে "اولياء" আউলিয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় যার অর্থ খুবই ব্যাপক। বাতিল উপাস্যদের সম্পর্কে পথভ্রষ্ট মানুষের বিভিন্ন ধারণা-বিশ্বাস ও বহু বিভিন্ন কর্ম-পদ্ধতি রয়েছে। এসব ব্যাপারকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে নিজ 'ওলী' বানানো বলা হয়েছে। কুরআন অনুসারে মানুষ সেই সত্তাকে নিজের ওলী বলে গণ্য করলো– ১. যার কথামতো সে চলে, যার উপদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী সে কাজ করে এবং যার নির্ধারিত পন্থা, প্রথা, বিধি ও শৃঙ্খলার সে অনুসরণ করে। ২. যার নেতৃত্বে সে বিশ্বাস করে এবং মনে করে যে সে তাকে সঠিক পথ দেখায় ও ভুল পথ থেকে তাকে রক্ষা করে। ৩. যার সম্পর্কে সে এই ধারণা করে যে– আমি দুনিয়াতে যা কিছু করিনা কেন তার খারাব পরিণতি থেকে এবং যদি আল্লাহ থেকে থাকেন ও পরকালের অস্তিত্বও সত্য হয় তবু তার শাস্তি থেকে সে তাকে রক্ষা করে নেবে এবং ৪. যার সম্পর্কে সে এ ধারণা করে যে সে দুনিয়াতে অলৌকিক উপায়ে তার সাহায্য করে, বিপদ-আপদ থেকে তাকে রক্ষা করে, তাকে জীবিকা অর্জনের উপায় দান করে, সন্তান-সন্ততি দান করে, তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং অন্যান্য সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ করে।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا

এবং | এভাবে | আমরা অবতীর্ণ করেছি | তোমার প্রতি | কুরআনকে | আরবী (ভাষায়)

لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَ مَنْ حَوْلَهَا وَ

যেন তুমি সতর্ক কর | কেন্দ্রকে | জনপদ সমূহের (অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে) | এবং | যারা | তার চার পাশে (আছে) | এবং

تُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ؕ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ

সতর্ক কর তুমি (যেন) | দিন (সম্পর্কে) | একত্রিকরনের (অর্থাৎ কিয়ামতের) | নাই | কোন সন্দেহ | তার মধ্যে | একদল (সেদিন হবে) | মধ্যে | জান্নাতের

وَ فَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ ۝٧ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً

এবং | একদল (হবে) | মধ্যে | জাহান্নামের | এবং | যদি | চাইতেন | আল্লাহ | অবশ্যই তাদেরকে বানাতেন | উম্মত

وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِىْ رَحْمَتِهٖ ؕ

একই | কিন্তু | প্রবেশ করান | যাকে | ইচ্ছে করেন (আল্লাহ) | মধ্যে | তার অনুগ্রহের

وَ الظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ۝٨ اَمِ

এবং | যালেমদের (অবস্থা হল) | নাই | তাদের জন্যে | কোন | অভিভাবক | আর | না | কোন সাহায্যকারী | কি

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِىُّ

তারা গ্রহণ করেছে | তাকে ছাড়া | অভিভাবক রূপে (অন্যান্যদেরকে) | অথচ আল্লাহ | তিনিই | অভিভাবক

وَ هُوَ يُحْىِ الْمَوْتٰى ز وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٩

এবং | তিনিই | জীবিত করেন | মৃতদেরকে | এবং | তিনি | উপর | সব | কিছুরই | ক্ষমতাবান

৭.এবং, হে নবী,এরূপেইএই আরবী কুরআনকে আমরা তোমার প্রতি "অহি" করেছি, যেন তুমি সব জনপদের কেন্দ্রস্থল (মক্কা নগর) এবং তার আশে-পাশের বসবাসকারীদেরকে সাবধান করে দাও এবং একত্রিত হবার দিন সম্পর্কে ভয় দেখাও– যার আগমনে কোনই সন্দেহ নেই। এক দলকে জান্নাতে যেতে হবে আর অপর দলকে জাহান্নামে।

৮.আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে এই সকলকে একই 'উম্মত' বানিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে চান স্বীয় রহমতে দাখিল করেন। আর যালেমদের না কেউ পৃষ্ঠপোষক আছে, না কোন সাহায্যকারী।

৯. এই লোকেরা কি (এমনই নাদান যে) এরা তাঁকে বাদ দিয়ে অপর পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে? ওলী –পৃষ্ঠপোষক –তো আল্লাহ, তিনিই মৃতদের জীবিত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম, ক্ষমতাবান।

وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ط

এবং যা | তোমরা মতভেদ কর | সেক্ষেত্রে | কোন | কিছু | তার অতঃপর মীমাংসা (হবে) | কাছে | আল্লাহর

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَ اِلَيْهِ اُنِيْبُ ﴿١٠﴾

সেই | আল্লাহই | আমার রব | তাঁরইউপর | আমি ভরসা করেছি | এবং | তাঁরই দিকে | অভিমুখীহয়েছি আমি

فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ط جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ

(আল্লাহই) সৃষ্টিকর্তা | আসমানসমূহের | এবং | যমীনের | তিনি বানিয়েছেন | তোমাদের জন্যে | মধ্যহতে

اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ج

তোমাদের নিজেদের | জোড়া জোড়া | এবং | মধ্য হতে | জানোয়ারের | জোড়া জোড়া

يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ط لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج وَ هُوَ السَّمِيْعُ

তোমাদেরবিস্তার করেন (বংশ) | তার মধ্যে | নাই | তারমত | কোন কিছুই | এবং | তিনি | সর্বশ্রোতা (সবকিছু শুনেন)

الْبَصِيْرُ ﴿١١﴾ لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ج

সর্বদ্রষ্টা (সবকিছুই দেখেন) | তাঁরই (নিয়ন্ত্রণে) | চাবিসমূহ | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

রুকুঃ২

১০. তোমাদের[৪] মাঝে যে ব্যাপারে মতভেদের সৃষ্টি হয়, তার ফয়সালা করা আল্লাহরই কাজ। সেই আল্লাহই আমার রব, তাঁরই উপর আমি ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি।

১১. আকাশমন্ডল ও যমীন সৃষ্টিকারী, যিনি তোমাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে হতে তোমাদের জন্যে জুড়ি বানিয়েছেন এবং অনুরূপ ভাবে জানোয়ারের মধ্যেও (তাদেরই স্বজাতীয়) জুড়ি বানিয়ে দিয়েছেন এবং এভাবেই তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি ও বিস্তার করেন। বিশ্বলোকের কোন জিনিসই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

১২. আকাশমন্ডল ও যমীনের ভান্ডারের চাবি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ,

৪. এখানে ১৬ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত, সম্পূর্ণ ভাষণ যদিও আল্লাহতা'আলার পক্ষ থেকে অহী (প্রত্যাদেশ বাণী), কিন্তু এখানে বক্তা হচ্ছেন রসূলুল্লাহ (সঃ), আল্লাহতা'আলা নন। মহান মহিমান্বিত আল্লাহতা'আলা যেন নিজ নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে –'তুমি এ ঘোষনা কর'। এর দৃষ্টান্ত সূরা ফাতিহা। তা আল্লাহর বাণী বটে, কিন্তু বান্দা নিজের পক্ষ থেকে প্রার্থনা স্বরূপ তা আল্লাহর সমীপে পেশ করে।

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يَقْدِرُ ۚ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ

প্রশস্ত করে দিন | রিযক | (তার) জন্যে যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন | এবং | পরিমিতদেন (যাকে ইচ্ছেকরেন) | তিনি নিশ্চয় | সম্পর্কে | সব | কিছু

عَلِيْمٌ ⑫ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ

খুব অবহিত | তিনি বিধান দিয়েছেন | তোমদেরজন্যে (একমাত্র) | দ্বীনেরই | যা | আদেশ দিয়েছিলেন | সে সম্পর্কে

نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ

নূহকে (হেনবী) | এবং | যা | আমরা ওহী করেছি | তোমার প্রতিও | এবং | যা | আমরা আদেশ দিয়েছি | সে সম্পর্কে

اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ

ইবরাহীমকে | ও | মূসাকে | ও | ঈসাকে | (এ তাকিদ সহ্য যে | তোমরা প্রতিষ্ঠিত কর | দ্বীনকে

وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا

এবং | না | তোমার মতবিরোধ করো | তার মধ্যে | দুঃসহ হয়েছে | উপর | মুশরিকদের | যার

تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ۚ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ

আহবান করছ তুমি | তাদেরকে | তার দিকে | আল্লাহ | বেছেনেন | তার দিকে | যাকে | তিনি ইচ্ছে করেন

وَ يَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ⑬

এবং | পথ দেখান | তার দিকে | যে | অভিমুখী হয় (তাঁর দিকে)

যাকে তিনি চান প্রশস্ত রিয্ক দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত দান করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। ১৩. তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের সেই নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার হুকুম তিনি নূহ-কে দিয়েছিলেন। আর যা (হে মুহাম্মদ!) এখন তোমার প্রতি আমরা অহীর সাহায্যে পাঠিয়েছি। আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছিলাম– এই তাকীদ সহকারে যে, কায়েম কর এই দ্বীনকে এবং এতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেও না। এই কথাই এই মুশরিকদের পক্ষে বড় কঠিন ও দুঃসহ হয়েছে, যার দিকে (হে মুহাম্মদ!) তুমি এই লোকদেরকে দাওআত দিচ্ছ। আল্লাহ যাকে চান, আপন করে নেন এবং তিনি তাঁর দিকে যাবার পথ তাকেই দেখিয়ে থাকেন যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে!

وَ مَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
এবং না তারা মতবিরোধ করেছে এ ব্যতীত পরে যা (কাছে) এসেছিল তাদের

الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ؕ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ
(অর্থাৎ) জ্ঞান (এমন করেছে) বিদ্বেষ বশতঃ তাদের মাঝে এবং যদি না একটি বাণী (ফয়সালার)

سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ
অতীতে সিদ্ধান্ত করা হত পক্ষহতে তোমার রবের পর্যন্ত সময় (অবকাশের) নির্ধারিত ফয়সালা অবশ্যই করে দেওয়া হত

بَيْنَهُمْ ؕ وَ اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ
তদের মাঝে এবং নিশ্চয় যাদের উত্তরাধিকারী করা হয়েছিল কিতাবের তাদের পরে

لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ﴿۱۴﴾ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ
অবশ্যই মধ্যেআছে সন্দেহের তা থেকে বিভ্রান্তিকর (হে নবী) এজন্যে তাই আহবান কর

وَ اسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَ لَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ
এবং অবিচল থাক যেমন তুমি আদিষ্ট হয়েছ এবং না অনুসরণ করো তাদের খেয়াল খুশীসমূহের

---

১৪. লোকদের মাঝে যে বিরোধ-বৈষম্য দেখা দিয়েছে তা হয়েছে তাদের নিকট ইল্‌ম এসে পৌছার পর। আর তা হয়েছে এই কারণে যে তারা পরস্পরে একে অপরের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে চেয়েছিল। তোমার রব পূর্ব হতেই যদি এ কথা বলে না দিয়ে থাকতেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ফয়সালা মুলতবী রাখা হবে. তাহলে এতদিনে তার ফয়সালা করে দেয়া হত। আর আসল কথা এই যে, আগের লোকদের পরে যাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হয়েছে তারা সেই ব্যাপারে বড় প্রাণান্তকর সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে[৫]।

১৫. (যেহেতু এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল,) এ জন্যে -হে মুহাম্মদ- তুমি এখন সেই দ্বীনের দিকে দাওআত দাও। আর তোমাকে যেমন হুকুম দেয়া হয়েছে তার উপর মজবুতীর সাথে দাঁড়িয়ে থাক, কিন্তু এই লোকদের ইচ্ছা-বাসনার অনুসরণ করো না।

---

৫. অর্থাৎ পরবর্তী বংশধরদের এ নিশ্চিত বিশ্বাস নেই যে, যে গ্রন্থগুলি তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেগুলো কতটা নিজস্ব সঠিক রূপে বর্তমান আছে ও কতটা তারমধ্যে ভেজাল ও মিশ্রণ ঘটেছে। তাদের নবীরা কি শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন সে কথাও তারা নিশ্চিত বিশ্বাস সহ জানেনা। প্রত্যেকটি জিনিস তাদের কাছে সন্দেহযুক্ত ও তাদের মনে জটিল উদ্বিগ্নতা সৃষ্টিকরে।

তাদেরকে বলঃ" আল্লাহ যে কিতাবই নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মাঝে ইনসাফ করব। আল্লাহই আমাদেরও রব এবং তোমাদেরও রব, আমাদের আমল আমাদের জন্যে, আর তোমাদের আমল তোমাদের জন্যে। আমাদের মাঝে কোন ঝগড়া[৬] নেই। আল্লাহ একদিন আমাদের সকলকেই একত্রিত করবেন এং তাঁর নিকটই সকলকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে"।

১৬. আল্লাহর দাওআতে সাড়া দেবার পর (সাড়া দাতা লোকদের মধ্যে হতে) যে সব লোক আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া করে, তাদের দলীল-প্রমাণ পেশকরণ তাদের রবের নিকট বাতিল। তাদের উপর তাঁর অভিসম্পাত এবং তাদর জন্যে কঠিন আযাব রয়েছে।

৬. অর্থাৎ যুক্তিসংগত দলীল-প্রমাণ দ্বারা কথা বুঝানোর যে হক ছিল তা আমরা পূর্ণরূপে পালন করেছি। সুতরাং এখন অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ করে লাভ কি? তোমরা করলেও আমরা তোমাদের সংগে ঝগড়া করতে প্রস্তুত নই।

اَللّٰهُ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَ

(তিনিই) আল্লাহ্ — যিনি — নাযিল করেছেন — কিতাব — সত্যসহকারে — এবং

الْمِيْزَانَ ط وَ مَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ

মীযান — এবং — কিসে — তোমাকে জানাবে — সম্ভবত — কিয়ামত

قَرِيْبٌ ⑰ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ج

আসন্ন — তাড়াহুড়া করে — তা সম্পর্কে — (তারাই) যারা — না — ঈমান আনে — তা সম্পর্কে

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ مِنْهَا لا وَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا

কিন্তু — যারা — ঈমান এনেছে — তারা ভয় করে — তা থেকে — এবং — তারা জানে — যে তা

الْحَقُّ ط اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ

মহা সত্য — সাবধান — নিশ্চয় — যারা — সন্দেহ সৃষ্টি করে — সম্পর্কে — কিয়ামত

لَفِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ⑱ اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ

অবশ্যই মধ্যে — বিভ্রান্তির — বহু দূরে (চলে গিয়েছে) — আল্লাহ — অতি দয়ালু — তার বান্দাদের উপর — তিনি রিযিক দান করেন

مَنْ يَّشَآءُ ج وَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ⑲

যাকে — ইচ্ছে করেন — এবং — তিনি — প্রবল শক্তিমান — পরাক্রমশালী

১৭. তিনি আল্লাহই। যিনি পরম সত্যতার সাথে এই কিতাব ও মীযান নাযিল করেছেন[৭]। তুমি কি জানো সম্ভবতঃ ফয়সালার সময়টা অতি নিকটেই এসে পৌছেছে?

১৮. যে সব লোক এই দিনের আগমনে বিশ্বাস রাখেনা, তারা তো এর জন্যে তাড়াহুড়ো করে; কিন্তু যারা তার প্রতি ঈমান রাখে, তারা তাকে ভয় করে। তারা জানে যে, নিঃসন্দেহে তা অবশ্যই আসবে। শুনে রাখ, যে সব লোক সেই দিনের আগমনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টিকারী বিতর্ক করে থাকে, তারা গোমরাহীতে অনেক দূর অগ্রসর হয়ে গেছে।

১৯. আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি বড়ই মেহেরবান। তিনি যাকে যা চান দান করেন। তিনি বড়ই শক্তিমান ও মহা পরাক্রমশালী।

৭. মীযান– তুলাদন্ড অর্থাৎ আল্লাহর শরীয়ত যা তুলাদন্ডের ন্যায় ওযন দ্বারা সঠিক ও অঠিক, সত্য ও মিথ্যা, অত্যাচার ও ন্যায় বিচার, এবং ন্যায়পরতা ও অন্যায়পরতার পার্থক্য স্পষ্ট করে দেয়।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَ

যে কামনা করে ফসল আখেরাতের বৃদ্ধি করি আমরা তার জন্যে মধ্যে তার ফসলের এবং

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي

যে কামনা করে ফসল দুনিয়ার তাকে দেই আমরা তা থেকে এবং নাই তার জন্যে মধ্যে

الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ﴿٢٠﴾ اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا

আখেরাতের কোন প্রাপ্য কি তাদের জন্যে আছে (কতক) শরীক (যারা) বিধান দিয়েছে

لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ

তাদের জন্যে (ভিন্নকিছু) থেকে 'দ্বীনের যার অনুমতি দেন নাই সে সম্পর্কে আল্লাহ এবং যদি না (নির্ধারিত হত) একটি কথা

الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ

ফয়সালার চূড়ান্ত করে দেওয়া হত অবশ্যই তাদের মাঝে এবং নিশ্চয় যালেমরা তাদের জন্যে (রয়েছে)

عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢١﴾

শাস্তি মর্মন্তুদ

রুকুঃ৩

২০. যে কেউ পরকালীন ফসল চায়, তার ফসল আমরা বৃদ্ধি করি। আর যে লোক দুনিয়ার ফসল পেতে চায়, তাকে দুনিয়া হতেই দান করি; কিন্তু পরকালে তার কিছুই প্রাপ্য হবে না।

২১. এরা কি আল্লাহর এমন কিছু শরীক বানিয়ে নিয়েছে যারা এদের জন্যে 'দ্বীন' ধরনের কোন নিয়ম-বিধান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যার কোন অনুমতি আল্লাহ দেন নি ৮? ফয়সালার সময় পূর্ব হতেই যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া না হত, তা হলে এতদিনে তাদের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে দেয়া হত। নিশ্চিতই এই যালিমদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে।

৮. স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে , এই আয়াতে 'শরীকগণ ' অর্থে সেই সব শরীক নয় যাদের কাছে লোক দোআ প্রার্থনা করে, বা যাদের কাছে নিবেদন ও নৈবেদ্য সমর্পণ করে, অথবা যাদের সামনে পূজাপাঠের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। বরং এখানে 'শরীকগণ' অর্থ- সেই সব মানুষ যাদেরকে লোক 'শরীক ফীল হুকুম' – আদেশ দানে শরীকরূপে গন্য ও মান্য করে। যাদের শিখানো চিন্তা ধারা ও ধারণা-বিশ্বাস এবং মতবাদ ও দর্শনে মানুষ বিশ্বাস স্থাপন করে , যাদের দেয়া মুল্যমানগুলোকে লোক মান্য করে, যাদের উপস্থাপিত চারিত্রিক ও নৈতিক মূলনীতি গুলি এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির মানদন্ড গুলিকে লোক গ্রহণ করে, যাদের নির্ধারিত আইন-বিধান, পন্থা-পদ্ধতিগুলিকে নিজেদের ধর্মীয় প্রথা অনুষ্ঠানে, উপাসনা-আনুগত্যে, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে, নিজেদের সমাজে, নিজেদের কৃষ্টিতে, নিজেদের ব্যবসায়ে ও লেনদেনে, এবং নিজেদের রাজনীতি ও রাষ্ট্রবিধানে, এ রূপ ভাবে অবলম্বন করে যেন এগুলিই হচ্ছে সেই শরীয়ত যার অনুসরণ করা তাদের অবশ্যকর্তব্য।

تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَ

দেখবে তুমি | যালিমদেরকে | ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় | ঐ বিষয়ে যা | তারা অর্জন করেছে | এবং

هُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ط وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

তা | পতিত হবেই | তাদের উপর | এবং | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীর

فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ

মধ্যে (হবে) | বাগিচাসমূহের | জান্নাতের | তাদের জন্যে রয়েছে | যা | তারা ইচ্ছে করবে

عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿٢٢﴾ ذٰلِكَ الَّذِيْ

কাছে | তাদের রবের | এটাই | সেই | অনুগ্রহ | বড় | এটাই | যার

يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ط

সুসংবাদ দিয়েছেন | আল্লাহ | তাঁর বান্দাদেরকে | যারা | ঈমান এনেছে | ও | কাজ করেছে | নেকীসমূহের

قُلْ لَّآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ط

(হেনবী) বল | না | তোমাদের কাছে চাই আমি | তার উপর | কোন পারিশ্রমিক | কিন্তু | সৌহার্দ্যতা | আত্মীয়ের

---

২২. তুমি দেখতে পাবে, এই যালেমরা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় করতে থাকবে এবং তা তাদের উপর অবশ্যই এসে পড়বে। পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা নেক আমল করেছে তারা জান্নাতের গুলবাগীচায় অবস্থান করবে। যা কিছুই তারা চাইবে তাদের রবের নিকটই লাভ করবে। এটাই অতিবড় অনুগ্রহ।

২৩. এই জিনিসেরই সুসংবাদ আল্লাহ তাঁর সেই বান্দাগণকে দিচ্ছেন যারা মেনে নিয়েছে ও নেক আমল করেছে। হে নবী! এই লোকদেরকে বল আমি এই কাজে তোমাদের নিকট হতে কোন পারিশ্রমিকের দাবীদার নই। অবশ্য নৈকট্যের ভালবাসা নিশ্চয়ই পেতে চাই[৯]।

---

৯. এই আয়াতের তিন প্রকার ব্যাখা দান করা হয়েছেঃ ১. আমি তোমাদের কাছে এই কাজের জন্যে কোন পুরস্কার চাই না, কিন্তু আমি অবশ্য এ চাই যে তোমরা (অর্থাৎ কুরাইশরা) অন্ততঃ পক্ষে সেই আত্মীয়তার মর্যাদা রক্ষা কর যা আমার ও তোমাদের মধ্যে বর্তমান। "এ কি অত্যাচার যে, সব থেকে এগিয়ে এসে তোমরাই আমার শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেছো"। ২."আমি এই কাজের জন্যে তোমাদের কাছে এ ছাড়া অন্য কোন পুরস্কার চাইনা যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আকাঙ্খা সৃষ্টি হোক"। ৩. যে সব তফসীরকারেরা তৃতীয় প্রকার তফসীর করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মীয় অর্থে সমস্ত বণী আব্দুল

وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ۭ اِنَّ اللّٰهَ

এবং | যে | অর্জন করবে | ভালকাজ | বাড়িয়ে দেই আমরা | তার জন্যে | তার মধ্যে | কল্যাণ | নিশ্চয় | আল্লাহ

غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴿٢٣﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ

ক্ষমাশীল | গুণগ্রাহী | কি | (এই লোকেরা) বলে | সে রচনা করেছে | উপর | আল্লাহর | মিথ্যা

যে কেউ কল্যাণময় কাজ করতে চাইবে আমরা তার জন্যে এই কল্যাণে সৌন্দর্যের বৃদ্ধি করে দিব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও মূল্যদানকারী।

২৪. এই লোকেরা কি বলে যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর নামে মিথ্যা অভিযোগ রচনা করে নিয়েছে?

মুত্তালিবকে গ্রহণ করেন, এবং কেউ কেউ এর অর্থ মাত্র হযরত আলী (রাঃ) ও ফাতিমা (রাঃ) এবং তাদের বংশধর পর্যন্ত সীমিত রাখেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই ব্যাখ্যা কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। প্রথমতঃ যে সময় পবিত্র মক্কা নগরীতে সূরা শূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সে সময় আলী (রাঃ) ও ফাতিমার (রাঃ) বিবাহ পর্যন্ত হয়নি; সন্তান-সন্ততির তো কথাই নেই। বণী আব্দুল মোত্তালিবের সকলেই নবীর (সঃ) সহযোগিতা করছিল না, বরং তাদের মধ্যে কেউ কেউ খোলাখুলি ভাবেই শত্রুদের সংগী ছিল এবং আবুলাহাবের শত্রুতা তো সারা দুনিয়ার লোকই জানে। দ্বিতীয়তঃ নবী করীমের আত্মীয়-স্বজন মাত্র বনী আব্দুল মুত্তালিবই ছিল না। তাঁর সম্মানীয়া মাতা, তাঁর সম্মানীয় পিতা এবং তাঁর শ্রদ্ধেয়া স্ত্রী হযরত খাদিজার মাধ্যমে কুরাঈশদের সমস্ত পরিবারের মধ্যে তাঁর আত্মীয়তা ছিল। এই সব পরিবারের মধ্যে তাঁর উত্তম সমর্থকরাও ছিলেন এবং নিকৃষ্টতম শত্রুও ছিল। তৃতীয়তঃ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে একজন নবী যে উচ্চ মর্যাদায় অবস্থান করে আল্লাহর প্রতি আহবানের আওয়াজ বুলন্দ করেন সেই উচ্চ মর্যাদার স্থান থেকে এই বিরাট মহান কাজের জন্যে এ পুরস্কার প্রার্থনা করা যে- 'তোমরা আমার আত্মীয় 'স্বজনকে ভালবাস', এতটা নিম্ন-মানের কথা যে কোন সুস্থ-রুচি সম্পন্ন ব্যক্তি এ কথা ধারণাও করতে পারেনা যে, আল্লাহ নিজের নবীকে এই কথা শিক্ষা দিয়েছেন এবং নবী কুরাইশগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে একথা বলেছেন। এ ছাড়া যখন আমরা দেখি এ বাণীর সম্বোধন মু'মিনদের প্রতি নয়, বরং কাফেরদের প্রতি। উপর থেকে সমস্ত ভাষণটি তাদের প্রতি সম্বোধন করেই চলে আসছে এবং পরেও বক্তব্যের গতি তাদেরই দিকে, তখন একথা আরও বেশী অপ্রাসংগিক বলে মনে হয়। এই কথার পারম্পর্যে বিরোধীদের কাছে কোন পুরস্কার দাবী করার প্রশ্নই বা কেমন করে আসতে পারে? পুরস্কার তো সেই লোকদের কাছে চাওয়া হয় যাদের দৃষ্টিতে সেই কাজের কোন মর্যাদা থাকে যে কাজটা কোন ব্যক্তি তাদের জন্যে সম্পন্ন করেছে।

فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَ يَمْحُ اللّٰهُ

যদি তবে | ইচ্ছে করতেন | আল্লাহ | মোহর করে দিতেন | উপর | তোমার দিলের | আর | নির্মূল করে দেন | আল্লাহ

الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ

বাতিলকে | এবং | প্রতিষ্ঠিত করেন | সত্যকে | তার বাণী দিয়ে | তিনি নিশ্চয় | খুব অবহিত

بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٤﴾ وَ هُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

অবস্থা সম্পর্কে | অন্তর সমূহের | এবং | তিনিই (আল্লাহ) | যিনি | কবুল করেন | তওবা

عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا

থেকে | তার বান্দাদের | এবং | মার্জনা করেন | পাপসমূহ | অথচ | তিনি জানেন | যাকিছু

تَفْعَلُوْنَ ﴿٢٥﴾

তোমরা করছ

আল্লাহ চাইলে তোমার দিলের উপর 'মোহর' মেরে দিবেন[১০]। তিনি বাতিলকে নির্মূল- নিশ্চহ্ন করে দেন এবং সত্যকে নিজের বাণীর সাহায্যে সত্য করে দেখিয়ে দেন। তিনি তো হৃদয় কন্দরে লুক্কায়িত গোপন রহস্যও জানেন।

২৫. তিনিই তাঁর বান্দাহগণের নিকট হতে তওবা কবুল করেন এবং সব রকমের খারাবী ক্ষমা ও মার্জনা করেন। অথচ তোমাদের সব কাজ-কর্ম সম্পর্কে তিনি অবহিত।

১০. অর্থাৎ হে নবী, ওরা তোমাকেও নিজেদের শ্রেনীর লোক ভেবে নিয়েছে; এরা যেমন নিজেরা স্বার্থের খাতিরে যত বড় মিথ্যা হোক না কেন বলতে দ্বিধা করেনা, তারা মনে করেছে তুমিও সেই রকম নিজের দোকানদারী চমকানোর জন্যে একটা মিথ্যা গড়ে নিয়ে এসেছ। কিন্তু এ আল্লাহতা'আলারই রহমত যে তিনি তোমার অন্তঃকরণকে তাদের অন্তরের ন্যায় মোহর যুক্ত করেন নি।

وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
এবং তিনি দোআ কবুল করেন (তাদের) যারা ঈমান আনে ও কাজ করে নেকীর

وَ يَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهٖ ۚ وَ الْكٰفِرُونَ لَهُمْ
এবং বৃদ্ধি করেন তাদেরকে হতে তাঁর অনুগ্রহ এবং কাফেরদের (অবস্থা হল) তাদের জন্যে রয়েছে

عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَ لَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ
শাস্তি কঠিন এবং যদি প্রচুর দিতেন আল্লাহ রিযক তাঁর বান্দাদের জন্যে

لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ ۚ
তারা অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত মধ্যে পৃথিবীর কিন্তু নাযিল করেন একটি পরিমাণ মত যা তিনি ইচ্ছে করেন

اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ
নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে খুব অবহিত সর্বদ্রষ্টা (সবকিছুই দেখেন) এবং তিনিই (আল্লাহ) যিনি বর্ষণ করেন

الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ يَنشُرُ رَحْمَتَهٗ ۚ وَ هُوَ
বৃষ্টি পরে নিরাশ হওয়ার এবং বিস্তার করেন তাঁর করুণা এবং তিনিই

الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾
অভিভাবক (ওলী) প্রশংসিত

---

২৬. তিনি ঈমানদার ও নেক আমলকারী লোকদের দো'আ কবুল করেন এবং স্বীয় অনুগ্রহে আরো অতিরিক্ত দান করেন। অমান্যকারীদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে।

২৭. আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাহগণকে উন্মুক্ত রিযক দান করতেন তাহলে তারা যমীনের বুকে আল্লাদ্রোহীতার তুফান সৃষ্টি করে দিত। কিন্তু তিনি একটা পরিমাণ অনুযায়ী যতটা চান নাযিল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

২৮. লোকদের নিরাশ হয়ে যাবার পর তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করান এবং স্বীয় রহমত ব্যাপক করে দেন এবং তিনি প্রশংসনীয় ওলী।

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ

এবং | মধ্যহতে (রয়েছে) | তার নিদর্শনা বলীর | সৃষ্টি | আসমানসমূহের | ও | যমীনের

وَ مَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ط وَ هُوَ عَلٰى

এবং | যা কিছু | ছাড়িয়ে দিয়েছেন | তার উভয়ের মধ্যে | (বিভিন্ন) ধরণের | জীবজন্তু | এবং | তিনি | ক্ষেত্রের

جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ﴿٢٩﴾ وَ مَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ

তাদের একত্রিত করার | যখন | তিনি ইচ্ছে করবেন | সক্ষম | এবং | যা | তোমাদের পৌছে | কোন

مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَ يَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ ﴿٣٠﴾

বিপদ | তা এ কারনে যা | অর্জন করেছে | তোমাদের হাত গুলো | এবং | তিনি ক্ষমা করেন | অনেককিছু (নিজেরথেকে)

وَ مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج وَ مَا لَكُمْ

এবং | না | তোমরা | অক্ষমকারী (আল্লাহকে) | মধ্যে | পৃথিবীর | আর | না | তোমাদের জন্যে (আছে)

مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّ لَا نَصِيْرٍ ﴿٣١﴾ وَ مِنْ اٰيٰتِهِ

ছাড়া | আল্লাহ | কোন | অভিভাবক | আর | না | কোন সাহায্যকারী | এবং | মধ্যে রয়েছে | তার নিদর্শনা বলীর

الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٣٢﴾

নৌযানসমূহ | মধ্যে | সাগরের | পাহাড় পর্বত সদৃশ

---

২৯. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে গণ্য এই যমীন ও আকাশমন্ডলের সৃষ্টি, এবং এই জীবন্ত সৃষ্টি সমূহ যা তিনি উভয় স্থানেই ছড়িয়ে রেখেছেন। আর তিনি যখনই চাইবেন তাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।

রুকুঃ৪

৩০. তোমাদের উপর যে বিপদই এসেছে তা তোমাদের নিজেদেরই উপার্জনের ফল[১১]। এবং অনেক অপরাধ তো তিনি আপনা হতে এমনিই ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

৩১. তোমরা যমীনে তোমাদের আল্লাহকে অক্ষম করে দিতে পার না। আল্লাহর মুকাবিলায় তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সাহায্যকারীও কেউ নেই।

৩২. তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে জাহাজ যা সমুদ্রে পাহাড়ের মত দেখা যায়।

---

১১. সে সময়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে যে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ

যদি | ইচ্ছে করেন তিনি | (থামিয়ে দিবেন) ধরে রাখবেন | বাতাস | ফলে তা হয়ে যাবে | স্থির

عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

উপর | তার পিঠের | নিশ্চয় | মধ্যে রয়েছে | এর | অবশ্যই নিদর্শনাবলী | জন্যে প্রত্যেক | পূর্ণ ধৈর্যশীলের

شَكُورٍ ۝٣٣ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ

শোকরকারীর | সেগুলো (ডুবিয়ে দিতে) ধ্বংস করতে পারেন | একারণে যা | তারা অর্জন করেছে | এঅবস্থায় যখন | মাফ করেও দেন

كَثِيرٍ ۝٣٤ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا ۖ مَا

অনেককিছু | এবং (তখন) | জানতে পারবে | যারা | বিতর্ক করে | সম্পর্কে | আমাদের নিদর্শনাবলী | নাই

لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ ۝٣٥ فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ

তাদের জন্যে | কোন | পলায়ন স্থান | বস্তুত যা | তোমাদের দেওয়া হয়েছে | কোন | কিছু | ভোগসামগ্রী তা

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ

জীবনের | দুনিয়ার | এবং | যা কিছু | কাছে আছে | আল্লাহর | (তাই) উত্তম | এবং | অধিক স্থায়ী | (তাদের)জন্যে যারা

آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٣٦

ঈমান এনেছে | এবং | উপর | তাদের রবের | তারা ভরসা করে

৩৩. আল্লাহ যখন চাইবেন বাতাস থামিয়ে দিবেন এবং ইহা সমুদ্রের বুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে – এতে ব নিদর্শন রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে যে পূর্ণ মাত্রায় ধৈর্যশীল ও শোকরআদায়কারী–

৩৪. কিংবা (উহার আরোহীদের) অনেক গুনাহকে ক্ষমা করে দিয়েও, তাদের কতিপয় ক্রিয়াকলাপের শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে ডুবিয়ে দিবেন,

৩৫. এবং তখন আমাদের আয়াতসমূহ সম্পর্কে বিতর্ককারী লোকেরা জানতে পারবে যে, তাদের জন্যে আশ্রয় কিছুই নেই।

৩৬. তোমাদেরকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে তা শুধু দুনিয়ার কয়েক দিনের সামগ্রী মাত্র। আর যা কিছু আল্লাহর নিকট রয়েছে তা যেমন উত্তম-উৎকৃষ্ট তেমন স্থায়ীও। আর তা সেই লোকদের জন্যে যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের খোদার উপর নির্ভরতা রাখে,

وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا

এবং — যারা — বিরত থাকে — বড় বড় — গুনাহ — ও — অশ্লীল কার্য সমূহ (হতে) — এবং যখন — তারা রাগান্বিত হয়

هُمْ يَغْفِرُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ

তারা — মাফ করে দেয় — এবং — যারা — ডাকে সাড়া দেয় — তাদের রবের — ও — কায়েম করে — নামাজ

وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَ

এবং — তাদের কাজ (সম্পন্ন করে) — পরামর্শ ভিত্তিক — তাদের মাঝে — এবং — তাহতে যা — তাদের আমরা রিযক দিয়েছি — তারা খরচ করে — এবং

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ

যারা (এমন যে) — যখন — তাদের পৌঁছে — নির্যাতন (বাড়াবাড়ি) — তারা — প্রতিশোধ গ্রহণকরে (মুকাবেলা করে) — এবং — প্রতিফল — মন্দের

سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى

মন্দ — তার সমান — তবে যে — ক্ষমা করবে — ও — আপোষ নিষ্পত্তি করবে — তবে — তার পুরস্কার (রয়েছে) — উপর

اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ

আল্লাহর — তিনি নিশ্চয় — না — ভালবাসেন — যালেমদেরকে — এবং — অবশ্য যে — প্রতিশোধ নেয় — পরে

ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿٤١﴾

তার নির্যাতনের — তাদের তবে — নাই — তাদের বিরুদ্ধে — কোন — ব্যবস্থা

৩৭. যারা বড় বড় গুনাহ ও নির্লজ্জতাজনক কাজকর্ম হতে বিরত থাকে, আর ক্রোধ হলে তা ক্ষমা করে দেয়;

৩৮. যারা নিজেদের রবের হুকুম মানে, নামায কায়েম করে, নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার নিজেদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে, আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে,

৩৯. আর যখন তাদের উপর অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তখন তার মুকাবিলা করে[১২]।

৪০. মন্দের প্রতিফল, সেই রকমেরই মন্দ। পরে যে কেউ ক্ষমা করে দিবে ও সংশোধন করে নিবে, তার পুরস্কার আল্লাহর যিম্মায়। আল্লাহ যালেম লোদেরকে পছন্দ করেন না।

৪১. আর যেসব লোক যুলমের পর প্রতিশোধ নিবে তাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা যেতে পারে না।

১২. এখান থেকে ৪৩ নং আয়াতের শেষ পর্যন্ত কথাগুলি পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي
শুধুমাত্র ব্যবস্থা গ্রহণ বিরুদ্ধে (তাদের) যারা জুলুম করে লোকদের (উপর) এবং বিদ্রোহাচরণ করে মধ্যে

الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ؕ أُولَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾ وَ لَمَنْ صَبَرَ
পৃথিবীর অন্যায়ভাবে ঐসবলোক তাদের জন্যে (রয়েছে) শাস্তি মর্মন্তুদ এবং যেজনবশ্য সবর করে

وَ غَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٣﴾ وَ مَنْ يُّضْلِلِ
ও মাফ করে নিশ্চয় এটা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত দৃঢ়সংকল্পের (উচ্চমানের) কাজসমূহের এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন

اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهٖ ؕ وَ تَرَى الظّٰلِمِينَ
আল্লাহ তখন নাই তার জন্যে কোন অভিভাবক পরে তার এবং তুমি দেখবে যালেমদেরকে

لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ
যখন তারা দেখবে শাস্তি তারা বলবে কি (আছে) দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন

سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾
উপায়

৪২. তিরস্কার পাবার যোগ্য সেই সব লোক যারা অন্যদের উপর যুলম করে এবং যমীনে অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্যে মর্মান্তিক আযাব রয়েছে।

৪৩. অবশ্য যে ব্যক্তি ধৈর্য্য ধারণ করবে এবং ক্ষমা করবে– তা নিঃসন্দেহে বড় উচ্চমানের সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্যতম।

রুকুঃ৫

৪৪. আল্লাহই যাকে গোমরাহীর গহ্বরে নিক্ষেপ করবেন, আল্লাহর পরে তাকে সামলাবার আর কেউ নেই। তুমি দেখতে পাবে এই যালেম লোকেরা যখন আযাব দেখতে পাবে তখন বলবে: এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে?

وَ تَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ
يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط وَ قَالَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ وَ
اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اَلَآ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ
عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ﴿٤٥﴾ وَ مَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ
يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط وَ مَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ
فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ﴿٤٦﴾ اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ط

আরবী	অর্থ
وَ	এবং
تَرٰىهُمْ	তাদের তুমি দেখবে
يُعْرَضُوْنَ	উপস্থিত করা হচ্ছে
عَلَيْهَا	তার(অর্থাৎ জাহান্নামের) কাছে
خٰشِعِيْنَ	অবনত হয়ে থাকবে
مِنَ الذُّلِّ	লাঞ্ছনায়
يَنْظُرُوْنَ	তারা দেখবে
مِنْ	দিয়ে
طَرْفٍ	দৃষ্টি
خَفِيٍّ	গোপন
وَ	এবং
قَالَ	বলবে
الَّذِيْنَ	যারা
اٰمَنُوْٓا	ঈমান এনেছে
اِنَّ	নিশ্চয়
الْخٰسِرِيْنَ	ক্ষতিগ্রস্থ (তারাই)
الَّذِيْنَ	যারা
خَسِرُوْٓا	ক্ষতি গ্রস্থ করেছে
اَنْفُسَهُمْ	তাদের নিজেদেরকে
وَ	এবং
اَهْلِيْهِمْ	তাদের পরিবারকে (সংগী-সাথীদেরকে)
يَوْمَ	দিনে
الْقِيٰمَةِ	কিয়ামতের
اَلَآ	সাবধান
اِنَّ	নিশ্চয়
الظّٰلِمِيْنَ	যালেমরা
فِيْ	মধ্যে (থাকবে)
عَذَابٍ	শাস্তির
مُّقِيْمٍ	স্থায়ী
وَ	এবং
مَا	না
كَانَ	হবে
لَهُمْ	তাদের জন্যে
مِّنْ	কোন
اَوْلِيَآءَ	অভিভাবক
يَنْصُرُوْنَهُمْ	তাদেরকে সাহায্য করতে
مِّنْ دُوْنِ	ছাড়া
اللّٰهِ	আল্লাহ
وَ	এবং
مَنْ	যাকে
يُّضْلِلِ	পথভ্রষ্ট করেন
اللّٰهُ	আল্লাহ
فَمَا	তখন নাই
لَهٗ	তার জন্যে
مِنْ	কোন
سَبِيْلٍ	পথ
اِسْتَجِيْبُوْا	তোমরা ডাকে সাড়া দাও (মেনে নাও)
لِرَبِّكُمْ	তোমাদের রবের (কথা)
مِّنْ قَبْلِ	(এর) পূর্বেই
اَنْ	যে
يَّاْتِيَ	আসবে
يَوْمٌ	(এমন) দিন
لَّا	নাই
مَرَدَّ	প্রতিরোধ
لَهٗ	তার জন্যে
مِنَ	থেকে
اللّٰهِ	আল্লাহ

৪৫. আর তোমরা দেখবে, এদেরকে যখন জাহান্নামের সামনে আনা হবে তখন লাঞ্চনার জন্যে তারা অবনত হয়ে থাকবে এবং গোপন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে থাকবে। যখন ঈমানদার লোকেরা বলবে, বাস্তবিকই আসল ক্ষতিগ্রস্ত তারা যারা আজ কেয়ামতের দিন নিজেকে ও নিজের সংগী-সাথীদেরকে কঠিন ক্ষতির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সাবধান হয়ে যাও! যালেম লোকেরা স্থায়ী আযাবে নিক্ষিপ্ত হবে,

৪৬. এবং তাদের কেউ সহকারী বা পৃষ্ঠপোষক এমন হবে না যে আল্লাহর মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে আসবে। আল্লাহ যাকে গোমরাহীতে ফেলে দেন, তার জন্যে আত্মরক্ষার আর কোন পথ নেই।

৪৭. তোমাদের রবের কথা মেনে নাও সেই দিনের আসার পূর্বে যে দিনের না আসার কোন ব্যবস্থা আল্লাহর নিকট হতে নেই।

مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّ مَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ﴿٤٧﴾

নাই | তোমাদের জন্যে | কোন | আশ্রয়স্থল | সেদিন | আর | নাই | তোমাদের জন্যে | কোন | চেষ্টাকারী

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَآ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ

অতএব যদি | তারা মুখ ফিরায় | তবে না | তোমাকে আমরা পাঠিয়েছি | তাদের উপর | রক্ষক হিসেবে

اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ وَ اِنَّآ اِذَآ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا

নাই | তোমার উপর (দায়িত্ব) | এ ব্যতীত | (পয়গাম) পৌঁছান | এবং | নিশ্চয় আমরা | যখন | আস্বাদন করাই | মানুষকে | আমাদের থেকে

رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ

অনুগ্রহ | উৎফুল্ল হয় | তা দ্বারা | এবং | যদি | তাদের পৌঁছে | অনিষ্ট | এ কারণে যা | আগে পাঠিয়েছে | তাদের হাতগুলো

فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ﴿٤٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ

তখন নিশ্চয় | মানুষ | অকৃতজ্ঞ হয় | আল্লাহরই জন্যে | সার্বভৌমত্ব | আকাশমন্ডলীর | ও | পৃথিবীর

সে দিন তোমাদের জন্যে কোন আশ্রয়স্থল হবে না, তোমাদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে চেষ্টা কারীও ১৩ কেউ হবে না।

৪৮. এখন যদি এই লোকেরা মুখ ফিরিয়ে থাকে, তাহলে হে নবী, আমরা তোমাকে তাদের উপর পাহারাদার করে তো পাঠাইনি। কেবল কথা পৌঁছে দেয়াই তোমার দায়িত্ব। মানুষের অবস্থা এই যে, আমরা যখন তাকে স্বীয় রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন সে সে জন্যে ফুলে উঠে। আর যদি তাদের নিজের কৃতকর্ম কোন বিপদরূপে তাদের দিকে ফিরে আসে তখন খুব বেশী অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে।

৪৯. আল্লাহ যমীন ও আকাশমন্ডলের বাদশাহীর মালিক।

---

১৩. মূল শব্দগুলি হচ্ছে. مالكم من نكير. এই বাক্যাংশের আরও কয়েকটি অর্থ আছেঃ প্রথম–তোমরা নিজেদের কৃতকর্মের কোন একটি অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়– তোমরা ছদ্মবেশ বদল করে লুকাতে পারবে না। তৃতীয়– তোমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করা হোক না কেন তার বিরুদ্ধে তোমরা কোন অভিযোগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারবে না। চতুর্থ– তোমাদের যে অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করা হবে তার পরিবর্তন করার কোন সাধ্য তোমাদের থাকবে না।

يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا
তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছে করেন তিনি দেন যাকে ইচ্ছে করেন কন্যাসমূহ

وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿٤٩﴾ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ
এবং তিনি দেন যাকে ইচ্ছে করেন পুত্রসমূহ অথবা তাদেরকে মিলিয়ে দেন পুত্রসমূহ ও

اِنَاثًا ۚ وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾
কন্যাসমূহ এবং করে দেন যাকে ইচ্ছে করেন বন্ধ্যা তিনি নিশ্চয় সর্বজ্ঞ (সবকিছু জানেন) সর্বশক্তিমান

وَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ
এবং নয় (মর্যাদা) মানুষের জন্যে যে তার সাথে কথা বলবেন আল্লাহ ব্যতিরেকে ওহী বা থেকে

وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ
পিছন পর্দার অথবা প্রেরণ করেন দূত হিসেবে (ফেরেশতা) ওহী করে অতঃপর তাঁর অনুমতিক্রমে

مَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ﴿٥١﴾
যা ইচ্ছে করেন তিনি তিনি নিশ্চয় মহান প্রজ্ঞাময়

তিনি যাই চান সৃষ্টি করেন, যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র-সন্তান দেন।
৫০ যাকে চান পুত্র-কন্যা উভয় রকমেরই সন্তান দেন। আর যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। তিনি সব কিছু জানেন এবং সব বিষয়ে শক্তিমান।
৫১. কোন মানুষের মর্যাদা এই নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সামনা-সামনি কথা বলবেন। তাঁর কথা হয় অহী[১৪] (ইশারা) রূপে হয়ে থাকে ; কিংবা পর্দার পিছন হতে[১৫] অথবা তিনি কোন পয়গাম বাহক (ফেরেশতা) পাঠান এবং সে তাঁর নির্দেশে যা কিছু তিনি চান অহী করে[১৬]। তিনি মহান সুবিজ্ঞানী।

---

১৪. এখানে অহী অর্থ –'এলকা' 'এলহাম' অন্তরের মধ্যে কোন কথা নিক্ষেপ করা– স্বপ্নে কিছু দেখানো- যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও ইউসুফ (আঃ)-কে দেখানো হয়েছিল।

১৫. অর্থাৎ বান্দা এক আওয়াজ শুনে, সে বক্তাকে দেখা পায় না। যেমন হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনাঃ তূর পর্বতের পার্শ্বদেশস্থ একটি বৃক্ষ থেকে হঠাৎ তিনি আওয়াজ শুনতে শুরু করলেন– কিন্তু বক্তা তাঁর দৃষ্টিতে অদৃশ্য ছিল।

১৬. এ হচ্ছে 'অহী' আসার সেই রূপ যার মাধ্যমে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ পয়গম্বরদের কাছে প্রেরিত হয়েছে।

وَ كَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ط

এবং | এভাবে | আমরা ওহী পাঠিয়েছি | তোমার প্রতি | রূহ (অর্থাৎ ওহী) বা কোরআন' | আমাদের নির্দেশে

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَ لَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ

না | তুমি | জানতে | কি | কিতাব | আর | না (জানতে) | ঈমান | কিন্তু

جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ط

তাকে আমরা বানিয়েছি | 'আলো' | পথ দেখাই আমরা | তা দিয়ে | যাকে | ইচ্ছে করি আমরা | মধ্য হতে | আমাদের বান্দাদের

وَ اِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ

এবং | তুমি নিশ্চয় | পথ দেখাচ্ছ তুমি অবশ্যই | দিকে | পথের | সরল-সঠিক | পথ

اللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِ ط

আল্লাহর | যিনি (এমন সত্তা যে) | তারই জন্যে | যাকিছু | মধ্যে আছে | আসমানসমূহের | এবং | যা কিছু | মধ্যে আছে | পৃথিবীর

اَلَآ اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرُ ﴿٥٣﴾

সাবধান | দিকে | আল্লাহরই | ফিরে যায় | সকল বিষয়

---

৫২. আর এমনি ভাবে (হে নবী!) আমরা আমাদের নির্দেশে একটি রূহু তোমার দিকে অহী পাঠিয়েছি[১৭]। তুমি কিছুই জানতে না কিতাব কাকে বলে, ঈমান কি জিনিস! কিন্তু সেই রূহকে আমরা একটি আলো বানিয়ে দিয়েছি, যার সাহায্যে আমরা আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি সঠিক-সোজা দিকে লোকদেরকে পথ দেখাচ্ছ–

৫৩. সেই আল্লাহর পথের দিকে– যিনি যমীন ও আকাশমন্ডলের সব কিছুরই মালিক। সাবধান! সমস্ত ব্যাপার আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

---

১৭. 'এই প্রকারের' এর অর্থ শেষোক্ত পদ্ধতি নয় বরং উপরের আয়াতে উল্লেখিত তিন পদ্ধতি। এবং 'রূহ' এর অর্থ 'অহী' ; অথবা সেই শিক্ষা 'অহী' মাধ্যমে যা হুযুরকে দান করা হয়েছে।

সূরা আয্-যুখরুফ

নামকরণঃ এই সূরার ৩৫ নং আয়াতের زخرفا শব্দটিকেই এর নাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এ সেই সূরা যাতে 'যুখরুফ' শব্দের উল্লেখ হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরা কবে কোন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল তা কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনা হতে জানা যায় নি। কিন্তু এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-বিবেচনা করলে স্পষ্ট মনে হয় যে, এ সূরাও ঠিক সেই সময়ে নাযিল হয়েছিল যখন আল-মু'মেন, হাা-মীম আস-সাজদা ও আশ-শূরা নাযিল হয়েছিল। এ কয়টি সূরা একই ধারাবাহিকতার বলে মনে হয়। আর মক্কার কাফেররা যখন নবী করীমকে (সঃ)- হত্যা করার সিদ্ধান্ত করেছিল, দিনরাত নিজেদের বৈঠক-সভায় এ বিষয়ে পরামর্শ করছিল কেমন করে তাঁকে শেষ করা যায় এসময় তাকে হত্যা করার জন্যে একবার আক্রমণও হয়েছিল
পরিস্থিতিতেই এ সূরাসমূহ নাযিল হয়েছিল। বর্তমান সূরার ৭৯-৮০নং আয়াত এ দিকে স্পষ্ট ইংগিত দিচ্ছে।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সূরায় অত্যন্ত জোরালোভাবে কুরাইশও আরববাসীদের জাহেলী আকায়েদ ও কুসংস্কারের সমালোচনা করা হয়েছে। এ সব আকায়েদ ও কুসংস্কারমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর তারা অচল-অটল হয়েছিল;এসব ত্যাগকরতে তারা কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছিল না। অত্যন্ত দৃঢ় ও মর্মস্পর্শী পদ্ধতিতে তাদের এ সব আকীদা-বিশ্বাসের অন্তঃসারশুন্যতা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এ সূরায়। উদ্দেশ্যে এই যে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি –যার মধ্যে একবিন্দুও বুদ্ধিমত্তা রয়েছে– চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, জাতি অত্যন্ত হীন ধরনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব মূর্খতার ফাঁদ হতে মুক্ত করতে চেষ্টা করছেন, সকলে মিলে তাঁকে ধ্বংস করার জন্যে আদা-পানি খেয়ে লেগে গেছে।

কথার সূচনা করা হয়েছে এভাবে– তোমরা নিজেদের দুষ্টবুদ্ধির দ্বারা চাও যে, এ কিতাবখানি নাযিল হওয়া বন্ধ হয়ে যাক, কিন্তু আল্লাহ দুষ্টলোকদের কারণে নবী প্রেরণ এবং কিতাব নাযিল করা কখনো বন্ধ করে দেন নি। বরং যে সব যালেম হেদায়াতের পথ বন্ধ করতে চেয়েছে আল্লাহ তাদেরকেই ধ্বংস করেছেন; এ করাই তাঁর রীতি এবং এখনো তিনি তাই করবেন। পরে ৪১-৪৩ নং এবং ৭৯-৮০ নং আয়াতে এ কথাটার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যেসব লোক নবী করীম (সঃ)-এর প্রাণের দুশমন ছিল, তাদেরকে শুনিয়ে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি জীবিত থাক আর না-ই থাক, এ যালেমদেরকে আমরা অবশ্যই শাস্তি দেব। আর সরাসরি সে লোকদেরকে স্পষ্ট ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তোমরা যদি আমাদের নবীর বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত কর, তাহলে আমরাও তোমাদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।

অতঃপর বলা হয়েছে, এ লোকেরা যে ধর্ম-মতকে বুকে আঁকড়ে ধরেছে তা কি ধরনের ধর্ম এবং যেসব দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তারা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর সাথে মুকাবিলা করছে, তাই বা কি রকমের দলীল।

তারা নিজেরা মানে,- যমীন ও আসমানের, তাদের নিজেদের এবং তাদের বানানো সব মাবুদদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। আর যে-সব নি'আমত খেয়ে, ব্যবহার করে তারা উপকৃত হচ্ছে তা সবই যে আল্লাহতা'আলাই সৃষ্টি সে কথাও তারা জানে ও মানে। এতদসত্ত্বেও তারা অন্যান্যদেরকে আল্লাহর রুবুবিয়াতের ব্যাপারে শরীক বানাবার জন্যে শক্ত হয়ে বসেছে।

তারা মানুষ-সাধারণকে আল্লাহর সন্তান বলছে। আর সন্তানও পুত্র-সন্তান নয় কন্যা-সন্তান; যদিও তারা নিজেদের কন্যা-সন্তান হওয়াকে অত্যন্ত লজ্জা ও শরমের ব্যাপার বলে মনে করে। ফেরেশতাগণকে তারা দেবী বলে মনে করে তাদের নারী-মূর্তি বানিয়ে রেখেছে। সেগুলোকে মেয়েদের পোশাক ও অলংকারও পরিয়ে দিয়েছে। আর তারা বলছে -এরা সব আল্লাহর কন্যা। তারা তাদের পূঁজা-উপাসনা করে, তাদেরই নিকট নিজেদের মনোবাঞ্ছা পেশ করে ও পূর্ণ করতে বলে। কিন্তু ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এ কথা তারা কেমন করে জানতে পারলো?

এসব মূর্খতামূলক আকীদা ও আচরণ সম্পর্কে তাদের ভুল ধরিয়ে দিলে তারা নিজেদের তকদীরের দোষ বলে অভিযোগ তোলে। বলে, আল্লাহ যদি আমাদের এ কাজ পছন্দ না-ই করেন, তাহলে আমরা এ মূর্তিগুলোর পূঁজা করতে পারতাম কেমন করে?....... যদিও আল্লাহ কোনটা পছন্দ করেন, কোনটা করেন না, তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী মানুষ যেসব কাজ করে তা দ্বারা এ জানা যায় না। এ বিধানের অধীন তো কেবল মূর্তি-পূজাই নয়, চুরি, ডাকাতি, জ্বেনা-ব্যভিচার, নরহত্যা ও লুঠতরাজ সব কিছুই অনুষ্ঠিত হতে পারছে। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ায় যত অন্যায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা কি সবই জায়েজ বিবেচিত হবে? এ শিরক কাজের অনুকূলে এহেন ভুল দলীল ছাড়া আরো কোন সম্পদ আছে নাকি জিজ্ঞাসা করলে জবাবে তারা বলে- 'বাপ-দাদার কাল হতেই তো এ কাজ এমনিভাবেই হয়ে আসছে'। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসাই বুঝি কোন ধর্মমতের সত্য ও নির্ভুল হওয়ার দলীল! অথচ তারা যে হযরত ইবরাহীমের (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার কথা বলে গৌরব ও অহংকার করে, তিনি তো বাপ-দাদার কাল হতে চলে আসা ধর্মমতের উপর লাথি মেরে ঘর হতে বের হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের এমন অন্ধ অনুসরণকে- যার স্বপক্ষে কোন যুক্তিসংগত দলীল নেই- প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তারা যদি বাপ-দাদার ধর্মেরই অনুসরণ করতে চায়, তাহলেও সব চাইতে সম্মানিত পূর্ব-পুরুষ হচ্ছেন হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাইল (আঃ), তাঁদেরকে বাদ দিয়ে তারা এহেন মূর্খ ও অজ্ঞ পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণ করতে শুরু করলো কোন কারণে?

আল্লাহর সাথে সাথে অন্যরাও ইবাদত পাবার যোগ্য এ কথা কোন নবী এবং আল্লাহর তরফ হতে আসা কোন কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন কিনা এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা খৃষ্টানদের ধর্মনীতিকে দলীল হিসাবে পেশ করে; বলে, তারা তো মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নিয়েছে ও তার পূজা করেছে! অথচ কোন নবীর উম্মতের লোকেরা কোন শিরক করেছে কিনা এ কথা জিজ্ঞাস্য ছিল না; জিজ্ঞাস্য ছিল কোন নবী নিজে এইরূপ করতে বলেছেন কিনা?......... মরিয়ম-পুত্র হযরত ঈসা (আঃ) কি বলেছিলেন যে, আমি আল্লাহর পুত্র আর তোমরা আমার ইবাদত কর? বস্তুতঃ তিনি নিজে তো সেই শিক্ষাই দিয়েছিলেন যা দুনিয়ার প্রত্যেক নবী শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তো বলেছিলেন, 'আমার রব ও আল্লাহ তোমাদের রব ও আল্লাহ। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'।

এ লোকেরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে আল্লাহর রসূল বলে মানতে প্রস্তুত নয় শুধু এ কারণে যে, তাঁর নিকট ধনমাল, ক্ষমতা, সরকার, সম্মান ইত্যাদি কিছুই নেই। তারা বলে, আমাদের মধ্যে হতে কাকেও যদি আল্লাহ নবী বা রসূল বানাতে চাইতেন, তাহলে আমাদের মক্কাও তায়েফ এ দুটো শহরের বড়লোকদের মধ্য হতে কাকেও বানাতে পারতেন। ফিরাউনও ঠিক এ কারণেই হযরত মূসা (আঃ)-কে হীন ও নগণ্য মনে করেছিল। বলেছিল ঃ 'আসমানের বাদশাহ যদি আমি- এই যমীনের বাদশাহর নিকট কোন দূত পাঠাতেন, তাহলে তাকে সোনার কংকন পরিয়ে ফেরেশতাদের একটা বাহিনীর পাহারাদারীতে পাঠাতেন। ..... এ ফকির ব্যক্তি কোথা হতে এসে দাঁড়াল? যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তো আমি, কেননা বাদশাহী আমার ! আর নীল নদের স্রোত-প্রবাহ আমারই অধীন চলছে। এ ব্যক্তির না আছে কোন ধন-সম্পদ, না ক্ষমতা-সার্বভৌমত্ব; সে আমার মুকাবিলায় প্রতিদন্দ্বী হয়ে দাঁড়াতে পারে কোন হিসাবে?'

এমন ভাবে কাফেরদের এক একটা জাহেলী কথার তীব্র সমালোচনো করা হয়েছে, এবং তার যুক্তিপূর্ণ ও বলিষ্ঠ জবাবও দেয়া হয়েছে। অতঃপর স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে যে, না আল্লাহর কোন সন্তান আছে, না আসমানের খোদা ও যমীনের আল্লাহ স্বতন্ত্রভাবে দুজন! জেনে বুঝে যারা গোমরাহীর পথে চলে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে এমন কোন শাফায়াতকারীও কোথাও নেই। আল্লাহর কোন সন্তান হবে, এ হতে আল্লাহর মহান সত্তা পবিত্র। তিনি একাকীই সমগ্র জগতের একক আল্লাহ। তিনি ছাড়া আর সকলেই এবং সবকিছুই তাঁর বান্দাহ। আল্লাহর রুবুবিয়াতের গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারেও কেউ শরীক নেই। তাঁর নিকট শাফায়াত করতে পারে কেবল সেই যে নিজে সত্যপন্থী; করতে পারে কেবল তাদের জন্য, যারা দুনিয়ায় সত্য পথ অবলম্বন করে চলেছে।

اٰيَاتُهَا ٨٩ (٤٣) سُوْرَةُ الزُّخْرُفِ مَكِّيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٧

উননব্বই তার আয়াত (সংখ্যা) (৪৩) সূরা আয যুখরুফ মক্কী সাত তার রুকু (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নামে (শুরু করছি) আল্লাহর অশেষ দয়াবান অতীব মেহেরবান

حٰمٓ ۝١ وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢ اِنَّا جَعَلْنٰهُ قُرْءٰنًا

হা মীম শপথ (এই) কিতাবের সুস্পষ্ট নিশ্চয় আমরা তাআমরা বানিয়েছি (অর্থাৎ) কুরআন

عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝٣ وَاِنَّهٗ فِيْٓ اُمِّ الْكِتٰبِ

আরবী (ভাষায়) তোমরা যাতে বুঝতেপার এবং তা নিশ্চয় মধ্যে আছে মূলগ্রন্থের

لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝٤

আমাদের কাছে অতীব উচ্চ মর্যাদার জ্ঞানগর্ভ

রুকুঃ১

১. হা মীম।

২. এই সুস্পষ্ট কিতাবের শপথ!

৩. আমরা উহাকে আরবী ভাষায় কিতাব বানিয়েছি, যেন তোমরা তা বুঝতে পার[১]।

৪. আর আসলে উহা উম্মুল কিতাবে[২] সুপ্রতিষ্ঠিত। আমাদের নিকট তা অতীব উচ্চ মর্যাদার ও যুক্তিপূর্ণ কথায় ভরপুর কিতাব।

১. কুরআন মজীদের শপথ এই কথার উপর করা হয়েছে যে,–এই কিতাবের রচয়িতা আমি, মুহাম্মদ (সঃ) নই। এবং কসম খাওয়ার জন্যে কুরআন মজীদের যে গুনটি নির্বাচন করা হয়েছে তা হচ্ছেঃ- এ গ্রন্থ সুস্পষ্ট। কুরআন আল্লাহর কালাম হওয়া সম্পর্কে কুরআনের এই গুণ উল্লেখ সহ (কুরআনের কসম খাওয়া) স্বতঃই এই অর্থ প্রকাশ করে যে হে লোকসকল, এই উম্মুক্ত কিতাব তোমাদের সামনেই বর্তমান , চোখ খুলে তোমরা তা দেখ ; এই কিতাবের বিষয়বস্তু এর শিক্ষা, এর ভাষা– সমস্ত জিনিসই এ সত্যের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দান করছে যেঃ এর রচয়িতা বিশ্বপ্রভু আল্লাহরছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

২. "উম্মুল কিতাব" এর অর্থ– মূল কিতাব অর্থাৎ সেই কিতাব যা থেকে সকল নবীদের কাছে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ গৃহীত হয়েছে। সূরা বুরুজে এর জন্যে 'লওহিম মাহফুয' (সুরক্ষিত ফলক) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ এরূপ ফলক যার লেখা কখনো লুপ্ত হতে পারে না, এবং যা সব রকমের হস্তক্ষেপ থেকে নিরাপদ।

৫. এখন কি আমরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তোমাদের নিকট ইহা পাঠানো বন্ধ করে দিব শুধু এ জন্যে যে, তোমরা সীমালংঘনকারী লোক?

৬. আগের কালের জাতিগুলোর নিকটও আমরা বারে বারে নবী পাঠিয়েছি।

৭. এমন কখনো হয়নি যে, কোন নবী তাদের নিকট আসল, আর তারা তাকে বিদ্রুপ ও ঠাট্টা করেনি।

৮. পরে তাদের মধ্যে যারা অনেক গুণ বেশী শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। অতীত জাতি সমূহের অবস্থা এমনই চলে গেছে।

৯. তোমরা যদি এই লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, পৃথিবী ও আকাশমন্ডলকে কে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে এইগুলিকে সেই প্রবল মহাজ্ঞানী সত্ত্বা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا

পথসমূহ তার মধ্যে তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন এবং শয্যা (আশ্রয়স্থল) যমীনকে তোমাদের জন্যে বানিয়েছেন যিনি

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

পানি আকাশ থেকে বর্ষণ করেছেন যিনি এবং (গন্তব্যস্থলের) পথ পেতে পার তোমরা যাতে

بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾

তোমাদের পুনরুত্থিত করা হবে এরূপেই মৃত (নিঃস্প্রাণ) ভূখণ্ডকে তা দিয়ে আমরা অতঃপর সঞ্জিবিত করি পরিমিতভাবে

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ

তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রত্যেকটি (জিনিষকে) জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন যিনি এবং

الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ ﴿١٢﴾ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ

তাদেরপিঠের উপর তোমরা যেন চড়ে বসতে পার তোমরা আরোহণ কর যার (উপর) চতুষ্পদ জন্তু ও নৌযান

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

তার উপর তোমরা চড়ে বস যখন তোমাদের রবের অনুগ্রহের (কথা) তোমরা স্মরণ কর এরপর

১০. তিনিই তো তোমাদের জন্যে এই যমীনকে আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন এবং উহাতে তোমাদের কল্যাণের জন্যে পথ বানিয়ে দিয়েছেন[৩] যেন তোমরা নিজেদের গন্তব্যস্থলের পথ পেতে পার।

১১. যিনি এক বিশেষ পরিমাণে আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন এবং তার সাহায্যে মৃত যমীনকে জীবন্ত করে তুলেছেন। এমনিভাবে তোমাদেরকেও একদিন যমীন হতে বের করা হবে।

১২. তিনিই এই সমস্ত জোড়া সৃষ্টি করেছেন, আর তিনিই তোমাদের জন্যে নৌকা ও জন্তু-জানোয়ারকে যানবাহন বানিয়েছেন,

১৩. যেন তোমরা তার পিঠে সওয়ার হতে পার। আর যখন তার পিঠে বসবে, তখন তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর

৩. পাহাড় সমূহের মাঝে মাঝে, এবং পার্বত্য অঞ্চলে ও সমতল ভূমিতে প্রাকৃতিক রাস্তা হিসেবে আল্লাহতা'আলা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এসবের সাহায্যে ভূপৃষ্টে বিস্তার লাভ করেছে। এর পর আল্লাহতা'আলার অতিরিক্ত অনুগ্রহ তিনি সমগ্র ভূপৃষ্ট একরকম সৃষ্টি করেননি বরং তিনি যমীনে নানা রকমের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সূচক চিহ্ন সমূহ স্থাপন করেছেন যার সাহায্যে মানুষ বিভিন্ন অঞ্চল চিনতে পারে এবং এক এলাকার সংগে অন্য এলাকার পার্থক্য বুঝতে পারে।

وَ تَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ

এবং | তোমরা বল | মহানপবিত্র (আল্লাহ) | যিনি | বশীভূত করেছেন | আমাদের জন্যে | এটা | এবং | না | আমরা ছিলাম | তাকে

مُقْرِنِيْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ جَعَلُوْا

বশীভূতকারী | এবং | নিশ্চয় আমরা | দিকে | আমাদের রবের | অবশ্যই | প্রত্যাবর্তনকারী | এবং | সাব্যস্ত করেছে তারা (এ সত্ত্বেও)

لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾

তাঁর জন্যে | মধ্যহতে (কতককে) | বান্দাদের | তাঁর | একটি অংশ | নিশ্চয় | মানুষ | অবশ্যই | অকৃতজ্ঞ | সুস্পষ্ট ভাবে

اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ﴿١٦﴾

কি তিনি | গ্রহণ করেছেন | তাহতে যা | তিনি সৃষ্টি করেন | (ফেরেশতা দেরকে)কন্যারূপে | অথচ | তোমাদেরকে ধন্য করেছেন | পুত্রদের দিয়ে

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ

অথচ | যখন | সুসংবাদ দেওয়া হয় | কাউকে | তাদের | ঐ বিষয়ে যা | সে আরোপকরে | দয়াময়ের জন্যে | (কন্যাগ্রহণের) দৃষ্টান্ত হিসেবে | হয়ে যায়

وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ ﴿١٧﴾ اَوَ مَنْ يُّنَشَّؤُا فِى

তার মুখমন্ডল | কালো | এ অবস্থায় | সে | দুশ্চিন্তাগ্রস্থ | ও কি(আল্লাহর ভাগেসে সন্তান)(হয়েযায়) | যাকে | প্রতিপালিত করা হয় | মধ্যে

الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ﴿١٨﴾

অলংকারের | এবং | সে | মধ্যে | বিতর্কের | নয় | সুস্পষ্ট

এবং বল মহান পবিত্র তিনি যিনি আমাদের জন্যে এই জিনিসগুলিকে অধীন-নিয়ন্ত্রিত বানিয়ে দিয়েছেন। নতুবা আমরাতো এগুলিকে বশ করতে সক্ষম ছিলাম না।

১৪. আর একদিন তো আমাদেরকে আমাদের রবের নিকট ফিরে যেতে হবে।

১৫. (এ সব কিছু জেনে ও মেনে নেওয়া সত্ত্বেও) এই লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্যে হতে কতককে তাঁর অংশ মনে করে নিয়েছে। আসল কথা এই যে, মানুষ সুস্পষ্ট ভাবে অকৃতজ্ঞ।

রুকুঃ২

১৬. আল্লাহ কি তাঁর সৃষ্টিকুল হতে নিজের জন্যে কন্যাদেরই বাছাই করে নিয়েছেন? আর তোমাদেরকে পুত্র-সন্তান দিয়ে ধন্য করেছেন?

১৭. অথচ অবস্থা এই যে, এহেন দয়াবান আল্লাহর সন্তান বলে এরা যাদেরকে বলে, তাদের জন্মের সুসংবাদ যখন স্বয়ং এই লোকদের মধ্যে কাকেও দেয়া হয়, তখন তার মুখে কালিমা ছেয়ে যায়, আর তা দুঃশ্চিন্তায় ভরে যায়।

১৮. আল্লাহর ভাগে কি সেই সন্তানরা আসল যাদেরকে অলংকারে প্রতিপালিত করা হয়, আর তর্ক ও বিতর্কে নিজেদের বক্তব্যও পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট করে বলতে পারে না?

وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ط

এবং তারা গণ্য করে ফেরেশতাদেরকে যারা (এমন যে) তারা বান্দা দয়াময়ের নারীরূপে-

اَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ط سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ ﴿١٩﴾ وَ

কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে তাদের দেহ গঠন লিখে রাখা হবে তাদের সাক্ষ্য এবং তাদের জিজ্ঞেস করা হবে এবং

قَالُوا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ط مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ

যদি তারা বলে ইচ্ছে করতেন দয়াময় না আমরা তাদের ইবাদত করতাম নাই তাদের জন্যে এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান

اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٢٠﴾ اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ

না তারা এব্যতীত আন্দাজ অনুমান করে কি আমরা তাদেরকে দিয়েছি কোন কিতাব (তার স্বপক্ষে) পূর্বে এর

فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلْ قَالُوٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا

অতঃপর তারা তাকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী (না) বরং তারা বলে নিশ্চয় আমরা আমরা পেয়েছি আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে

عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّ اِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

উপর (এই) মতাদর্শের ও নিশ্চয় আমরা উপর তাদেরপদাঙ্কসমূহের সঠিক পথপ্রাপ্ত

১৯. তারা ফেরেশতাদেরকে– যারা দয়াবান আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা–মেয়ে লোক মনে করে নিয়েছে! তাদের দৈহিক গঠন কি তারা দেখে নিয়েছে? তাদের এই সাক্ষ্য লিখে নেয়া হবে এবং সেজন্যে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

২০. এরা বলে রহমান খোদা যদি চাইতেন (যে, আমরা তাদের ইবাদত করব না) তাহলে আমরা কখনই তাদের পূজা করতাম না [৪]। এ ব্যাপারের প্রকৃত কথা এরা আদৌ জানেনা। শুধু আন্দাজ-অনুমানের উপর এরা কথা বলে।

২১. আমরা কি ইতোপূর্বে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছিলাম (তাদের এই ফেরেশতা– পূজার স্বপক্ষে) যার সনদ আছে? তাদের নিকট ?

২২. না; বরং তারা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটা পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি।

৪. তকদীর দ্বারা তারা আপন গোমরাহীর দলীল পেশ করেছিল যা অন্যায়কারীদের সব সময়ের নিয়ম ছিল।

২৩. এমনিভাবে তোমাদের পূর্বে যে জনপদেই আমরা কোন 'ভয় প্রদর্শক' পাঠিয়েছি, সেখানকার স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা এ কথাই বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে একটি পন্থার অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে চলছি।

২৪. প্রত্যেক নবীই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে, আমি যদি তোমাদের বাপ-দাদার চলার পথ হতেও অধিক নির্ভুল পথ দেখাই তাহলেও তোমরা কি সেই নির্মিত পথেই চলবে? তারা সব নবী-রসূলকে এ জবাবই দিয়েছে যে, যে দ্বীনের দিকে আহ্বান জানাবার জন্যে তোমরা প্রেরিত হয়েছ, আমরা তার প্রতি (অস্বীকার কারী) কাফের

২৫. শেষ পর্যন্ত আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। আর দেখ অমান্যকারীদের পরিণাম কত মর্মান্তিক হয়ে থাকে।

রুকুঃ৩

২৬. স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার জাতির লোকদেরকে বলেছিল তোমরা যাদের বন্দেগী কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,

২৭.আমার সম্পর্ক কেবল মাত্র তাঁর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন।

২৮. আর ইবরাহীম এই কথাটি তার পরে তার সন্তানদের মাঝে রেখে গেল, যেন তারা তাঁর দিকে ফিরে আসে[৫]।

২৯. (তা সত্ত্বেও যখন তারা অন্যদের বন্দেগী করতে লাগল, তখন আমি তাদেরকে খতম করে দেইনি,) বরং আমি তাদেরকে ও তাদের বাপ-দাদাকে জীবনের সামগ্রী দিতে থাকলাম; শেষ পর্যন্ত তাদের নিকট প্রকৃত সত্য এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাদানকারী রসূল আসল।

৩০. কিন্তু সেই সত্য যখন তাদের নিকট আসল তখন তারা বলে দিল ইহা তো 'যাদু', আর আমরা এ মেনে নিতে অস্বীকার করছি।

৫. অর্থাৎ যখনই সত্যপথ থেকে তারা স্খলিত হয়, এই কলেমা (বাণী) তাদের পথ দেখানোর জন্যে মওজুদ থাকে এবং তারা এরই দিকে ফিরে আসে। এই ঘটনাটি কুরাইশ কাফেরদের লজ্জা দেবার জন্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে-তোমরা পূর্ব পুরুষকে অনুসরনের নীতি গ্রহণ করলেও এর জন্যে নিজেদের উত্তম পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-কে ত্যাগ করে নিজেদের নিকৃষ্টতম পিতৃপুরুষদের মনোনীত করছো।

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ

এবং তারা বলে কেন না নাযিল করা হল এই কুরআন উপর একব্যক্তির মধ্যহতে

الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ﴿٣١﴾ اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ

(মক্কা ও তায়েফের) দুটিজনপদের (যে) বড় বা প্রতিপত্তিশালী (তাদেরকে বল) তারা কি বন্টন করে (দয়া-করুণা) রহমত তোমার রবের

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ

আমরা আমরা বন্টন করি তাদের মাঝে তাদের জীবিকা সামগ্রি মধ্যে জীবনের দুনিয়ার ও

رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

আমরা উন্নত করি তাদের কাউকে উপর কারও মর্যাদাসমূহে গ্রহণ করেযেন তাদের একে

بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿٣٢﴾

অপরকে সেবকরূপে আর করুনা তোমার রবের উত্তম তাহতে যা তারা জমা করছে

৩১. তারা বলে, এই কুরআন উভয় শহরের বড় লোকদের মধ্য হতে কারো উপর নাযিল হল না কেন৬?

৩২.তোমার রবের রহমতের বন্টনকার্য এরা করে নাকি? দুনিয়ার জীবনে তাদের জীবন-যাপন সামগ্রী তো আমরাই তাদের মধ্যে বন্টন করেছি, আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর আমরাই প্রাধান্য দিয়েছি, যেন এরা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে। আর তোমার রবের রহমত (অর্থাৎ নবুয়্যত) সেই ধণ-সম্পদ হতে অধিক মূল্যবান যা (তাদের ধনবানরা) দুই হাতে সংগ্রহ করছে।

৬. দুটি শহর অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফ। কাফেরদের বক্তব্য ছিলো যদি সত্য সত্যই আল্লাহর কোন রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হতো এবং তিনি তাঁর উপর কোন কিতাব নাযিল করার ইচ্ছা করতেন তবে কেন্দ্রীয় শহর দুটির মধ্যে থেকে কোন বড়লোককে অবশ্য এজন্যে তিনি মনোনীত করতেন।

وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ

(তাদের) জন্যে যারা — দিতাম অবশ্যই আমরা বানিয়ে — একই (কুফরীর ক্ষেত্রে) — মতাবলম্বী — সবলোক — হবে — যে — না যদি (আশংকা থাকত) — এবং

يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهَا

যার উপর — সিঁড়িগুলো — ও — রৌপ্য — দিয়ে — ছাদসমূহকে — তাদের ঘরগুলোর — দয়াময়কে — অস্বীকার করে

يَظْهَرُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَ لِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا

যার উপর — আসন সমূহকে — ও — দরজাসমূহকে — তাদের ঘরগুলোর — ও — তারা চড়ে

يَتَّكِئُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَ زُخْرُفًا ۗ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ

জীবনের — ভোগসম্ভার এব্যতীত — এসব — নয় — এবং — সোনার (বানাতাম) — (রূপা) ও — তারা হেলান দেয়

الدُّنْيَا ۗ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٣٥﴾ وَ مَنْ

যে — এবং — পরহেজগারদের জন্যে (নির্দিষ্ট) — তোমার রবের — কাছে — পরকালই — আর — দুনিয়ার

يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ

তার জন্যে হয় — তখন সে — শয়তানকে — তার জন্যে — নিয়োজিত করি আমরা — দয়াময়ের — স্মরণ — হতে — বিমুখ হয়

قَرِيْنٌ ﴿٣٦﴾

সহচর

৩৩-৩৫. সব লোক একই নীতির অনুসারী হয়ে যাবে– এ আশংকা না হলে আমরা দয়াময় আল্লাহর অমান্যকারীদের ঘরের ছাদ ও তার সিড়িগুলি– যার সাহায্যে তারা নিজেদের বালাখানাসমূহে আরোহণ করে, আর তাদের দরজা এবং তাদের সেই আসনসমূহ যাতে তারা ঠেস দিয়ে বসে– সবই স্বর্ণ ও রৌপ্যের বানিয়ে দিতাম। এ তো শুধু দুনিয়ার জীবনের জীবিকা ও সামগ্রী। আর পরকাল তোমার রবের নিকট কেবলমাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্যে নির্দিষ্ট।

রুকুঃ৪

৩৬. যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ হতে গাফিল হয়ে জীবন-যাপন করে আমরা তার উপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, তা তার সংগী-সাথী হয়ে যায়।

وَ اِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ يَحْسَبُوْنَ

তারা মনে করে | ও | (হেদায়াতের) পথ | হতে | তাদেরকে বাধা দেয় অবশ্যই | নিশ্চয় তারা | এবং

اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿٣٧﴾ حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ

আমাদের মাঝে | হায় | বলবে (শয়তানকে) | আমাদের কাছে আসবে | যখন | শেষপর্যন্ত | সঠিক পথপ্রাপ্ত | যে তারা

وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ﴿٣٨﴾ وَ لَنْ

(বলাহবে) এবং কক্ষণনা | সহচর (শয়তান) | অতএব কত নিকৃষ্ট | দুই দিক প্রান্তের (অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিমের) | দুরত্ব | তোমার মাঝে (থাকত) | ও

يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ

শাস্তির | মধ্যে হবে | (এও) যে তোমরা | তোমরা জুলুম করেছ | যখন | আজ (তোমাদের অনুতাপ) | তোমাদের কল্যাণ দেবে

مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِى الْعُمْىَ

অন্ধকে | পথ দেখাবে | বা | বধিরকে | শুনাবে | (হে নবী) তুমি তবে কি | (তোমরাও শয়তান) সমঅংশ গ্রহণকারী

وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٠﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ

তোমাকে উঠিয়ে নেইআমরা | যদি | সুতরাং | সুস্পষ্ট | বিভ্রান্তির | মধ্যে | আছে | (তাকে) যে | এবং

فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ﴿٤١﴾

প্রতিশোধ গ্রহণকারী (অর্থাৎ শাস্তি দিব) | তাদের হতে | নিশ্চয় তবুও আমরা

---

৩৭. এই শয়তানেরা এই লোকেদেরকে হেদায়াতের পথে আসতে বাধা দেয়। আর তারা নিজেরা মনে করে যে, আমরা ঠিক পথেই চলছি।

৩৮.শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তি যখন আমাদের নিকট পৌছিবে, তখন নিজের শয়তানকে বলবেঃ হায়, তোর ও আমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হত! তুই তো নিকষ্টতম সাথী প্রমাণিত হলি!

৩৯. তখন সেই লোকদেরকে বলা হবে- তোমরা যখন যুলুম করেই বসেছ, তখন আজ তোমার ও তোমাদের শয়তানদের একই আযাবে নিমজ্জিত হওয়া তোমাদের জন্যে কোন কল্যাণ দিতে পারবে না। এর অর্থ এও হতে পারে " আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছ। তাই তোমরা সকলেই শাস্তিতে শরীক হবে।"

৪০. হে নবী, তুমি কি এখন বধির লোকদেরকে শুনাবে? কিংবা অন্ধ ও সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত লোকদেরকে পথ দেখাবে?

৪১-৪২. এখন তো আমরা এদেরকে অবশ্যই শাস্তি দান করব, তোমাকে দুনিয়া হতে তুলে নিলেও.

কিংবা তোমাকে তাদের জন্যে ওয়াদা করা সেই পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়ে দিলেও; তাদের উপর আমাদের পূর্ণ ক্ষমতা বিদ্যমান।

৪৩. অবস্থা যাই হোক, তুমি এই কিতাবকে শক্ত করে ধরে থাক যা অহীর মাধ্যমে তোমার নিকট পাঠানো হয়েছে। তুমি নিঃসন্দেহে সঠিক পথের পথিক হয়ে আছ।

৪৪. প্রকৃত কথা এই যে এ কিতাব তোমার জন্যে এবং তোমার জাতির জন্যে অতি বড় মর্যাদার বিষয়। আর অতি শীঘ্রই তোমাদেরকে এর জন্যে জবাবদিহী করতে হবে[৭]।

৭. অর্থাৎ কোন ব্যক্তির পক্ষে এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্য হতে পারেনা যে, সমগ্র মানুষের মধ্যে থেকে আল্লাহ তাকে নিজ কিতাব অবতীর্ণ করার জন্যে মনোনীত করেন। এবং কোন জাতির পক্ষেও এর থেকে বড় কোন সৌভাগ্যের কল্পনা করা যেতে পারে না যে, দুনিয়ার অন্য সব জাতিকে ত্যাগ করে আল্লাহতা'আলা তাদের মধ্যে নিজের নবী পয়দা করেন এবং তাদের ভাষায় নিজ কিতাব নাযিল করেন এবং তাদেরকে দুনিয়ার মধ্যে এলাহী কালামের বাহকরূপে উত্থিত হবার সুযোগ দান করেন। যদি কুরাইশ এবং আরববাসীদের এই মহা সম্মানের অনুভূতি না থাকে এবং তারা যদি এর অমর্যাদা করতে চায় তবে এমন এক সময় আসবে যখন তাদেরকে এর জন্যে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

وَسْـَٔلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَآ

এবং | জিজ্ঞেস কর | যাদেরকে | আমরা পাঠিয়েছি | পূর্বে | তোমার | মধ্য হতে | আমাদের রসূলদের

اَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اٰلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ ﴿٤٥﴾

আমরা নির্দিষ্ট করেছি কি | ব্যতীত | দয়াময় | (অন্যকোন) ইলাহকে | ইবাদত করা হবে (যার)

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَ

এবং | নিশ্চয় | আমরা প্রেরণ করেছি | মূসাকে | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | প্রতি | ফিরআউনের | ও

مَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٦﴾

তার রাজন্য বর্গের (প্রতি) | সে বলল তখন | আমি নিশ্চয় | রসূল | রবের | সারা জাহানের

فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرِيْهِمْ

অতঃপর যখন | তাদের কাছে আসল | আমাদের নিদর্শনাবলীসহ | তখন | তারা | তা হতে | বিদ্রূপ করতে লাগল | এবং | না | তাদের দেখাই আমরা

مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ز وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ

কোন | নিদর্শন | এছাড়া যে | তা ছিল | বৃহত্তর | অপেক্ষা | তার (পূর্বেকার) অনুরূপ | এবং | আমরা ধরেছিলাম | তাদেরকে | শাস্তি দিয়ে

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারা যাতে | ফিরে আসে

৪৫.তোমার পূর্বে আমরা যত রসূল পাঠিয়েছি তাদের সকলের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ, আমরা কি দয়াময় আল্লাহ ছাড়া অপর কিছু মা'বুদ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যে তাদের বন্দেগী করতে হবে[৮]?

রুকুঃ৫

৪৬. আমরা মূসাকে আমার নিদর্শনসমূহ সহ ফেরাউন ও তার রাজন্যবর্গের নিকট পাঠিয়েছি। আর সে যেয়ে বলল আমি রাব্বুল আ'লামীনের রসূল।

৪৭. পরে যখন সে আমার নিদর্শনসমূহ তাদের সামনে পেশ করল তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল।

৪৮. আমরা তাদের সামনে একের পর এক নিদর্শন পেশ করতে থাকলাম যার প্রত্যেকটি পূর্বটির অপেক্ষা অধিক তেজস্বী ও জোরদার ছিল। আর আমরা তাদেরকে আযাবে পাকড়াও করে নিলাম, যেন তারা নিজেদের আচরণ হতে বিরত হয়।

৮. রসূলদেরকে জিজ্ঞাসা করার অর্থ– তাঁদের আনীত কিতাবসমূহ থেকে জানা।

وَ قَالُوْا يٰاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ

এবং (প্রত্যেকবার) — তারা বলেছিল — হে — যাদুকর — দোয়া কর — আমাদের জন্যে — তোমার রবের কাছে

بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا

তারভিত্তিতে যা — পদমর্যাদা দিয়েছেন — তোমাকে — আমরা নিশ্চয় — হেদায়াত প্রাপ্ত হব অবশ্যই — কিন্তু যখন — আমরা দূর করলাম

عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ﴿٥٠﴾ وَ نَادٰى فِرْعَوْنُ

তাদের হতে — শাস্তি — তখন — তারা — ওয়াদা ভঙ্গ করে — এবং — (একদিন) ঘোষণা করল — ফিরআউন

فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَ هٰذِهِ

মধ্যে — তার জাতির — সে বলল — হে — জাতি আমার — নয়কি — আমারই — বাদশাহী — মিসরে — এবং — এই

الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٥١﴾ اَمْ اَنَا

নদী খালগুলো — প্রবাহিত হয় (নাকি) — অধীনে — আমার — তবে কি না — তোমরা দেখতে পাও — অথবা — আমি (নইকি)

خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ مَهِيْنٌ ۙ وَّ لَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾

উত্তম — অপেক্ষা — এই (মূসার) — (এমন) যে — সে — হীন-লাঞ্ছিত — এবং — না — প্রায় — স্পষ্ট বর্ণনা করতে পারে(কথা)

---

৪৯. প্রত্যেকটি আযাবের সময়ই তারা বলতঃ 'হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট হতে তুমি যে পদমর্যাদা লাভ করেছ, তার জোরে তুমি আমাদের জন্যে তাঁর নিকট দো'আ কর, আমরা নিশ্চয় হেদায়াত প্রাপ্ত হব'।

৫০. কিন্তু যখনই আমরা তাদের উপর হতে আযাব দূর করে দিতাম তখন তারা নিজেদের ওয়াদা ভঙ্গ করত।

৫১. একদিন ফেরাউন নিজের জাতির লোকজনের মাঝে চিৎকার করে বলল " হে জনগণ! মিশরের বাদশাহী কি আমার জন্যে নির্দিষ্ট নয় ? আর এই খালগুলি কি আমারই অধীনে প্রবাহিত হচ্ছে না! তোমরা কি এ দেখতে পাওনা?

৫২. আমি কি ভাল মানুষ, না এই ব্যক্তি, যে হীন ও লাঞ্ছিত ? যে নিজের কথাটিও স্পষ্ট করে বলতে সক্ষম নয়।

فَلَوْلَآ أُلْقِىَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ

না তবে কেন | নাযিল করা হল | তার উপর | কাঁকনগুলো | সোনার | বা | আসল (না কেন) | তার সাথে

الْمَلَٰٓئِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ

ফেরেশতারা | দলবেধে | সে এভাবে হত বুদ্ধি করেদিল | তার জাতিকে | তখন | তাকেতারা মেনে নিল

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٤﴾ فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا

তারা নিশ্চয় | ছিল | লোক | পাপাচারী | অতঃপর যখন | আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করল | প্রতিশোধ নিলাম | আমরা

مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ فَجَعَلْنَٰهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا

তাদের থেকে | তখন | তাদেরকে আমরা ডুবিয়ে ছিলাম | সকলকেই | তাদেরকে আমরা বানালাম এরপর | অগ্রগামী (ইতিহাস) | ও | (শিক্ষার) দৃষ্টান্ত

لِّلْءَاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

পরবর্তীদের জন্যে

৫৩. তার উপর স্বর্ণের কাঁকন নাযিল করা হয়নি কেন? কিংবা ফেরেশতাদের একটি বাহিনী তার পাহারাদারীতেই বা আসল না কেন?"

৫৪. সে নিজের জাতির লোকদেরকে সামান্য মনে করেছিল। এর আরও একটি অর্থ হল- সে নিজের জাতির লোকদেরকে হতবুদ্ধি করে দিল। আর তারা এর কথাই মেনে নিল। আসলেই তারা ছিল ফাসেক লোক৯।

৫৫. শেষ পর্যন্ত তারা যখন আমাদেরকে ক্রুদ্ধ করে দিল, তখন আমরা তাদের উপর প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম,

৫৬. আর পরববর্তীকালে লোকদের জন্যে তাদেরকে অগ্রগামী ও শিক্ষার দৃষ্টান্ত বানিয়ে রাখলাম।

৯. এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে এক অতি বড় সত্যের বর্ণনা করা হয়েছে। যখন কোন দেশে কোন ব্যক্তি নিজের নিরংকুশ স্বেচ্ছাচারিতা চালাবার চেষ্টা করে,-সেই উদ্দেশ্যে খোলাখুলি সব রকমের অপকৌশল চালাতে থাকে, সব রকমের ধোঁকা, প্রতারণা ও দাগাবাজি অবলম্বনে কার্যসিদ্ধি করতে চায়, খোলা বাজারে মানুষের বিবেক কেনা-বেচার কারবার চালাতে থাকে এবং যারা বিক্রীত হতে স্বীকৃত না হয়- তাদেরকে কুণ্ঠাহীন ও নির্মম ভাবে দলিত ও পিষ্ট করতে থাকে তখন-মুখে সে একথা না বললেও নিজের কাজের মাধ্যমে সে স্পষ্টরূপে এ কথা প্রকাশ করে যে সে প্রকৃত পক্ষে সেই দেশবাসীদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি, চরিত্র ও পুরুষত্বের দিক দিয়ে লঘু মনে করে এবং তাদের সম্পর্কে সে এই অভিমত স্থির করেছে যে- এই নির্বোধ, বিবেকহীন, ভীরু লোকদের আমি যে দিকে ইচ্ছাকরি হাকিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এর পর যদি তার এই চেষ্টা সফল হয় এবং দেশের অধিবাসীরা তার হাত-বাধা গোলাম বনে যায় তবে তারা নিজেদের কাজের দ্বারা প্রমাণ করে দেয় যে, সেই নাপাক ব্যক্তিটি তাদের সম্পর্কে যেরূপ ভেবে ছিল বাস্তবিকই তারা তাই। আর এই অপমানকর অবস্থায় তাদের পতিত হবার মূল কারণ হচ্ছে -তারা আসলে সব ফাসেক লোক।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ

এবং যখন পেশ করা হল তনয়কে মারয়ামের দৃষ্টান্তরূপে তখন তোমার জাতি

مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوا ءَأَٰلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا

তা হতে শোরগোল শুরু করল এবং বলল আমাদের ইলাহরা কি উত্তম না সে না

ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾

তা তারা পেশ করেছে তোমার জন্যে এ ব্যতীত যে বিতর্ক করার (উদ্দেশ্যে) বরং তারা লোক ঝগড়াটে

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ

নয় সে (অর্থাৎ ঈসা (আঃ)) এব্যতীত এক বান্দা আমরা অনুগ্রহ করেছিলাম তার উপর এবং তাকে আমরা বানিয়েছি দৃষ্টান্ত সন্তানদের জন্যে

إِسْرَٰٓءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى

ইসরাঈলের এবং যদি আমরা চাইতাম আমরা অবশ্যই সৃষ্টি করতাম তোমাদের মধ্য হতে কতককে ফেরেশতা মধ্যে

ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿٦٠﴾

পৃথিবীর তারা স্থলাভিষিক্ত হতো (তোমাদের)

রুকূ:৬

৫৭. আর যখনই মরিয়ম-পুত্রের দৃষ্টান্ত পেশ করা হল, তোমার জাতির লোকেরা হট্টগোল করে উঠল,

৫৮. এবং বলতে লাগল আমাদের মাবুদ ভালো, না সে[১০]? এ দৃষ্টান্ত তারা তোমার সামনে শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই পেশ করেছে। আসলে এরা বড় ঝগড়াটে লোক।

৫৯. মরিয়ম-পুত্র আর তো কিছুই ছিল না, ছিল শুধু এক বান্দা; তার প্রতি আমরা নিয়ামত দান করেছি এবং বনী ইসরাঈলের জন্যে স্বীয় কুদরাতের এক বিশেষ নমুনা বানিয়েছি।

৬০. আমরা চাইলে তোমাদের হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারি; তারা যমীনে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে।

১০. এর পূর্বে ৪৫ নং আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে "তোমাদের পূর্বে যেসব রসূল অতীত হয়েছেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ– আমি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যও কি উপাসনার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলাম?" মক্কাবাসীদের সামনে যখন এ ভাষণ দেয়া হচ্ছিল তখন এক ব্যক্তি এই অভিযোগ উত্থাপন করে 'কেন খৃষ্টানরা মরীয়ম পুত্র ঈসাকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে কি তাঁর ইবাদত করে না? তবে আমাদের উপাস্য দেবতা খারাব কি?' এ দৃষ্টান্ত পেশ হতেই কাফেরদের মজলিশ থেকে এক জোরদার অট্টহাস্য উত্থিত হয় ও চিৎকার আরম্ভ হয় "এর কি উত্তর আছে?"

وَ اِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ

এবং | সে নিশ্চয় | অবশ্যই নিদর্শন | কিয়ামতের জন্যে | সুতরাং না | তোমরা সন্দেহ করো

بِهَا وَ اتَّبِعُوْنِ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿٦١﴾ وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ

এবং তা সম্বন্ধে | আমাকে তোমরা অনুসরণ কর | এটাই | পথ | সরল সঠিক | এবং | না | তোমাদেরকে বাধা দিতে পারে (যেন)

الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٢﴾ وَ لَمَّا جَآءَ عِيْسٰى

শয়তান | সে নিশ্চয় | তোমাদের জন্যে | শত্রু | প্রকাশ্য | এবং | যখন | এসেছিল | ঈসা

بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَ لِاُبَيِّنَ لَكُمْ

সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ | (সে বলেছিল) | নিশ্চয় | তোমাদের কাছে আমি এসেছি | প্রজ্ঞাসহ | এবং | আমি সুস্পষ্ট করার জন্যে | তোমাদের কাছে

بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوْنِ ﴿٦٣﴾

এমন কিছু | যা | তোমরা মতভেদ করছ | তার মধ্যে | সুতরাং তোমরা ভয় কর | আল্লাহকে | এবং | তোমরা আনুগত্য কর আমার

৬১. আর সে (অর্থাৎ মরিয়ম-পুত্র) আসলে কেয়ামতের একটি নিদর্শন। অতএব তোমরা তার বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করিও না,[১১] আর আমার কথা মেনে নাও; ইহাই সঠিক নির্ভুল পথ।

৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে তা হতে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে– সে কিন্তু তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।

৬৩. আর যখন ঈসা সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, তখন সে বলেছিলঃ "আমি তোমাদের নিকট হিকমত নিয়ে এসেছি, এ জন্যে এসেছি যে, তোমাদের সামনে এমন কিছু কথার তত্ত্ব উদঘাটিত করব, যে বিষয়ে তোমরা পরস্পর মতবিরোধ করছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও আমাকে মেনে চল।

১১. এ অনুবাদও হতে পারে–"সে কেয়ামতের জ্ঞানের একটি উপায়"। এখানে প্রশ্ন হতে পারে ঈসা (আঃ)-কে কেয়ামতের চিহ্ন বা কেয়ামতে জ্ঞানের উপলক্ষ্য কোন অর্থে বলা হয়েছে? অনেক তফসীরকার বলেন এর দ্বারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় অবতরণের কথা বুঝানো হয়েছে, বহু হাদীসে যার সংবাদ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী বাক্য দৃষ্টে এ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। তাঁর দ্বিতীয় আগমণ সেই লোকদের জন্যে কেয়ামতের জ্ঞানের উপলক্ষ্য হতে পারে যারা সে সময়ে বর্তমান থাকবে বা তাঁর পরবর্তী কালে জন্ম লাভ করবে। মক্কার কাফেরদের জন্যে তিনি কি প্রকারে এই জ্ঞানের উপায় স্বরূপ গণ্য হতে পারেন যে– তাদের উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা ঠিক হবে, "সুতরাং তোমরা এতে সন্দেহ করোনা?" অন্যান্য ব্যাখ্যাকারগণ যে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা সেই ব্যাখ্যাকে সঠিক মনে করি এখানে হযরত ঈসার বিনা বাপে পয়দা হওয়া, তাঁর মৃত্তিকা থেকে পাখী তৈরী করা, এবং মৃতকে জীবিত করা কেয়ামতের সম্ভাবনার একটি দলীল বলা হয়েছে। এবং আল্লাহতা'আলার এরশাদের অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ বিনা পিতায় সন্তান পয়দা করতে পারেন, যে আল্লাহ একজন বান্দা মাটির পুত্তলিতে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে এবং মৃতকে জীবিত করতে পারে তাঁর পক্ষে তোমাদের এবং সমস্ত মানুষের মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার জীবিত করার কথা অসম্ভব মনে করছো কেন?

إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ

নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই আমার রব ও তোমাদের রব সুতরাং তারই তোমরা ইবাদত কর এটা পথ

مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ ۖ

সরলসঠিক অতঃপর মতভেদ করল বিভিন্ন দল হতে তাদের মাঝ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ

সুতরাং দুর্ভোগ (তাদের) জন্যে যারা যুলম করেছে দ্বারা শাস্তির দিনের মর্মন্তুদ কি

يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا

তারা অপেক্ষা করছে এ ব্যতীত কিয়ামতের (দিনের) যে তাদের উপর আসবে সহসা এবং তারা না

يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾

টেরও পাবে

৬৪. প্রকৃত কথা এই যে আল্লাহ আমার-ও রব, রব– তোমাদেরও। তোমরা তাঁরই ইবাদত কর, এটাই সঠিক-সোজা পথ[১২]।

৬৫. কিন্তু (তার এই সুস্পষ্ট শিক্ষা পেশ করা সত্ত্বেও) বিভিন্ন দল উপদল পরস্পর মতবিরোধ করল[১৩]। অতএব ধ্বংস তাদের জন্যে, যারা যুল্‌ম করেছে, এক প্রাণান্তকর দিনের আযাব দিয়ে।

৬৬. এই লোকেরা কি এখন এই জিনিসেরই অপেক্ষায় রয়েছে যে, সহসা এদের উপর কিয়ামত আসবে এবং তারা টেরও পাবে না?

১২. অর্থাৎ ঈসায়ীরা যা কিছু বলুক ও করুক না কেন, ঈসা (আঃ) নিজে কখনো একথা বলেননি যে– "আমি আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র এবং তোমরা আমার ইবাদত কর", বরং সমস্ত নবীদের যা দাওআত ছিল এবং এখন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যে জিনিসের প্রতি দাওআত দিচ্ছেন তাঁর দাওআতও ছিল সেই একই জিনিসের প্রতি।

১৩. অর্থাৎ একদল তাঁকে অস্বীকার করলো তো তাঁর বিরোধিতায় এতদূর পর্যন্ত সীমা ছাড়িয়ে গেল যে তাঁর প্রতি অবৈধ জন্মের অপবাদ আরোপ করলো। আর অন্যদল তাঁকে মান্য করলো তো, ভক্তি-বিশ্বাসে কুণ্ঠাহীন বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আল্লাহ বানিয়ে বসলো, এবং তার পর একজন মানুষের আল্লাহ হওয়ার সমস্যাটি তাদের জন্যে এমন এক জটিল গ্রন্থি হয়ে দাঁড়াল যে তার জট খুলতে খুলতে তাদের মধ্যে অসংখ্য উপ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল।

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا

বন্ধুবর্গ সেদিন তাদের একে অপরের জন্যে শত্রু (হবে) ব্যতীত

الْمُتَّقِيْنَ ﴿٦٧﴾ يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَ لَآ اَنْتُمْ

মুত্তাকীরা (বলাহবে) হে আমার বান্দারা নাই কোন ভয় তোমাদের উপর আজ আর না তোমরা

تَحْزَنُوْنَ ﴿٦٨﴾ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ﴿٦٩﴾

চিন্তা করবে যারা ঈমান এনেছিল আমাদের আয়াত গুলোর উপর এবং তারা ছিল আত্মসমর্পণকারী (অর্থাৎ মুসলমান)

اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ

(তাদেরকে বলাহবে) তোমরা প্রবেশ কর জান্নাতে তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের সন্তুষ্ট করে দেওয়া হবে আবর্তিত করা হবে

عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّ اَكْوَابٍ ۚ وَ فِيْهَا

তাদের কাছে থালাসমূহকে নির্মিত স্বর্ণের এবং পান পাত্রসমূহও (স্বর্ণের) এবং তার মধ্যে থাকবে

مَا تَشْتَهِيْهِ الْاَنْفُسُ وَ تَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَ اَنْتُمْ فِيْهَا

যা কিছু তা চাইবে (তাদের) অন্তরগুলো এবং তৃপ্ত হবে (তাদেখে) (তাদের) চোখগুলো এবং (বলাহবে) তোমরা তার মধ্যে

خٰلِدُوْنَ ﴿٧١﴾

চির স্থায়ী হবে

৬৭. সেই দিনটি যখন আসবে তখন মুত্তাকী লোক ছাড়া অপর সব বন্ধুরা পরস্পরের দুশমন হয়ে যাবে।

রুকূঃ৭

৬৮-৬৯. যারা আমাদের আয়াতের প্রতি ঈমান এনেছিল এবং অনুগত বান্দা হয়ে রয়েছিল, সেই দিন তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে ; হে আমার বান্দারা, আজ তোমাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তায়ও পড়তে হবে না তোমাদের।

৭০. তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর– তোমাদের স্ত্রীরাও। তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করে দেয়া হবে'।

৭১. তাদের সামনে সোনার থালা ও পান-পাত্র আবর্তিত হবে, মন ভুলানো ও চোখের আস্বাদনের জিনিসসমূহ সেখানে বর্তমান থাকবে। তাদেরকে বলা হবে ' এখন তোমরা চিরদিন এখানেই থাকবে!

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِىٓ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾ لَكُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِى عَذَابِ جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَٰهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا هُمُ الظَّٰلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوْا يَٰمَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّٰكِثُونَ ﴿٧٧﴾

এবং — এই — জান্নাত — (সেই) যা — তার তোমাদেরকে উত্তরাধীকারী করা হয়েছে — তোমরা বদলে যা — কাজ করতেছিলে — তোমাদের জন্যে — তার মধ্যে (থাকবে) — ফলমূল — প্রচুর — তা থেকে — তোমরা খাবে — নিশ্চয় — অপরাধীরা — (হবে) মধ্যে — শাস্তির — জাহান্নামের — তারা স্থায়ী হবে (সেখানে) — না — লাঘব করা হবে — তাদের থেকে (শাস্তি) — এবং — তারা — তার মধ্যে — হতাশ হয়ে পড়েথাকবে — এবং — না — তাদেরকে আমরা জুলম করেছি — কিন্তু — ছিল — তারা — জুলুমকারী (তাদের নিজেদের উপর) — এবং — তারা ডেকে বলবে — হে মালিক (জাহান্নামের প্রহরী) — চূড়ান্ত করে দিক — আমাদের উপর (ব্যাপারটা) — তোমার রব — সে বলবে — নিশ্চয় — তোমরা — অবস্থানকারী (এভাবেই)

৭২. তোমরা এই জন্নাতের উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের সেই সব আমলের দরুন যা তোমরা দুনিয়ায় করতেছিলে।

৭৩. তোমাদের জন্যে এখানে বিপুল ফল-ফলাদী রয়েছে, যা তোমরা খাবে'।

৭৪. আর যারা পাপী-অপরাধী তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাবে নিমজ্জিত থাকবে।

৭৫. তাদের আযাবের মাত্রা কিছুমাত্র কমবে না। আর তারা সেখানে নিরাশ হয়ে পড়ে থাকবে।

৭৬. তাদের উপর আমরা তো যুল্ম করিনি ; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করতেছিল।

৭৭. তারা ডাক দিয়ে বলবেঃ" হে মালিক[১৪]! তোমার রব আমাদের ব্যাপারটাই চূড়ান্ত করে দিক, তবেই ভালো।" সে জবাব দিবেঃ তোমরা এ অবস্থায়ই পড়ে থাকবে।

১৪. এ কথার প্রাসংগিক তাৎপর্য থেকে স্বতঃই বোঝা যায়- 'মালিক' অর্থ জাহান্নামের দারোগা।

لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ﴿٧٨﴾

নিশ্চয় | তোমাদের কাছে আমরা এসেছিলাম | সত্য সহকারে | কিন্তু | তোমাদের অধিকাংশ (ছিলে) | সত্যের প্রতি | বিমুখ অসহনশীল

اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ﴿٧٩﴾ اَمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ

কি | তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে | একটি বিষয়ে | নিশ্চয় তবে আমরাও | সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী (তাদের ব্যাপারে) | কি | তারা মনে করেছে | যে আমরা | না | শুনি আমরা

سِرَّهُمْ وَنَجْوٰىهُمْ ؕ بَلٰى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿٨٠﴾

তাদের গোপন কথাবার্তা | ও | তাদের গোপন পরামর্শ | হ্যাঁ (সবই শুনি) | এবং | আমাদের ফেরেশতারা | তাদের কাছে | লিখছে

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ ﴿٨١﴾ سُبْحٰنَ

বল | যদি | থাকত | দয়াময়ের জন্যে | কোন ছেলে | আমি তবে | প্রথম (হোতাম) | উপাসকদের (মধ্য) | পূতপবিত্র

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿٨٢﴾

রব | আকাশসমূহের | ও | পৃথিবীর | রব | আরশের | তা হতে যা | তারা বর্ণনা করে

---

৭৮. আমরা তো তোমাদের নিকট প্রকৃত সত্যকে নিয়ে এসেছিলাম; কিন্তু তোমাদের অধিকাংশের পক্ষেই সত্য ছিল বড়ই দুঃসহ[১৫]।

৭৯. এই লোকেরা কি কোনরূপ পদক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত করেছে[১৬]? ঠিক আছে, তা হলে আমরাও একটা ফয়সালা করে নেই।

৮০. তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমরা তাদের গোপন কথাবার্তা ও তাদের কান পরামর্শ শুনতে পাইনা? আমরা তো সব কিছুই শুনছি। আর আমাদের ফেরেশতারা তাদের নিকটে থেকেই লিখছে।

৮১. তাদেরকে বলঃ বাস্তবিকই দয়াবান আল্লাহর কোন সন্তান যদি হয়ে থাকত, তা হলে সর্বপ্রথম ইবাদতকারী আমিই হতাম।

৮২. আকাশমন্ডল ও যমীনের প্রভু, আরশের মালিক পূত-পবিত্র সে সব কথা হতে যা এ লোকেরা তাঁর নামে বর্ণনা করে।

---

১৫. জাহান্নামের দারোগার এই উক্তিঃ "আমরা তোমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছিলাম"– এ হচ্ছে ঠিক সেই রূপ– যেমন সরকারের কোন অফিসার সরকারের পক্ষ থেকে কথা বলতে গিয়ে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করে এবং তার অর্থ হয়– আমাদের সরকার এ কাজ করেছেন বা এ আদেশ দিয়েছেন।

১৬. রসূলুল্লাহর (সঃ) বিরুদ্ধে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে কুরাঈশ সরদাররা নিজেদের গোপন বৈঠক গুলোতে যেসব আলোচনা করছিল এখানে তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ

সুতরাং ছেড়ে দাও | তাদেরকে | বাকবিতন্ডা করতে | ক্রীড়া কৌতুক ও করতে | যতক্ষণনা | তারা সাক্ষাত পায় | তাদের দিনের

الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلٰهٌ

যা | তাদের ভয় দেখানো হচ্ছে | এবং | তিনিই (আল্লাহ্) | যিনি | আছেন | আকাশে | ইলাহ

وَفِي الْأَرْضِ إِلٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ

আছেন এবং | ভূমন্ডলেও | ইলাহ | এবং | তিনিই | মহাজ্ঞানী | মহাবিজ্ঞ | এবং | মহানবরকত ময় তিনি

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ

যিনি (এমন সত্তা যে) | তারই | বাদশাহী | আকাশ মন্ডলির | ও | পৃথিবীর | এবং | যাকিছু | তাদের উভয়ের মাঝে আছে

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٥﴾

এবং | তাঁরই কাছে আছে | জ্ঞান | কিয়ামতের | এবং | তাঁর ই দিকে | তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে

৮৩. ঠিক আছে, তাদেরকে তাদের বাতিল চিন্তা-বিশ্বাসে ডুবে থাকতে ও নিজেদের খেলায় মগ্ন হয়ে থাকতে দাও– যত দিন না তারা তাদের সেই দিন দেখতে পায় যে দিনের ভয় তাদেরকে দেখানো হচ্ছে।

৮৪. তিনি একাই আসমানেও ইলাহ এবং যমীনেও ইলাহ এবং তিনিই সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী।

৮৫. অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যার মুষ্ঠির মধ্যে যমীন ও আকাশমন্ডল এবং যমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী সমস্ত জিনিসের বাদশাহী রয়েছে। কেয়ামতের সময় তাঁরই জানা আছে এবং সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হবে।

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا

কিন্তু সুপারিশের তাঁকে ছাড়া তারা ডাকে যাদেরকে ক্ষমতা রাখে না এবং

مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم

তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর অবশ্যই যদি এবং জানেও তারা যখন সত্যের সাক্ষ্যদেয় যে

مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٨٧﴾ وَقِيلِهِ

তার(অর্থাৎ (নবীর)কথার শপথ তাদের ফিরান হচ্ছে তাহলে কোথা হতে আল্লাহ তারা বলবে অবশ্যই তাদের সৃষ্টি করেছে কে

يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ

তাদেরকে ক্ষমাকর সুতরাং ঈমান আনবে না লোকেরা এসব নিশ্চয় হে রব

وَقُلْ سَلَامٌ ۚ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

তারা জানতে পারবে শীঘ্রই অতঃপর সালাম বল এবং

৮৬. তাঁকে বাদ দিয়ে এই লোকেরা যে সবকে ডাকে, সুপারিশ করার কোন ইখতিয়ারই তাদের নেই, কেউ জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যের সাক্ষ্য দিলে অবশ্য অন্য কথা[১৭]।

৮৭. তোমরা যদি তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর যে, তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে তারা নিজেরাই বলবে যে, আল্লাহ[১৮]। তাহলে এরা কোন দিক হতে প্রতারিত হয়!

৮৮. রসূলের এই কথার শপথ যে –হে রব এরা এমন লোক, যারা মেনে চলে না[১৯]।

৮৯. অতএব হে নবী! এই লোকদেরকে ক্ষমা কর, আর বলে দাও- তোমাদের প্রতি শান্তি, শীঘ্রই তারা জানতে পারবে।

১৭. অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যে- যে সত্তাগুলিকে সে মাবুদ বানিয়ে রেখেছে তারা নিশ্চিতরূপে সুপারিশ করার ক্ষমতা ও অধিকার রাখে এবং আল্লাহতা'আলার দরবারে তাদের এ রূপ শক্তি আছে যে তারা যাকে ইচ্ছা মাফ করিয়ে নেবে, তবে সে ব্যক্তি জওয়াব দিক- জ্ঞানের ভিত্তিতে সে কি এ কথার সত্যতার সাক্ষ্য দান করতে পারে?

১৮. এ আয়াতের দুই প্রকার অর্থ। প্রথম- যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর' কে তাদের নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা উত্তর দেবে- 'আল্লাহ'। দ্বিতীয়- যদি তুমি তাদের প্রশ্ন কর-'তোমাদের এই উপাস্যদের স্রষ্টা কে?' তবে তারা জবাবে বলবে-'আল্লাহ'।

১৯. অর্থাৎ শপথ রসূলের এই উক্তির যে-" হে রব, এরা হচ্ছে সেই লোক যারা মান্য করে না" কত বিস্ময়কর এই সব লোকদের আত্মপ্রতারণা, তারা নিজেরাই স্বীকার করে আল্লাহতা'আলা তাদের ও তাদের উপাস্যদের স্রষ্টা, কিন্তু এর পরেও স্রষ্টাকে ত্যাগ করে তারা সৃষ্ট জিনিসের ইবাদত করার জিদ ধরে থাকে।

সূরা আদ্-দুখান

নামকরণঃ এ সূরার ১০নং আয়াতে يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ এর- ..دخان শব্দটিকে এ সূরার নামরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ এ সেই সূরা যাতে دخان ..(ধুঁয়া) শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কালঃ এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কালও কোন নির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনার সূত্রে জানা যায় না। কিন্তু এতে আলোচিত কথা ও বিষয়ের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হতে বুঝতে পারা যায় যে, সূরা যুখরুফ ও তার পূর্বের কতিপয় সূরা যে সময় নাযিল হয়েছিল, এও সেই সময়ই নাযিল হয়। অবশ্য এ তাদের পরে নাযিল হয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে এ মনে হয় যে, মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধতার আচরণ যখন তীব্র হতেও তীব্রতর হল , তখন নবী করীম (সঃ) দো'আ করেছিলেন যে, 'হে আল্লাহ্ হযরত ইউসুফের দুর্ভিক্ষের ন্যায় একটা দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর' । নবী করীম (সঃ) মনে করেছিলেন যে, এ লোকদের উপর যখন বিপদ আসবে তখন এরা আল্লাহকে মানবে এবং তাদের দিল নসীহত কবুল করার জন্যে উপযুক্ত ও নরম হবে। আল্লাহতা'আলা তাঁর দো'আ কবুল করলেন এবং সমগ্র এলাকায় এমন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সমস্ত লোক আর্তনাদ করে উঠলো। শেষ পর্যন্ত কোন কোন কুরাইশ সরদার– তাদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ম'সউদ বিশেষভাবে আবু সুফিয়ানের নাম উল্লেখ করেছেন– নবী করীম (সঃ)-এর নিকট এল এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করলো, জাতির লোকজনকে এ বিপদ হতে পরিত্রাণ দেবার জন্যে আল্লাহর নিকট দো'আ করুন। ঠিক এ সময়ই এই সূরা নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয় ও বিষয়বস্তুঃ এ সময় মক্কার কাফেরদেরকে বুঝাবার ও সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি যে ভাষণ অবতীর্ণ হয়, তার ভুমিকায় কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছেঃ

১. তোমরা এ কিতাবকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর রচনা মনে করে মারাত্মক ভুল করছো। এ কিতাব তো স্বতঃই এ অকাট্য সাক্ষ্য দেয় যে, এ কোন মানুষের নয়, স্বয়ং আল্লাহতা'আলার কিতাব।

২.তোমরা এ কিতাবের মূল্য বুঝতে ভুল করছো। তোমরা একে একটা বিপদ মনে করছো। অথচ প্রকৃত পক্ষে সে এক অতীব মুবারক সময় ছিল যখন আল্লাহতা'আলা পুরোপুরি স্বীয় রহমতের কারণে তোমাদের মধ্যে নিজের রসূল পাঠাবার ও স্বীয় কিতাব নাযিল করার ফয়সালা করেছিলেন।

৩. তোমরা নিজেদের অজ্ঞতা-মূর্খতার কারণে এ ভুল ধারণার বশবর্তী হচ্ছ যে, তোমরা এ রসূল ও এ কিতাবের সঙ্গে মুকাবিলা করে জয়লাভ করতে পারবে! অথচ এ রসূল-প্রেরণ এবং এ কিতাবের নাযিল হওয়া সেই বিশেষ সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছে, যখন আল্লাহতা'আলা লোকদের ভাগ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা করে থাকেন। আর আল্লাহর ফয়সালা এমন দুর্বল হয় না যে, যার ইচ্ছা হবে সে তাকে বদলে ফেলবে। তা কোন মূর্খতা বা নাদানির ভিত্তিতে হয় না বলে তাতে কোনরূপ ভ্রান্তি বা ক্রটি কিংবা অপরিপক্কতা থেকে যায় না। তা তো সেই বিশ্বপরিচালকের পরিপক্ক ও অটল ফয়সালা যিনি সবকিছু শুনেন, সবকিছু জানেন এবং সর্ববিষয়ে সুদক্ষ কর্মকর্তা। তাঁর সঙ্গে লড়াই করা সহজ কাজ নয়।

৪. আল্লাহকে তোমরা নিজেরাও যমীন, আসমান ও বিশ্বলোকের প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক এবং পরেয়ারদেগার মানছো। তোমরা এও মান যে, জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ইখতিয়ার-অধীন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমরা অন্যদেরকে মা'বুদ বানাবার জন্য বাড়াবাড়ি করছো। এর স্বপক্ষে বলাবার মত যুক্তি ও দলীল তোমাদের নিকট এ ছাড়া আর কিছুই নেই যে, বাপ-দাদার কাল হতে এ কাজই হচ্ছে এবং চলে এসেছে। অথচ যে লোক সচেতনভাবে আল্লাহকেই মালিক ও পরোয়ারদিগার এবং জীবন ও মৃত্যুর একচ্ছত্র কর্তা বলে বিশ্বাস করে .তার মনে আল্লাহ ছাড়া বা তাঁর সংগে অপর কেউ মা'বুদ হবার যোগ্য হতে পারে বলে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে না। তোমাদের বাপ-দাদারা যদি এরূপ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে থাকে তা হলে তোমরাও চোখ বন্ধ করে তাই করবে, এর কোন যুক্তি নেই। আসলে তো তাদেরও রব সেই এক আল্লাহই ছিলেন যিনি তোমাদের রব এবং তাদেরও তাঁরই বন্দেগী করা উচিত ছিল যাঁর বন্দেগী তোমাদের করা উচিত ।

৫. আল্লাহ তোমাদেরকে কেবল পেট ভরে খেতে দেবেন, এটাই তাঁর রহমত ও রবুবিয়তের দাবী হতে পারে না। সে সংগে তোমাদের হেদায়াতের ব্যবস্থা করাও তাঁর রহমতের দাবী। এ হেদায়াতের জন্যই তো তিনি রসূল পাঠিয়েছেন এবং কিতাব নাযিল করেছেন।

এ ভূমিকার কথাবার্তার পরে তখন যে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছিল সে বিষটাকে নিয়ে কথা বলা হয়েছে । পূর্বে যেমন বলেছি, এ দুর্ভিক্ষ নবী করীম (সঃ)-এর দো'আর ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি দুর্ভিক্ষের জন্যে দো'আ করেছিলেন এই মনে করে যে, বিপদে পড়লে কাফেরদের গর্বোদ্ধত মস্তক অবনমিত হবে। সম্ভবত তখন নসীহতের কথা-বার্তা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবে। আর তখন এ আশাও অনেকটা পূর্ণ হবার সম্ভবনাও দেখা দিয়েছিল। কেননা, দেখা গিয়েছে যে, বড় বড় কট্টর সত্য-দুশমনেরা কালের আবর্তে চিৎকার করে উঠে বলেছে, হে আল্লাহ, আমাদের উপর হতে এ আযাব দুর করে দাও, তাহলে আমরা ঈমান আনব। এ পর্যায়ে একদিকে নবী করীম (সঃ)-কে বলা হয়েছে যে, এ রকম মুসীবতে এ লোকেরা কিছু শিক্ষা নেবার নয়। তারা যখন সেই রসূলের দিক হতে মুখ ফিরাল যে,রসূলের কাজ-কর্ম, ভুমিকা ও কথাবার্তা হতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়ে যে- তিনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল, তখন একটা দুর্ভিক্ষ তাদের এ নাফরমানীকে কেমন করে দূর করতে পারে! আর অপর দিকে কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ আযাব দূর করে দিলে পরে তোমরা ঈমান আনবে বলে যে ওয়াদা করছো, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা আযাব দুর করে দিচ্ছি, তোমরা তোমাদের ওয়াদা পূরণে কতখানি সত্যবাদী তা এখনি প্রমাণিত হয়ে যাবে। তোমাদের দুর্ভাগ্য তো তোমাদের সাথে লেগেই আছে। তোমরা একটা অতি বড় আঘাত চাইছ, হালাকা আঘাতে তোমাদের মাথা ঠিক হবার নয়।

এ প্রসঙ্গেই পরে ফেরাউন ও তার জাতির লোকদের কথা উল্লেখকরা হয়েছে। কেননা তারাও ঠিক এরূপ কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল, যেরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে এখন এ কুরাইশ সরদারেরা। তাদের নিকটও এমনিই এক সম্মানিত নবী-রসূল এসেছিলেন। তিনিও তাঁর আল্লাহ প্রেরিত হওয়ার অকাট্য প্রমাণ ও নিদর্শনাদি দেখিয়ে ছিলেন ও তারা দেখতেও পেয়েছিল। তারা নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু তারা জিদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় নি। এমন কি শেষ পর্যন্ত রসূলের জান খতম করার সিদ্ধান্ত করে। আর তার ফলাফল যা দেখেছিল তা চিরদিনের তরে শিক্ষার সামগ্রী হয়ে থাকলো।

এরপর পরকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা মক্কার কাফেররা এ তীব্র ভাবে অস্বীকার করছিল। তারা বলতো– আমরা তো কাকেও মরার পর পুণরায় জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি নি। তোমরা যদি পুনর্জীবনের দাবীতে সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের মরে যাওয়া বাপ-দাদাকে উঠিয়ে এনে দেখাও। এ জবাবে পরকাল বিশ্বাসের সত্যতা প্রমাণের জন্যে সংক্ষেপে দুটি দলীল পেশ করা হয়েছে। একটা এই যে, এর বিশ্বাসকে অস্বীকার করার পরিণাম চরিত্রের পক্ষে চিরদিনই মারাত্মক প্রমানিত হয়েছে। দ্বিতীয় এই যে, বিশ্বলোক কোন খোলোয়াড়ের খেলানার জিনিস নয়। এ এক যুক্তি-সংগত ও হিকমতে পরিপূর্ণ ব্যবস্থা। আর মহাবিজ্ঞানীর কোন কাজ অর্থহীন হতে পারে না। 'আমাদের বাপ-দাদাকে তুলে আন' কাফেরদের এ কথার জবাবে বলা হয়েছে যে, এ কাজ তো আর প্রতিদিন হবার নয়, প্রত্যেকের দাবীতেও এ কাজ হবে না। এ জন্যে আল্লাতা'আলা একটা সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তখন তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একত্রিত করবেন এবং নিজের আদালতে তাদের হিসাব-নিকাশ নেবেন। তখনকার জন্যে কারো চিন্তা করতে হলে এখনি করে নেয়া উচিত। কেননা সেখানে কেউ নিজের বলে রক্ষা পাবে না, কেউ রক্ষা করতেও পারবে না।

আল্লাহর এ আদালতের কথা উল্লেখ প্রসংগে বলা হয়েছে যে, সেখানে যারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তাদের পরিণাম মারাত্মক হবে। আর যারা সেখানে সফল কাম হবে, তারা মহা পুরস্কার লাভ করবে। পরে এ কথা বলে কথা শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদেরকে বুঝাবার জন্যেই এ কুরআন সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায়– তোমাদের নিজেদের কথা-বার্তার ভাষায়- নাযিল করা হয়েছে। তোমাদেরকে হাজার বুঝানোর পরও যদি তোমরা না বুঝ, আর নিজেদের মারাত্মক পরিণতি কবুল করতেই প্রস্তুত হয়ে থাক তাহলে অপেক্ষা কর, আমাদের নবীও অপেক্ষায় থাকবেন। যা কিছু হবার যথাসময়েই সামনে উপস্থিত হবে।

رُكُوْعَاتُهَا ٣ — سُوْرَةُ الدُّخَانِ مَكِّيَّةٌ (٤٤) — اٰيَاتُهَا ٥٩

তিন তার রুকু (সংখ্যা) মক্কী আদ দুখান সূরা (৪৪) উনষাট তার আয়াত (সংখ্যা)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অতীব মেহেরবান অশেষ দয়াময় আল্লাহর নামে(শুরু করছি)

حٰمٓ ① وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةٍ

হা মীম | শপথ | (এই) কিতাবের | সুস্পষ্ট | নিশ্চয় আমরা | তা আমরা নাযিল করেছি | একরাতে

مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ③ فِيْهَا يُفْرَقُ

কল্যাণময় বরকতপূর্ণ | নিশ্চয় আমরা | আমরা(ইচ্ছে করে) ছিলাম | সতর্ক করতে | তার মধ্যে (অর্থাৎ সেই রাতে) | স্থির করা হয়

كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ④ اَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ؕ اِنَّا كُنَّا

প্রত্যেক | বিষয় | বিজ্ঞতাসূচক | নির্দেশক্রমে | হতে | আমাদের নিকট | নিশ্চয় আমরা | আমরা ছিলাম

مُرْسِلِيْنَ ⑤ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ

(এক রসূল) প্রেরণকারী | অনুগ্রহ স্বরূপ | পক্ষহতে | তোমার রবের | নিশ্চয় তিনি | তিনিই | সব কিছুইশুনেন

الْعَلِيْمُ ⑥

সবকিছু জানেন

রুকূ:১

১.হা মীম;

২. শপথ এই সুস্পষ্ট প্রকাশকারী কিতাবের।

৩.আমরা একে এক বড় কল্যাণময় ও বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি [১] কেননা আমরা লোকদেরকে সাবধান করার ইচ্ছা করেছিলাম।

৪-৬. ইহা ছিল সেই রাত যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপারের বিজ্ঞতা-সূচক ফয়সালা আমাদের নির্দেশে প্রকাশ করা হয়ে থাকে [২]। আমরা এক রসূল প্রেরণকারী ছিলাম, তোমার রবের রহমত স্বরূপ। নিঃসন্দেহে তিনিই সব কিছু শুনেন এবং জানেন।

১. অর্থাৎ– লায়লাতুল কদর।

২. এর দ্বারা জানা যায়– আল্লাহতা'আলার রাজকীয় বিধান-শৃংখলায় এ এমন একটি রাত, যার মধ্যে তিনি ব্যক্তি, জাতি ও দেশ সমূহের ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করে তাঁর ফেরেশতাদের উপর সোপর্দ করে দেন, এবং তারপর ফেরেশতারা সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্মতৎপর হয়ে থাকে।

رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا ۘ
(তিনি) রব, আকাশমন্ডলির, ও, পৃথিবীর, এবং, যা কিছু, উভয়ের মাঝে আছে

اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ⑦ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ؕ
যদি, তোমরা হয়ে থাক, বাস্তবিকই বিশ্বাসী, নাই, কোন ইলাহ, ছাড়া, তিনি, তিনি জীবন দেন, এবং, মৃত্যুও দেন

رَبُّكُمْ وَ رَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ⑧ بَلْ هُمْ فِيْ
তোমাদের রব, ও, রব, তোমাদের পিতৃপুরুষদের, পূর্বকালের, এসত্ত্বেও, তারা, মধ্যে

شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ⑨ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَاْتِي السَّمَآءُ
সন্দেহের, খেলাকরছে, সুতরাং, অপেক্ষাকর, সেই দিনের (যখন), আসবে, আকাশ

بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ⑩ يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ
ধোঁয়া দ্বারা (আচ্ছন্ন হয়ে), সুস্পষ্ট, ঢেকে নেবে, লোকদেরকে, এটাই, শাস্তি

اَلِيْمٌ ⑪ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ⑫
মর্মন্তুদ, (এখন তারা বলে) হে আমাদের রব, দূরকর, আমাদের হতে, শাস্তি, আমরা নিশ্চয়, বিশ্বাসী হব (ঈমান আনব)

৭. আকাশমন্ডল ও যমীনের রব এবং আসমান-যমীনের মাঝখানে যা কিছু আছে সে সব জিনিসের রব, যদি তোমরা বাস্তবিকই বিশ্বাসকারী হয়ে থাক।

৮. তিনি ছাড়া মাবুদ কেউ নেই[৩]। তিনিই জীবন দান করেন। এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন, তিনি তোমাদের রব। তোমাদের পূর্বপুরুষদের রব যারা পূর্বে চলে গেছে।

৯. (কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই লোকদের কোন বিশ্বাস নেই)– বরং এরা নিজেদের সংশয়ে পড়ে খেলছে।

১০. আচ্ছা, তোমরা অপেক্ষা কর সেই দিনের যখন আকাশমন্ডল সুস্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে,

১১. এবং তা লোকদের উপর আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তা হল পীড়াদায়ক আযাব।

১২. (এখন বলে যে,) ঃ পরওয়ারদিগার, আমাদের উপর হতে এ আযাব দূর করে দাও, আমরা ঈমান আনছি[৪]।

---

৩. 'মাবুদ' অর্থ যথার্থ মাবুদ, যাঁর হক হচ্ছে ঃ মাত্র তাঁরই ইবাদত (দাসত্ব ও উপাসনা) করা হবে।

৪. এই আয়াত সমূহে ও ১৬ নং আয়াতে কিয়ামতের আযাবের উল্লেখ আছে। এবং ১৫ নং আয়াতে যে আযবের কথার উল্লেখিত হয়েছে তা হচ্ছে সেই দুর্ভিক্ষের আযাব– এই সূরা নাযিল হওয়ার কালে মক্কাবাসীরা যার কবলে পতিত ছিল।

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾

কোথায় | তাদের জন্যে | নসীহত গ্রহণ (সম্ভব হবে) | অথচ | নিশ্চয় | তাদের কাছে এসেছে | একজন রসূল | সুস্পষ্ট

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾ إِنَّا

এরপরও | ফিরেযায় তারা | তা হতে | এবং | তারা বলে | (সে একজন) শিক্ষাপ্রাপ্ত | পাগল | আমরা নিশ্চয়

كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾

দূরকরেদেই | শাস্তি | কিছুটা (তবুও) | তোমরা নিশ্চয় | পুনরায় তাই করবে (যা পূর্বে করতে)

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾

যেদিন | ধরব আমরা | ধরা | বড়শক্তকরে | নিশ্চয় আমরা | প্রতিশোধ গ্রহণকারী (সে দিন)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ

এবং | নিশ্চয় | আমরা পরীক্ষা করেছি | তাদের পূর্বে | জাতিকে | ফিরআউনের | এবং | তাদের কাছে এসেছিল | একজন রসূল

كَرِيمٌ ﴿١٧﴾ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ ۖ إِنِّي لَكُمْ

সম্মানিত | (সে বলেছিল) যে | তোমরা অর্পন কর | আমার কাছে | বান্দাদেরকে | আল্লাহর | নিশ্চয় আমি | তোমাদের জন্যে

رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ ۖ

রসূল | বিশ্বস্ত | এবং | না (এও বলেছিল) যে | উদ্ধত হয়ো | উপর | আল্লাহর

১৩. এদের গাফলতি কোথায় দূর হচ্ছে? এদের অবস্থা তো এই যে, এদের নিকট সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল[৫] এসে পৌছেছে।

১৪. তা সত্ত্বেও এরা তার দিকে লক্ষ্য করছে না, আর বলল " এ তো শিক্ষা প্রাপ্ত পাগল"।

১৫. আমরা আযাব খানিকটা সরিয়ে দিই, তোমরা তখন ঠিক তাই করবে, যা পূর্বে করছিলে।

১৬. যেদিন আমরা বড় আঘাত হানব সেই দিনই হবে যখন আমরা তোমাদের উপর প্রতিশোধ নিব।

১৭. আমরা এদের পূর্বে ফেরাউনের জাতিকে এই পরীক্ষায়ই নিমজ্জিত করেছিলাম! তাদের নিকট এক অতীব ভদ্র রসূল এসেছিল,

১৮. এবং সে বললঃ 'আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার হাতে সঁপে দাও, আমি তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রসূল!

১৯. আল্লাহর উপর নিজেদের প্রাধান্য করতে যেও না।

৫. অর্থাৎ এরূপ রসূল যাঁর রসূল হওয়া সুস্পষ্ট রূপে প্রকট ছিল।

إِنِّيٓ ءَاتِيكُم بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ⑲ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي

আমি নিশ্চয় তোমাদের কাছে উপস্থিত করছি প্রমাণ সুস্পষ্ট এবং নিশ্চয় আমি আশ্রয় নিয়েছি আমার রবের (কাছে)

وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ ⑳ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا۟ لِى

এবং তোমাদের (প্রকৃত রবের) (এ হতে) যে তোমরা হত্যা করবে পাথর মেরে আমাকে আর যদি নাই তোমরা ঈমান আন আমার উপর

فَٱعْتَزِلُونِ ㉑ فَدَعَا رَبَّهُۥٓ أَنَّ هَٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ

তবে আমার (উপর) আক্রমণ হতে দূরে থাক সে ডাকল অবশেষে তার রবকে (এবং বলল) যে এসব লোকেরা

مُّجْرِمُونَ ㉒ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ㉓

অপরাধী (তাদের ফয়সালা কর) (বলা হল) রওনা হও তাহলে আমার বান্দাদেরসহ রাতে নিশ্চয় তোমাদের পিছনে (ধাওয়া) করা হবে

وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ㉔

এবং ছেড়ে দাও সমুদ্রকে প্রবহমান তারা নিশ্চয় (অর্থাৎ ধাওয়া কারী) সৈন্যবাহিনী নিমজ্জিত হবে

كَمْ تَرَكُوا۟ مِن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ㉕ وَزُرُوعٍ وَ

কতই না তারা ছেড়েছিল বাগ-বাগীচা ও ঝর্ণাসমূহ এবং ক্ষেতসমূহ ও

مَقَامٍ كَرِيمٍ ㉖ وَنَعْمَةٍ كَانُوا۟ فِيهَا فَٰكِهِينَ ㉗

স্থান সুরম্য (যেতে ছিল প্রাসাদরাজী) এবং উপকরণ সুখ তারা ছিল যার মধ্যে আনন্দকারী (সব ছেড়ে চলেগেল)

আমি তোমাদের সামনে (আমার রসূল হওয়ার) সুস্পষ্ট সনদ পেশ করছি।

২০. আর আমি আমার রব ও তোমাদের রবের আশ্রয় নিয়েছি এ হতে যে, তোমরা আমার উপর আক্রমণ করবে।

২১. আর তোমরা যদি আমার কথা নাই মান, তাহলে অন্ততঃ তোমরা আক্রমণ করা হতে বিরত থাক'।

২২.শেষ পর্যন্ত সে তার রবকে ডাকল; বলল যে, এই লোকেরা পাপী-অপরাধী।

২৩. (জবাব দেয়া হলঃ) এখন তাহলে তুমি রাত্রের মধ্যেই আমার বান্দাদেরকে নিয়ে চলতে শুরু কর! তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে।

২৪. সমুদ্রকে তার নিজ অবস্থায় প্রবহমান ছেড়ে দাও। এই সমস্ত বাহিনী নিমজ্জিত হবে।

২৫-২৬. কত না বাগ-বাগীচা, ঝর্ণাধারা, ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদরাজী ছিল, যা তারা পিছনে রেখে গিয়েছিল!

২৭. কতই না বিলাস-সামগ্রী যাতে তারা আনন্দ করতেছিল তাদের পিছনে পড়ে রইল।

كَذٰلِكَ وَ اَوۡرَثۡنٰهَا قَوۡمًا اٰخَرِيۡنَ ﴿٢٨﴾ فَمَا

এরূপই (পরিণাম হয়েছিল) — এবং — তার আমরা উত্তরাধীকারী করেছিলাম — সম্প্রদায়কে — অন্যান্য — না অতঃপর

بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ السَّمَآءُ وَ الۡاَرۡضُ وَ مَا كَانُوۡا

কাঁদল — তাদের উপর — আকাশ — আর (না) — যমীন — এবং — না — তারা ছিল

مُنۡظَرِيۡنَ ﴿٢٩﴾ وَ لَقَدۡ نَجَّيۡنَا بَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ مِنَ

অবকাশপ্রাপ্ত — এবং — নিশ্চয় — আমরা উদ্ধার করেছিলাম — বনী — ইসরাঈলকে — হতে

الۡعَذَابِ الۡمُهِيۡنِ ﴿٣٠﴾ مِنۡ فِرۡعَوۡنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ

শাস্তি — অপমানজনক — ফিরআউনের — সে নিশ্চয় — ছিল

عَالِيًا مِّنَ الۡمُسۡرِفِيۡنَ ﴿٣١﴾ وَ لَقَدِ اخۡتَرۡنٰهُمۡ عَلٰى

(শীর্ষস্থানীয়) উচ্চমর্যাদার — মধ্য হতে — সীমালংঘনকারীদের — এবং — নিশ্চয় — তাদেরকে (বনীইসরাইলকে) আমরা বেছে নিয়েছিলাম — ভিত্তিতে

عِلۡمٍ عَلَى الۡعٰلَمِيۡنَ ﴿٣٢﴾ وَ اٰتَيۡنٰهُمۡ مِّنَ الۡاٰيٰتِ مَا

জ্ঞানের — উপর — সারা বিশ্বের (অন্যান্য জাতির) — এবং — তাদেরকে আমরা দিয়ে ছিলাম — নিদর্শনাবলী — যার

فِيۡهِ بَلٰٓـؤٌا مُّبِيۡنٌ ﴿٣٣﴾ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَيَقُوۡلُوۡنَ ﴿٣٤﴾

মধ্যে ছিল — পরীক্ষা — সুস্পষ্ট — নিশ্চয় — এসবলোক — অবশ্যই বলে

اِنۡ هِىَ اِلَّا مَوۡتَتُنَا الۡاُوۡلٰى وَ مَا نَحۡنُ بِمُنۡشَرِيۡنَ ﴿٣٥﴾

নাই — তা — এ ব্যতীত — আমাদের মৃত্যু — প্রথম বারের — এবং — না — আমরা — পুনরুত্থিত হব

(অর্থাৎ মৃতই শেষ)

২৮. এটাই হল তাদের পরিণাম! আর আমরা অন্য লোকদেরকে এই সব জিনিসের উত্তরাধিকারী বানালাম ।

২৯. অতঃপর না আসমান তাদের জন্যে কাঁদল, না যমীন। তাদেরকে খানিকটা অবসরও দেয়া হল না।

রুকুঃ ২

৩০-৩১. এই ভাবে বনী-ইসরাঈলকে আমরা কঠিন অপমান লাঞ্ছনার আযাব –ফিরাউন– হতে মুক্তি দান করলাম; যে নিশ্চয় সীমালংঘনকারী লোকদের মধ্যে খুবই উচ্চ মর্যাদার মানুষ ছিল,

৩২. এবং তাদের অবস্থা বুঝে তাদেরকে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির উপর অধিক মর্যাদা দিলাম!

৩৩. তাদেরকে এমন সব নিদর্শন দেখালাম, যাতে সুস্পষ্ট পরীক্ষা নিহিত ছিল।

৩৪-৩৫. এই লোকেরা বলে, "আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া আর তো কিছুই নেই। এর পর আমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে না।

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٣٦

তোমরা তবে উপস্থিত কর — আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে — যদি — তোমরা হও — সত্যবাদী

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

(তাদেরকে বল) তারা কি — উত্তম — অথবা — জাতি — তুব্বার — এবং — যারা (ছিল) — তাদের পূর্বে

أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٣٧ وَمَا

তাদেরকে আমরা ধ্বংস করেছি — তারা নিশ্চয় — ছিল — অপরাধী — এবং — না

خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ٣٨

আমরা সৃষ্টিকরেছি — আকাশমণ্ডলীকে — ও — পৃথিবীকে — এবং — যা কিছু — উভয়ের মাঝে আছে — খেলারছলে

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

না — উভয়কে আমরা সৃষ্টি করেছি — এ ব্যতীত — সত্যসহকারে — কিন্তু — তাদের অধিকাংশই — না

يَعْلَمُونَ ٣٩ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ٤٠

জানে — নিশ্চয় (আসবে) — দিন — ফয়সালার — তাদের নির্ধারিতসময়ে — সকলেরই

৩৬. তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে আমাদের বাপ-দাদাকে উঠিয়ে নিয়ে এস।

৩৭. এরা উত্তম অথবা তুব্বার জাতি[৬] ও তাদের পুর্বগামী লোকেরা? আমরা তো তাদেরকে এ কারণে ধ্বংস করেছি যে, তারা অপরাধী হয়ে গিয়েছিল।

৩৮. এই আসমান ও যমীন এবং তাদের মধ্যে অবস্থিত জিনিসগুলি আমরা কেবল খেলার ছলেই বানায় নি।

৩৯. এই গুলিকে আমরা সত্যতা সহকারে সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অনেক লোকই তা জানেনা।

৪০. এই সবকে উঠাবার জন্য নির্দিষ্ট দিনই ফয়সালার দিন।

৬. 'তোব্বাআ' হেমিরার সম্রাটদের উপাধি ছিল। যেমন 'কিসরা' 'কাইযার' 'ফেরাউন' প্রভৃতি উপাধি বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের বিশিষ্ট উপাধি ছিল। এরা 'সাবা' কওমের এক শাখার সংগে সম্পর্কযুক্ত ছিল, এবং কয়েক শতাব্দী ধরে আরবের শাসন পরিচালনা করেছিল।

৪১. সেই দিন কোন নিকটাত্মীয় নিজের কোন নিকটাত্মীয়ের কোন কাজেই আসবে না, কোথা হতেও তাদেরকে কোন সাহায্যও পৌছাবে না।

৪২. তবে আল্লাহই যদি কারো প্রতি রহম করেন তাহলে অন্য কথা। তিনি মহা পরাক্রমশালী এবং অতি দয়াবান।

রুকুঃ ৩

৪৩-৪৪. 'যাক্কুম' গাছ গুনাহগারের খাদ্য হবে,

৪৫-৪৬. তেলের গাদের মত পেটে এমনভাবে উথলে উঠবে, যেমন টগবগ করে ফুটন্ত পানি উথলে উঠে।

৪৭. "ধর তাকে এবং হেঁচড়ায়ে টেনে তাকে নিয়ে যাও জাহান্নামের মাঝখানে,

৪৮. এবং উজাড় করে ঢেলে দাও তার মাথার খুলির উপর টগবগ করা ফুটন্ত পানির আযাব।

শব্দ - ৭/২২

৪৯. গ্রহণ কর তার স্বাদ। তুমি বড় প্রতাপশালী সম্মানের ব্যক্তি।

৫০. এ সেই জিনিস যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতেছিলে"।

৫১-৫৩. আল্লাহভীরু লোকেরা নিরাপদ স্থানে হবে, বাগ-বাগীচা ও ঝর্ণাধারার মধ্যে, পাতলা রেশমী ও মোটা রেশমী পোষাক পরিহিত, সামানা-সামনি আসীন।

৫৪. এটাই হবে তাদের জাঁক-জমক। আর আমরা সুন্দরী রূপসী ও হরিণ-নয়না নারীদেরকে তাদের স্ত্রী বানিয়ে দিব।

৫৫. সেখানে তারা পূর্ণ নিশ্চিন্ততায় সর্বপ্রকারের স্বাদপূর্ণ জিনিসসমূহ পেতে চাইবে।

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ

না — তারা স্বাদ গ্রহণ করবে — তারমধ্যে — মৃত্যুর — ব্যতীত — মৃত্যু — প্রথমবারের

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ

এবং — তাদের তিনি রক্ষা করবেন — শাস্তি (হতে) — জাহান্নামের — অনুগ্রহে — পক্ষহতে — তোমার রবের

ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ

এটাই — সেই — সাফল্য — বিরাট — (হেনবী) মূলতঃ — তা (অর্থাৎ এ কিতাবকে) আমরা সহজ করেদিয়েছি — ভাষায় — তোমার

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

তারা যেন — উপদেশ গ্রহণ করে — সুতরাং — অপেক্ষাকর তুমি — তারা নিশ্চয় — প্রতীক্ষমান

৫৬-৫৭. সেখানে মৃত্যুর স্বাদ তারা কখনই আস্বাদন করবে না। দুনিয়ায় একবার যে মৃত্যু তাদের হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। আর আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করবেন। বস্তুতঃ এটাই বড় সাফল্য।

৫৮. হে নবী! আমরা এই কিতাবকে তোমার ভাষায় খুব সহজ বানিয়ে দিয়েছি। যেন এই লোকেরা নসীহত গ্রহণ করে।

৫৯. অতঃপর তুমিও অপেক্ষা কর, অপেক্ষা করুক তারাও।

معانی الفاظ
القرآن المجید
المجلد السابع
عربی - بنغالی
المترجم
مطیع الرحمن خان